০১. শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান

শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান
বাণী চিরন্তন
সংগ্রহ ও সম্পাদনা – ভবেশ রায় এবং মিলন নাথ

১. মহামানবের মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রথম বাণী ও পড়ো।

–আল-কোরআন

২. বিদ্যান্বেষণের জন্যে যদি সুদূর চীনেও যেতে হয়, তবে সেখানে যাও।

–আল-হাদিস

৩. জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র বস্তু জগতে আর কিছুই নেই।

শ্রীমদ্ভগবত গীতা

৪. নগরের দশজন বীরপুরুষের চেয়েও জ্ঞানী একজন মানুষ বেশি শক্তিশালী।

বাইবেল

৫. যে শিক্ষা গ্রহণ করে, তার মৃত্যু নেই।

–আল-হাদিস

৬. বিদ্যা অর্জন করো; কারণ যে-ব্যক্তি বিদ্যা অর্জন করে সে ধর্মকর্ম করছে। যে ব্যক্তি বিদ্যাচর্চা করে, সে আল্লাহর প্রশংসাই করছে। যে-ব্যক্তি বিদ্যা অন্বেষণ করে, সে খোদার ইবাদত করছে।

–আল-হাদিস

৭. জ্ঞানই শক্তি।

হম্বল

৮. শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন উপাসনার চেয়ে হাজার গুণ ভালো। জর্জ ব্রাউনিং ৯. অশিক্ষিত সন্তানের চেয়ে সন্তান না-থাকা ভালো।

জন হেড

১০. সুশিক্ষিত মানেই স্বশিক্ষিত।

–প্রমথ চৌধুরী

১১. জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর অবশ্যকর্তব্য।

–আল-হাদিস

১২. অজ্ঞের পক্ষে নীরবতাই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম পন্থা। এটা যদি সবাই জানত তা হলে কেউ অজ্ঞ থাকত না।

শেখ সাদি

১৩. দেশে সর্বজনীন শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষা ছাড়া গণতন্ত্র অচল।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

১৪. অজ্ঞতার দ্বারা কোনো প্রশ্নের সমাধান হয় না।

ডিজরেইলি

১৫. অজ্ঞতা কারাবাসের সমতুল্য।

কার্ভেন্টিস

১৬. অভিজ্ঞতা হল সবচেয়ে বড় স্কুল-শিক্ষক; আর এই স্কুলের বেতনের হার খুব চড়া।

কার্লাইল

১৭. বছর হিসেবে অভিজ্ঞতার হিসেব করা অর্থহীন।

ইরাসস

১৮. অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করে অনেক মহৎ কাজ করা যায়।

জোসেফ রক্স

১৯. যে নিজেকে চিনতে পেরেছে, সে আল্লাহতাআলাকে চিনতে পেরেছে।

–আল-হাদিস

২০. যে-মানুষ কুশিক্ষা পেয়েছে, সে-মানুষ নিকৃষ্ট; আর যে-মানুষ সুশিক্ষা পেয়েছে, সে-মানুষই শ্রেষ্ঠ।

–আল-হাদিস

২১. যে কাজ করে, তাকে বিশ্বাস করতে হয়; যে গবেষণা করে, তাকে সন্দেহশীল হতে হয়; আর যে বিজ্ঞানের সন্ধানী সে যুগপৎ কর্মী ও গবেষণাকারী।

চার্লস এস. পিয়ার্স

২২. শিক্ষকের মনে আগুন না থাকলে ছাত্রদের মনে আগুন জ্বালাবে কে? তাই সমস্ত শিক্ষাসংস্কারের গোড়ার কথা আদর্শবাদী এবং প্রাজ্ঞ শিক্ষক।

হুমায়ুন কবির

২৩. যে-ব্যক্তির আত্মা হতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাকে গুরু বলে।

স্বামী বিবেকানন্দ

২৪. গুরু-শিষ্যের আত্মার সম্বন্ধের ভেতর দিয়েই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিত স্রোতের মতো চলাচল করতে পারে। কারণ, শিশুদের লালন-পালন ও শিক্ষণের যথার্থ ভার পিতামাতার উপর। কিন্তু পিতামাতার সে যোগ্যতা অথবা সুবিধা না থাকাতেই অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা আবশ্যক হয়ে ওঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতা-মাতা না হলে চলে না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫. গায়ের জোরে সব হতে পারে, কিন্তু গায়ের জোরে গুরু হওয়া যায় না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬. জ্ঞানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি শুধুমাত্র চর্চার মাধ্যমেই ঘটে।

টমাস ফুলার

২৭. যে-কোনো শিক্ষাই চর্চা ব্যতীত বলিষ্ঠ হয় না।

ল্যাগল্যান্ড

২৮. ছাত্রজীবনের মতো মধুর জীবন আর নেই। এ কথাটা বিশেষ করে বোঝা যায় তখন, যখন ছাত্রজীবন অতীত হয়ে যায়; আর তার মধুর ব্যথাভরা স্মৃতিটা একদিন হঠাৎ অশান্ত জীবনযাপনের মাঝে ঝকঝক করে ওঠে।

কাজী নজরুল ইসলাম

২৯. অপরাধ করা ছাত্রদের এবং ক্ষমা করা শিক্ষকের ধর্ম।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০. জানা সত্ত্বেও মেনে না-চলার চেয়ে না-জানাই ভালো।

টেনিসন

৩১. জ্ঞানই মানুষের গৌরব। শিক্ষাই মানুষের বিবেক। বিবেকই মানুষের মুনষ্যত্ব।

মহাত্মা গান্ধী।

৩২. আমরা কেবল আমাদের অতীত স্মৃতিমন্থনে জ্ঞানী হই না। জ্ঞানী হই আমাদের ভবিষ্যতের দায়িত্ব দ্বারা।

বার্নার্ড শ

৩৩. সূর্যের আলোতে যেমন পৃথিবীর সবকিছু ভাস্বর হয়ে ওঠে, জ্ঞানের আলোতে তেমনি জীবনের সকল অন্ধকার আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

অজ্ঞাত

৩৪. স্বাধীন যুক্তিবিচার ছাড়া কোনো জ্ঞানসাধনাই সার্থক হতে পারে না।

আবুল ফজল

৩৫. আমার জ্ঞান আর কিছুই নয়, কেবল সঞ্চিত অভিজ্ঞতা।

অ্যারিস্টটল

৩৬. মহাজ্ঞানীর মাথা বিনীত সতত
ফলভারে শাখা যথা
থাকে অবনত।

শেখ সাদি

৩৭. বোকা ব্যক্তি সম্পদ পেয়ে যতখানি খুশি হয়, জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞান আহরণ করে তার চেয়ে অনেক বেশি সুখ ও আনন্দ লাভ করে।

বেকন

৩৮. জ্ঞানীরা ধনসঞ্চয় করেন অর্থপিশাচদের মুখাপেক্ষী না হওয়ার জন্য।

অ্যারিস্টটল

৩৯. বিধাতা সকল সময় জ্ঞানী লোকদের পক্ষে থাকেন।

মাইকেল ডেটন

৪০. যে-নদী গভীর বেশি, তার বয়ে যাওয়ার শব্দ কম।

জন লিডগেট

৪১. জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আত্মা নূতন নূতন প্রেরণা লাভ ও সংগ্রাম করতে শেখে। মূর্খ আত্মার চিন্তা ও সংগ্রামের মূল্য নাই।

–ডা. লুৎফর রহমান

৪২. নিজের অজ্ঞতা সম্বন্ধে অজ্ঞতার মতো অজ্ঞান আর কিছু নেই।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৩. অতিশয় অপরাধী লোকেরা কখনো জ্ঞানী হয় না।

টমাস ক্যাম্পবেল

৪৪. অভিজ্ঞতার অনুপাতে নয়, বরং অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষমতার অনুপাতেই মানুষ জ্ঞানী।

বার্নার্ড শ

৪৫. কোনোকিছু শোনামাত্রই যে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে–সে সবচেয়ে নির্বোধ। জ্ঞানীরা শোনামাত্রই বিশ্বাস করে না, খতিয়ে দেখে।

বুল বার্টন

৪৬. আমি এমন একটা রাজ্যের স্বপ্ন দেখি, যে-রাজ্যে বোকা নেই।

টমাস ফুলার

৪৭. অজ্ঞ থাকার চেয়ে না জন্মানোই ভালো, কারণ অজ্ঞতা সব দুর্ভোগের মূল স্বরূপ।

প্লেটো

৪৮. জ্ঞানী লোকেরা নিজেরা যেমন কম ভোগে, তেমনি তাদের সুপরামর্শ অন্যকেও কম ভুগতে সাহায্য করে।

হিউম

৪৯. বোকা বা নির্বোধের কাছ থেকে জ্ঞানী লোকেরা বেশি জ্ঞান লাভ করে এবং জ্ঞানী লোকদের দেখে বোকারা কম জ্ঞান লাভ করে।

বাটো

৫০. বোকারা দুর্ভাগ্যের মাধ্যমেই জ্ঞান লাভ করে।

ডেমোক্রিটাস

৫১. ইচ্ছে করলে জ্ঞানী হওয়া যায় না, খুব বেশি হলে ধূর্ত হওয়া যায়।

স্যামুয়েল জনসন

৫২. যতদিন স্ত্রীশিক্ষা সমাজে প্রচলিত করা না হইতেছে, ততদিন মুসলমানদের মধ্যে কুসংস্কারের আবর্জনা দূর হইবে না, এবং তাহা না হইলে সমাজে উন্নতি একেবারেই অসম্ভব।

কাজী ইমদাদুল হক

৫৩. অজ্ঞ মানুষেরা নিয়ম মেনে চলে আর জ্ঞানবানরা নিয়ম তৈরি করে।

ক্লাইডিয়ান

৫৪. মূর্খতার চেয়ে বড় পাপ নেই।

সহল ইবনে আব্দুল্লাহ

৫৫. নতুন কিছু জানার যেমন যন্ত্রণা আছে, তেমনি আনন্দও আছে।

ক্রিস্টোফার মর্লি

৫৬. অবশ্য নবীগণ উত্তরাধিকার হিসাবে কোনো স্বর্ণ বা রৌপ্য রেখে যাননি, রেখে গেছেন শুধু জ্ঞান। সুতরাং যে জ্ঞানলাভ করে, সে-ই ভাগ্যবান।

–আল-হাদিস

৫৭. যখন থেকে কল হল বাণিজ্যের বাহন তখন থেকে বাণিজ্য হল শ্রীহীন। প্রাচীন ভেনিসের সঙ্গে আধুনিক ম্যাঞ্চেস্টারের তুলনা করলেই তফাতটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৮. নির্ভুল কল ও ভ্রান্ত মানুষের মধ্যে যদি পছন্দ করিয়া লইতে হয় তবে মানুষকেই বাছিতে হয়। ভ্রম হইতে অনেক সময় সত্যের জন্ম হয়, কিন্তু কল হইতে কিছুতেই মানুষ বাহির হয় না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৯. কলমকে হৃদয়ের জিহ্বা বলা যায়।

কার্ভেন্টিস

৬০. অজানাকে জানার জন্য মানুষের কৌতূহল এবং এই কৌতূহল থেকেই বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু।

ইমারসন

৬১. হাতে কলম, পেটে বিদ্যা থাকলেই লেখা যায় না, প্রতিভা ও মগজ থাকা চাই।

গুন্টার গ্রাস

৬২. আমার মস্তিষ্ক আছে, হাতে আছে একখানা ভালো কলম, আমার ভাবনা কী?

ফ্রাঙ্কলিন

৬৩. কলম হল যন্ত্রপাতির মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক; একটা তরবারির চেয়ে ধারালো, লাঠি বা লোহার শলাকার চেয়েও ভয়াবহ।

জন টেইলার

৬৪. অজ্ঞতা থেকেই সর্বপ্রকার কুসংস্কার জন্মে থাকে।

সক্রেটিস

৬৫. কুসংস্কারজনিত কারণে অন্ধকারাচ্ছন্ন যার জীবন, তার জীবনে আলোর প্রবেশ ঘটানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

উইলিয়াম হ্যাজলিট

৬৬. কুসংস্কার মানুষের জীবনে অনেক বিপদ ডেকে আনতে পারে। জর্জ লিলি

৬৭. কোনো চিন্তাবিদ বলেছেন—কুসংস্কার দূর করার চেয়ে পরমাণু বিচূর্ণ করা অনেক সহজতর।

গর্ডন এলপোর্ট

৬৮. অজ্ঞতার বাচ্চাকেই কুসংস্কার বলা হয়ে থাকে।

হেজলিট

৬৯. শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো ব্যতীত কুসংস্কারের অন্ধকার দূর হয় না।

আবুল ফজল

৭০. সুশিক্ষিত মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অশিক্ষিত মানুষ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। যে-ব্যক্তি শিক্ষিতের সমাদর করে, সে আমাকেই (আল্লাহ) সমাদর করে।

—আল-হাদিস

৭১. জ্ঞানবানেরা যুক্তি ও বিবেক দ্বারা চালিত হয়। অজ্ঞ আর নির্বোধেরা আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়।

আবুল ফজল

৭২. আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জন মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে —অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন করা ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।

অজ্ঞাত

৭৩. যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক। এই বিদ্যালয় হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ, ঘি

প্রভৃতির জন্য গোরু থাকিবে এবং গো-পালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রামকালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৪. পাঠের অভ্যাস হচ্ছে একমাত্র আনন্দ যার মধ্যে কোনো খাদ নেই। অন্যসব আনন্দ যখন মিলিয়ে যায়, এ-আনন্দ তখনও টিকে থাকে।

অ্যান্থনি ট্রালোপ

৭৫. জ্ঞান মুসলমানদের হারানো ধন, যেখানে যে তা পাবে, সে তার পাওনাদার।

–আল-হাদিস

৭৬. মহৎ ব্যক্তিদের আত্মজীবনীগুলো প্রত্যেকের পাঠ করা উচিত।

ডোরান

৭৭. আমার ব্যাপারে যদি জিজ্ঞাসা কর তা হলে আমি জানি যে, আমি কিছুই জানি

সক্রেটিস

৭৮. মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা জ্ঞানীর ন্দ্রিা শ্রেয়।

–আল-হাদিস

৭৯. দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ করো।

–আল-হাদিস

৮০. জ্ঞানসাধকের দোয়াতের কালি শহীদের রক্তের চাইতেও পবিত্র।

–আল-হাদিস

৮১. কুসংসর্গে বাস করা অপেক্ষা একা বসিয়া থাকা শ্রেয় এবং একাকী বসিয়া থাকা অপেক্ষা সৎসঙ্গে থাকা ভালো। অসৎ বাক্যলাপ হইতে মৌনতাব্রত শ্রেয়তর এবং মৌব্রতের চাইতে বিদ্যানেষীর সহিত বাক্যালাপ শ্রেয়।

–আল-হাদিস

৮২. বিদ্যার মতো চক্ষু আর নেই, সত্যের চেয়ে বড় তপস্যা আর নেই।

–আল-হাদিস

৮৩. মূখের জ্ঞান শোনার চেয়ে জ্ঞানীর ভৎর্সনাও অনেক ভালো।

বাইবেল

৮৪. অজ্ঞতা যে কষ্ট আনে, অজ্ঞ লোকেরা অজ্ঞতার কারণে তা বুঝতে পারে না।

অজ্ঞাত

৮৫. আমরা যতই অধ্যয়ন করি, ততই আমরা আমাদের অজ্ঞতাকে আবিষ্কার করি।

শেলি

৮৬. একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি আরেকজন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করতে পারে না।

শেখ সাদি

৮৭. পৃথিবীতে মানুষ কী করিয়াছে ও কী করিতে পারে, তাহা না জানা মানুষের শোচনীয় অজ্ঞতা।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৮. অজ্ঞতার দ্বারা কোনো প্রশ্নের মীমাংসা হয় না।

ডিজরেইলি

৮৯. অভিধান-ব্যাকরণ অর্থের লোহার সিন্দুক–তাহারা অর্থ দিতে পারে না, বহন করিতে পারে মাত্র। চাবি লাগাইয়া সেই অর্থ লইতে হয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯০. এ জগতে তুমি মানুষকে যা কিছু দাও না, জ্ঞান দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান আর নেই। পতিতকে পথ দেখানো, জ্ঞানান্ধকে জ্ঞান দান করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

–ডা. লুৎফর রহমান

৯১. ধারণা আগে, তারপর আবিস্কার তথা বৈজ্ঞানিক সত্য।

অ্যারিস্টটল

৯২. আমাদের মধ্যে যাহা কিছু অমর এবং আমাদিগকে যাহা কিছু অমর করিবে সেই সকল মহাশক্তিকে ধারণ করিবার, পোষণ করিবার, প্রকাশ করিবার এবং সর্বত্র প্রচার করিবার একমাত্র উপায় মাতৃভাষা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৩. শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৪. মায়ের মুখের ভাষাকে আমি যেমন শ্রদ্ধা করি, তেমনি তার অশ্লীল প্রয়োগকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করি।

টমাস ডিব ডিন

৯৫. মাতৃভাষা হচ্ছে মন্দিরের মতো পবিত্র, যার পবিত্রতা রক্ষার জন্য জীবন পণ করতে দ্বিধা করা উচিত নয়।

আরসি. ট্রেন্স

৯৬. মাতৃভাষার দাবি স্বভাবের দাবি, ন্যায়ের দাবি, সত্যের দাবি–এ দাবির লড়াইয়ে, কোনো আপোস চলে না। মৃত্যুর কুটি উপেক্ষা করেই তার সম্মুখীন হতে হয়।

আবুল ফজল

৯৭. তুমি যত বড় পণ্ডিত ব্যক্তি হও না কেন, নিজের জীবনে তার প্রতিফলন ব্যতীত তুমি মূর্খ।

–শেখ সাদি

৯৮. যারা লেখপড়া জানে না, তারাই শুধু মূর্খ নয়, যারা জানতে বুঝতে চায় না, যারা প্রশ্ন করতে পারে না, যাদের জ্ঞানতৃষ্ণা নেই–তারাও মূর্খ।

মহাশ্বেতা দেবী

৯৯. মূখের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরো না, সে তোমার উপকারের চেষ্টা করে তোমার ক্ষতি করবে।

–হযরত আলি (রা.)

১০০. যারা কুসংস্কারে বিশ্বাসী, তারা শিক্ষিত হলেও মূর্খ।

–এডি ফিশার

১০১. মানুষের সত্যজ্ঞান এক-একটি মতবাদকে আশ্রয় করে নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই মতবাদটি সত্যের শরীর, সুতরাং এক হিসাবে সত্যের চেয়ে অনেক ছোট এবং অসম্পূর্ণ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০২. কোনো মতবাদই দাবি করতে পারে না যে একমাত্র তাদের বিচারবুদ্ধি অভ্রান্ত। আমরা সকলেই ভুল করতে পারি এবং প্রায়ই আমাদের পূর্বের অভিমত পালটাতে হয়।

–মাহাত্মা গান্ধী

১০৩. মতবাদীকে হত্যা করা যায়, মতবাদকে নয়।

–ড. আহমদ শরীফ

১০৪. মনের সত্যিকার ঔষধ হচ্ছে দর্শন।

সিসেরো

১০৫. কোনো ধারণাই এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অন্তরিত হবার সময় পরিবর্তিত হয়ে পারে না।

মিগুয়েল দে উনামুনো

১০৬. সকল মহৎ ধারণাই বিপজ্জনক।

–অস্কার ওয়াইল্ড

১০৭. চিন্তাকারী মারা যায়, কিন্তু তার চিন্তাসমূহ অবিনশ্বর। মানুষ মরণশীল, কিন্তু ধারণাসমূহ অমর।

–ওয়াল্টার লিপম্যান

১০৮. একজন লোক মারা যেতে পারে, জাতিসমূহের উত্থান ও পতন ঘটতে পারে, কিন্তু একটি ধারণা বেঁচে থাকে।

–জন এফ কেনেডি

১০৯. খারাপ ধারণার বিরুদ্ধে একমাত্র নিশ্চিত অস্ত্র হচ্ছে উন্নততর ধারণা।

হুইটনি গ্রিসওল্ড

১১০. ধারণা নিয়ত পরিবর্তনশীল। তবু বৈজ্ঞানিক সত্য সন্ধানে ধারণার গুরুত্ব অপরিসীম।

বার্ট্রান্ড রাসেল

১১১. দেখবার জন্য আমাদের চোখের যেমন আলোর প্রয়োজন, ঠিক তেমনি কোনো প্রত্যয় অর্জন করবার জন্য আমাদের ভাবনায় প্রয়োজন ধারণা।

–নিকোলাস খাব্রাশ

১১২. ধারণা কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য নয়, তবু কেউ কেউ উদ্দেশ্যমূলকভাবে অনেক বৈজ্ঞানিক ধারণাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে চালিয়ে দিতে চায়, যা নাকি পরবর্তীকালে অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, হতে পারে বা হয়।

–জন লক

১১৩. যদি তা সঠিক হয় তবে মাত্র একটি ধারণা আমাদের বহুসংখ্যক অভিজ্ঞতা অর্জনের শ্রম থেকে বাঁচিয়ে দেয়।

–জ্যাক মারিতা

১১৪. সার্বিক ও বিমূর্ত ধারণাগুলো মানবজাতির সবচেয়ে ভুলের উৎস।

–রুশো

১১৫. মহৎ ধারণাগুলো দাঁতব্য নয়।

–আরি দ্য থারলা

১১৬. অজানাকে জানতে চাওয়া, অদেখাকে দেখতে পাওয়া, অশ্রুতকে শুনতে পারা, অভাবিতকে ভাবতে পারা, অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক করে তোলা, গোঁড়ামি, অন্ধতা ও কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুক্তির পথ বাতলানো–একমাত্র দার্শনিকের পক্ষেই সম্ভব।

আবুল ফজল

১১৭, দুর্যোগের পূর্বাভাস দানের ক্ষমতা–এ বিজ্ঞান ও মানুষেরই জয়যাত্রার প্রমাণ।

–কাম্বারল্যান্ড

১১৮. সত্যিকার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সেই ব্যক্তি যার কোনো সুচিন্তা নেই।

–ওসমান হারুনি

১১৯. কোনো বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ না করে তা অনুসরণ করা উচিত নয়।

কার্লাইল

১২০. প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিরা অদৃশ্যকেও দেখতে পান।

–এলিনস্কি

১২১. অন্ধ লোকের ছুটির দিনও অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে।

বায়রন ওয়েববার

১২২. মূর্খ লোক অন্ধের সমতুল্য।

১২৩. যাহারা কেবল নকল করিয়া শেখে, তাহারা নকলের বাহিরে কিছুই দেখিতে পারে না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৪. অনুমান বা ধারণা থেকেই জ্ঞানের উৎপত্তি।

অ্যারিস্টটল

১২৫. অনুমান থেকেই বৈজ্ঞানিক সত্যের উৎপত্তি। তাই জীবনে অনুমানের গুরুত্ব অপরিসীম।

ড. আহমদ শরীফ

১২৬. বই পড়াকে যথার্থ হিসাবে যে সঙ্গী করে নিতে পারে, তার জীবনের দুঃখ কষ্টের বোঝা অনেক কমে যায়।

–শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১২৭. পৃথিবী হচ্ছে একটি চমৎকার গ্রন্থ, কিন্তু যে পাঠ করতে জানে না, তার কাছে এর কোনো মূল্য নেই।

–গোলডেনি

১২৮. যে বই পড়ে না, তার মধ্যে মর্যাদাবোধ জন্মে না।

–পিয়ারসন স্মিথ

১২৯. আমি তাকে করুণা করি যে প্রতিদিন মাখন খায় অথচ বই পড়ে না।

–মাস হুড

১৩০. দেশে সুনাগরিক গড়ে তোলার প্রধান উপায় একটাই–তা হল সুলিখিত এবং সৃষ্টিশীল ও মননশীল বই।

ক্যালভিন কলিজ

১৩১. কিছু লোক আছে যারা বই পড়ে শুধুমাত্র বইয়ের বিষ উদ্গীরণ করার জন্য।

–চার্লস ল্যাম

১৩২. বই আপনাকে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সকল কালে নিয়ে যেতে পারে। যে দেশে আপনার কোনদিন যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, বইয়ের রথে চেপে আপনি অনায়াসে সেই দেশে যেতে পারেন।

জসীমউদ্দীন

১৩৩. যে-বই সম্বন্ধে তোমার প্রকৃত ইচ্ছা ও কৌতূহল জাগবে সেই বই আগে পড়বে।

–জনসন

১৩৪. বই হচ্ছে মস্তিষ্কের সন্তান।

–সুইফট

১৩৫. আইনের মৃত্যু আছে, কিন্তু বইয়ের নেই।

–এনড্রিউ ল্যাঙ

১৩৬. গৃহের কোনো আসবাবপত্রই বইয়ের মতো সুন্দর নয়।

–সিডনি স্মিথ

১৩৭. আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু আমার গ্রন্থসমূহ। তোমরা আমার কাছেই থাকো এবং আমাকে আলোর রাজ্যে নিয়ে চলো।

–আব্রাহাম কাওলে

১৩৮. বই কিনলেই যে পড়তে হবে, এইটি হচ্ছে পাঠকের ভুল। বই লেখা জিনিসটা শখমাত্র হওয়া উচিত নয়, কিন্তু বই কেনাটা শখ ছাড়া আর কিছু হওয়া উচিত নয়।

–প্রমথ চৌধুরী

১৩৯. ভালো বই পড়িবার সময় মনে থাকে না বই পড়িতেছি।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪০. বই জ্ঞানের প্রতীক, বই আনন্দের প্রতীক। সৃষ্টির আদিকাল হইতে মানুষ আসিয়াছে আর চলিয়া গিয়াছে; খ্যতি, মান অর্থ, শক্তি কিছুই কেহ রাখিয়া যাইতে পারে নাই। কিন্তু বইয়ের পাতা ভরিয়া তাহারা তাহাদের তপস্যা, তাহাদের আশা-আকঙ্কা, তাহাদের নৈরাশ্য, কি হইতে চাহিয়া কি তাহারা হইতে পারে, সবকিছু তাহারা লিখিয়া গিয়াছে।

জসীমউদদীন

১৪১. খারাপ বইয়ের চাইতে নিকৃষ্টতম তস্কর আর হয় না।

ইতালীয় প্রবাদ

১৪২. একটি ভালো বই হল বর্তমান ও চিরকালের জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বন্ধু।

টুপার

১৪৩. সেদেশ কখনো নিজেকে সভ্য বলে প্রকাশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তার বেশির ভাগ অর্থ চুইংগামের পরিবর্তে বই ক্রয়ের জন্যে হবে।

–ভলতেয়ার

১৪৪. কতগুলি বই সৃষ্টি হয় আমাদের শিক্ষা দেবার জন্যে নয়, বরং তাদের উদ্দেশ্য হল আমাদের এই কথা জানানো যে, বইগুলোর স্রষ্টারা কিছু জানতেন।

–গ্যেটে

১৪৫. উৎকৃষ্ট বইগুলোকে প্রথমই পড়ে ফ্যালো, নতুবা তোমার আর সেই বইগুলি পড়ার সুযোগ হবে না।

–থোরে ১৪৬. যারা বিনামূল্যে বই পেয়েও পড়ে না, তারা অরুচিশীল। শিক্ষিত হয়েও শিক্ষার কলঙ্ক। এ-ধরনের মানুষ কখনোই সুখের পথ পায় না।

অজিত বসু

১৪৭. যার যে বই পড়তে ভালো লাগে, তা-ই তার পড়া উচিত।

স্যামুয়েল জনসন

১৪৮. সুখে-দুঃখে সুন্দর-কুৎসিতে ভাল-মন্দে মানুষের জীবন, আর এক-একটা বই এক-একটি জীবনের প্রতিবিম্ব।

–ড. এনামূল হক

১৪৯. যে বিদ্যা অন্বেষণ করে সে খোদার ইবাদত করছে।

–আল হাদিস

১৫০. বিদ্যা সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ এবং শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার জন্য অমোঘ কবচ।

–আল-হাদিস

১৫১. বিশ্বকে জানার আগে নিজেকে জানো, মানুষকে জানো।

–কিপলিং

১৫২. একজন বৈজ্ঞানিক কখনো কিছু প্রমাণ করেন না, তিনি প্রকৃত রহস্য খুঁজে বের করেন।

–স্টিফেনসন

১৫৩. যে অল্প জানে, সে-ই বারবার তার জানাকে পুনরাবৃত্তি করে।

–টমাস এডিসন

১৫৪. মতভেদের তুলাদণ্ডে যাচাই হওয়া পর্যন্ত জ্ঞানের কোনো শাখাই পূর্ণতা লাভ করে না।

শা'বী

১৫৫. সব লোকের ঘাড়েই মাথা আছে, কিন্তু মস্তিষ্ক নেই।

–জুভেনাল

১৫৬. মহাবৈজ্ঞানিকও সংসারে ক্ষুদ্র বাস্তবতায় শিশুর মতো অসহায় বোধ করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে বুদ্ধির ঘাটতি দেখে কাউকে বুদ্ধিহীন বলা যায় না।

১৫৭. জ্ঞান কোনো এক বিশেষ দেশ বা জাতির একচেটিয়া বস্তু নয়।

–মহাত্মা গান্ধী

১৫৮. শিক্ষার শিকড়ের স্বাদ তেতো হলেও এর ফল মিষ্টি।

অ্যারিস্টটল

১৫৯. শিক্ষা ও মেধাই মানুষের বড় সম্পদ।

সামদানী সালাম

১৬০. যে-শিক্ষা আত্মাকে বলিষ্ঠ করে না, দৃষ্টিকে করে না প্রসারিত–তা আদৌ শিক্ষা নয়।

জে. আর. লাওয়েল

১৬১. বিদ্যার আধিক্য দ্বারা বিশেষজ্ঞের পরীক্ষা হয় না।

প্লেটো

১৬২. শিক্ষা হচ্ছে মনের চোখ।

–অজ্ঞাত

১৬৩. যুবসমাজের সঠিক শিক্ষাই হচ্ছে জাতির মজবুত ভিত্তি।

–এলিজা কুক ১৬৪. বিদ্যাশিক্ষায় লজ্জা করা উচিত নয়, কেননা মূর্খতা লজ্জা থেকেও নিকৃষ্টতর।

ইয়ং

১৬৫. শিশুদের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া উচিত।

প্লেটো

১৬৬. শিক্ষা ছাড়া প্রতিভাবান ব্যক্তি অনেকটা খনিতে থাকা রূপার মতো।

–জন ফরস্টার

১৬৭. শিখে ভুলে না গেলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয় না। স্মৃতিতে তুলে দেওয়া নয়, অন্তর খুলে দেওয়াতেই শিক্ষার সার্থকতা। মনে রাখা মুখস্থ করার চেয়ে অল্প একটু ভালো।

–আবদুর রহমান শাদাব

১৬৮. অপরের কাছ থেকে শিক্ষা নেবার পরেই শিক্ষিত হবার কাল উপস্থিত হয়। আপন শিক্ষায় যার আস্থা জন্মায় না, বিদ্যাভিমানে তিনি সারাজীবন উদ্ধৃতি দিয়ে চলেন। গাছে ফল ধরলে ফুলের সাক্ষ্য উপস্থিত করা নিষ্প্রয়োজন।

আবদুর রহমান শাদার

১৬৯. একটি পুরুষমানুষকে শিক্ষা দেওয়া মানে একটি ব্যক্তিকে আর একটি মেয়েকে শিক্ষা দেওয়া মানে একটি গোটা পরিবারকে শিক্ষিত করে তোলা।

–আরবি প্রবাদ

১৭০. মানুষের শিক্ষার সেইটুকুই যথার্থ অংশ যেটুকু অন্যকে বিতরণ করা হয়।

–জন, এ. শেড

১৭১. মেজাজ ঠিক রেখে আর বিশ্বাস না হারিয়ে কিছু শোনার মতো যোগ্যতার নামই শিক্ষা।

রবার্ট ফ্রস্ট

১৭২. যারা স্বশিক্ষিত তাদের শিক্ষালয়ে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

বার্নার্ড শ

১৭৩. বস্তুত কোনো শিক্ষালয়ই অসাধারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। অসাধারণ ছাত্রের জন্যে কোন বাঁধাধরা রাজপথ নেই, নিজের পথ সে নিজেই তৈরি করে নেয়।

–সৈয়দ সব্যসাচী

১৭৪. শিক্ষাজীবনের অন্যতম অংশ হচ্ছে সেটুকু, যেটুকু নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করা যায়।

–জে. আর. পাওয়েল

১৭৫. যে নিজে জানে না, সে অন্যে জানে–তাও বিশ্বাস করে না।

–জে. এ. ক্রাডিও

১৭৬. আমরা সর্বদাই অর্ধেক জানি; আর অর্ধেক জানার ভান করি।

এস. টি. কোলরিজ

১৭৭. বিজ্ঞ লোকদের অজ্ঞ লোকের উপর একটা দায়িত্ব আছে, সে-দায়িত্ব তাদেরকে আলোকপ্রাপ্ত করে তোলা।

–এইচ. জি, ভন

১৭৮. বিজ্ঞান শুধু এক বিশেষ জ্ঞানের নাম নয়; একটি বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করে যে জ্ঞান লাভ করা যায় আসলে তারই নাম হচ্ছে বিজ্ঞান।

প্রমথ চৌধুরী।

১৭৯. মানুষ অজানাকে জানতে চায় এবং তার ফলেই বিজ্ঞানের সৃষ্টি।

ইমারসন

১৮০. সাধক হবার আগে বিদ্যাশিক্ষা করো।

–হযরত ওমর ফারুক (রা.)

১৮১. বিদ্যা মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু।

–লর্ড হ্যালিকাস

১৮২. যার বিদ্যা নেই, সে না জানে ভালমন্দ।

শিরে দুই চক্ষু আছে তথাপি সে অন্ধ।

–হেয়াত মামুদ

১৮৩. অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। জ্ঞানের অমৃত আকন্ঠ পান করো, নয়তো কোরো না।

–আলেকজান্ডার পোপ

১৮৪. মানুষকে সভ্য করে তোলার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে বিদ্যালয়।

টলস্টয়

১৮৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতির শিক্ষিত জনশক্তি তৈরির কারখানা; আর রাষ্ট্র ও সমাজদেহের সব চাহিদার সরবরাহ কেন্দ্র। ওখানে ত্রুটি ঘটলে দুর্বল আর পঙ্গু না করে ছাড়বে না।

আবুল ফজল

১৮৬. বিদ্বান লোকই বড় কুঁড়ে; সে পড়াশোনা করেই সময় নষ্ট করে।

জর্জ বার্নার্ড শ

১৮৭. যে-ব্যক্তি বিদ্যান্বেষণের জন্য বের হয়, সে ফিরে না-আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে থাকে।

–আল-হাদিস

১৮৮. বুদ্ধিমান চাষার ছেলে রাজার উজির হয়; আর নির্বোধ উজিরের ছেলে চাষার কাছে ভিক্ষা চায়।

–শেখ সাদি

১৮৯. বিপদের সময় যার বুদ্ধি লোপ পায় না, সে-ই যথার্থ বুদ্ধিমান।–জর্জ উইলকিল ১৯০. বুদ্ধিজীবীরাই দেশের সম্পদ, তাঁরাই দেশের সম্পদ তুলে ধরেন।

লঙফেলো

১৯১. শিক্ষিত বোকারা অশিক্ষিত বোকার চেয়ে বেশি বোকা।

–মোলেরি

১৯২. আহাম্মকের কথায় প্রতিবাদ কোরো না; শেষে তুমিই আহাম্মক সেজে যাবে।

হযরত সোলায়মান (আ.)

১৯৩. যে নিজেকে খুব জ্ঞানী ও বিজ্ঞ মনে করে, খোদার দোহাই, সে সবচেয়ে বড় বোকা।

ভলতেয়ার

১৯৪. মূর্খতা এমন এক পাপ, সারাজীবনে যার প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

–আল-ফখরি

১৯৫. অজ্ঞতার দ্বারা দম্ভ বাড়ে, যার সবচেয়ে বেশি জানে বলে ধারণা করে, তারাই খুব কম জানে।

জন গে

১৯৬. যে নিজেই নিজের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে, সে শিক্ষিত না হয়ে বোকা হয়।

–বেন জনসন

১৯৭. শিক্ষা মনের একটি চোখ।

–জোনাথন সুইফ্ট

১৯৮. শিশুর ধারণক্ষমতা অনুযায়ী তাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত; তবেই একদিন সে কালজয়ী বিশেষজ্ঞ হতে পারবে।

প্লেটো

১৯৯. দুষ্কর সাধনা ও তপস্যা ব্যতীত কোনো মহৎব্রত উদ্যাপন করা যায় না।

জগদীশচন্দ্র বসু

২০০. যতদিন স্ত্রী-শিক্ষা সমাজে প্রচলিত করা না হইতেছে ততদিন মুসলমানদের কুসংস্কারের আবর্জনা দূর হইবে না; এবং তাহা না হইলে সমাজের উন্নতি একেবারেই অসম্ভব।

কাজী ইমদাদুল হক

২০১. ধনদৌলত খরচ করলে কমে যায়, কিন্তু জ্ঞান বিতরণ করলে উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে।

–হযরত আলি (রা.)

২০২. যে যত জ্ঞানী হয়, তার দুঃখও তত বৃদ্ধি পায়।

মিল্টন

২০৩. জ্ঞানীলোকেরা দুঃখ অনুভব করেন বেশি।

–বেকন

২০৪. যার জ্ঞান নেই, তার মুক্তি নেই।

–ইমারসন

২০৫. জ্ঞান হচ্ছে মানবমনের সম্পূর্ণ কল্যাণ, দর্শন হচ্ছে জ্ঞানের জন্য অনুরাগ এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রবল প্রয়াস।

–সেনেকো

২০৬. জ্ঞানীলোকের মতামত শোনা এবং অপরের নিকট তা ব্যক্ত করা ভালো কাজ।

জন লিলি

২০৭. জ্ঞানী ব্যক্তিরা মেপে মেপে ঠোঁট নাড়েন।

লর্ড চেস্টারফিল্ড

২০৮. মহৎ লোকেরা সবসময় জ্ঞানী হন না।

বাইবেল

২০৯. অজ্ঞ ব্যক্তিকে করুণা করা যায়, কিন্তু সাহায্য করা যায় না।

সেনেকো

২১০. আমি যাকে অজ্ঞ মনে করি, তার পরামর্শ নিয়ে লাভবান হতে চাই না।

–আর, এইচ. বারহাম

২১১. অন্যের অজ্ঞতাকে জানাও জ্ঞানের একটা বিশেষ অংশ।

জন লিলি

২১২. সাধনার কোনো কোনো ব্যাপারে যদি প্রথমবার ব্যর্থমনোরথ হও, পরামুখ হয়ো না। বারে বারে আঘাত করো, দুয়ার ভেঙে যাবে। তাড়াতাড়ি না করে ধীরে অগ্রসর হও। ধরে থাকো, ক্রমশ তোমার শক্তি ও সুবিধা বাড়তে থাকবে।

–ডা. লুৎফর রহমান

২১৩. শান্তি এবং যুদ্ধ উভয় ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতা শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

জন লিলি

২১৪. অভিজ্ঞতা হল দুঃখ-কর্মের নির্যাস।

–আর্থার হেল্লেস

২১৫. অভিজ্ঞতা দিয়ে অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়।

ক্যার্ভেন্টিস

২১৬. যে নিজেকে চেনে তার আর কাউকে চিনতে বাকি থাকে না। অতএব যে মিথ্যাকে চেনে, সে মিছামিছি তাকে ভয়ও করে না।

কাজী নজরুল ইসলাম

২১৭. নিজেকে জানো।

–সক্রেটিস

২১৮. চর্চার উপরই অনেক কিছুর বিকাশ ও সাফল্য নির্ভর করে।

ভার্জিল

২১৯. জ্ঞানীলোকের চক্ষু সর্বজনীন ভালোবাসার প্রসারতায় ভরা।

রবার্ট ব্রইন

২২০. আমি নির্বোধের মতো কথা বলতে লজ্জা পাই না, কারণ আমার জানা দরকার।

উইলসন বি. সার্প

২২১. যে বেশি জানে, সে কর্মে বিশ্বাস করে।

এডগার অ্যালেন পো

২২২. আমি জানতে জানতে বৃদ্ধ হচ্ছি; কিন্তু প্রত্যেক দিনের জানাটাই আমার কাছে নতুন মনে হচ্ছে।

টমাস ক্যাম্পাস

২২৩. কোনোকিছু না জানার চেয়ে প্রয়োজনীয় অল্প কিছু জানাও ভালো।

সেনেকো

২২৪. বিজ্ঞান হল কতকগুলো সাফল্যমণ্ডিত ব্যবস্থা ও ধ্যানধারণার সংগ্রহ।

ভ্যালেরি

২২৫. বিজ্ঞ ব্যক্তির কথা শোনা এবং অন্যের কাছে বিজ্ঞানের কথা পৌঁছে দেওয়া, ধর্মীয় কাজের অনুশীলনী থেকেও ভালো।

–আল-হাদিস

২২৬. বিজ্ঞান বইকে অনুসরণ করে না; কিন্তু বই বিজ্ঞানকে অনুসরণ করে।

ফ্রান্সিস বেকন

২২৭. বিদ্যাবৃদ্ধিই যদি উপার্জনের মাপকাঠি হত, তবে মূর্খরা সব না খেয়ে মরত।

শেখ সাদি

২২৮. স্কুল তৈরির মতো মহৎ ও কল্যাণকর কাজ আর দ্বিতীয়টি নেই।

এলিজা কুক

২২৯. শিক্ষাজীবনের অন্যতম অংশ হচ্ছে সেটুকু–যেটুকু নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করা যায়।

জে. আর, লাওয়েল

২৩০. প্রত্যেক লোকের জ্ঞানী হওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত। তা হলে জ্ঞানী হতে পারলেও অন্তত বুদ্ধিমান হবে।

স্যামুয়েল জনসন

২৩১. বুদ্ধিমান লোক নিজে নত হয়ে বড় হয়, আর নির্বোধ ব্যক্তি নিজেকে বড় বলে অপদস্থ হয়।

–হযরত আলি (রা.)

২৩২. বোকারা চিরদিন শূন্য মাঠে গোল করে।

–শেলি

২৩৩. বোকারা ভাবনাচিন্তা না করেই প্রশ্ন করে।

জন ওলকট

২৩৪. মূখের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরো না; সে তোমার উপকারের চেষ্টা করে তোমার ক্ষতি করবে।

–হযরত আলি (রা.)

২৩৫. একজন শিক্ষকের উপরই বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ। এত বড় দায়িত্বকে তাঁর কোনোমতেই অবহেলা করা উচিত নয়।

–এইচ. জি. ওয়েলস

২৩৬. যারা শিক্ষিত, শিক্ষা তাঁদের পক্ষে অন্য একটি সূর্যস্বরূপ।

হেরাক্লিটাস

২৩৭. শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করে।

স্যার পি. নান

২৩৮. একজন মানুষ তেমনই হবে, যেমন শিক্ষা মা তাকে দিয়েছে।

হাওয়ার্ড জনসন

২৩৯. শিক্ষাই হচ্ছে মানুষের শক্তি। ভাষার মাধ্যমেই সেই শিক্ষা।

–ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

২৪০. জীবনের ব্যাপক সময় ধরেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। শিক্ষার শেষ নেই।

কুপার

২৪১. সাধনা যদি নিষ্ঠাপূর্ণ হয়, তবে সম্পূর্ণ না হোক, আংশিক সাফল্য সে অবশ্যই লাভ করবে।

–হযরত আলি (রা.)

২৪২. জ্ঞান আহরণ করো। জ্ঞানীকে এটা ন্যায়-অন্যায় প্রভেদ করতে সহায়তা করবে, স্বর্গের পথ আলোকিত করবে। মরুভূমিতে এটা যেন আমাদের বন্ধু, নির্জনতায় এ যেন সমাজ সৃষ্টিকারক,

নিঃসঙ্গতায় আমাদের সাথি, সুখের সন্ধান দেবে এবং দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করবে। এ বন্ধুদের মধ্যে অলংকারের ন্যায় এবং শত্রুর বিরুদ্ধে বর্মের মতো।

–আল-হাদিস

২৪৩. এমন কোনো জ্ঞান নেই, যার শক্তি নেই।

ইমারসন

২৪৪. এমন কোনো জ্ঞান নেই, যার মূল্য নেই।

এডমন্ড বার্ক

২৪৫. অজ্ঞদের মরার আগেই মৃত অবস্থায় কালযাপন করতে হয় এবং সমাধিস্থ হবার পূর্বেই তাদের শরীর কবরের আঁধারে সামহিত; কেননা, তাদের অন্তর মৃত আর মৃতের স্থান কবর।

–হযরত আলি (রা.)

২৪৬. যে নিজের আদেশ নিজে পালন করতে পারে না, সে অন্যের আদেশে চালিত হয়।

ইকবাল

২৪৭. গুরু যদি এক বর্ণ শিষ্যেরে শিখায় কোনো দিন
পৃথিবীতে নাই দ্রব্য যা দিয়ে শোধ দিবে ঋণ।

চাণক্য পণ্ডিত

২৪৮. তুমি যা শিখলে, তা যদি তোমার বাস্তব জীবনে রূপায়িত করতে না পারলে, তবে তুমি মস্ত বোকা।

–শেখ সাদি

২৪৯. চর্চাই সবচেয়ে বড় শিক্ষক; কারণ চর্চার মাধ্যমেই আমরা যে-কোনো জিনিস নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করতে পারি।

–পাবলিয়াস সাইরাস

২৫০. কারও অতীত জানতে চেয়ো না, তার বর্তমানকে জানো এবং সে-জানাই যথেষ্ট।

–এডিসন

২৫১. যা তুমি জান না, তা বোলো না। আর যা তুমি জান, তা যথাস্থানে বলতে কুণ্ঠিত হয়ো না।

লোকমান হাকিম

২৫২. যে দুধের কথা কেবল শুনেছে সে অজ্ঞান, যে দুধ খেয়েছে সে জ্ঞানী, আর যে দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে সে হল বিজ্ঞানী।

বিমল মিত্র

২৫৩. আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ; তাতে আছে গতির আনন্দ, নেই যতির আয়েস।

যাযাবর

২৫৪. মানুষের ধর্মের মধ্যে বিজ্ঞানের স্থান যতটুকু, তার চাইতে বিজ্ঞানের মধ্যে ধর্মের স্থান বেশি।

পেনিন

২৫৫. বুদ্ধিজীবীদের সহজ-সরল চালচলন অন্যের নিকট তাঁদের শ্রদ্ধাভাজন করে তোলে।

উইলিয়াম সি. ওয়াল

২৫৬. প্রতিটি মানুষই নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে, আর প্রত্যেক মানুষই তার আপন সন্তানকে খুশি দেখতে চায়।

–শেখ সাদি

২৫৭. তুমি যদি মনে কর কোনো বোকা লোকের চেহারা দেখবে না, তা হলে সর্বপ্রথমে তোমার নিজের চেহারা দেখবার আয়নাটা ভেঙে ফেলো।

রাবেলেইস

২৫৮. বোকা লোকেরা হচ্ছে এমন একটা আসন, যার উপর চালাক লোকেরা সহজেই বসতে পারে।

–উইলিয়াম হ্যাজলিট

২৫৯. শিক্ষকের প্রভাব অনন্তকালে গিয়েও শেষ হয় না।

হেনরি অ্যাডামস

২৬০. চিকিৎসা দ্বারা মানুষের রোগমুক্তি হয়, আর শিক্ষা দ্বারা মানুষের আত্মা ও বুদ্ধির বিকাশ হয়।

–আরবি সাহিত্য থেকে

২৬১. শিক্ষা অলংকারের মতো নয়, এর হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

বার্স

২৬২. শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের চরিত্র গঠন করা।

হার্বার্ট স্পেনসার

২৬৩. জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা লাভ করাই বাস্তব শিক্ষা।

ডিউই

২৬৪. শিক্ষা মানুষকে সব অবস্থায়ই সহনশীল হতে শেখায়।

–উইলিয়াম বিলনিং

২৬৫. সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তারা মানুষকে অভিভূত করে না, তারা মানুষকে মুক্তিদান করে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬৬. শিক্ষা পাইলেই যে লোকে মহৎ উদ্দেশ্য গ্রহণ করে তাহা নহে, স্বাভাবিক বুদ্ধি, প্রবৃত্তি ও ক্ষমতার উপরে ইহা অনেকটা নির্ভর করে।

রবীন্দ্রানথ ঠাকুর

২৬৭. একটি প্রদীপ থেকে শত শত প্রদীপ জ্বালালে যেমন তার আলো এতটুকু কমে।, তেমনি শিক্ষার আলো যত বেশি দান করা যায়, ততই মঙ্গল। জর্জ ম্যাকডোনাল্ড

২৬৮. এমনকি একজন বোকা লোকও যতক্ষণ চুপ করে থাকে ততক্ষণ বিজ্ঞ বলে সম্মান পেতে থাকে।

বাইবেল

২৬৯. জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বদা চিন্তান্বিত থাকে। জ্ঞানের অর্ধাংশ ধৈর্য আর অর্ধাংশ ঔদার্য।

–হযরত আলি (রা.)

২৭০. জ্ঞান বড়, বিজ্ঞান নয়।

–প্রবোধকুমার সন্ন্যাল ২৭১. যতদিন লেখাপড়ার প্রতি আকর্ষণ থাকে, ততদিন মানুষ জ্ঞানী থাকে। আর যখনই তার ধারণা জন্মে যে সে জ্ঞানী হয়ে গেছে, তখনই মূর্খতা তাকে ঘিরে ধরে।

সক্রেটিস

২৭২. আল্লাহ আমার প্রতি বাণী প্রেরণ করেছেন : যে-ব্যক্তি জ্ঞানের পথ অনুসরণ করে আমি তার জন্য বেহেশতের পথ সুগম করে দেব। অত্যধিক উপাসনা অপেক্ষা অত্যধিক জ্ঞানই শ্রেয়।

–আল-হাদিস

২৭৩. জ্ঞান এবং কণ্ঠ পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়।

–অলিভার ওয়েনজেড হোমস

২৭৪. জ্ঞানই আনন্দ, নির্জনতার সঙ্গী, জীবনের বন্ধু।

জন হেস্টন

২৭৫. এমন অনেক বিষয় আছে, যে-বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা মানুষের জন্য কল্যাণকর।

ওভিড

২৭৬. অজ্ঞতার মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার যেন অন্ধকারের মধ্যে আলোর প্রকাশ।

–ব্রেসি

২৭৭. বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা যে-জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব, পুস্তকের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে তা সম্ভব নয়।

লুসি লারকাম

২৭৮. শিক্ষা মানুষকে এক বছরে যা শেখায়, অভিজ্ঞতা বিশ দিনে তার চেয়ে বেশি শেখায়।

–অ্যামব্রোস ফিলিপ

২৭৯. অর্থ দ্বারা কোনো সদ্গুণ জন্মে না; বরং অর্থ এবং অন্যান্য কাম্য বিষয় সদ্গুণ থেকে জন্মলাভ করে।

সক্রেটিস

২৮০. সাধারণ বুদ্ধিটা তত সাধারণ নয়।

–ভলতেয়ার

২৮১. যেদেশে গুণের সমাদর নেই, সেদেশে গুণী জন্মাতে পারে না।

–ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

২৮২. যিনি যথার্থ গুরু তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বাধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে ব্যক্ত করে তোলেন।

–প্রমথ চৌধুরী

২৮৩. বৃদ্ধদের প্রতি অবজ্ঞা পোষণ কোরো না। কারণ অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক।

ডব্লিউ. বি. র‍্যান্ডস

২৮৪. অনেক সময় বিদ্যার চেয়ে অভিজ্ঞতাই বেশি কাজে লাগে।

জে. আর. লাওয়েল

২৮৫. একজন লোকের জ্ঞানের পরিধি তার অভিজ্ঞতা দ্বারা খণ্ডিত করা যায় না।

জন লক

২৮৬. অভিজ্ঞতা হচ্ছে সুন্দর মজবুত দালান তৈরির উপকরণের মতো।

–ম্যানিনিয়াস

২৮৭. বয়স্কদের জন্য কারাগার অথবা ফাঁসিমঞ্চ নির্মাণ করার প্রয়োজন কমে যাবে, যদি বালকদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যায়।

–এলিজা কুক

২৮৮. আমরা প্রতি বছর ইচ্ছা করলে মেজর এবং অফিসার তৈরি করতে পারি, কিন্তু বুদ্ধিজীবী তৈরি করতে পারি না।

রবার্ট ব্যাটন

২৮৯. যে-ব্যক্তি প্রশ্ন করে কিছু জানতে চায়, সে বোকা হয় পাঁচ মিনিটের জন্য, আর যে জানার ভান করে কখনো প্রশ্নই করে না, সে বোকা থাকে সারাজীবন। চীনা প্রবাদ

২৯০. যখন-তখন বোকার মতো প্রশ্ন করার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই।

–অস্কার ওয়াইল্ড

২৯১. শিক্ষা হচ্ছে ধনাগার ও সংস্কৃতি–মৃত্যুহীন। হেনরি অ্যাডামস

২৯২. প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের ভিত কত মজবুত তা নির্ভর করে সেই রাষ্ট্রের তরুণ সমাজের শিক্ষার উপর।

এইচ. এস. মেরিম্যান

২৯৩. মানুষ তার অন্তরের পবিত্রতা শিক্ষার মাধ্যমেই রক্ষা করতে পারে। শিক্ষাই সর্বশক্তিমান।

জেমস মিল

২৯৪. শিক্ষা ছাড়া কেউ জ্ঞান এবং নিপুণতা লাভ করতে পারে না।

ডেমোক্রিটাস

২৯৫. জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় ঐক্য। বাংলাদেশের এককোণে যে ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে, তার সঙ্গে য়ুরোপ প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশি সত্য তার দুয়ারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশীর চেয়ে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯৬. শিক্ষা আর অভিজ্ঞতার সমন্বয়েই জীবনে পরিপূর্ণতা আসে। টমাস হুড

২৯৭, সমাজের কল্যাণে মানুষ নামক ব্যক্তিটির ব্যক্তিত্ব যে-উপায়ে সম্যকরূপে বিকশিত হয়, তার নামই শিক্ষা।

–বনফুল

২৯৮. যে শুধু নিজের কথা চিন্তা করে সে অবিসংবাদিতভাবে অশিক্ষিত।

বাটলার

২৯৯. আমরা জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি না বলে আমাদের শিক্ষা পরিপূর্ণ হয় না।

–শিলার

৩০০. আমরা ভাবি দেশে যত ছেলে পাস হচ্ছে, তত শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে, পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া যে এক বস্তু নয়, এ সত্য স্বীকার করতে আমরা কুন্ঠিত হই।

–প্রমথ চৌধুরী

৩০১. বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কন্ঠস্থ করিতেছি। তেমনি করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু মনের বিকাশ হয় না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০২. যে-শিক্ষা আত্মাকে বলিষ্ঠ করে না, দৃষ্টিকে প্রসারিত করে না, তা আদৌ শিক্ষা নয়।

–জে. আর. লাওয়েল

৩০৩. মায়ের শিক্ষাই শিশুর ভবিষ্যতের বুনিয়াদ।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

৩০৪. একজন শিক্ষিত লোক নিঃসন্দেহে সম্পদশালী লোক।

–লা ফন্টেইন

৩০৫. তরুণ শিক্ষার্থী তার দৈনন্দিন কার্যকালকে তিন ভাগে ভাগ করবে। যথা– পাঠাভ্যাস, পানাহার এবং খেলাধুলা।

জন মিলটন

৩০৬. যারা নিজেকে জেনেছে তারা আর মুখ নয়; তারা জ্ঞানের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

–হ্যাভলক এলিস

৩০৭. শিক্ষার উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের বিকাশ করা, চাকুরী বা শুধু জ্ঞান অর্জন নয়। জ্ঞান খুবই বড় জিনিস। যে জাতি জ্ঞানে যত উন্নত তাদের সম্মান ও ঐশ্বর্য তত উন্নত।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

৩০৮. জ্ঞান আহরণ ধাপে ধাপে না হলে তা মোটেও স্থায়ী হয় না।

–বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন

৩০৯. অজানা বিষয়ে জানার নাম বিদ্যা, আর জানা বিষয়কে কার্যে পরিণত করার নাম জ্ঞান।

–আবদুস সালাম খাঁ

৩১০. ধনের মালিকরা প্রায়ই বখিল হয়। তারা মানুষকে পর করে দেয়। কিন্তু জ্ঞানীরা মানুষকে মহব্বত করেন।

–হযরত আলি (রা.)

৩১১. জ্ঞানের শক্তির চেয়ে বড় শক্তি আর নেই।

লা ফন্টেইন

৩১২. অজ্ঞতার ন্যায় মহাশ মানবজীবনে আর নেই।

–ডা. লুৎফর রহমান

৩১৩. ধনদৌলতকে মানুষের পাহারা দিতে হয়, কিন্তু জ্ঞান নিজেই মানুষকে হেফাজত করে এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে।

–হযরত আলি (রা.)

৩১৪. একজন জ্ঞানী ও ভালোমানুষ কখনো হতাশায় ভোগে না।

–ফেবিয়াস ম্যাক্সিমাস

৩১৫. বিদ্যাই হল ভোগের বস্তু, বিদ্যাই এনে দেয় যশ, কল্যাণ, বিদ্যাই হল গুরুর

প্রাচীন কবি

৩১৬. জ্ঞানের প্রথম ধাপ হচ্ছে আমরা যে মূর্খ এই কথা জানা।

সিসিল

৩১৭. জ্ঞানসাধকের দোয়াতের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র।

–আল-হাদিস

৩১৮. তুমি প্রতিদিন পাঁচ ঘন্টা পড়ো, তবেই তুমি জ্ঞানী হবে। স্যামুয়েল জনসন ৩১৯. বিতরণের মাধ্যমেই জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে।

ডি. গ্রামে

৩২০. এমন কোনো জ্ঞান নেই যার শক্তি নেই।

–এন. দি. উইনট

৩২১. জ্ঞানই একমাত্র উৎপন্ন সামগ্রী যা খরচ করলে কমতি পড়ে না।

–লাও সি

৩২২. বুদ্ধিমানেরা কোনোকিছু প্রথমে অন্তর দিয়ে অনুভব করে, তারপর সে-সম্বন্ধে মন্তব্য করে। নির্বোধেরা প্রথমেই মন্তব্য করে বসে এবং পরে চিন্তা করে।

–হযরত আলি (রা.)

৩২৩. যারা মূর্খ, যারা কোনোকালেই কিছু করবে না, তারাই শুধু বলে অসম্ভব। এ জগতে মানুষের পক্ষে অসম্ভব বলে কিছুই নেই।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

৩২৪. আমরা সবাই জানি অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী। কিন্তু কেন ভয়ংকরী তা জানি না। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান বাড়িয়ে চলার সাধনায় চিরদিন সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে থেকেছে আমিত্বের অহংকার। আমি যেটুকু জানি, সেটা জানাই যথেষ্ট–এই অহংকার।

–মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৩২৫. আজ সাধনাও নাই, সিদ্ধিও নাই; আজ বিদ্যার স্থলে বাচালতা, বীর্যের স্থলে অহংকার এবং তপস্যার স্থলে চাতুরী বিরাজ করিতেছে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২৬. শিশুর প্রথম পাঠ আজ্ঞাপালন হওয়া উচিত, তা হলে দ্বিতীয় পাঠ তুমি যা ইচ্ছা করবে তা-ই হবে।

ফ্রাংকলিন

৩২৭. আমার ব্যাপারে যদি জিজ্ঞেস কর তা হলে আমি জানিয়ে দেব যে, আমি কিছুই জানি না।

সক্রেটিস

৩২৮. জ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে বুদ্ধির বিশুদ্ধতা।

ইকবাল

৩২৯. তোমার সন্তানকে প্রথমে বড়দের মান্য করতে এবং পরে মিষ্টি আচরণ করতে শেখাও।

ফ্রাংকলিন

৩৩০. গুরু সম্বন্ধে আমাদিগকে প্রথমে দেখিতে হইবে, যেন তিনি শাস্ত্রে মর্মাভিজ্ঞ হন। দ্বিতীয়ত, গুরুর সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক। তৃতীয়ত, গুরুর উদ্দেশ্য কি দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে তিনি যেন নাম, যশ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য লইয়া শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত না হন। কেবল ভালবাসা, আপনার প্রতি অকপট ভালাবাসাই যেন তাহার কার্যপ্রবৃত্তির নিয়ামক হয়।

–স্বামী বিবেকানন্দ

৩৩১. লোকে গুণকীর্তন করলে নিজেকে গুণী ভেবো না। কেননা লোকের কথায় কয়লা সোনা হয় না।

লোকমান হাকিম

৩৩২. দৃষ্টান্ত এক ধরনের শিক্ষা, যা প্রত্যেকে পড়তে পারে।

গিলবার্ট ওয়েস্ট

৩৩৩. জ্ঞানের চেয়ে কল্পনা বেশি প্রয়োজনীয়।

–আলবার্ট আইনস্টাইন

৩৩৪. অজ্ঞতার শিশুকেই কুসংস্কার বলা হয়ে থাকে।

–হেজলিট

৩৩৫. যার বুদ্ধি নেই, তার থেকে কৃতজ্ঞতার আশা কোরো না।

–হযরত আলি (রা.)

৩৩৬. জ্ঞান নির্জীব আত্মাকে সজীব করে তোলে।

সুইনবার্ন

৩৩৭. তরুণ ছাত্রদের মধ্যে যদি ছাত্রজীবনের আদর্শবাদ প্রবল না থাকে, তবে পরবর্তী জীবনে সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তারা আদর্শবাদী হইবে–এ কল্পনা আরো সুদূরপরাহত।

–হুমায়ুন কবীর

৩৩৮. এ জগতে মানুষকে যা কিছু দাওনা, জ্ঞানদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান আর নেই। পথিককে পথ দেখানো, জ্ঞানান্ধকে জ্ঞান দান করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

–ডা. লুৎফর রহমান

৩৩৯. নকল হচ্ছে আত্মহত্যা।

ইমারসন

৩৪০. দেশের নিরক্ষরতার মূলে দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ও শিক্ষানীতির প্রভাব যে-কোনো ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার চেয়ে প্রবলতর।

–মুনীর চৌধুরী

৩৪১. নিজের বুদ্ধির ফাঁদে পড়ে যে-ব্যক্তি যন্ত্রণা পায়, সে সত্যিই নির্বোধ।

টমাস মুর

৩৪২. মানুষ বুদ্ধির পরিচয় দেয় জ্ঞানের বিষয়ে, যোগ্যতার পরিচয় দেয় কৃতিত্বে, আপনার পরিচয় দেয় সৃষ্টিতে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪৩. বড় প্রতিভাবান ব্যক্তিদের আত্মজীবনী খুবই সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। ইমারসন

৩৪৪. শিক্ষা জীবিকা উপার্জনের পথ বলে ধরে নেওয়া আমার সামান্য বুদ্ধিতে নিচু বৃত্তি বলে বোধ হয়। জীবিকা উপার্জনের সাধনা হচ্ছে শরীর, আর বিদ্যালয় হচ্ছে চরিত্র গঠনের সাধনা।

মহাত্মা গান্ধী

৩৪৫. প্রতিভা বলে কোনো জিনিস নেই। পরিশ্রম করো, সাধনা করো, প্রতিভাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে।

ভলতেয়ার

৩৪৬. প্রতিভাবানদের আবিষ্কৃত জিনিস কখনো মূল্যহীন হয় না।

কুপার

৩৪৭. লুকানো প্রতিভা কোনো সুনামই অর্জন করতে পারে না। ইরাসমাস

৩৪৮. প্রতিভাবান ব্যক্তি কোনো একটি নির্দিষ্ট দেশের সম্পদ নন, বিশ্বের সম্পদ।

চার্লস ডিকেন্স

৩৪৯. শিক্ষা ছাড়া প্রতিভাবান ব্যক্তি অনেকটা খনিতে থাকা রুপোর মতো।

জন ফরস্টার

৩৫০. প্রতিভা তৈরি করা সম্ভব নয়; প্রতিভার জন্ম হয়।

ড্রাইডেন

৩৫১. গুণ থাকলেও চেষ্টা না করলে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না।

–ডা. লুৎফর রহমান

৩৫২. প্রতিভা একভাগ প্রেরণা, আর নিরানব্বই ভাগ কঠিন পরিশ্রম। –এডিসন

৩৫৩. যখন বিশ্বে একটা সত্যিকার প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে, তাকে তুমি এই লক্ষণ দ্বারা চিনতে পার যে, স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিরা তার বিরুদ্ধে সব একজোট হয়েছে।

–জোনাথন সুইফ্ট

৩৫৪. যে কখনো প্রশ্ন করে না, সে হয় সবকিছু জানে, নয়তো কিছুই জানে না।

ম্যালকম ফোবাস

৩৫৫. প্রতিভা অর্থাৎ বিরাট ধৈর্য।

বাফন

৩৫৬. বিজ্ঞান হল সংঘবদ্ধ জ্ঞানের সমষ্টি।

হার্বার্ট স্পেনসার

৩৫৭. পুঁথিতে যে-বিদ্যা থাকে, আর পরের হাতে যে-ধন থাকে, দুটিই সমান। দরকারের সময় সে-বিদ্যা বিদ্যা নয়, সে-ধন ধন নয়।

–চাণক্য পণ্ডিত

৩৫৮. বিদ্যা ভালোমন্দ বিবেচনা করিবার শক্তি আনিয়া দেয়। বিদ্যা বেহেশতের পথ আলোকিত করে। ইহা নির্জনে সঙ্গী, মরুভূমিতে সহচর ও ইহা আমাদের বিমলানন্দের দিকে লইয়া যায়, শত দুঃখ বিপদের মধ্যেও আমাদিগকে অটুট রাখে, বিদ্যা সমাজের অলংকারস্বরূপ এবং শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার জন্য অমোঘ কবচ।

–আল-হাদিস

৩৫৯. বাড়িতে বাপ-মা-ভাই-বন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ে শিক্ষার সঙ্গে তাহার যোগ নাই, বরঞ্চ অনেক সময় বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এঞ্জিনমাত্র হইয়া থাকে; তাহা বস্তু যোগায়, প্রাণ যোগায় না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬০. বিনয় হচ্ছে জ্ঞানের ফল।

–হযরত আলি (রা.)

৩৬১. বিদ্যার আধিক্য দ্বারা বিশেষজ্ঞের পরীক্ষা হয় না।

–প্লেটো

৩৬২. একজন বিশেষজ্ঞ হলেন তিনি, যিনি ক্রমাগতভাবে অল্প বিষয়ে বেশি জ্ঞান অর্জন করেন।

–নিকোলাস এসবাটলার

৩৬৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জানেন জীবনের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে ছাত্রকে সহায়তা দান করাই তার প্রধান কর্তব্য।

—-অধ্যাপক মাহমুদ হোসেন

৩৬৪. একটি ডিগ্রি মানে একটি প্রতিশ্রুতি। এ-প্রতিশ্রুতি বিদ্যায়তনিক কৃতিত্ব নয়, জাগতিক স্বীকৃতি। ওজনে একে মাপা যায় না।

–অধ্যাপক জি. জে. হার্টস

৩৬৫. মূর্খতা মানুষের সহজাত রোগ। অনুশীলনের মহৌষধ প্রয়োগ করে সেই রোগের চিকিৎসা করতে হয়।

মওলানা মহিউদ্দিন

৩৬৬. প্রত্যেক জিনিসের কিছু এবং কিছু জিনিসের সবকিছু পড়া ভাল। ব্রোগাহাম

৩৬৭. বিদ্যালয়ের শিক্ষক হচ্ছেন একজন মিস্ত্রি, যিনি গঠন করেন মানবাত্মা।

ইকবাল।

৩৬৮. শিক্ষার সবচাইতে বড় অঙ্গটা বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬৯. শিক্ষা উন্নতদের জন্য অলংকার, আর দুর্ভাগাদের জন্য আশ্রয়স্বরূপ।

ডিমোক্রিটাস

৩৭০. বিদ্যা শিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া? নানাবিধ জ্ঞানার্জন করা? তাও নয়। যে শিক্ষার দ্বারা ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফুর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তা-ই শিক্ষা।

–স্বামী বিবেকানন্দ

৩৭১. কয়েকটা পাশ দিলে বা ভাল বক্তৃতা করতে পারলেই তোমাদের কাছে শিক্ষিত হল। যে বিদ্যার উন্মেষে ইতরসাধারণকে জীবন সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল,পরার্থপরতা, সাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায়, সে-ই হচ্ছে শিক্ষা।

–স্বামী বিবেকানন্দ

৩৭২. যে শকটের এক চক্র বড় (পতি) এবং এক চক্র ছোট (পত্নী) হয়, সে শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না, সে কেবল একই স্থানে (গৃহকোণেই) ঘুরিতে থাকিবে।

–বেগম রোকেয়া

৩৭৩. বিদ্যা হতে বিনয়ের জন্মলাভ হয়। বিনয়ী না হলে কেহ যোগ্য পাত্র নয়। যোগ্যতায় আসে ধন, ধর্ম লাভ ধনে, ধর্ম হতে যত কিছু সুখ জাগে মনে।

–বিষ্ণু শর্মা

৩৭৪. যে পথে যথাসম্ভব কম জেনে যতদূর সম্ভব বেশি মার্ক পাওয়া যায়, আমরা সেই পথে চলব। এ তো দেকছি শিশুকাল থেকেই ফাঁকি দেয়ার বুদ্ধি অবলম্বন।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৭৫. যে সমাজে কিছুই ভাববার নেই, কিছু করবার নেই, সমস্তই ধরাবাঁধা, সে সমাজ কি বুদ্ধিমান, শক্তিমান মানুষের বাসের যোগ্য? সে সমাজ মৌমাছির চাক বাঁধবার জায়গা।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৭৬. জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিনয়ী হয়।

বি. সি. রায়

৩৭৭. জ্ঞানী ব্যক্তির সব পরামর্শই নির্বিচারে পালনীয় নয়; কারণ জ্ঞানী ব্যক্তিরও ভুল থাকতে পারে।

উইলিয়াম মরিস

৩৭৮. বেফাঁস কথা বলার চেয়ে চুপ করে থাকাটাই নিরাপদ।

–জর্জ হার্বার্ট

৩৭৯. বড় বড় চিন্তাগুলো হৃদয় থেকে উদ্ভূত হতে থাকে।

ভাউভেনারগাস

৩৮০. নিজের একটা চিন্তা অন্যের কাছ থেকে ধার করা দুটো চিন্তার চেয়ে অনেক বেশি দামি।

–গোর্কি

৩৮১. যে-ব্যক্তি বিদ্যা অন্বেষণ করে, সে খোদার ইবাদত করছে।

–আল-হাদিস

৩৮২. শিক্ষা একজন মানুষের জন্মলগ্ন থেকেই শুরু হয়।

ফ্রাংকলিন

৩৮৩. একটি উৎকৃষ্ট মাথা বহু মানুষের উপকার করতে পারে।

ভার্জিল

৩৮৪. গাধাকে যদি স্বর্ণ দ্বারাও আচ্ছাদিত করা হয় তবু সে গাধাই থাকবে।

জন মরলে

৩৮৫. মানব চিন্তাধারাই আমাকে মুক্ত অথবা দাস বানাতে পারে।

–জে. জি. হল্যান্ড

৩৮৬. আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু আমার গ্রন্থসমূহ–তোমরা আমার কাছেই থাকো আর। আমাকে আলোর রাজ্যে নিয়ে চলো।

আব্রাহাম কাওলি

৩৮৭. সে-ই সবার প্রিয় হতে পারে যে মাটির ভাষায় কথা বলে।

ফ্রিম্যান

৩৮৮. পৃথিবীতে অজ্ঞ লোকদেরই দম্ভ বেশি।

মারলো

৩৮৯. আমরা যত বেশি পড়াশোনা করব, তত বেশি নিজের অজ্ঞতা আবিষ্কার করে লজ্জিত হব।

জন অলকট

৩৯০. কারও কিছু জিজ্ঞাসার জবাব জানা না থাকলে আমি জানি না একথা বলতে লজ্জাবোধ কোরো না।

–হযরত আলি (রা.)

৩৯১. মানুষ জ্ঞান আহরণ করলে শক্তিকেও সে আহরণ করে এবং এটাই তার হৃদয়ের লুকানো গুণগুলোকে শক্তিশালী করে তোলে।

মনীষী ওথার

৩৯২. জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু।

–মেরি ডিথ

৩৯৩. জ্ঞানী লোকেরাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে-পবিরতন ঘটে তা মেনে নেয়।

–জে, জি, হল্যান্ড

৩৯৪. আলো যেমন অন্ধকার দূর করে, জ্ঞান তেমনি সমস্ত সংকীর্ণতা দূর করে মানুষকে সত্যিকার অর্থে দেশপ্রেমিক করে তোলে।

–এ. আর. রবিনানে

৩৯৫. শিক্ষিত জাতিই নিখুঁত গণতন্ত্রের সুন্দর লজ্জামুক্ত জিনিস উপহার দিতে পারে।

–জি, জে, বেইলি

৩৯৬. শুধু বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা থাকলেই হবে না, তোমাকে কৌশলি হতে হবে।

উইলিয়াম ব্রাইয়ান

৩৯৭. একমাত্র শিক্ষাই জাতীয় ও সামাজিক সমস্যাগুলোর স্থায়ী সমাধান করতে পারে।

জন লিলি

৩৯৮. আমার কলমকে জিজ্ঞেস করো আমি তাকে শাসন করি না, সে-ই আমাকে শাসন করে।

জন টেলর

৩৯৯. কিছু-কিছু বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা মানুষের জন্য কল্যাণকর।

ওদি

৪০০. নতুন চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা নতুন সময়েরই দিকনির্দেশ করে।

সারা এইচ. পি. হুইটম্যান

৪০১. হয় মানুষের মতো হুঁশ করে কথা বলো, নতুবা গবাদি পশুর মতো চুপ করে থাকো।

হল্যান্ড

৪০২. আমি জ্ঞানী নই, কিন্তু ভাগ্যবান; কাজেই আমি সর্বতোভাবে সুখী।

ডব্লিউ জি. বেনহাম

৪০৩. সে-ই অমর, যে জ্ঞানের জন্য জীবনপণ করে।

–আল-হাদিস

৪০৪. শিক্ষা যে দান করে সে আলোর মানুষ; তা তার জীবন আলোকময় করে।

–আলফ্রেড নোয়েস

৪০৫. সত্যিকারভাবে শিক্ষিত না হলে মর্যাদাবোধ জাগে না।

–মেরি ই বুয়েস

৪০৬. বিদ্যার আধিক্য দ্বারা বিশেষজ্ঞের পরীক্ষা হয় না।

–এম. আরনল্ড

৪০৭. অনেকে দার্শনিকের মতো কথা বলতে এবং বোকার মতো আচরণ করতে ভালোবাসে।

–এইচ. জি. ভন

৪০৮. বারবার ভুল করে ক্ষমা চাওয়ার চেয়ে ভুল কম করা বুদ্ধিমানে কাজ।

–টমাস পেইন

৪০৯. শিক্ষার অর্থ সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের অন্ধ অনুকরণ নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা (Faculty) দিয়াছেন সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি (Develope) করাই শিক্ষা। ঐ গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ।

–বেগম রোকেয়া

৪১০. জ্ঞানীর হাত ধরা যায়, কিন্তু বোকার মুখ ধরা যায় না।

জর্জ হার্বার্ট

৪১১. সূর্যের আলোতে যেরূপ পৃথিবীর সকল কিছু ভাস্বর হয়ে ওঠে, তেমনি জ্ঞানের আলোতে জীবনের সকল অন্ধকার দিক আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ওমর খৈয়াম

৪১২. এ জগতে একই পুঁথি খোলা রয়েছে–সেই পুঁথিকে শিশু পড়ছে ছড়ার মতো, যুবা পড়ছে কাব্যের মতো এবং বৃদ্ধ তাতেই পড়ছে ভাগবত।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪১৩. এই মহাবিশ্বের স্থানে কোনো কিনারা (edge) নেই, কালে কোনো শুরু কিম্বা শেষ নেই এবং স্রষ্টার করার মতো তেমন কিছু নেই।

–হকিং

৪১৪. কলেজ তোমায় শুধু পথ দেখিয়ে দেয়। সারাজীবন তোমায় দেখতে হবে, শিখতে হবে, জ্ঞানার্জন করতে হবে।

–ডা. লুৎফর রহমান

Back to Book
Next Lesson

1 Comment

Collapse Comments

ali bin Azam

January 26, 2022 at 2:32 am

কুরআনের আয়াতের অর্থ ও হাদিসের অর্থের ক্ষেত্রে একটু ত্রুটি লক্ষ করা গেছে না, বুঝে করা হলে, মাফ করে দিন “হে পৃথিবীর মালিক! “

০২. শিল্প ও সাহিত্য

শিল্প ও সাহিত্য

১. শিল্প ও সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে আত্মার খাদ্যের সংস্থান করা যায়।

শেলি

২. সবসময় মনে রাখবেন, শিল্পের মাঝেই শিল্পী বেঁচে থাকে।

রিচার্ড হার্ভে

৩. যন্ত্রণাকাতর মনের জন্য সঙ্গীত ওষুধের কাজ করে।

জন কীটস

৪. শত দুঃখের মধ্যেও সঙ্গীত হৃদয়কে স্পর্শ করে।

জন রে

৫. সঙ্গীত পুরুষের হৃদয় থেকে অগ্নি উৎপাদন করে, আর নারীর চোখ থেকে অশ্রু ঝরায়।

বিটোভেন

৬. সঙ্গীত মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত হৃদয় স্পর্শ করে।

জন ক্রাউন

৭. সাহিত্য হচ্ছে জীবনের সমালোচনা।

ম্যাথু আরলল্ড

৮. সাহিত্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখপূর্ণ জীবনের দলিলবিশেষ।

–টমাস মফেট

৯. অভিনয় প্রাণবন্ত না হলে সুসজ্জিত মঞ্চের কোনো মূল্য নেই।

–ডেভিড এভারেস্ট

১০. গান ভালোবাসে না পৃথিবীতে এমন মানুষ বিরল। যদি কেউ থাকে সে নিশ্চয় পাগল।

ইয়ং

১১. ক্ষুদ্র পাখিও তার মধুর কণ্ঠের গান শুনিয়ে মানুষকে পরিতৃপ্ত করতে চেষ্টা করে।

লিন্ডসে

১২. ছেলেরা থিয়েটারে যায় ভুলতে, মেয়েরা মনে করতে।

জর্জ জিন নাথান

১৩. কাকে বলে মঞ্চ? এটা এমন জায়গা, বুঝলে খোকারা, লোকেরা যেখানে গম্ভীর হয়ে ঢোকে, অভিনয় করে দেখায় কমেডি।

লুইগি পিরান্দেল্লো

১৪. সাহিত্য হচ্ছে দেশ ও জাতির জীবনমানসের প্রতিফলন।

ইমারসন

১৫. সাহিত্য মানবতার ছায়া ছাড়া আর কিছু নয়।

হেনরি জেমন

১৬. মানুষ বিশ্বসংসারে যা ভালোবাসে, আর্টের দ্বারা তার স্তব করে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭. লেখকের স্বাধীনতা যে শুধু লেখকের জন্য প্রয়োজন তা নয়, সমাজের বৃহত্তম কল্যাণের জন্যও তা অত্যাবশ্যক। ভাষার স্বাধিকারের সাথে লেখকের স্বাধীনতাও চাই।

–আবুল ফজল

১৮. যে-মানুষের হৃদয়ে সঙ্গীতের সুর আছে, প্রেম ও প্রীতি বিনিময়ে সে অদ্বিতীয়।

প্লেটো

১৯. আমার কোন বইতেই আমি ভূমিকা দিই না। যে পাঠক চারশো পৃষ্ঠা বই পাঠ করে কিছুই উপলব্ধি করতে পারবে না, তাকে চার পৃষ্ঠা ভূমিকা দ্বারা কিছুই বোঝানো সম্ভব না।

–শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২০. আজ উপন্যাস, কিন্তু পঞ্চাশ বছর পরে ইহিতাস।

–জহুরুল হক

২১. একুশ মানে মাথা নত না করা। একুশের দাবি মাতৃভাষার দাবি, ন্যায়ের দাবি, সত্যের দাবি।

আবুল ফজল

২২. একজন কবির ঐশ্বর্য হচ্ছে তার কবিতাসম্ভার।

এডমন্ড স্পেন্সার।

২৩. মনেমনে সব মানুষই কবি।

–ইমারসন

২৪. সহজ হওয়ার মাঝে আছে কালচারের পরিচয়। আড়ম্বরের মাঝে দম্ভের। সে দম্ভ কখনো অর্থের, কখনো বিদ্যার, কখনো বা প্রতিপত্তির।

যাযাবর

২৫. আবেগের সঙ্গে ছন্দের সংমিশ্রণেই কাব্যের উৎপত্তি।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

২৬. কমল হীরার পাথরটাকেই বলে বিদ্যা এবং তার থেকে যে দ্যুতি ঠিকরে পড়ে তাকে বলে কালচার।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭. ঈশ্বর সব মানুষকে কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন, কিন্তু গান গাওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন স্বল্প কয়েকজনকে।

–ওয়াল্টার স্মিথ

২৮. খাঁচার আবদ্ধ পাখির কণ্ঠে যে-গান, সে-গানে তার বন্দিত্বের সুরই ফুটে ওঠে।

উইলিয়াম ফ্রেডরিক

২৯. জীবনে যা ক্ষণিকের, তাকেই মনোজগতে চিরস্থায়ী করবার কৌশলের নামই আর্ট।

–প্রমথ চৌধুরী

৩০. কবিমাত্রই দরিদ্র হতে পারে, কিন্তু তার অন্তরের ঐশ্বর্য তাকে চিরভাস্বর করে রাখবে।

–গোল্ডস্মিথ

৩১. অনুকরণ করার অধিকার আছে তার, যার আছে সৃষ্টি করার শক্তি। আদান প্রদানের বাণিজ্য চিরদিনই আর্টের জগতে চলেছে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২. অনুকরণ চুরি, স্বীকরণ চুরি নয়। মানুষের সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতা এই স্বীকরণ শক্তির প্রভাবেই পূর্ণ মাহাত্ম লাভ করেছে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৩. উপন্যাস মানুষকে জীবন সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। –রবার্ট হেনরিখ . ৩৪. একটা নাটক তোমাকে অবশ্যই ভাবার মতো কিছু একটা দেবে। কোনো নাটক দেখে প্রথমবারই যখন আমি বুঝে ফেলি, তখনই টের পাই জিনিসটি সুবিধার নয়।

–টি. এস. এলিয়ট

৩৫. আমার নাটকে আমি চাই জীবনের দিকে তাকাতে–তাকাতে চাই অস্তিত্বের মূল ভূমির ওপর–যেন মাত্র বাঁক নিলাম আমরা, আর জায়গাটাতে দৌড়ে গেলাম প্রথমবারের মতো।

ক্রিস্টোফার ফ্রাই

৩৬. যে-কোনো সভ্যতার উৎকৃষ্ট ব্যারোমিটার হল তার কবি-সাহিত্যিক।

কৃষণ চন্দর।

৩৭. জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি
যুগল মিলিয়াছে আগে।
যেখানে প্রেম নেই বোবার সভা,
সেখানে গান নাহি জাগে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩৮. স্পষ্ট উচ্চারণ হল ভাষার প্রাণ; উচ্চারণের স্পষ্টতা ভাষাকে অনুভূতি ও সততা দান করে।

–রুশো

৩৯. যে সংগীত ভালোবাসে না সে মানুষ খুন করতে পারে।

–প্রবাদ

৪০. যিনি জীবনকে ভালোবাসেন তিনি সংগীতকে ভালো না বেসে পারেন না।

–সমরেশ বসু

৪১. সংগীতপাগলরা পাগল নয়, সংগীতবিরোধীরাই পাগল।

–বিটোভেন

৪২. তরবারি দিয়ে রাজ্য জয় করা যায়, কিন্তু সংগীত দিয়ে শত্রুকে বন্ধু করা যায়।

–অজ্ঞাত

৪৩. ছবি জিনিসটা হচ্ছে অবনীর, গান জিনিসটা গগনের। অসীম যেখানে সীমার মধ্যে সেখানে ছবি, অসীম যেখানে সীমাহীনতায় সেখানে গান। রূপরাজ্যের কলা ছবি, অরূপ রাজ্যের কলা গান।

কবিতা উভচর। ছবির মধ্যেও চলে, গানের মধ্যেও ওড়ে। কেননা, কবিতার উপকরণ হচ্ছে ভাষা। ভাষার একটা দিকে অর্থ আর একটা দিকে সুর, এই অর্থের যোগে ছবি গড়ে ওঠে, সুরের যোগে গান।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৪. সংগীত হচ্ছে সেই পরম ভাষা যা দিয়ে সংগীতশিল্পী প্রত্যেক হৃদয়ের সাথে কথা বলেন।

রিচার্ড ওয়াগনার

৪৫. সংগীতের মাধুর্য তুলনাবিহীন। সংগীত দিয়ে মা তার দুষ্টু শিশুকে ঘুম পড়িয়ে থাকে, প্রেমিক প্রেমিকার মন জয় করে, নিঃসঙ্গ ব্যক্তি নিঃসঙ্গতার দুঃখ ভোলে।

–রিও রেনাল্ড

৪৬. সংগীতের মাধ্যমে যা-কিছু শেষ হয় তা-ই সুন্দর।

রবার্ট বার্নস

৪৭. তোমার গান যদি কাউকে আনন্দ দেয়, দুঃখ ভোলায়, তবেই তো তুমি যথার্থ শিল্পী।

টমাস স্টুড আর্ট

৪৮. শিল্প নিজেকে ছাড়া অন্য কিছুই প্রকাশ করে না।

অস্কার ওয়াইল্ড

৪৯. জগৎ-সংসারকে কৌশলে এড়াতে হলে শিল্পের (আর্টের) অনুশীলনের চাইতে মোক্ষম পন্থা আর দুটি নেই। আবার সংসারাসক্ত হতে হলেও আর্টের অবলম্বন ব্যতীত অমোঘ কিছু নেই।

–গ্যেটে

৫০. সব শিল্পের মূল কথা প্রকাশ। প্রকাশ যত অবাধ ও বিচিত্রমুখি হয়, শিল্পও হয় তত সম্পদশালী।

–আবুল ফজল

৫১. শিল্প আর বিদ্রোহের মৃত্যু ঘটবে সেইদিন যেদিন ভূপৃষ্ঠে একটি মানুষও বেঁচে থাকবে না।

–আলবেয়ার কামু

৫২. শিল্পী নিঃসন্দেহে যুগ-সন্তান, কিন্তু তাই বলে তিনি যদি যুগ-শিষ্য হয়ে পড়েন, তবে সেটাই তার জন্য অত্যন্ত শোচনীয়।

শিলার

৫৩. সাহিত্য ও শিল্পের কাজ মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করা–মনকে শুধু মুগ্ধ নয় হৃদয়কে জাগিয়ে তোলাও।

–আবুল ফজল

৫৪. অব্যয় হল পদের জন্যে কলার খোসা।

ক্লিফটন ফ্যাডিম্যান

৫৫. মনে রাখা ভালো ব্যাকরণই সাধারণ কথাবর্তার উৎস।

সমারসেট মম

৫৬. যতক্ষণ ভালো আছি ব্যাকরণের দরকারটা কী?

–আর্টেমস ওয়ার্ড

৫৭. যে-লেখক ব্যাকরণের রীতিতে লিখতে পারেন না তিনি বন্ধ করে দিন দোকান।

আর্টেমাস ওয়ার্ড

৫৮. নিঃসন্দেহে আত্মতৃপ্তি সাহিত্য ও শিল্পের এক বড় শত্রু। –আবুল ফজল

৫৯. যা সবার ভালো লাগে, যা দৃষ্টিনন্দন, যা প্রাণে এক অপরূপ আবেগ ও আনন্দ সৃষ্টি করে–সেটাই যথার্থ উৎকৃষ্ট শিল্প।

–কামরুল হাসান

৬০. কুরূপা মেয়ের চেয়ে সুশ্রী মেয়ের পতিতাবৃত্তি যেমন সমাজের পক্ষে বেশি অনিষ্টকর, তেমনি সমাজের পক্ষে বেশি মারাত্মক ক্ষমতাশালী পথভ্রষ্ট শিল্পী।

বার্নার্ড শ

৬১. পোষা বাঘ যেমন বাঘ নয়, পোষা শিল্পীও তেমনি শিল্পী নয়।

–আবুল ফজল

৬২. প্রত্যেক মানুষের ভেতরেই একটা শিল্পীমন ঘুমিয়ে আছে।

বেকন

৬৩. একজন দক্ষ সমালোচককে লেখকের হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত।

–এইচ. এল. ম্যালফেল

৬৪. আমাদের দেশে পলিটিক্সকে যারা নিছক পালোয়ানি বলে জানে, সব রকম ললিতকলাকে তারা পৌরুষের বিরোধী বলে ধরে রেখেছে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৫. হৃদয় যার সঠিক স্থানে নেই, শত চেষ্টা করেও সে কবি হতে পারে না।

রিচার্ড রাওলে

৬৬. কলমকে হৃদয়ের জিহ্বা বলা যায়।

কারভেনটিস

৬৭. কাব্যের একটি গুণ আছে, যা কম লোকেই অস্বীকার করবে ও কাব্য গদ্যের তুলনায় অনেক অল্প কথায় অনেক বেশি ভাব প্রকাশ করে থাকে।

–ভলতেয়ার

৬৮. জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি
যুগল মিলিয়াছে আগে।
যেখানে প্রেম নাই বোবার সভা,
সেখানে গান নাহি জাগে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৯. বাঁশি বাজালেই কেউ নাচে না; তার সুরের মধ্যে নাচের উন্মাদনা থাকলেই নাচে।

–ব্রিন্ট হার্টি

৭০. রস জিনিসটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের জোরে নিজেকে সে সপ্রমাণ করিতে পারে না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭১. যেখানে সাহিত্য রচনায় লেখক উপলক্ষমাত্র না হইয়াছে সেখানে তাহার লেখা নষ্ট হইয়াছে। যেখানে লেখক নিজের ভাবনায় সমগ্র মানুষের ভাব অনুভব করিয়াছে, নিজের লেখায় সমগ্র মানুষের বেদনা প্রকাশ করিয়াছে, সেইখানেই তাহার লেখা সাহিত্যে জায়গা পাইয়াছে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭২. সাহিত্যের ইতিহাস সাধারণত গৌণ লেখকদেরই ইতিহাস, যারা দুই মহৎ লেখকের মাঝখানে স্থান ও কালগত শূন্যতার পূরণ করে মাত্র।

–দেবেশ রায়।

৭৩. প্রয়োজন হলে একজন সৎ, আন্তরিক সাহিত্যিককে জীবনের অন্য সবকিছুই ছেড়ে দিতে হয়। সাহিত্য সতীন পছন্দ করে না।

–বুদ্ধদেব গুহ

৭৪. যিনি লেখক তাকে অনেক কিছুই লিখতে হয়, যা না লিখে তিনি পারেন না।

–জন ক্লার্ক

৭৫. রসের সচ্ছলতায় সাহিত্য হয় না, রসের উচ্ছলতায় সাহিত্যের সৃষ্টি।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৬. লেখকের একটি প্রধান কাজ হল তাঁর লেখা মারফত পাঠকের সঙ্গে কমুনিকেশন ঘটানো। আর এই কুমুনিকেশনের জন্য ভাষাকে হতে হবে নির্ভার, মেদহীন এবং ঋজু।

–প্রফুল্ল রায়

৭৭. যদি লেখক হওয়ার বাসনা থাকে তবে লেখো।

ইপিকটিটাস

৭৮. শুধু প্রতিভা থাকলেই লেখক হওয়া যায় না, পেছনে একজনকে থাকতে হবে।

এমারসন

৭৯. একজন লেখক তখনই লেখে—যখন লিখতে বসে তার বিশ্বাস হয় এমন জিনিসটি আগে আর কেউ লেখেনি। পরে হয়তো সে বিশ্বাস ভুল প্রমাণিত হয়। কিন্তু লেখার সময় ঐ বিশ্বাসটুকু চাই-ই চাই। নয়তো লেখা যায় না।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

৮০. সাহিত্যের প্রদীপ লেখকের মগজের তেল দিয়ে জ্বলে।

সাদাত হাসান মিন্টো

৮১. একটি কপোত যদি কপোতীকে দেখে বাকবাকুম করে উঠতে পারে, তা হলে নারীকে নিয়ে একজন পুরুষ গজল বা গল্প লিখলে আপত্তি কী? মেয়েরা কপোতীর চেয়ে অনেক অনেক বেশি আকর্ষণীয় এবং লাবণ্যময়ী।

সাদাত হাসান মিন্টো

৮২. যে নিজের সম্বন্ধে লেখে এবং তার সমকালের ব্যাপারে লেখে, সে-ই একমাত্র ব্যক্তি, যে সব লোকের জন্য লেখে ও সব মানুষের জন্য লেখে।

বার্নার্ড শ

৮৩. লেখকের জন্য লেখার শাসন ছাড়া অন্য কোন শাসন নেই, অন্তত যখন তিনি লিখতে বসেন তখনকার মতো। তখন তিনি শুধু শিল্পী। শিল্পের শাসনে তিনি যুগপৎ বন্দী

—আবুল ফজল

৮৪. শক্তিমান লেখকের একটি গুণ ভাষা ও ভাবে বেপরোয়া হতে তাঁর দ্বিধা নেই।

—আবুল ফজল

৮৫. লেখক আর শিল্পীর পক্ষে ভবঘুরেমি ধর্মবিজয়, কলাবিজয় এবং সাহিত্য বিজয়ের সূচনাস্বরূপ। বাস্তবিক ভবঘুরেমিকে সামান্য জিনিস মনে করা উচিত নয়। ভবঘুরেমি হল সত্যানুসন্ধানের জন্য, শিল্পসৃষ্টির জন্য সদ্‌ভাবনার প্রসবের জন্য দিগ্বিজয়।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

৮৬. সাহিত্যিকের কাছে সত্যই বড় কথা। সত্যের সঙ্গে যদি জাতীয় আদর্শ, ধর্ম বা শাস্ত্রের বিরোধ ঘটে, নিঃসন্দেহে বিনা দ্বিধায় সাহিত্যিক সত্যের পক্ষাবলম্বন করবেন।

–আবুল ফজল

৮৭. বড় লেখকও তাঁর পূর্ববর্তী লেখকের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেন না, কিন্তু এক সময় আপনা-আপনি তার নিজস্ক শৈলী বেরিয়ে আসে।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

৮৮. সুলেখকরাই একমাত্র জানেন কখন তাঁর লেখা বন্ধ করতে হবে। –রউক্স ৮৯. শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে বেঁচে থাকার মধ্যে রয়েছে গভীর প্রশান্তি।

–টমাস ফুলার

৯০. বিক্রয় তালিকা দিয়ে মহৎ সাহিত্যের মান নির্ণয় করা যায় না সত্য, তবে জনপ্রিয়তা শিল্পের কালোত্তরণের একটি প্রমাণ তো বটেই।

রাধারানী দেবী।

৯১. অন্তরে যার রসের অভাব সে কখনোই রস-সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯২. কিছু দুপাঠ্য গদ্য, দর্শন বা রাজনীতির বক্তৃতা পরিবেশন করে যারা সাহিত্যিকের দায়িত্ব পালন করছেন মনে করেন, আমি তাদের সমর্থন করতে পারি না। কারণ আমি মনে করি শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে তাঁরা পাঠককে অসম্মান করেন। লেখকের সঙ্গে পাঠকের সম্বন্ধ তো বন্ধুত্বের। জ্ঞান বিতরণের অধিকার তো তাঁকে দেওয়া হয়নি, যিনি গল্প উপন্যাসকে সাহিত্যের মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছেন।

–শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

৯৩. মন্দের ওকালতি করিতে কোনো সাহিত্যিকই কোনোদিন সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয় না, কিন্তু ভুলাইয়া নীতিশিক্ষা দেওয়া সে আপনার কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে না। দুর্নীতিও সে প্রচার করে না। একটুখানি তলাইয়া দেখিলে তাহার সমস্ত সাহিত্যিক দুর্নীতির মূলে হয়তো এই একটা চেষ্টাই ধরা পরিবে, মানুষকে সে মানুষ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চায়।

–শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৯৪. আমাদের সংস্কৃতির দুঃখজনক একটি দিক হল কবিরা শিল্পচর্চা করার চেয়ে সে বিষয়ে লিখে বা বলে বরং বেশি টাকা কামাতে পারেন।

ডব্লিউ. এইচ. অডেন

৯৫. আমার বইগুলির সঙ্গে যারা পরিচিত, তারাই জানে আমি কোনোদিন কোনো ছলেই নিজের ব্যক্তিগত অভিমত জোর করে কোথাও খুঁজে দেবার চেষ্টা করিনি। ..... সেইজন্যেই আমার লেখার মধ্যে সমস্যা আছে, সমাধান নেই; প্রশ্ন আছে, তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, এ আমার চিরদিনের বিশ্বাস যে সমাধানের দায়িত্ব কর্মীর, সাহিত্যিকের নয়। কোথায় কোন্টা ভাল, কোন্টা মন্দ; বর্তমানকালে কোন্ পরিবর্তন উপযোগী এবং কোটার সময় আজও আসেনি, সে বিবেচনার ভার আমি সংস্কারকের উপরে রেখেই নিশ্চিন্ত মনে বিদায় নিয়েছি।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৯৬. যারা লেখক তারা যদি পঞ্চাশ বছর, একশো বছরের কথা এগিয়ে কল্পনা করতে পারে তবে চলবে না। আজ যাদের মনে হচ্ছে–লোক বিগড়ে যাবে, তখন তাঁদেরই আর সে কথা মনে হবে না। মানুষের **“idea”** ক্রমেই বদলে যাচ্ছে।

–শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৯৭. একজন নির্বোধ লেখকই কেবল সারাজীবন অর্থ ছাড়া লিখে যায়।

জনসন

৯৮. পৃথিবীতে যা-কিছু মহৎ এবং সুন্দর, কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা তাকেই চিরঞ্জীব করে রাখেন।

–শেলি

৯৯. গ্রন্থকার কোন বিশেষ জাতি, সম্প্রদায় বা ধর্মের লোক নয়। সে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, ইহুদি সমস্তই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১০০. শ্রেষ্ঠ সমালোচক ও স্রষ্টা নীরবে কাজ করে যায়। ভিড় থেকে বহুদূরে থাকে তারা।

–রঁম্যা রলাঁ

১০১. যে কবিতায় বা ছোট গল্পে অনেক **fact** আছে, ঘটনা আছে, ভাবটা নিতান্ত সাদাসিদা, সাংসারিক, আমি দেখিয়াছি বেশি লোকেরই তা ভাল লাগে। তারা সেটা বোঝে ভাল, কেননা বোঝা সহজ।

–শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১০২. শিল্পসৃষ্টি কখনোই নীতিহীন হয় না।

রঁম্যা রলাঁ

১০৩. জ্ঞানের কথায় আর ভাবের কথায় একই নিয়ম খাটে না। জ্ঞানের কথাকে ভাষান্তরিত করিলে তাহার তেমন ক্ষতি হয় না, কিন্তু ভাবের কথাকে ভাষাবিশেষ হইতে উৎপাটিত করিয়া তাহাকে ভাষান্তরে রোপণ করিলে তাহার স্ফুর্তি থাকে না, তাহার ফুল হয় না, ফল হয় না, সে ক্রমে মরিয়া যায়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৪. সংঘ বা গোষ্ঠীশিল্পীরা শুধু কতকগুলো বাইরের চাকচিক্য আর শেখানো বুলির বাহক। কিন্তু যারা দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন, তাঁরাই শুধু পারেন কোনো এক বিশেষ সময়ের বা বিশেষ জতির বিশষ কোনো তত্ব খুঁজে বার করতে।

–রঁম্যা রলাঁ

১০৫. লেখা আর লেখকের ধর্ম পাঠককে সচেতন করে তোলা, পাঠকমনে সর্ববিষয়ে জিজ্ঞাসা সঞ্চারিত করা।

–আবুল ফজল

১০৬. একজন কবি বা লেখক কখনো নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে বিচরণ করতে পারেন না।

–টমাস ফুলার

১০৭. যে-কোনো দক্ষ লেখকেরই প্রধান লক্ষ্য পাঠক। যারা পাঠক-সমাদৃত হন না, কেবল তারাই ভিন্ন কথা বলেন।

অক্টাভিও পাজ

১০৮. সব মানুষ অল্পবিস্তর ভাবতে আর অনুভব করতে পারে। কিন্তু প্রকাশ করতে পারে লাখে এক। এখানেই সাহিত্যিকের অনন্যতা। ভাব বা অনুভূতি প্রকাশিত হয়ে দেখা না দিলে সাহিত্য হয় না।

–আবুল ফজল

১০৯. রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র পরিচালকরা আর যাকেই ফাঁকি দিতে বা বোকা বানাতে পারুক না কেন, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের পারে না। লেখকরা একটি তৃতীয় নেত্রের অধিকারী, যে নেত্র দিয়ে তারা সব কিছু দেখতে পায়।

–আবুল ফজল

১১০. জাতিকে নৈতিক আর মন-মানসের দাসত্ব থেকে বাঁচাবার দায়িত্ব লেখক আর বুদ্ধিজীবীদের।

–আবুল ফজল

১১১. শব্দ সত্যি-সত্যি মুখোশ। সত্যকে এটি খুব কমই প্রকাশ করে। সত্যি বলতে কি, বরং লুকিয়ে রাখতে চায়।

–হেরমান হেস

১১২. যে অভিনযে চরিত্রের সাথে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে চরিত্রটাকে চরিত্রের মতোই ফুটিয়ে তুলতে পারে, যখন মনে হয় না যে এটা অভিনয়, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত অভিনেতা।

শম্ভু মিত্র

১১৩. বেপরোয়া হতে না পারলে লেখক নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারেন। বেপরোয়া হওয়া মানে পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন বোধ করা।

–আবুল ফজল

১১৪. নির্দোষিতার চাইতে বিবেকের অবস্থান অনেক উঁচুতে।

–টমাস মান।

১১৫. খাঁটি লেখক কখনো হাঁ-হুঁজুরের ভূমিকায় নামতে পারে না। রাজনৈতিক মুক্তির চেয়েও মনের মুক্তি, বুদ্ধির মুক্তি অনেক মূল্যবান।

–আবুল ফজল

১১৬. অনুবাদ যদি স্থানে-স্থানে ব্যাখ্যার আকার ধারণ করে তবে অন্যায় হয়, কারণ, ব্যাখ্যায় অনুবাদকের ভ্রম থাকিতেও পারে। এইজন্য অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সব রাখিয়া দিলে পাঠককে বিচার করিবার অবকাশ দেওয়া হয়। মূলের যে সকল কথার অর্থ সুস্পষ্ট নহে অনুবাদে তাহা যথাযথ রাখিয়া দেওয়াই কর্তব্য মনে করি।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৭. মানুষ বিকাশধর্মী জীব–তার বিকাশের জন্য এ যাবৎ যত উপায়-উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে নিঃসন্দেহে সাহিত্য শিল্প শ্রেষ্ঠতম। এ বিকাশ মানুষের এত সহজাত যে, মানুষকে মানুষ রেখে এর লোপসাধন কিছুতেই সম্ভব নয়।

আবুল ফজল

১১৮. সাহিত্যে আধুনিকতা মানে সামান্য লাভের জন্য বিরাট দাম দেওয়া আর আঙ্গিকে বিশুদ্ধ আধুনিকতা মানে সব সময় কিছু-না-কিছুটা অশ্লীলতাপ্রবণ।

অস্কার ওয়াইল্ড

১১৯. সাহিত্যের বাণী মাত্রই স্বাধীনতার বাণী। স্বাধীনতা মানে জীবনকে জানা, জীবনের দাবি বুঝে নিয়ে জীবনের রূপায়ণ।

আবুল ফজল

১২০. উত্তমাধম সব উপমাই যাচাই হয়ে তার স্থান পাচ্ছে কাব্যে, সাহিত্যে-শিল্পে। এই যাচাই হাবার দুটো জায়গা–তার একটা হল রসিকের সভা আর একটা হল মহাকালের বিচারালয়।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২১. শাস্ত্র, রাষ্ট্র ও মতবাদ সবই এক একটা শৃঙ্খল। সাহিত্য মানুষের মনের মুক্তির ক্ষেত্র। তাই সাহিত্যিককে এ-সব শৃঙ্খল ভেঙে ভেঙেই এগুতে হয়।

আবুল ফজল

১২২. সাহিত্য সত্য-মিথ্যায়, জ্ঞানে-অজ্ঞানে, আলোয়-অন্ধকারে, যুক্তি ও অন্ধবিশ্বাসে পার্থক্য সৃষ্টি করে।

–আহমদ শরীফ

১২৩. বর্ণ বা সম্প্রদায়ের নামে অথবা জাতি কি ভাষাগত কারণে সাহিত্য-শিল্পের স্মরণীয় ঐতিহ্য বিশেষকে উপেক্ষা করা মানে নিজের শিল্প সাধনাকে খর্ব করা। ছোটর জন্য বড়কে ত্যাগ করা।

আবুল ফজল

১২৪. পর্যবেক্ষণী মানুষ বিজ্ঞান রচনা করে, চিন্তাশীল মানুষ দর্শন রচনা করে এবং সমগ্র মানুষটি সাহিত্য রচনা করে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৫. তালিম দিয়ে কেউ কাউকে সাহিত্যিক বানাতে পারে না।

আবুল ফজল

১২৬. অনুভূতিসঞ্জাত যে ভাব মনে ও মাথায় আলোড়ন জাগায় তাই বাণীরূপ লাভ করে হয় সাহিত্য। পরিণত সাহিত্যে সমন্বিত হয় আদিমতা, বৈদগ্ধ্য এবং পরিণত মনের লক্ষণ, আবেগ ও বুদ্ধির সামঞ্জস্য ও জীবন সম্পর্কে ট্রাজিক চেতনা।

–আহমদ শরীফ

১২৭. সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি।

–প্রবোধকুমার সান্যাল

১২৮. সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা, কিন্তু সে-আনন্দটি গ্রহণ করাও নিতান্ত সহজ নহে, তাহার জন্য শিক্ষা এবং সাহায্যের প্রয়োজন।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৯. মানুষের দর্শন-বিজ্ঞান, ধর্মনীতি, অনুরাগ-বিরাগ, আশা-নৈরাশ্য তার অন্তরের সত্য ও স্বপ্ন। এই সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম। অপরাপর শাস্ত্রের ভিতর যা আছে, রস–সব হচ্ছে মানুষের মনের ভগ্নাংশ। তার পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শুধু সাহিত্যে।

–প্রমথ চৌধুরী

১৩০. খণ্ড, ক্ষুদ্র ও তুচ্ছকে সমগ্রতার মর্যাদা ও গুরুত্ব দান করাই সাহিত্যিকের কাজ। সাহিত্য তাই যাতে মানুষ আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

আহমদ শরীফ

১৩১. মহৎ শিল্পী মানেই বিদ্রোহী।

আবুল ফজল

১৩২. বটতলার সাহিত্য লেখাও যে কী পরিশ্রমসাধ্য ও কষ্টকর, যারা লেখে কেবল তারাই বোঝে। সাহিত্য ক্ষেত্রে সহজে বাজীমাত করা যায় না।

বুদ্ধদেব বসু

১৩৩. কাঁচা আমের রসটা অম্লরস, কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৪. মানবহৃদয়ের মহৎ চিন্তাই সাহিত্যের ভিত্তি।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৫. সাহিত্য হচ্ছে মনকে সজীব, সতেজ, সচল ও গ্রহণশীল রাখার এক শ্রেষ্ঠ উপায়।

আবুল ফজল

১৩৬. সহিত শব্দ হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে-ভাবে ভাষায়-ভাষায় গ্রন্থে-গ্রন্থে মিলন তাহা নহে; মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে। যে দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের লোক পরস্পর সজীব বন্ধনে যুক্ত নহে; তাহারা বিচ্ছিন্ন।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৭. সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য পাঠক-পাঠিকার সহযোগিতা চাই পঞ্চাশ ভাগ, পঁচিশ ভাগ চাই লেখকের সত্যিকার প্রতিভা আর পঁচিশ ভাগ ধৈর্য।

বার্নার্ড শ

১৩৮. রিয়ালিটি শিল্প নয়। জীবন সাহিত্য নয়। শিল্প হচ্ছে সুন্দরতার চয়ন, জীবনের বিস্তার দর্পণ নয়। শতদলের পরিচয় তার পঙ্কিল জন্মস্থানে নয়, তার প্রস্ফুটিত রূপলাবণ্যে, তার নির্মল নৈবেদ্যে।

–শচীন ভৌমিক

১৩৯. সাহিত্য মূর্খদের জন্য নয়, শিক্ষিত, রুচিবান ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের জন্য।

–আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১৪০. সাহিত্যে মানুষ নিজেরই অন্তরতম পরিচয় দেয় নিজের অগোচরে, যেমন পরিচয় দেয় ফুল তার গন্ধে, নক্ষত্র তার আলোকে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪১. সাহিত্য হচ্ছে দেশ ও জাতির জীবন ও মানসের প্রতিফলন।

–এমারসন

১৪২. পৃথিবীতে দশে মিলে অনেক কাজ হয়ে থাকে, কিন্তু সাহিত্য তার অন্তর্গত নয়। সাহিত্য একান্তই একলা-মানুষের সৃষ্টি।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৩. ভাবের আদান-প্রদান মানুষকে মানসিক প্রস্তুতি দান করে এবং লেখার সাধনা মানুষকে যথার্থ মানুষ করে তোলে। লেখার অভ্যাস যার কম, তার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ হওয়া দরকার।

ফ্রান্সিস বেকন

১৪৪. লোক যদি সাহিত্য হইতে পাইতে চেষ্টা করে তবে পাইতেও পারে; কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনো চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল মাস্টারির ভার লয় নাই।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৫. সাহিত্যের বিচার করিবার সময় দুইটা জিনিস দেখিতে হয়। প্রথম, বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি; দ্বিতীয়, তাহা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হইয়াছে কতটা।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৬. সাহিত্য কখনো কোনো মানুষের, সমাজের বা জাতির ক্ষতি করে না। সাহিত্য হল সুন্দরের সাধনা।

সন্তোষকুমার ঘোষ

১৪৭. শব্দ ও ভাষা গঠনের জন্য নির্ভরশীল হতে হবে লেখকের উপর। শক্তিশালী লেখক জন্ম দেন ভাষার, সৃষ্টি করেন নতুন নতুন শব্দের। আসলে সুন্দর ভাষার জন্ম হয় লেখকের সাধনায়।

ড. শহীদুল্লাহ

১৪৮. শিল্প ও সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে আত্মার খাদ্যের সংস্থান করা যায়।

শেলি

১৪৯. ড্রিলস জাতিকে জীবন্ত, উদ্বুদ্ধ ও সঞ্জীবিত করিতে হইলে সর্বাগ্রে জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি করিতে হয়।

হারানচন্দ্র রক্ষিত

১৫০. এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ সাহিত্যের মতো যেদিন সে আরো সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখের বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও আপন স্থান করে নিতে পারবে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৫১. আনন্দ দিতে, মানুষের জীবনের বোঝা কমাতে, তাদের দুঃখ বেদনা, তাদের নিশ্রুপ গৃহের মাঝে তাদের বিফল আশা ও তাদের বিষাদময় ভবিষ্যৎ হতে মুক্তি দিতেই সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ব্রিয়েল ১৫২. সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্রবহীন মানুষ সুস্থ স্বাভাবিক নয়। বাট্রান্ড রাসেল

১৫৩. সাহিত্যসেবকেরা পরস্পরের পরমাত্মীয়। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, তবু পর নয়—আপনার জন। সাহিত্যিকদের কোনো ধর্ম নেই।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৫৪. ভাষা ও সাহিত্যে পশ্চাদভ্রমণ কোনো কালেই সম্ভব নয়, ভাষা ও সাহিত্য চিরকালই অগ্রসরমান।

আব্দুল মান্নাল সৈয়দ।

১৫৫. মানুষ যখন সাহিত্য রচনায় নিবিষ্টচিত্ত তখন ঠিক হিন্দুও নয়, মুসলিমও নয়। তখন সে তার সর্বজন পরিচিত ‘আমি’টাকে বহুদূরে অতিক্রম করে যায়, নইলে তার সাহিত্য-সাধনা ব্যর্থ হয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৫৬. যদি গুণ না থাকে, তা হলে তার অভিনয় করো।

–শেক্সপীয়ার

১৫৭. নাট্যাভিনয়ে আমাদের হৃদয় বিচলিত করিবার অনেকগুলি উপকরণ একত্রে বর্তমান থাকে। সংগীত, আলোক, দৃশ্যপট, সুন্দর সাজসজ্জা, সকলে মিলিয়া নানা দিক হইতে আমাদের চিত্তকে আঘাত করিয়া চঞ্চল করে; তাহার মধ্যে একটা অবিশ্রাম ধারাস্রোত নানা মূর্তি ধারণ করিয়া, নানা কার্যরূপে প্রবাহিত হইয়া চলে–আমাদের মনটা নাট্যপ্রবাহের মধ্যে একেবারে নিরুপায় হইয়া আত্মবিসর্জন করে এবং দ্রুতবেগে ভাসিয়া চলিয়া যায়। অভিনয়স্থলে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন আর্টের মধ্যে কতটা সহযোগিতা আছে, সেখানে সংগীত সাহিত্য চিত্রবিদ্যা এবং নাট্যকলা এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্মিলিত হয়, বোধ হয় এমন আর কোথাও দেখা যায় না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৮. অভিনেতার হাতে যখন টাকা থাকে, তখন চিঠি লেখার প্রয়োজনে সে টেলিগ্রাম করে।

আন্তন শেখভ

১৫৯. ধর্ম, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক মতবাদ বা ইজম–এসবের কোনো একটাকে সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাভূমি করতে গেলে বনের বাঘকে, খাঁচায় বন্ধ করলে যে দশা হয়, সাহিত্য-শিল্পের সেই দশা ঘটে।

–আবুল ফজল

১৬০. আমাদের ধর্মহীন ধর্মধ্বজীদের নিষেধ মানতে গেলে দেশে সবরকম সংস্কৃতি সাধনার ভরাডুবি অনিবার্য।

–আবুল ফজল

১৬১. সে-ই বড় অভিনেতা সে মানুষকে সমভাবে কাঁদাতে ও হাসাতে পারে।

দিলীপ কুমার

১৬২. অল্প বয়সে কবিতা লেখা ভালো, কিন্তু সমালোচনা লিখতে যাওয়া অন্যায়–সে সাহিত্যের ওপরেই হোক আর নারীর ওপরেই হোক।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৬৩. সুবৃহৎ অনাবরণের মধ্যে অশ্লীলতা নেই। এই জন্যে শেক্সপীয়ার অশ্লীল নয়, রামায়ণ মহাভারত অশ্লীল নয়। কিন্তু ভারতচন্দ্র অশ্লীল, জোলা অশ্লীল। –রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬৪. দুর্নীতি আর অশ্লীলতাই সাহিত্যের প্রাণ। এই দুইটি সুন্দর হয়েছে যে প্রতিভার হাতে তাকেই আমরা বলি অপরাজেয় শিল্পী।... মানব সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে রয়েছে অশ্লীলতার চরম বিলাসকুণ্ড।

প্রবোধকুমার সান্যাল

১৬৫. ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ অধর্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ–তাকে আত্মা বলা যেতে পারে–সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্য রচনায় তাকে যেন অপমান না করি। হেতু যত বড়ই হোক, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়, আমার লেখা কোন দিন যেন না এত বড় প্রশ্রয় পায়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৬৬. লেখকদের সমালোচকের সত্যনিষ্ঠ অপ্রিয় সত্য কথা মেনে নেওয়ার মতো সহনশীলতা থাকা চাই।

–আবুল কাসেম ফজলুল হক

১৬৭. শুধু কবিত্বে নয়, সকল প্রকার কারুকলাতেই কারুকারের চিত্তের একটা নির্লিপ্ততা থাকা চাই–মানুষের মধ্যে যে সৃষ্টিকর্তা আছে কর্তৃত্ব তাহারই হাতে না থাকিলে চলে না। রচনার বিষয়টিই যদি তাহাকে ছাপাইয়া কর্তৃত্ব করিতে যায় তবে তাহা প্রতিবিম্ব হয়, প্রতিমূর্তি হয় না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬৮. কৃষ্টি যখন বিলাসে পরিণত হয় তখন মানুষ ফলের কথা না ভেবে ফুলের চাষ করে।

আবদুর রহমান শাদাব

১৬৯. ব্যবসাদারিতে নৈপুণ্য বাড়ে, কিন্তু বেদনাবোধ কমে যায়–ময়রা যে কারণে সন্দেশে রুচি হারায়। আমাদের দেশের গাইয়ে-বাজিয়েরা কিছুতেই মনে রাখে না যে, আর্টের প্রধান তত্ত্ব তার পরিমিতি। কেননা রূপকে সুব্যক্ত করাই তার কাজ। বিহিত সীমার দ্বারা রূপ সত্য হয়, সেই সীমা ছাড়িয়ে আকৃতিই বিকৃতি।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭০. কেউ কেউ বলছেন, এখন কবিতার যে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, সে নাভিশ্বাসের আওয়াজ। ওর সময় হয়ে এল। যদি তা সত্য হয়; সেটা কবিতার দোষে নয়, সময়ের দোষে। মানুষের প্রাণটা চিরদিনই ছন্দে বাঁধা কিন্তু তার কালটা কলের তাড়ায় সম্প্রতি ছন্দভাঙা।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭১. আধুনকি কালের কবিরা তাদের লেখার কালির সাথে খুব বেশি পরিমাণ জল মিশিয়ে থাকেন।

গ্যেটে

১৭২. যে ব্যক্তি ইতিহাস পড়িবার সুযোগ পাইবে না, কাব্যই পড়িবে, সে হতভাগ্য। কিন্তু যে ব্যক্তি কাব্য পড়িবার অবসর পাইবে না, ইতিহাস পড়িবে, সম্ভবত তাহার ভাগ্য আরও মন্দ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭৩. কবিতার বিশেষত্ব হচ্ছে তার গতিশীলতা। সে শেষ হয়েও শেষ হয় না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭৪. যাহারা শ্রুতিসুখবাহ ছন্দবন্ধে শব্দের সহিত শব্দ গাঁথিয়া শুধু কথার ছটায় সকলকে মোহিত করিতে চেষ্টা করেন; অশিক্ষিত ইতর লোকেরা তাহাদিগকে কবি বলিয়া আদর করে।

কালিপ্রসন্ন ঘোষ

১৭৫. সাধ্বী স্ত্রী যেমন স্বামীকে ছাড়া আর কাহাকেও চায় না, ভালো কাব্য তেমনি ভাবুক ছাড়া আর কাহারও অপেক্ষা করে না। সাহিত্য পাঠ করিবার সময় আমরা সকলেই মনে মনে অভিনয় করিয়া থাকি; সে অভিনয়ে যে কাব্যের সৌন্দর্য খোলে না সে কাব্য কোনো কবিকে যশস্বী করে নাই।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭৬. প্রবন্ধের কথা যেখানে থামে সেখানে কেবলমাত্র ফাঁকা। গানের কথা সেখানে থামে যেখানে সুরে ভরাট। বস্তুত সুর যতই বৃহৎ হয়, ততই কথার অবকাশ বেশি হতে চায়। গায়কের সার্থকতা কথার ফাঁকে, লেখকের সার্থকতা কথার ঝাকে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭৭. ইতিহাসের সংশ্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাহার কোনো খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট

হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন, তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিড়ে-ধনে-হলুদ-সরষে সন্ধান করেন।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭৮. ছবি হল নীরব কবিতা, আর কবিতা হল এমন একটি ছবি যা কথা বলে।

সিমোনিডেস

১৭৯. জটিল মানুষকে কেউ শ্রদ্ধা করে না। জটিল সাহিত্যও কেউ পছন্দ করে না। জটিলা-কুটিলা একটা ডাইনির বিশেষণ।

–অমীয় চক্রবর্তী

১৮০. কলাবিদ্যার সরলতা উচ্চ অঙ্গের মানসিক উন্নতির সহচর। বর্বরতা সরলতা নহে। বর্বরতার আড়ম্বর-আয়োজন অত্যন্ত বেশি। সভ্যতা অপেক্ষাকৃত নিরলঙ্কার। অধিক অলঙ্কার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু মনকে প্রতিহত করিয়া দেয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮১. গ্রন্থই আমার প্রভূ, প্রন্থই আমার সঙ্গী।

–জোসেফ হল

১৮২. যার বাগান পুষ্পরাজিতে পূর্ণ এবং যার গৃহ গ্রন্থরাজিতে পূর্ণ, মনের দিকে থেকে সে ঐশ্বর্যবান।

–এন্ডিউল্যাংস

১৮৩. পাঠাগার যেন সর্বকালের স্বাক্ষর।

–উইলিয়াম স্কট

১৮৪. যে বই পড়ে না, তার মধ্যে মর্যাদাবোধ জন্ম নেয় না।

গ্রিয়ারসন স্মিথ

১৮৫. কোনো একটি বিষয় যখন বলতে পারছ না, তখন সেটিকে গাও।

–বুমারচেইজ

১৮৬. সবচেয়ে সেরা বাণিজ্য হল গান তৈরি করা, আর দ্বিতীয় সেরা হল সেগুলো গাওয়া।

–হিলেয়ার বেলোক

১৮৭. আইনের মৃত্যু হয়, কিন্তু বইয়ের মৃত্যু হয় না।

বুলওয়ার লিটন

১৮৮. কোনো আসবাবপত্রই বইয়ের মতো চমকপ্রদ নয়।

–সিডনি স্মিথ

১৮৯. কোনো বিশেষ ব্যক্তি কর্তৃক পৃথিবীর কোনো ভাষাই সৃষ্টি হয়নি। মানবসমাজ যুগ যুগ ধরে অলক্ষিতে একটি ভাষা গড়ে তোলে।

–প্রমথ চৌধুরী

১৯০. সব শিল্পকর্মই প্রকৃতির নকল।

–সেনেকা

১৯১. যে-জাতি তার দেশ ও মাতৃভাষাকে যত বেশি মর্যাদা দেবে, সে তত বেশি উন্নত হবে।

–জি. মোল্যান্ড

১৯২. সংগীতের ভাষাই বিশ্বভাষা।

–জন উইলিয়াম

১৯৩. নানান দেশের নানান ভাষা।
বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?

রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)

১৯৪. যে সংগীতকে ভালোবাসে, তার নিঃসঙ্গতা সংগীতের মাধুর্যে ভরে ওঠে।

–জন আর্মস্ট্রং

১৯৫. ভাষা হচ্ছে মন্দিরের মতো, যেখানে আত্মা বিচরণ করে।

–লর্ড চেস্টারফিল্ড

১৯৬. বাংলা আমাদের মাতৃভাষা এবং এই মাতৃভাষা ও সাহিত্যের যথোচিত সেবা ব্যতীত আমাদের সামাজিক ও জাতীয় উন্নতি একান্তই অসম্ভব।

–মোঃ ওয়াজেদ আলী

১৯৭. থিয়েটারে না-যাওয়া হল অনেকটা আয়না ছাড়া স্নানঘর বানানোর মতো।

–শোপেনহাওয়ার

১৯৮. আমরা যার মধ্যে বাস করি, এবং কেউ যার মুখোমুখি হতে চাই না, মহৎ নাটক আমাদের সাহস জোগায় তার মুখোমুখি হতে।

থর্নটন ওয়াইল্ডার

১৯৯. আমার ব্যবসা আমার দেহকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং আমার শিল্পকর্ম আমার আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

–ওয়াল্টার ওয়াটসন

২০০. কদর্যের মধ্যে যে সৌন্দর্যের সন্ধান পায়, সে-ই সত্যিকারের শিল্পী।

–জোসেফ ক্যাপ্টেন

২০১. শিল্প একটা জিনিস নয়, একটা পথ।

–হেনরি জেমস

২০২. জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের প্রতিফলন ঘটে একমাত্র সংবাদপত্রেই।

–হেনরি ওয়ার্ড থ্যাচার

২০৩. সংগীত হচ্ছে শাশ্বত ভাষা, যার আবেদন দেশ, কাল পাত্রভেদে অভিন্ন।

–জে. জি. ব্রেইনার্ড

২০৪. যে সংগীত পছন্দ করে না, সে নিজের সঙ্গে প্রতারণা করে।

কীট্‌স্‌

২০৫. সংগীত যখন ভালোবাসার প্রাণ, তখন উচ্চকণ্ঠে গান গেয়ে যাও।

কীট্‌স্‌

২০৬. অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলাই সাহিত্যের কাজ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০৭. কোনো দেশকে সভ্য ও মানুষ করিবার বাসনা তোমার আছে? তাহা হইলে বিধিব্যবস্থার সঙ্গে সেই দেশের সাহিত্যকে উন্নত করিতে চেষ্টা কর। মাতৃভাষার সাহায্যে সাহিত্যকে উন্নত করিতে হইবে। বিদেশী সাহিত্যে মানব স্বাধীনতার কোনো কল্যাণ হয় না, দেশীয় সাহিত্যকে উন্নত করিতে হইলে আবার বিশ্বের উন্নত সাহিত্যের সার সংগ্রহ করিতে হইবে।

–ডা. লুৎফর রহমান

২০৮. কোনো লোকের পক্ষে নিজের বিষয়ে লিখতে যাওয়া যেমন তৃপ্তিকর, তেমনি কঠিন। নিজের কোনো অকীর্তির কথা বলতে গেলে বুকে যেমন বাজে, তেমনি আত্মপ্রশংসাও পাঠকগণের নিকট কর্ণপীড়াদায়ক।

–লিংকন

২০৯. সমস্ত গায়কের একটা সাধারণ সমস্যা আছে। যখন বন্ধুদের মধ্যে তারা থাকে, বন্ধুরা গাইতে বললে তারা গায় না; যখন গাইতে বলে না, তখন আর গান গাওয়া থামায় না।

–হোরেস

২১০. ইতিহাস ও উপন্যাসের মধ্যে তফাত কী? ইতিহাসের চরিত্রগুলো সত্য, কিন্তু ঘটনাগুলো নিজের খেয়ালখুশিমতো সাজানো। আর উপন্যাসের চরিত্রগুলো মিথ্যা, কিন্তু ঘটনাগুলো সত্য। তাই সত্য জানতে হলে উপন্যাসের উপর নির্ভর করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

–শংকর

২১১. বাংলা ভাষার মতো এমন একটি বৈজ্ঞানিক, সুপরিকল্পিত এবং সুশৃঙ্খল ভাষা নব্য সভ্য জাতির ভাষাসমূহের মধ্যে দুর্লভ। শহীদ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী।

–হোরেস।

২১২. আল্লাহ্ মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন কলমের মাধ্যমে, আর কলমের আশ্রয়

সৈয়দ মুজতবা আলী

২১৩. বই মনের জন্য এক উন্নতমানের ক্লোরোফর্ম।

রবার্ট চ্যাম্মার

২১৪. বই পড়ে মানুষ জ্ঞানী হয়, অজ্ঞানী, এমনকি পাপিষ্ঠ পর্যন্ত।

মুনীর চৌধুরী

২১৫. সাহিত্যচর্চা বিলাস-পরিতৃপ্তি নহে–বিশ্রাম সময়ে বিশ্রম্ভালাপ নহে। সাহিত্য জীবনের সাধ, সাহিত্য জীবনের সাধনা, সাহিত্য আরাধনার ধন। এ যে প্রেমের যোগ, কল্যাণের সাধনা।

–এয়াকুব আলী চৌধুরী

২১৬. সাহিত্য অমৃতায়মান শান্তির উৎস, শক্তির কল্প ফলের রস, তাই এই চির আধিব্যাধি-বিজড়িত, কর্মপতপ্ত, নিরাশা-তুহিনাচ্ছন্ন সংসারে জাতি ইহা পান করিয়া মরণ-তন্দ্রার মধ্যে বাঁচিয়া উঠে, অবসাদের মধ্যে শক্তি পায়।

–এয়াকুব আলী চৌধুরী

২১৭. সবচাইতে চমৎকার ছন্দগুলো অপ্রত্যাশিত এবং জটিল; আর সবচাইতে মনোহর সূরগুলো সরল এবং নিশ্চিত।

ডব্লিউ এইচ অডেন

২১৮. যা অর্থহীন নয়, তার পক্ষে সংগীতের পাশাপাশি যাওয়া সম্ভব নয়।

যোসেফ এডিসন

২১৯. সংগীত আমাদের অঙ্গ। হয় তা আমাদের আচরণ উন্নত করে, নয়তো টেনে নামায় নিচে।

–বোয়েথিয়াস

২২০. যেখানে আছে সংগীত, অশুভ সেখানে নেই।

–কার্ভেন্টিস

২২১. সংগীতের সঙ্গে নৈশভোজ রাঁধুনি আর বেহালাবাদক দুজনের জন্যই অপমানজনক।

–জি. কে. চেস্টারটন

২২২. মাতৃদুগ্ধের অমৃতধারা মাতৃভাষার মধ্যে সঞ্চারিত আছে; তাই মাতৃভাষার সাহায্যে সাহিত্যে যে ভাবপ্রবাহ ফুটে, তাহা জাতির প্রাণের মধ্যে স্পন্দন যোগায়, তাহার প্রত্যেক শোণিতবিন্দু চঞ্চল ও অধীর করিয়া তুলে। সাহিত্য প্রাণের ভাষায় প্রাণের কথা কয়; তাই প্রাণে প্রাণে প্রেরণা ছুটায়।

–এয়াকুব আলী চৌধুরী

২২৩. কবিতা শব্দের ঐকতান; সংগীত স্বরের।

–জন ড্রাইডেন

২২৪. কলম হাঁকিয়া ফেরা
সকল রোগের সেরা।
তাই কবি মানুষেরা
অস্থিচর্মসার।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২৫. কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায়, সেখানেও তাহার ভাবের সৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে।

জগদীশচন্দ্র বসু

২২৬. বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না।

–জগদীশচন্দ্র বসু

২২৭. কবিরা কালের সাক্ষী আর কালের শিক্ষক
কবিরা অমৃত আর কবিরা অমর।

নবীনচন্দ্র সেন

২২৮. একটি কলমের সাহায্যে যেভাবে হৃদয়ের কথা উৎসারিত হয়, তেমনটি আর কিছুতেই হয় না।

–চার্লস গ্রভিল

২২৯. ক্ষুদ্র পাখিও মধুর কণ্ঠে তার গান শুনিয়ে মানুষকে পরিতৃপ্ত করতে চেষ্ট করে।

–লিন্ডসে

২৩০. মেয়েদের লাইব্রেরিতে ধর্মগ্রন্থ ও পাক-প্রণালী ছাড়া আর কোনো বই থাকা উচিত নয়।

লর্ড বায়রন

২৩১. লাইব্রেরি জাতির সভ্যতা ও উন্নতির মাপকাঠি। লাইব্রেরির সংখ্যার দিকে নজর রেখে জাতীয় উন্নতি ও সভ্যতার পরিমাপ করলে অন্যায় হয় না।

–মোতাহার হোসেন চৌধুরী

২৩২. ভাষা হচ্ছে মন্দিরের মতো, যেখানে মানুষের আত্মা পরম নিশ্চিন্তে আশ্রয় খোঁজে।

এডওয়ার্ড কোক

২৩৩. ভাষা জিনিসটা পণ্ডিতের হাতের মোরব্বা নয়, দেশের জলবায়ু ও আলোকে ইহা সুষ্ঠু হইয়া থাকে। ইহা স্বীয় জীবন্ত গতির পথে বর্জন ও গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়; স্বীয় ললাটলিপিতে কোনো শিক্ষকের ছাপ মারিয়া পরিচিত হইতে চায় না।

–দীনেশচন্দ্র সেন

২৩৪. ভাষা হল চিন্তার পোশাক।

–জনসন

২৩৫. মাতৃভাষা হচ্ছে মন্দিরের মতো পবিত্র, যার শুচিতা রক্ষার জন্য জীবনপণ করতে দ্বিধা করা উচিত নয়।

–আর. সি. ট্রেন্স

২৩৬. তোমার গান যদি কাউকে আনন্দ দেয়, দুঃখ ভোলায়, তবেই তুমি যথার্থ শিল্পী।

টমাস স্টুড আর্ট

২৩৭. শিল্পকলা মানবতার প্রতিবিম্বের অধিক কিছুই নয়।

হেনরি জেমস

২৩৮. সংবাদপত্র হচ্ছে সাধারণ মানুষের স্কুল-শিক্ষক। এই সমাপ্তিবিহীন পুস্তক প্রতিটি দেশের জাতীয় গৌরব।

হেনরি ওয়ার্ড

২৩৯. একটি জাতি সৃষ্টি করে সংগীত—সংগীতস্রষ্টা কেবল সেগুলো বিন্যস্ত

—মিখাইল গ্লিনকা

২৪০. সংগীতহীন জীবন একটা ভ্রান্তি। জার্মানরা ভাবে, এমনকি ঈশ্বরও গান গেয়ে থাকেন।

—নিৎসে

২৪১. সংগীতকে যদি মানবভাষায় অনুবাদ করা যায়, তা হলে এ আর অস্তিত্বশীল থাকবে না।

—নিৎসে

২৪২. একটি সংগীতকর্মের মন্তব্য হতে পারে কেবল আর একটি সংগীতকর্ম।

ইগর স্ত্রভিনস্কি

২৪৩. সংগীতের সমঝদারিত্বের প্রধান সমস্যা দাঁড়িয়েছে এই যে, লোকেরা আজকাল সংগীতকে বড় বেশি শ্রদ্ধা করে। তাদেরকে ভালোবাসতে শেখানো উচিত।

ইগর স্ত্রাভিনস্কি

২৪৪. সংগীত হইল সুর, তাল ও সঙ্গতি। মানুষের মনের উপরে ইহার প্রভাব বিদ্যুৎ প্রবাহের ন্যায়। শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা মনকে স্নিগ্ধ করে।

মহাত্মা গান্ধী

২৪৫. সংগীতের ভাষাই সকল মানুষের ভাষা।

লংফেলো

২৪৬. সাহিত্য এমন এক সুগন্ধি যা মানুষকে সুস্থ মানসিকতা নিয়ে বাঁচার অনুপ্রেরণা দেয়।

–টমাস মিল্টন

২৪৭. সকলের সহিত মিলেমিশে যা উপভোগ করা যায় তা-ই সাহিত্য। সাহিত্যে সকল মনের সাহায্য থাকে। সাহিত্যের পাত্র-পাত্রী সবই একটা টাইপ বা নমুনা।

–ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

২৪৮. সাহিত্য কোনো ব্যক্তিবিশেষের ভাবরাজ্যের প্রতিষ্ঠান নয়, এটি সমগ্র জাতির অভ্যন্তরীণ প্রতিচ্ছবি। সাহিত্যের মূল উপাদান জাতীয় চরিত্র, ধর্মতত্ত্ব এবং সভ্যতা।

–কুর থোপ

২৪৯. কবিতা কবির গোপন আর নিজস্ব অনুভবের উন্মোচন পাঠক যা নিজের বলে শনাক্ত করেন।

–সালভাতোরে কোয়াসিমোদো

২৫০. বিজ্ঞান তাদের জন্যে যারা শেখেন, কবিতা যারা জানেন।

–যোসেফ রু

২৫১. কবিতা একটি দরজা খোলা আর বন্ধ করে দেয়া যাতে ভেতরের লোকেরা অনুমান করে নিতে পারে পলকেই কী দেখা গেল।

–কার্ল স্যান্ডবার্গ

২৫২. কবি একটি দোয়েল, যে অন্ধকারে বসে মিষ্টি সুরে আমোদিত করে তোলে নিজেরই একাকীত্ব।

–শেলি

২৫৩. কবিতা হচ্ছে সাহিত্যের বাণী।

–টমাস স্পার্ট

২৫৪. গণমানুষকে জাগিয়ে তোলার জন্য কবিতা অস্ত্রস্বরূপ।

কাজী নজরুল ইসলাম

২৫৫. পৃথিবীতে যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু মহৎ, কবিতা তাকে চিরঞ্জীব করে রাখে।

–শেলি

২৫৬. লাইব্রেরি আমাদের চিত্তের বিশ্রাম-নীড়, কর্মক্লান্ত জীবনের শ্রান্তিহারা।

–অজ্ঞাত

২৫৭. যেটা বলিবার কথা সেটা পুরা বলা যায় না, ভাষার বাধাবশত কতক বলা যায় এবং কতক বলা যায় না; কিন্তু তবু সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, কবির এই কাজ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫৮. কবি হচ্ছে বুলবুলি পাখির মতো, যে অন্ধকারে বসেও তার মিষ্টি-মধুর কলতানে চারদিক মুখরিত করে তোলে।

–শেলি

২৫৯. কবি হচ্ছে সবচেয়ে খাঁটি ঐতিহাসিক।

–জেমস অ্যান্থনি

২৬০. একজন মহৎ কবি একটা জাতির সবচেয়ে মূল্যবান রত্ন।

–বিটোফেন

২৬১. কবিতা সমস্ত শিল্পকলার জ্যেষ্ঠ ভগিনী এবং সব ভাবধারার জন্মদাত্রী।

–উইলিয়াম করজার্ভ

২৬২. কবিতা হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার। কবিতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির শাণিত অস্ত্র।

–সন্তোষ গুপ্ত

২৬৩. অন্য মানুষের সঙ্গে কবিদের তফাত কী জান? বিধাতার নিজের হাতে তৈরি শৈশব কবিদের মন থেকে কিছুতেই ঘোচে না। কোনোদিন তাদের চোখ বুড়ো হয় না। মন বুড়ো হয় না। তাই চিরদিন তারা ছোটদের সমবয়সী হয়ে থাকে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬৪. মিথ্যা কথা বলার জন্য কবিদের অনুজ্ঞা বা লাইসেন্স দেয়া হয়েছে।

প্লিনি দি ইয়ংগার

২৬৫. কলম হল যন্ত্রপাতির মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক। এটা তরবারির চেয়ে ধারালো, চাবুক বা লোহার ডাণ্ডার চেয়ে ভয়াবহ।

–জন টেইলার

২৬৬. আমাদের দেশে যাহারা প্রকৃত শ্রোতা, গানটাকে শুনিলেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকে, ইউরোপে শ্রোতারা গান গাওয়াটাকে শোনে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬৭. মঞ্চ-নাটক একটা মামলা, প্রতিহিংসা নয়। আত্মা এখানে খুলে যায়, নিন্দুকের সংখ্যাবিন্যাসের মতো, শব্দের চাপে। এর জন্যে লোহাগলানো আগুনের প্রয়োজন পড়ে না।

জ্যাঁ জিরাদু

২৬৮. নাটক চায় বিশ্বাসযোগ্যতা। এটি সত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করে না, করে প্রতিক্রিয়া নিয়ে।

–সমারসেট মম

২৬৯. আজকার দিনের সত্যিকারের বিশ্ববিদ্যালয় হল বইকে সমষ্টিগত বা একত্রীভূত

–কার্লাইল

২৭০. পাঠাগার নিঃসন্দেহে লিখিত ভাষার সঞ্চয়কেন্দ্র। এখানে মানুষ বিপুল পৃথিবীর সঞ্চয়ের সঙ্গে পরিচিত হন।

–সৈয়দ আলী আহসান

২৭১. পাঠাগারের সংখ্যা কোনো জাতির সংস্কৃতির মান নির্ণয়ের অন্যতম মাপকাঠি।

–আনোয়ারুল হক

২৭২. বই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আত্মীয়, যার সঙ্গে কোনোদিন ঝগড়া হয় না, কোনোদিন মনোমালিন্য হয় না।

প্রতিভা বসু

২৭৩. জাতিকে সঠিক পথে চালনার দিশারি হল বই।

–আজহারুল হক

২৭৪. বই পড়ে যে-জ্ঞান অর্জন করা হয়, তার সঙ্গে চোখে দেখার অভিজ্ঞতা যুক্ত হলে তা পূর্ণতা পায়।

–চার্লস ল্যাম

২৭৫. বই কিনে কেউ কোনোদিন দেউলে হয় না।

–প্রমথ চৌধুরী

২৭৬. সুখে-দুঃখে, সুন্দর-কুৎসিতে, ভাল-মন্দে মানুষের জীবন। আর এক-একটা বই এক-একটা জীবনের প্রতিবিম্ব।

–ড. মুহাম্মদ এনামুল হক

২৭৭. একটি চলচ্চিত্র হচ্ছে চিন্তার ঘনীভূত ঝরনা।

জ্যাঁ ককতো

২৭৮. মার্কিন চলচ্চিত্রগুলো অর্ধশিক্ষিতরা তৈরি করেন অর্ধবোদ্ধাদের জন্যে।

জন এরভিন

২৭৯. যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুড়ায়।
নিজ দেশ ত্যজি কেন বিদেশ ন যায় ॥

–আবদুল হাকিম

২৮০. মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা, বাঙ্গালী হইয়া নিজেদের মাতৃভাষা উর্দু বা আরবী বলিয়া পরিচয় দেয়া, কিংবা বাঙ্গালা জানি না ভুলিয়া গিয়াছি এরূপ বলা–এই মারাত্মক রোগ কেবল এক শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেই দেখা যায়। যাহারা এরূপ আচরণ করে তাহারা যে আপন মাতা ও মাতৃভূমির প্রতি নিন্দা প্রকাশ করে এবং নিজ মায়ের এবং দেশের দীনতা জ্ঞাপন করে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

২৮১. কাব্যে ভাষার একটি ওজন আছে, সংযম আছে, তাকেই বলে ছন্দ। গদ্যের বাছ-বিচার নেই, সে চলে বুক ফুলিয়ে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮২. ভাষা হচ্ছে ইতিহাসের দলিল এবং কবিতার জীবাত্মা। ইমারসন ২৮৩. মা এবং মায়ের মুখের ভাষা দুটোর মূল্যই সমান।

বেঞ্জামিন হ্যারিসন

২৮৪. ভাষা ও বক্তৃতা দেয়ার শক্তি হল সরাসরি ঈশ্বরের দান।

–ওয়েবস্টার

২৮৫. মায়ের মুখের ভাষাকে আমি যেমন শ্রদ্ধা করি, তেমনি করে অশ্লীল প্রয়োগকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করি।

টমাস ডিবডিন

২৮৬. শিশুর পালন যথা মা-বাপের কর্ম
সমাজ পালনে তথা ভাষা আর ধর্ম।
ধনজন স্বাধীনতা গেলে থাকে আশা
আশা নাই যদি যায় ধর্ম আর ভাষা।

–ভূদেব চৌধুরী।

২৮৭. জীবনের সকল সময়ই মধুর সংগীত দোলা দেয় না, সময়বিশেষে দুঃখ, বিদ্রোহ এবং উন্মাদনা-সৃষ্টিকারী সংগীতের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

সুইনবার্ন

২৮৮. পঞ্জিকা হোক কিংবা বোর্ডে-বাঁধানো দাবখেলার ছকই হোক, যা-কিছু মলাটে মোড়া ছাপা জিনিস, তা সবই বই তথা সাহিত্য।

–চার্লস ল্যাম

২৮৯. যেখানে সংগীত আছে, সেখানে বেঁচে থাকার আনন্দ আছে।

–এডমন্ড স্মিথ

২৯০. আমি মুসলমান। সকালে ঘুম থেকে উঠে আল্লাহকে স্মরণ করার পরই আমি ‘জয় বাংলা’ বলি। মৃত্যুর সময়ও আমি আল্লাহর নাম নিয়ে ‘জয় বাংলা’ বলে ইহধাম হতে বিদায় নিতে চাই।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

২৯১. কিছু একটা বুঝাইবার জন্য কেহ তো কবিতা লেখে না। এজন্য কবিতা শুনিয়া কেহ যখন বলে বুঝিলাম না তখন বিষম মুশকিলে পড়িতে হয়। কেহ যদি ফুলের গন্ধ শুকিয়া বলে, ‘কিছু বুঝিলাম না’, তাহাকে এই কথা বলিতে হয়, ইহাতে বুঝিবার কিছু নাই, এ যে কেবল গন্ধ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯২. কবিতা অদৃশ্যের যাজক।

–ওয়ালাস স্টিভেন্স

২৯৩. জ্ঞান দিয়ে কবিরা কাব্য রচনা করেন না, রচনা করেন প্রকৃতির উপহারে, আর পয়গম্বর ও দৈবীপুঁথির সমান এক প্রেরণায়।

সক্রেটিস

২৯৪. কবিতা তা-ই কাব্যের ভেতরে যা তোমাকে হাসায়, কাঁদায়, খোঁচায়, কাপিয়ে তোলে পায়ের নখ, তোমাকে প্ররোচিত করে এই করতে, সেই করতে অথবা কিছুই না করতে, জানায় এই পৃথিবীতে তুমি একা, তোমার আনন্দ আর দুঃখ চিরকাল ভাগ করে নেয়ার এবং চিরকাল একা বইবার।

–ডিলান টমাস

২৯৫. গ্রন্থ শুধু পথনির্দেশের আলোর সংকেতই নয়, সময়ে তা বারুদের চেয়েও বিস্ফোরক এবং সম্রাট বা সেনাপতির কীর্তির চেয়েও দীর্ঘস্থায়ী।

ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন

২৯৬. আমার মনে হয় এদেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয় এবং স্কুল-কলেজের চাইতে একটু বেশি।

–প্রমথ চৌধুরী

২৯৭. পাঠাগার মানুষের জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডাস্বরূপ–চিত্ত-বিকাশের শ্রেষ্ঠ বিহার ক্ষেত্র। আমাদের দেশে পাঠাগার স্থাপনের প্রয়াস যত বেশি হবে, আমাদের ততই মঙ্গল।

মুহম্মদ আবদুল হাই

২৯৮. যদি বইটা হয় পড়ার মতো, তবে তা কেনার মতো বই। –জন রসকিন ২৯৯. বই পড়তে যে ভালোবাসে, তার শত্রু কম।

–চার্লস ল্যাম

৩০০. দেশে সুনাগরিক গড়ে তোলার প্রধান উপায় একটাই–তা হল সুলিখিত এবং সৃষ্টিশীল ও মননশীল বই।

ক্যালিভন কলিজ

৩০১. আমি তাকে সোনা কিংবা রূপা দিইনি, কিন্তু আমি তার চেয়েও মূল্যবান জিনিস বই দিয়েছি।

–জর্জ ম্যাকডোনাল্ড

৩০২. একটি ভালো বই হল বর্তমান ও চিরদিনের জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বন্ধু।

টুপার

৩০৩. যে একটা ভালো বই পাওয়া সত্ত্বেও পড়ে না এবং একটি প্রস্ফুটিত ফুলকে ছিঁড়ে ফেলে তার মতো বোকা আর নেই।

–স্টেফেন গ্রানে

৩০৪. বই বরং ভালোমতন লেখেন পাঠকরা আর পরিষ্কার করে লেখেন বিরোধী পক্ষরা।

–নিৎসে

৩০৫. কারও পক্ষে কোনো গভীর বই বোঝা সম্ভব নয় যদিনা তার অন্তত কিছু অংশ আমরা দেখি বা যাপন করি।

–এজরা পাউন্ড

৩০৬. নৈতিক বা অনৈতিক বই বলে কিছু নেই। আছে কেবল সুলিখিত বা কুলিখিত বই।

–অস্কার ওয়াইল্ড

৩০৭. জীবনে তিন ধরনের সহচর প্রয়োজন–পুরুষলোক, স্ত্রীলোক এবং বই।

–জোসেফ হল

৩০৮. জীবনে মাত্র তিনটি জিনিসের প্রয়োজন–বই, বই এবং বই।

টলস্টয়

৩০৯. বই হল বিশ্বাসযোগ্য আয়নার মতো, যাতে আমাদের মনের প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে–জ্ঞানী ও বীরদের মনের প্রতিবিম্বও এর থেকে বাদ পড়ে না।

–গিবন

৩১০. বই লেখাটা নিষ্পাপ বৃত্তি এবং এতে করে দুষ্কর্মের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়।

বার্ট্রান্ড রাসেল

৩১১. জ্ঞানীরা বই ব্যবহার করে আর অন্যেরা বই-এর প্রশংসা করে।

বেকন

৩১২. এককালে পৃথিবী বইয়ের উপর কাজ করত, এখন বই-ই পৃথিবীর উপর কাজ করে।

জুবার্ট

৩১৩. বরং প্রচুর বই নিয়ে গরিব অবস্থায় চিলেকোঠায় থাকব তবু এমন রাজা হতে চাই না যিনি পড়তে ভালোবাসেন না।

–মেকলে

৩১৪. পৃথিবীর কোনো জাতি জাতীয় সাহিত্য ছেড়ে বিদেশী ভাষায় সাহিত্য রচনা করে যশস্বী হতে পারেনি।

–ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

৩১৫. নদীর গতিপথ যেমন নির্দেশ করে দেওয়া যায় না, ভাষাও তেমনি। একমাত্র কালই ভাষার গতি নির্দেশ করে।

–ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

৩১৬. কারও কারও মুখের ভাষাই অস্ত্রের মতো ধারালো।

–জন লাভার

৩১৭. সংগীতের মাধ্যমে যা-কিছু শেষ হয়, তা-ই সুন্দর হয়।

রবার্ট বার্নস

৩১৮. সংগীত হল ভাঙা মনের ওষুধস্বরূপ।

–এ. হান্ট

৩১৯. যে-মানুষের আত্মার সঙ্গে সংগীতের বাস, সে-মানুষই ভালোবাসতে জানে।

–এডমন্ড স্মিথ

৩২০. যে সংগীত ভালোবাসে তার জীবনে নিঃসঙ্গতা থাকে না।

–এডিসন

৩২১. সাহিত্যের কাজ মানুষকে তার চারিদিককার মন্দ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলা, তার মধ্যে সমাজ, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনকে অগ্রাহ্য করে ন্যায়, সত্য ও আল্লাহকে মেনে নেবার প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে দেওয়া।

–ড. লুৎফর রহমান

৩২২. বড় পর্দা একটি বাজে চলচ্চিত্রকে ঠিক দ্বিগুণ বাজে করে তোলে।

–স্যামুয়েল গোল্ডউইন

৩২৩. চলচ্চিত্র হচ্ছে একটি নৌকা যা সবসময়েই ডুবে যাওয়ার পর্যায়ে থাকে। আপনি যখন চলতে থাকেন তখন সবসময়ে এটি তলিয়ে যাবার প্রয়াস পায় এবং আপনাকে এর সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে চায়।

ফ্রাঁসোয়া ক্রুসো

৩২৪. সাহিত্য খেলা নয়, শৌখিনতা তো নয়ই। সাহিত্য জীবনের প্রকাশ, আবার নব-জীবনেরও ভিত্তি।

–শ্রীসোমনাথ মৈত্র

৩২৫. আনন্দ দিতে, মানুষের জীবনের বোঝা কমাতে, তাদের দুঃখ-বেদনা, তাদের পাপ, তাদের নিশ্রুপ গৃহের মাঝে তাদের বিফল আশা ও তাদের বিষাদময় ভবিষ্যৎ থেকে মুক্তি দিতেই সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে।

–ব্রিয়েল

৩২৬. কবিরা সমাজদেহের চক্ষু, বাগানের মুক্ত পাখি এবং সত্যের দর্পণ।

ইকবাল

৩২৭. কবিতাই চিরদিন ভোগ করে
নবীন যৌবন
সৌন্দর্যের সুধাপাত্র চিরদিন,
করে সে চুম্বন।

–গোলাম মোস্তফা

৩২৮. কবিতার দ্বারা আমি বিলাসিতা করিতে চাহি নাই ... আমি চিরদিন বলিয়াছি, অদ্যও বলিতেছি যে, সৌন্দর্য সৃষ্টিই কবিতার প্রধান উদ্দেশ্য নয়, কবিতা নীতিপূর্ণ হইবে এবং বিশেষ কিছু শিক্ষা দিবে।

–কায়কোবাদ

৩২৯. মসজিদ পুষ্করিণী নাম নিজ দেশে রহে।
গ্রন্থকথা যথাতথা ভক্তিভাবে আলাউল কহে।।

–আলাউল

৩৩১. বই জ্ঞানের প্রতীক, বই আনন্দের প্রতীক, সৃষ্টির আদিমকাল হইতে মানুষ আসিয়াছে আর চলিয়া গিয়াছে; খ্যাতি, মান, অর্থ, শক্তি কিছুই কেউ রাখিয়া যাইতে পারে নাই। কিন্তু বইয়ের পাতা ভরিয়া তাহারা তাঁহাদের তপস্যা, তাঁহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাঁহাদের নৈরাশ্য, কি হইতে চাহিয়া কি তাঁহারা হইতে পারেন নাই সবকিছু তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন।

জসীম উদ্দীন

৩৩২. জীবনটা বই দিয়ে ঘেরা নয় ঠিকই, তবে জীবনকে বুঝতে হলে, অভ্যাসের সংস্কারের বেড়া ভাঙতে হলে বই চাই।

সরোজ আচার্য

৩৩৩. ব্যায়ামের দ্বারা যেমন শরীরের উন্নতি হয়, পড়াশুনার দ্বারা মনেরও তেমনি উন্নতি হয়ে থাকে।

–এডিসন

৩৩৪. বই বিশ্বাসের অঙ্গ, বই মানবসমাজকে সভ্যতা টিকাইয়া রাখার জ্ঞান দান করে। অতএব, বই হইতেছে সভ্যতার রক্ষাকবচ।

–ভিক্টর হুগো

৩৩৫. সাহিত্য ও সংস্কৃতি দেশ ও জাতির দর্পণবিশেষ।

–উইলিয়াম ডানলপ

৩৩৬. কোনো কোনো বইয়ের কথা অসঙ্গতভাবেই ভুলে যাওয়া হয়; তবে অসঙ্গতভাবে কোনো বইকেই স্মরণে রাখা হয় না।

–ডব্লিউ এইচ অডেন

৩৩৭. হৃদয়ের স্পর্শ যেখানে আছে, সেটাই গ্রন্থ।

–হেনরি ডনডিক

৩৩৮. সমালোচক তারাই যারা সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে।

–ফ্রাংকলিন

৩৩৯. সাহিত্যখ্যাতি এমন খ্যাতি, যা মানুষের হৃদয়ে চিরদিন অবিস্মরণীয় হয়ে থাকে।

–হেনরি কিং

৩৪০. ছবি হচ্ছে শব্দহীন এক অনবদ্য কবিতা।

–ওয়াশিংটন আলস্টন

৩৪১. সেই নাটকই আসল নাটক, যার মধ্যে যে মানুষ যা চায় তা-ই পায়।

–শংকর

৩৪২. নৃত্য হচ্ছে সংগীত ও ভালোবাসার সন্তান।

স্যার জন ডেভিস

৩৪৩. মাতৃভাষার এমনি মহিমা যে কথা বলাটাই আনন্দের বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালা যে আমার মাতৃভাষা সে কথাটা আপনাদের সমক্ষে জোর গলায় বলিতে আমার একটু দ্বিধা হয় না। কারণ তাহা না হইলে আমার নিজের মাকেই অস্বীকার করিতে হয়।

–তাসাদুক আহমদ

৩৪৪. ভালো কবিতা বাস্তবতার জন্যে এক অবদান। একটা ভালো কবিতা সহযোগিতা করে জগতের গড়ন আর তাৎপর্য বদলে দিতে, সহযোগিতা করে কারও নিজের আর তার চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে ধারণা বাড়িয়ে দিতে।

–ডিলান টমাস

৩৪৫. মহৎ কবিরা, সত্যি যারা মহৎ কবি, পৃথিবীর সকল প্রাণীর মধ্যে সবচাইতে অকবিসুলভ। কিন্তু গৌণ কবিরা সবসময় চমকপ্রদ।

অস্কার ওয়াইল্ড

৩৪৬. কিছু বই আছে যেগুলোর স্বাদ গ্রহণ করে দেখতে হয়, আরেক ধরনের বই আছে যেগুলো গলাধঃকরণ করতে হয়। আরেক ধরনের বই আছে যেগুলো পড়ে গলাধঃকরণ করতে হয় এবং হজম করতে হয়।

ফ্রান্সিস বেকন

৩৪৭. যে লেখক হতে ইচ্ছে করে, তার প্রথমে ছাত্র হওয়া উচিত। ড্রাইডেন ৩৪৮. লেখাটা হল মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন।

শংকর

৩৪৯. নোংরা লেখার চেয়ে নোংরা জিনিস আর কিছু নেই। –জি. জে. নাথন

৩৫০. যে-লোক তার নিজের লেখা বইয়ের সম্বন্ধে কথা বলে থাকে, তাকে সে মায়ের সঙ্গে তুলনা করা চলে, যে তার নিজের ছেলের গুণ সম্বন্ধেই বেশি বড়াই করে থাকে এবং এ-কাজটা খুবই লজ্জাকর।

–ডিজরেইলি ৩৫১. একগাদা বই সংগ্রহে রাখা সেগুলো পুড়ে ফেলারই বিকল্প।–অ্যান্থনি বার্জেস

৩৫২. কেউ পড়ে চিন্তা করবে বলে–এরা হাতে গোনা; কেউ লিখবে বলে, এরা সাধারণ; আর কেউ কথা বলার জন্যে–এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। চার্লস কালেব কল্টন

৩৫৩. ভালো বইগুলো পড়া যেন-বা গত শতকের মহৎ লোকদের সঙ্গে আলাপ করার মতো।

–দেকার্তে

৩৫৪. শব্দ ও ভাষাগঠনের জন্য নির্ভরশীল হতে হবে লেখকের উপর। শক্তিশালী লেখক জন্ম দেন ভাষার, সৃষ্টি করেন নতুন নতুন শব্দের। আসলে সুন্দর ভাষার জন্ম হয় লেখকের সাধনায়।

–ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

৩৫৫. দ্যাখো, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি কর এবং লেখো।

–টমাস মুর

৩৫৬. শিল্পসৃষ্টির জন্য আমি নারীর মতো গর্ভবতী থাকতে চাই। সবসময়ই প্রসব বেদনায় ভুগতে চাই।

অ্যান্থনি নিউলে

৩৫৭. আমার কাছে শিল্প রচনা করাটাই সোজা, জীবনটা কঠিন। লরেন্স ডারেল

৩৫৮. শিল্পে এবং সাহিত্যে সাধনা এবং একনিষ্ঠতার কোনো বিকল্প নাই। এখানে চুরি চলে না, ফাঁকি চলে না। চুরি এবং ফাঁকি চলে রাজনীতি, ব্যবসায় আর অর্থনীতিতে। সংগীতে শিল্পে আর সাহিত্যে নয়।

–আবুল ফজল

৩৫৯. যতদিন বাংলার আকাশ থাকবে, যতদিন বাংলার বাতাস থাকবে, ততদিন বাংলার সংস্কৃতি থাকবে।

–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

৩৬০. মনুষত্ব তথা মানবধর্মের সাধনাই সংস্কৃতি এবং একমাত্র সাধনাই জীবনকে করতে পারে সুন্দর সুষ্ঠু।

–আবুল ফজল

৩৬১. যে-মানুষের হৃদয়ে সংগীতের সুর আছে, প্রেম ও প্রীতি বিনিময়ে সে অদ্বিতীয়।

–প্লেটো

৩৬২. ভাষা হচ্ছে বিজ্ঞানের একমাত্র বাহন। আর শব্দ কেবল ভাবনার ইশারা।

স্যামুয়েল জনসন

৩৬৩. যে সংগীতকে ভালোবাসে তার নিঃসঙ্গ সময় মধুরতর হবে।

–রাওল্যান্ডি হিল

৩৬৪. জীবন আর সংগীত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংগীতের মাঝে মানুষ বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা পায়।

সুইফট

৩৬৫. সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মানবজীবনের সম্পর্ক। মানুষের মানষিক জীবনকর্ম কোনখানে? সেখানে আমাদের বুদ্ধি এবং হৃদয়, বাসনা এবং অভিজ্ঞতা সব গলে গিয়ে, মিশে গিয়ে একটি সম্পূর্ণ ঐক্য লাভ করেছে। সেখানে আমাদের বুদ্ধি, প্রবৃত্তি এবং রুচি সম্মিলিতভাবে কাজ করে। এক কথায় যেখানে আদত মানুষটিই আছে, সেইখানেই সাহিত্যের জন্মলাভ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬৬. কাব্যের আনুষঙ্গিক ফল যাহাই হউক কাব্যের উদ্দেশ্য উপকার করিতে বসা নহে। যাহা সত্য, যাহা সুন্দর তাহাতে উপকার হইবার কথা। কিন্তু সেই উপকারিতার পরিমাণের উপর তাহার সত্যতা ও সৌন্দর্যের পরিমাণ নির্ভর করে না। সৌন্দর্য আমাদের উপকার করে বলিয়া সুন্দর নহে, সুন্দর বলিয়াই উপকার করে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬৭. সংসারে অন্যান্য যাবতীয় কর্মের মতো সাহিত্যসৃষ্টিও একটা কর্ম এবং এই অর্থে একজন সাহিত্যকর্মী একজন চাষী মজুরের সঙ্গে একই শ্রেণীতে দাঁড়ায়।

–অচিন্তেশ ঘোষ

৩৬৮. বইয়েরা নির্দোষ, কেননা সচেতনভাবে কেউ এদের দ্বারা আক্রান্ত হয় না।

টি. এস. এলিয়ট

৩৬৯. বাজে বই লেখা ভালো বই লেখার মতোই কঠিন; একই সতোর সঙ্গে লেখকের আত্মা থেকে জন্ম হয় এর।

–অলডাস হাক্সলি

৩৭০. ভালো বই পড়েও আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত সেটি ভালোমতো উপলব্ধি করি না, যতক্ষণ না লেখকের সঙ্গে একই তালে আমরা এগিয়ে যাই।

জন কীটস্

৩৭১. প্রিয় কবি হতে চাও লেখো ভালোবাসা যা পড়ে গলিয়া কবে পাঠকের মন, তার লাগি চাই কিন্তু দু'টি আয়োজন জোর করা ভাব আর ধার করা ভাষা।

–প্রমথ চৌধুরী

৩৭২. একজন লেখকের সবচেয়ে বড় পুরস্কার, সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি, সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে তাঁর পাঠক।

ইমদাদুল হক মিলন

৩৭৩. একজন ভাল কবিমাত্রই আত্মার শিল্পী।

–আইজ্যাক ডিজরেইলি

৩৭৪. মানুষের আন্তরিকতা ও তার দৃষ্টির গভীরতাই তাকে কবি করে তোলে।

–কার্লাইল

৩৭৫. কবি হল নিঃশব্দ কবিতা; আর কবিতা হল এমনি একটি ছবি যা কথা বলে।

–সিমোনিডোস

৩৭৬. সাহিত্য সবসময় সুগন্ধে পরিপূর্ণ।

–ওয়াল্ট হুইটম্যান

৩৭৭. যে মানুষ খুন করে, সে আসলে খুন করে যুক্তিশীল এক প্রাণীকে, ঈশ্বরের প্রতিমাকে; কিন্তু যখন কেউ ধ্বংস করে ফেলে কোনো বই, তখন সে খুন করে যুক্তিকে।

মিল্টন

৩৭৮. যে নির্জনে বসে সংগীত শোনে, সে-ই সংগীতকে হৃদয়-মন দিয়ে উপলব্ধি

–এডমন্ড স্মিথ

৩৭৯. শব্দহীন পরিবেশে সংগীত মনের ভাঁজে ভাঁজে সুর ছড়ায়।

–ওয়েলেন্স স্টিভেন্স

৩৮০. উচ্চারণ হল ভাষার আত্মার মতো; এর থেকেই অনুভূতি ও সাধ্য জন্ম নেয়।

–রুশো

৩৮১. কবিরা সমাজদেহের চক্ষু, বাগানের মুক্ত পাখি এবং সত্যের দর্পণ।

ইকবাল

৩৮২. লেখকের স্বাধীনতা যে শুধু লেখকের জন্য প্রয়োজন তা নয়, সমাজের বৃহত্তম কল্যাণের জন্যও তা অত্যাবশ্যক। ভাষার স্বাধীকারের সাথে লেখকের স্বাধীনতাও চাই।

–আবুল ফজল

৩৮৩. বই আমাদের পড়তেই হবে, কেননা বই পড়া ছাড়া সাহিত্যচর্চার উপায়ান্তর নেই। ধর্মের চর্চা মন্দিরের বাইরেও করা চলে, দর্শনের চর্চা গুহায়, নীতির চর্চা ঘরে এবং বিজ্ঞানের চর্চা যাদুঘরে, কিন্তু সাহিত্যের চর্চার জন্য চাই গ্রন্থাগার। এই চর্চা মানুষ কারখানাতে করতে পারে না, চিড়িয়াখানাতেও নয়।

–প্রমথ চৌধুরী

৩৮৪. সমস্ত বই-ই হয় স্বপ্ন, নয় তলোয়ার।

–এ. সি. লাওয়েল

৩৮৫. বই কেনা শখটারে
দিয়ো নাকে প্রশ্রয়;
ধার নিয়ে ফিরিয়ো না,
তাতে নাহি দোষ রয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৮৬. শব্দ যদি কবিতা হয়, তবে তার উৎস হচ্ছে হৃদয়।

–আলফ্রেড লোয়ের্স

৩৮৭. পৃথিবীর সকল মানুষ মায়ের মুখের ভাষায়ই কথা বলে।

–বেগ লার্ড

৩৮৮. সমাজবিজ্ঞানী এবং গবেষকরা ছাড়াও সাহিত্যিকরা সমাজের ভেতরের একজন অনুসন্ধানী। তাই তাঁদের লেখায় সমাজচিত্র ফুটে উঠবেই।

–হুমায়ূন আহমেদ

৩৮৯. শিল্পকলায় যারা প্রভুত্ব অর্জন করেছে, আমি তাঁদের সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করি।

আর্থার হুইটারম্যান

৩৯০. কবি তখনই দরিদ্র হবেন, যখন তিনি তাঁর শব্দ ব্যবহারে কৃপণতা করবেন।

–জর্জ অ্যাবি

৩৯১. যেদেশে শিল্পী নিগৃহীত হন, সেদেশে শোভন কিছু সৃষ্টি হতে পারে না।

–জেমস টমসন

৩৯২. আমি তোমাকে আমার সংগীতের মাধ্যমেই আনন্দ দিয়ে যাব।

–রাওল্যান্ড হিল

৩৯৩. বেশি বই পড়ার চেয়ে অল্প পড়েও মনে রাখা ভালো।

চার্লস ল্যাম

০৩. ধর্ম, দর্শন ও সৃষ্টিকর্তা

ধর্ম, দর্শন ও সৃষ্টিকর্তা

১. আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নাই।

–আল-কোরআন

২. সে-ই যথার্থ ধর্ম, যাতে সব মানুষের কল্যাণ নিহিত।

হান্নামুর

৩. ধর্ম একটাই, যদিও রয়েছে এর একশোটা রূপ।

জর্জ বার্নার্ড শ

৪. ধর্মের মূল কথাই হচ্ছে মানুষ হিসেবে মানুষের সেবা করা।

স্টমাস ফুলার

৫. যারা ধর্মবিশ্বাসী তারাই যুবক এবং যারা অবিশ্বাসী তারাই বৃদ্ধ।

চ্যানি

৬. প্রত্যেক ধর্মই ভালো; কারণ প্রত্যেক ধর্মই মানুষকে ভালো হবার শিক্ষা দেয়।

–জর্জ ক্র্যাবি

৭. ধর্ম নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের ধর্মান্ধ না বলে স্বার্থান্বেষী বলা ভালো।

লর্ড হ্যালিফক্স

৮. একটি ধর্ম আরেকটি ধর্মের মতোই সত্য।

রবার্ট বার্টন

৯. ধর্ম অর্থ সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানুষের ভালোবাসা।

উইলিয়াম পেন

১০. তিনিই তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ করেছেন, তখন তোমরা কিছুই জানতে না। তিনিই তোমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, বুদ্ধি এবং পরস্পরের প্রতি মায়া মমতা দিয়েছেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

–আল-কোরআন

১১. সত্যই হল ভগবান, সত্য-সাধনাই হল তপস্যা, জগতের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ কাজ তার মূলে সত্য; সত্যের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই।

ব্যাসদেব

১২. মাহপুরুষেরা ধর্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, আর আমরা তাহা হইতে সম্প্রদায়টাই লই, ধর্মটা লই না।

বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩. কোরআন একটি জানালা, যার দ্বারা আমরা পরবর্তী দুনিয়ার দৃশ্যাবলী দেখতে পাই।

ইবনে হাব্বল

১৪. ধর্মের গোঁড়ামি দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করে তোলে।

সুইফ্ট

১৫. যারা তীর্থের পর তীর্থ পর্যটন করে বেড়ায়, তাদের মধ্যে কেবল আছে আত্মতাড়না, তারা দেবতার পিছনে পিছনে ছোটে, দেবত্বের স্পর্শ পায় না।

–প্রবোধকুমার সান্যাল

১৬. সত্যবাদী ও ধর্মনিষ্ঠ বণিক ব্যতীত অন্যান্য বণিককে প্রতারক দলভুক্ত করা হবে।

–আল-হাদিস।

১৭. প্রত্যেক ধর্মেই অনেক ভালো জিনিস আছে। এইসকল ধর্মের মধ্যে যা সুন্দর তা গ্রহণ করে যা নিকৃষ্ট তা ত্যাগ করব।

আকবরনামা

১৮. ধর্মের মাঝে থেকেই মানুষ এত দুষ্টু আর বদমায়েশ হয়েছে; ধর্মের আবরণে যদি মানুষ না থাকত তা হলে তারা আরও কত দুষ্টু ও বদমায়েশ হত।

ফ্রাংকলিন

১৯. একটি গৃহে যদি ধর্মগ্রন্থ না থাকে, অথচ প্রতিদিন খাবারের নিমিত্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী থাকে, তাতে সে-গৃহের লোকদের দেহের খাদ্য হয় বটে, কিন্তু আত্মার খাদ্য থেকে এরা বঞ্চিত হয়।

সি. ভি. মেইজ

২০. মানুষকে অপমান কোরো না, মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব।

–শেখ সাদি

২১. পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়।

বাইবেল

২২. ধর্মীয় কুসংস্কারগুলো মানবজাতির পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকারক।

বার্ট্রান্ড রাসেল

২৩. নিশ্চয়ই অত্যাচারীরা পরস্পরের ভাই, কিন্তু যারা সৎ কাজ করে আল্লাহ্ তাদের বন্ধু।

–আল-কোরআন

২৪. যে-ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি দেয় যে, সে মানুষের কাছে কিছুই চাইবে না, আমি তাকে বেহেশতের প্রতিশ্রুতি দিই।

–আল-কোরআন

২৫. সাবধান! লোককে দেখাইবার জন্য তাহাদের সাক্ষাতে তোমাদের ধর্মকর্ম করিও না। করিলে তোমাদের স্বর্গীয় পিতার নিকটে তোমাদের পুরস্কার নাই।

বাইবেল

২৬. তোমরা যখনই প্রার্থনা করিতে দাঁড়াও, যদি কাহারও বিরুদ্ধে তোমাদের কোনো কথা থাকে, তাহাকে ক্ষমা করিও, যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেন।

বাইবেল

২৭. সামান্য মূল্যের বদলে আমার আয়াতগুলোকে বিক্রি কোরো না।

–আল-কোরআন

২৮. (কেয়ামতের দিন) কাহারও সুপারিশ কবুল হইবে না।

–আল-কোরআন

২৯. ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা শক্ত, কিন্তু তার চাইতেও বেশি শক্ত তাঁকে অবিশ্বাস করা। কতির বিস্ময়কর লীলা দেখে তাঁর প্রতি আমার বিশ্বাস জন্মেনি, বরং এ-বিশ্বাস জন্মেছে মানুষের প্রাণপ্রাচুর্য দেখে।

টেনিসন

৩০. যে-ঈশ্বর আমাদের জীবন দান করেছেন, তিনি একই সাথে আমাদের স্বাধীনতাও দান করেছেন।

টমাস জেফারসন

৩১. কোনো ভৃত্য দুই কর্তার দাসত্ব করিতে পারে না, কেননা সে হয় একজনকে ঘৃণা করিবে, অন্যকে প্রেম করিবে, নয়তো কজনে অনুরক্ত হইবে, অন্যকে তুচ্ছ করিবে।

বাইবেল

৩২. ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৩. মানবতাই মানুষের একমাত্র ধর্ম হওয়া উচিত।

বার্ট্রান্ড রাসেল

৩৪. চিত্তকে মিথ্যার বিরুদ্ধে স্বাধীন করে রাখাই ধর্ম।

–ডা. লুৎফর রহমান

৩৫. সবকিছু মেনে নেওয়ার অর্থাৎ আনুগত্যের নিয়মকানুন এসেছে ধর্মগ্রন্থ থেকে এবং মুক্তি বা স্বাধীনতার নিয়মকানুন এসেছে বিজ্ঞান বা মানুষের মন থেকে।

–ম্যাক্সিম গোর্কি

৩৬. ধর্ম অর্থ ঈশ্বরের এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা ব্যতীত কিছুই বোঝায় না।

–উইলিয়াম পেন

৩৭. ভয়ের তাড়া খেলেই ধর্মের মূঢ়তার পিছনে মানুষ লুকোতে চেষ্ট করে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৮. মানুষের জন্য যাহা কল্যাণকর তাহাই ধর্ম। যে ধর্ম পালন করিতে গিয়া মানুষকে অকল্যাণ করিতে হয়, তাহা ধর্মের নামে কুসংস্কার মাত্র। মানুষের জন্য ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়।

প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ

৩৯. ধর্ম নিয়ে যারা কোন্দল করে, ধর্মের মর্ম তারা জানে না।

–ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

৪০. ধর্ম আর ধর্মবিশ্বাসের বেলায় মানুষ এত বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে যে, সে বিনা দ্বিধায় মনে করে তার নিজের ধর্মই পৃথিবীর সেরা আর তার ধর্মমতই অভ্রান্ত।

–আবুল ফজল

৪১. আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন নাই।

–আল-কোরআন

৪২. তোমাদের মনে যা আছে, তা প্রকাশ করো বা গোপন করো, আল্লাহ্ তা জানেন।

–আল-কোরআন

৪৩. অধিকাংশ ধর্ম এবং ধর্মের অধিকাংশ তথ্য অন্ধ-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।.... তাই বিজ্ঞানের ন্যায় ধর্মের উপর সকল লোকের অটল বিশ্বাস হয় না। ধর্মকে সন্দেহাতীত রূপে পাইতে হইলে উহাকে অন্ধবিশ্বাসের উপর রাখিলে চলিবে না। উহাকে খাঁটি বিশ্বাস অর্থাৎ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

আরজ আলি মাতুব্বর

৪৪. ভগ্নমনোরথ হয়ো না, নিরাশ হয়ো না, যদি মুমিন হও, বিশ্বাসী হও, জয়ী তুমি হবেই।

–আল-কোরআন

৪৫. মানুষ মহত্তম বলে অন্তরে যা ধারণ করে তা-ই ধর্ম। ধর্মের সঙ্গে কর্ম না-ও মিলতে পারে।

আবদুর রহামান শাদাব

৪৬. ধর্ম মানুষের প্রয়োজনেই সৃষ্ট, তাই ধর্ম মানুষের মঙ্গলের কথাই বলে।

–স্টেপ হেন

৪৭. অর্থের লোভে যে-ব্যক্তি কোরান পাঠ করে, সে অন্যের দুয়ারে ভিক্ষা করে।

হজরত আবু তোর

৪৮. যে-ব্যক্তি রোজা রাখিয়া মিথ্যাচার ও নিন্দাবাদ পরত্যাগ করে না, তাহার পান আহার ছাড়িয়া দেওয়াকে খোদাতাআলা গ্রাহ্য করেন না, অর্থাৎ তিনি তাহার রোজা গ্রহণ করেন না।

–আল-হাদিস

৪৯. আমার ধর্ম কোনো ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নেই। আমার ধর্মের ভিত্তি হল ভালোবাসা এবং অহিংসা।

মহাত্মা গান্ধী

৫০. শয়তানের কোনো ক্ষমতা নাই তাহাদের উপর যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং প্রভুর উপর নির্ভর করিয়াছে।

–আল-কোরআন

৫১. আল্লাহ্ কখনো কাফেরগণকে সৎপথ প্রদর্শন করেন না –আল-কোরআন

৫২. নামাজ চিৎকার করিয়া পড়িও না, চুপিচুপিও পড়িও না। বরং উহার মাঝামাঝি এক পথ ধরো।

–আল-কোরআন

৫৩. ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং রাজনীতিতে এর স্থান হওয়া অনুচিত।

–মহাত্মা গান্ধী

৫৪. আমার ধর্মের প্রতি আমি একান্ত অনুগত। এর জন্য আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তবে এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ সম্বন্ধে রাষ্ট্রের কিছুই করণীয় নেই। ..... আপনার বা আমার ধর্ম সম্বন্ধে রাষ্ট্র কিছুই করবে না। এটা হল প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

মহাত্মা গান্ধী

৫৫. ধর্মকে যারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করে, তাহারা ক্রমশই ধর্মকে জীবন হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতে থাকে। ইহারা ধর্মকে বিশেষ গণ্ডি আঁকিয়া একটা বিশেষ সীমানার মধ্যে বদ্ধ করে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৬. যে করে ধর্মের নামে
বিদ্বেষ সঞ্চিত
ঈশ্বরকে অর্ঘ্য হতে
সে করে বঞ্চিত।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৭. ভণ্ডরাই ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে।

–কমরেড মুজাফফর আহমেদ

৫৮. যারা সম্পদ বিপদে দান করে, রাগ দমন করে, লোকদের ক্ষমা করে, আল্লাহ্ এমন হিতকারীদের ভালোবাসেন।

–আল-কোরআন

৫৯. ক্ষমাশীল হও, ভালো কাজ করতে আদেশ করো এবং যারা লেখাপড়া শেখে, তাদের কাছ থেকে দূরে থাকো।

–আল-কোরআন

৬০. তোমরা কি তাহাকে হেদায়েত করিতে চাওযাহাকে আল্লাহ বিপথে নিয়াছেন? বস্তুত আল্লাহ্ যাহাকে বিপথে নেন, তাহাদের জন্য তুমি পাইবে না কোনো পথ।

–আল-কোরআন

৬১. তাহারা (বিধর্মিগণ) আল্লাহকে ছাড়িয়া যাহাকে বন্দনা করিতেছে তোমরা তাহাদিগকে মন্দ বলিও না, কেননা তাহা হইলে তাহারা অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকে মন্দ বলিয়া ফেলিবে।

–আল-কোরআন

৬২. নাস্তিক হওয়া সহজ নয়। এ এক অনন্য শক্তিরই অভিব্যক্তি। কেননা, বিশেষ জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও মনোবল না থাকলে নাস্তিক হওয়া যায় না। আশৈশব লালিত বিশ্বাস, সংস্কার, আচার-আচরণ, রীতিনীতি পরিহার করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়, কেবল অসামান্য নৈতিক শক্তিধর যুক্তিবাদী পুরুষের পক্ষেই তা সহজ।

ড. আহমদ শরীফ

৬৩. যিনি যোগী, যাহার মন বিশুদ্ধ হইয়াছে, যিনি নিজের মনকে সম্পূর্ণ বশে রখিতে পারেন, যিনি জিতেন্দ্রিয়, সেই জ্ঞানী সকলকেই নিজের আত্মার মতো দেখেন, তাই কর্ম করিলেও তাঁহার আর কোনো পাপ-পুণ্য জন্মে না।

শ্রীশ্রীগীতা

৬৪. যদি কেহ একটি মুদ্রা ধর্মযুদ্ধে ব্যয় করে, একটি দ্বারা কোনো দাসকে মুক্ত করে, একটি দরিদ্রকে দান করে এবং একটি আপন পরিবারের জন্য ব্যয় করে, তবে শেষের কার্যের পুণ্য অপর তিনটি কার্যের পুণ্যসমষ্টি অপেক্ষা অধিক।

–আল-হাদিস

৬৫. যিনি নিয়মিতভাবে আহার-বিহার করেন, কাজকর্ম যিনি নিয়মিতভাবে করেন, আর যিনি নিয়মিতভাবে ঘুমান আর জাগিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষেই যোগ সার্থক হইয়া তাঁহার দুঃখ দূর করে।

শ্রীশ্রীগীতা

৬৬. যারা সৎপথ অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জন করে,তাহারা খোদাতালার প্রিয় বন্ধু।

–আল-হাদিস

৬৭. যাহারা যেভাবে আমার ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেইভাবেই দয়া করিয়া থাকি। লোকে সকল রকমেই আমার পথে চলিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীগীতা

৬৮. দয়া, সত্য ও কল্যাণ—এই যদি মানুষের আদর্শ হয়, সমাজের প্রতি মানুষ যদি এই সাধনাকে গ্রহণ করে, তা হলে মানুষের জীবনে এমন কোনো সমস্যার কল্পনা করা যায় না, যা আপোসে শান্তিতে মীমাংসা হতে পারে না।

—আল-কোরআন

৬৯. যিনি আমাকে সব প্রাণীর মধ্যে দেখিতে (উপলব্ধি করিতে) পারেন এবং সকল প্রাণী আমারই মধ্যে আছে ইহা বুঝিতে পারেন, আমি তাঁহার কাছে প্রত্যক্ষ হই। আর তিনিও আমার কাছে অদৃশ্য থাকেন না।

—শ্রীশ্রীগীতা

৭০. ঈশ্বরপরায়ণতা চরিত্রলাভের জীবনস্বরূপ।

মানকুমারী বসু

৭১. ভক্তে বাঁচাও দয়া জানি,
সে যে গো তার পাওনা জানি,
পাপীরে লও বক্ষে টানি করুণাময় কইব তবে।

কাজী নজরুল ইসলাম

৭২. কর্মকার যেমন রজতের ময়লা দূরীভূত করে, সেরূপ মেধাবী ব্যক্তি ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প করে আত্ম-মল ক্রমশ দূরীভূত করবেন।

ত্রিপিটক

৭৩. ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো তা-ই যা অতিরিক্ত নয়।

স্কাইলাস

৭৪. পরের লব্ধ বস্তুতে স্পৃহা করা ও লালায়িত হওয়া উচিত নয়। যে-ভিক্ষু পরবস্তুতে স্পৃহা করে ও লালায়িত হয়, সেই ভিক্ষু সমাধি লাভ করতে পারবে না।

—ত্রিপিটক

৭৫. সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকো না, আর জেনেশুনে সত্যকে গোপন কোরো না।

—আল-কোরআন

৭৬. সকল প্রাণীর মূল, নিত্য কারণ আমিই। আমিই বুদ্ধিমানের বুদ্ধি ও তেজস্বীর তেজ।

—অজ্ঞাত

৭৭. সকল জগৎ যাহার মধ্যে আছে, আর যিনি সকল জগৎ ব্যাপিয়া আছেন সেই পরম পুরুষকে শুধু একনিষ্ঠ ভক্তি দ্বারাই পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীগীতা

৭৮. নিজে সৎ না হয়ে অন্য লোককে সৎ হতে উপদেশ দেওয়া অর্থহীন।

—আল-কোরআন

৭৯. যে-ব্যক্তি প্রাণী হিংসা করে, সে কখনো আর্য হতে পারে না। যিনি সর্বজীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ করে মৈত্রীভাবাপন্ন হয়েছেন তিনিই আর্য নামে অভিহিত হন।

ত্রিপিটক

৮০. যাঁহারা অন্য কামনা ত্যাগ করিয়া একমনে আমারই কথা ভাবেন আর সর্বদা আমারই উপাসনা করেন, সেই ভক্তদের আমি ইহলোকে কল্যাণ ও পরলোকে মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া থাকি।

শ্রীশ্রীগীতা

৮১. রাষ্ট্রশাসনের ব্যাপারে জনসাধারণের মতামত প্রকাশ করতে দাও।

—আল-কোরআন

৮২. নিশ্চয় আল্লাহ্ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে।

—আল-কোরআন

৮৩. যিনি ধর্মে আনন্দ লাভ করেন, যিনি সতত ধর্মে রত—ধর্মপথে অবস্থিত, যিনি ধর্মচিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন এবং সতত ধর্মানুসরণ করেন, সেই ভিক্ষু কখনোই সদ্ধর্ম হতে পতিত হন না।

ত্রিপিটক

৮৪. নিশ্চয় আল্লাহ সীমা লংঘনকারীকে ভালোবাসেন না।

—আল-কোরআন

৮৫. অভ্যাসযোগের চেয়ে জ্ঞান বড়, জ্ঞানের চেয়ে ধ্যান বড়, ধ্যানের চেয়ে কর্মফল ত্যাগ করা বড়। সকল প্রকার কর্মফল ত্যাগ করিতে পারিলেই পরম শান্তি পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীগীতা

৮৬. নিশ্চয়ই নিজের মনের বিরুদ্ধে জেহাদ করাই শ্রেষ্ঠ জেহাদ।

—আল-কোরআন

৮৭. সকল প্রকারের কুসংস্কার ও অনাচার ছাড়িয়া দাও।

—আল-কোরআন

৮৮. চন্দ্র যেমন তারকারাজির উপর প্রধান—জ্ঞানী লোক তেমনি মূর্খ নামাজির উপর প্রধান।

—আল-হাদিস

৮৯. ধর্মের জন্য কোনো জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় সুপথ প্রকাশ্যভাবে কুপথ থেকে পৃথক হয়েছে।

—আল-কোরআন

৯০. যে-ব্যক্তি নিজের জন্য কাজ করে না এবং অপরের জন্য কাজ করে না, সে ব্যক্তি খোদার কাছ থেকে কোনো পুরস্কার আশা করতে পারে ন।

—আল-কোরআন

৯১. কিতাবপ্রাপ্ত জাতিদের সঙ্গে মহত্তর কারণ ব্যতীত বিবাদ কোরো না, বরং বলো—আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতেও আমরা বিশ্বাস পোষণ করি, আমাদের এবং তোমাদের আল্লাহ এক এবং তাঁর প্রতি আমরা নতি স্বীকার করে থাকি।

—আল-কোরআন

৯২. যে-নামাজে হৃদয় নম্র হয় না, সে-নামাজ খোদার নিকট নামাজ বলেই গণ্য হয় না।

—আল-হাদিস

৯৩. আমরা সবাই পরকালের গানে ছুটে চলেছি। প্রত্যেকেই আমরা এক-একজন মুসাফির ছাড়া আর কিছু নই। এই সফরের শুরু মায়ের কোল হতে, শেষ কবর পর্যন্ত। প্রতিটি দিন, মাস, বছর এই সফরের এক-একটি মনজিলবিশেষ। প্রতিটি নিশ্বাস এক একটি পদক্ষেপের মতো।

ইমাম গাজ্জালি (রহঃ)

৯৪. ছোট পাপকে ছোট বলিয়া অবহেলা করিও না, ছোটদের সমষ্টিই বড় হয়।

–হযরত আলি (রা.)

৯৫. ইসলামে সন্ন্যাসধর্ম নাই।

–আল-হাদিস

৯৬. আমরা ভক্তিপ্রবণ জাতি। ভক্তি করাকেই অমরা ধর্মাচরণ বলিয়া থাকি। কাহাকে ভক্তি করি তাহা বিচার করা আমাদের পক্ষে বাহুল্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৭. অলৌকিকতার কাছে সবার আকৃতি ঝরে যায়।

শক্তি চট্টোপধ্যায়

৯৮. চান ভগবান প্রেম দিয়ে তাঁর
গড়া হবে দেবালয়,
মানুষ আকাশে উঁচু করে তোলে
ইট পাথরের জয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৯. তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী
মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি।

কাজী নজরুল ইসলাম

১০০. অন্য মানুষের পাপদর্শন ও বর্ণনা থেকে বিরত থাকো; তা তোমাদের মধ্যেও আছে।

–আল-হাদিস

১০১. ধার্মিক হতে চাইলে প্রতিদিন রাতে শোবার সময় প্রতিদিনের কর্মের হিসাব নিকাশ করবি অর্থাৎ ভাল কর্ম কী করেছিস এবং মন্দ কর্ম কী করেছিস, তা চিন্তা করে মন্দ কর্ম আর যাতে করতে না হয় সেজন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবি।

শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী

১০২. ঈশ্বর যদি থাকেন, তা হলে তার অস্তিত্ব অনুভব করার, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কোনো-না-কোনো পথ থাকবে। সে-পথ যতই দুর্গম হোক, আমি সে-পথে যাবার দৃঢ়সংকল্প করে বসেছি। হিন্দু ধর্ম বলে, নিজের শরীরে নিজের মনের মধ্যে সে-পথ আছে।

–ঋষি অরবিন্দ

১০৩. সব ধর্মের লোকে একজনকেই ডাকছে। কেউ বলছে ঈশ্বর, কেউ রাম, কেউ হরি, কেউ আল্লাহ্, কেউ ব্রহ্ম। নাম আলাদা, কিন্তু একই।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

১০৪. ইসলাম শব্দের অর্থ সমর্পণ, শান্তি ও নিরাপত্তা। ধর্মীয় পরিভাষায় ইসলামের অর্থ বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহতাআলার নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁহার যাবতীয় আদেশ মানিয়া লওয়া।

মাওলানা মোঃ আবদুস সাত্তার

১০৫. অলৌকিকতা আমাদের শেখায় ধর্মমতকে বিচার করতে। ধর্মমত বিচার করতে শেখায় অলৌকিকতাকে।

–প্যাসকেল

১০৬. ইসলাম একমাত্র ধর্ম, যা সকল যুগে সকল মানুষের ধর্ম অর্থাৎ বিশ্বজনীন ধর্মরূপে গণ্য হতে পারে।

–জর্জ বার্নার্ড শ

১০৭. তোমরা ভীত হইও না, তোমরা চিন্তিত হইও না। তোমরা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ইমান রাখিতে পার।

ভলতেয়ার

১০৮. সত্যি যদি ঈশ্বর বলে কিছু না থাকত তা হলে মানুষের প্রয়োজন হত তাঁকে আবিষ্কার করার।

ভলতেয়ার

১০৯. নিয়মিত ইবাদত করো। কারণ ইবাদত মানুষকে অন্যায় ও লজ্জাজনক কাজ থেকে রক্ষা করে এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহকে স্মরণ করা এক মহত্ত্বের কাজ।

–আল-কোরআন

১১০. কোরআনের অনুশাসনই একমাত্র সত্য এবং একমাত্র কোরআনই মানুষকে শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট

১১১. বিজ্ঞান আর ধর্ম, ধর্ম আর বিজ্ঞান, যেভাবেই এদের সাজাই না কেন, ওরা একই পরকলার এপিঠ-ওপিষ্ঠ, দুদিক দিয়েই আমরা অন্ধকার দেখি, যে পর্যন্ত না দুটোর ফোকাস-বিন্দু সত্যের ওপর স্থাপিত হয়।

–পার্ল এস বাক

১১২. ধর্মহীন বিজ্ঞান পঙ্গু আর বিজ্ঞানবিহীন ধর্ম অন্ধ।

–আইনস্টাইন

১১৩. ধর্ম যখন বিজ্ঞানকে ভয় পায় তখন সে ঈশ্বরকে অসম্মান করে, আর ঢলে পড়ে আত্মহত্যায়।

ইমারসন

১১৪. সকলকেই আমি সমান ভালোবাসি। (বিশেষ) ভালোবাসা বিশেষ কাহারও প্রতি আমার নাই। কিন্তু যাহারা ভক্তি করিয়া আমার পূজা করে, আমি তাহাদের অনুগ্রহ করি তাহাদের ছাড়িয়া যাই না, আবার তাহারাও আমাকে ছাড়িয়া যায় না। (এটি আমার পক্ষপাত নয়, এটি আমার ভক্তির মহিমা মাত্র)।

শ্রীশ্রীগীতা

১১৫. তোমাদের প্রার্থনা আল্লাহতাআলা মঞ্জুর করিবেন–এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস লইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করো।

–আল-হাদিস

১১৬. ঈশ্বর জীবের জন্য কর্তৃত্ব, কর্ম বা কর্মের ফল কিছুই সৃষ্টি করেন না। মানুষ স্বভাববশতই (মায়ার প্রভাবে) কুর্ম করিতে আরম্ভ করে।

শ্রীশ্রীগীতা

১১৭. বহু বাক্য বললে পণ্ডিত হওয়া যায় না। যিনি নিরাপদ–মঙ্গলকারী, শত্রুহীন এবং যার কাছ থেকে কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, তিনিই পণ্ডিত বলে কথিত হন।

ত্রিপিটক

১১৮. কাম, ক্রোধ ও লোভ–এই তিনটি নরকের দ্বারের মতো (এ-পথে চলিলে নরকে যাইতে হয়)। ইহাতে মানুষের সর্বনাশ হয়। তাই এই তিনটিকে ত্যাগ করিবে।

শ্রীশ্রীগীতা

১১৯. যে-ব্যক্তি প্রাণিহত্যা করে, মিথ্যা কথা বলে, চুরি করে, পরদার গমন করে, সুরা ইত্যাদি মদকদ্রব্য সেবন করে, এরূপ ব্যক্তি ইহলোকে আপনার কুশলকর্মের মূল খনন করে–অর্থাৎ নিজেই নিজের নিপাতের কারণ হয়।

ত্রিপিটক

১২০. যার যার নিজ নিজ কাজে যদি সকলে মনোযোগী হয়, তবে সকলেরই সিদ্ধিলাভ হয়।

শ্রীশ্রীগীতা

১২১. যে-ভিক্ষু অতি অল্প লাভ করেও তা অবজ্ঞা করেন না, সেই পবিত্র জীবিকাধারী নিরলস ভিক্ষুকেই দেবতারা প্রশংসা করেন।

–ত্রিপিটক

১২২. পরমেশ্বর সকল প্রাণীতে আছেন সমানভাবে, অথচ সকল কিছু নষ্ট হইয়া গেলেও তিনি নষ্ট হন না। তাঁহাকে এইরূপে যিনি জানিতে পারেন তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।

শ্রীশ্রীগীতা

১২৩. যিনি ইহলোকে পুণ্য ও পাপ অতিক্রম করে ব্রহ্মচর্যবান হন এবং পৃথিবীতে জ্ঞানপরায়ণ হয়ে বিচরণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ভিক্ষু বলে কথিত হন।

ত্রিপিটক

১২৪. আকাশ সকল বস্তু ব্যাপিয়া আছে কিন্তু অতি সূক্ষ্ম বুলিয়া আকাশে কোনো কিছু লাগিয়া থাকে না। তেমনি পরমাত্মা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তাই তিনি সকল স্থানে থাকিয়াও কোনোকিছুতে লিপ্ত হন না।

শ্রীশ্রীগীতা

১২৫. ঈর্ষাপরায়ণ ও শঠ ব্যক্তি কেবল মিষ্টি বাক্য দ্বারা কিংবা শরীরের সৌন্দর্যের দ্বারা সাধু হতে পারে না, কিন্তু যাঁর এসকল সমুচ্ছিন্ন ও সমূলে উৎপাটিত হয়েছে সেই নির্দোষ ও মেধাবী ব্যক্তি 'সাধু' বলে কথিত হন।

ত্রিপিটক

১২৬. আগুন যেমন ধোয়ায় ঢাকা থাকে, তেমনি সকল কাজই দোষে ভরা (কাজ করিলেই দোষ না থাকিয়া পারে না)। সুতরাং কর্মে কোনো দোষ থাকিলেও তাহা ত্যাগ করিতে নাই।

শ্রীশ্রীগীতা

১২৭. ক্রোধকে অক্রোধ (ক্ষমা) দ্বারা জয় করবে, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করবে, কৃপণকে দান দ্বারা জয় করবে, মিথ্যাবাদীকে সত্য বাক্য দ্বারা জয় করবে।

–ত্রিপিটক

১২৮. যে বলে এ-জীবনে দুঃখকে বরিয়া লও, পরলোকে স্বর্গসুখ পাইবে, সে যেমন ভ্রান্ত, যে পরকালের নরকাগ্নির উল্লেখ করিয়া এ-জীবনের সুখরাশি বর্জন করিতে বলে, সেও তেমনি ভ্রান্ত। দুঃখের কষাঘাতে তুমি-আমি ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গেলে অপর কোটি কোটি জীব এ-সৃষ্টিকে মুখরিত করিয়া রাখিবে। তুমি-আমি কে যে, এই পৃথিবীর বাহিরে, মরণের পরপারে আমাদের জন্য বিধাতা এক বিরাট স্বর্গপুরী গড়িয়া রাখিবেন! গৃহী হাঁড়ি লইয়া কার্য করে। হঠাৎ যখন কোনো আঘাতে সেটি ভাঙিয়া যায় সে উহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া নতুন করিয়া কাজে লাগে। কবে সে ভগ্ন খোলার সুবর্ণ মন্দির গড়িয়াছে?

–ওমর খৈয়াম

১২৯. লৌহজাত দ্রব্য হতে উৎপন্ন মরিচা যেমন লৌহকেই নষ্ট করে ফেলে, সেরূপ নীতিধর্ম অতিক্রমকারী ব্যক্তিকে নিজকৃত দুষ্কর্ম সকল দুর্গতিতে নিয়ে যায়। –ত্রিপিটক

১৩০. মূর্খতার চেয়ে বড় পাপ আর নাই।

সন ইবনে আবদুল্লাহ

১৩১. রাগ আসক্তির ন্যায় অগ্নি নেই, দ্বেষের ন্যায় গ্রাহ বা প্রাসকারী (হিংস্র জন্তু) নেই, মোহের ন্যায় জাল নেই ও তৃষ্ণার ন্যায় নদী নেই।

ত্রিপিটক

১৩২. যত প্রকার পাপ আছে মানুষের চিত্তে ব্যথা দেয়াই তার মাঝে বড় পাপ। এই মহাপাপ কেউ কোরো না।

–ডা. লুৎফর রহমান

১৩৩. যে শাস্ত্রের ব্যবস্থা না মানিয়া ইচ্ছামতো কাজ করে, সে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। ইহলোকেও তাহার সুখ হয় না, পরলোকেও তাহার উত্তম গতি হয় না।

শ্রীশ্রীগীতা

১৩৪. ভক্তি আপনার উন্নতির জন্য। যাহার ভক্তি নাই, তাহার চরিত্রের উন্নতি নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৩৫. আমাদের রিপু সত্যের সম্পূর্ণ মূর্তিকে আচ্ছন্ন করে, কামে আমরা মাংসই দেখি, আত্মাকে দেখি নে; লোভে আমরা বস্তুই দেখি, মানুষকে দেখি নে; অহংকারে আমরা আপনাকেই দেখি, অন্যকে দেখি নে; একটা রিপু আছে যা এদের মতো উগ্র নয়। যা ফাঁকা তাকে বলে মোহ; সে হচ্ছে জড়তা, অসাড়তা। আমাদের চৈতন্যের আলো ম্লান করে দিয়ে সত্যকে আবৃত করে। সে বিঘ্ন নয়, সে আবরণ। অভ্যাস অনেক সময় সেই মোহরূপে আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৬. কোনো প্রকার পাপকর্ম না করা, কুশলকর্মের অনুষ্ঠান করা এবং অপন চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে রাখা–এটাই বুদ্ধগণের অনুশাসন।

ত্রিপিটক

১৩৭. উপবাসপালন আত্মশুদ্ধি এবং সংযমের শ্রেষ্ঠতম একটা উপায়। এর মাধ্যমে স্রষ্টাকে লাভ করা যায়, স্বাস্থ্যকে রক্ষা করা যায়, হিংসা-দ্বেষ এবং নৃশংস স্বভাব থেকে দূরে সরে থাকা যায় এবং খুব সহজেই কুপ্রবৃত্তির ইচ্ছাকে দমিয়ে রাখা যায়।

ডি. এস. ফোর্ড

১৩৮. চিত্তকে মিথ্যার বিরুদ্ধে স্বাধীন করে রাখার নামই ধর্ম।

–ডা. লুৎফর রহমান

১৩৯. এই জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, এখানে অল্প লোকেই উত্তমরূপে দেখতে পায়, অল্পসংখ্যক লোকই জালমুক্ত পাখির ন্যায় স্বর্গে গমন করে।

ত্রিপিটক ১৪০. মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম, কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪১. একটি মহৎ আত্মা সমুদ্রে ভাসমান জাহজের মতো।

–ফ্লেচার

১৪২. যার কৃত পাপকর্ম কুশলকর্ম দ্বারা আবৃত হয়, সে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় জগৎতেগ উজ্জ্বল করে।

ত্রিপিটক

১৪৩. ইমানের সঠিক অর্থ হচ্ছে এই যে, অন্তর দিয়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও মহত্বের উপলব্ধি করবে এবং তার প্রতিটি নির্দেশকে যথাযথ পালন করবে।

হযরত ওমর ফারুক (রা.)

১৪৪. হীনধর্মের অনুসরণ কোরো না, প্রমত্তভাবে জীবনযাপন কোরো না, মিথ্যা দৃষ্টির সেবা কোরো না, সংসারবর্ধক হয়ো না।

ত্রিপিটক

১৪৫. ঈশ্বর উদাসীন বলেই তাঁকে পাবার জন্য আমাদের এত আগ্রহ, এত ব্যাকুলতা। দেবতা কথায় কথায় আমাদের করতলগত হলেই তার মূল্য যেত কমে, আমাদের কামনা ও কৌতূহল যেত থেমে।

–প্রবোধকুমার সান্যাল

১৪৬. স্রষ্টার সৃষ্টির দিকে চাহিয়া এক প্রহর ধ্যান করা সত্তর বৎসরের এবাদত অপেক্ষা শ্রেয়।

–আল-হাদিস

১৪৭. ওঠো, অলস হয়ে থেকো না, সদ্ধর্ম আচরণ করো। ধর্মাচারী ইহ এবং পর উভয় লোকেই সুখে থাকেন।

–ত্রিপিটক

১৪৮. ধর্মচিন্তার বিকাশের সঙ্গে বিজ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ সমন্বিত না হলে তা মানুষের মৃত্যুভয়ই কেবল বাড়িয়ে তোলে।

সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন

১৪৯. সত্য হয়ে উঠতে চাইলেই মৃত্যু ঘটে ধর্মের। বিজ্ঞান মৃত ধর্মের তালিকা।

–অস্কার ওয়াইল্ড

১৫০. বিজ্ঞান অন্বেষণ করে, ধর্ম করে ব্যাখ্যা। বিজ্ঞান দেয় জ্ঞান, যা ক্ষমতা; ধর্ম দেয় চিন্তা, যা নিয়ন্ত্রণ।

মার্টিন লুথার কিং

১৫১. অসাধু ও আপনার অহিতকর কর্ম করা সহজ; কিন্তু যা সাধু ও হিতকর, তা পালন করা অতিশয় দুষ্কর।

ত্রিপিটক

১৫২. কোরআন মজিদ কেবলমাত্র নামাজ আর অজুর বর্ণনা করার জন্য অবতীর্ণ হয়নি, বরং তা মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের এক পরিপূর্ণ বিধান। মানবজীবনের কোনোদিকই তাতে বাদ পড়েনি। তাই মুলমানদের সব নীতি ও কাজ কোরআনের উপর ভিত্তি করে যদি পরিচালিত না হয়, তা হলে তা তাদের কোনো কল্যাণে আসবে না।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

১৫৩. মানুষের মনের ভিতর পাপ ও পুণ্যের দুইটি অনুভূতি আছে। পাপ ও পুণ্যের যে দ্বন্দ্ব মনের মধ্যে চলিতে থাকে, উহাদের জয়-পরাজয়ের উপর মানুষের ধর্ম বা অধর্ম নির্ভর করে।

ডা. লুর রহমান

১৫৪. যে ধর্ম বা ঈশ্বর বিধবার অমোচন করতে অথবা পিতৃ-মাতৃহীন অনাথের মুখে এক টুকরো খাবার দিতে পারে না, আমি সে-ধর্ম বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।

–স্বামী বিবেকানন্দ

১৫৫. মিথ্যা পাপ, মিথ্যা নিন্দা আরও পাপ এবং স্বজাতির মিথ্যা নিন্দার মতো পাপ অল্পই আছে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৬. পরার্থের বহু অনুরোধেও কোনো ব্যক্তির নিজ স্বার্থ পরিত্যাগ করা উচিত নয়, স্বকীয় কার্য উত্তমরূপে জেনে তাতে নিবিষ্ট থাকা কর্তব্য।

–ত্রিপিটক

১৫৭. রিপু যাকে শাসন করে, সে দাসদের মধ্যে অধম। ১৫. যখন অবসর পাও, সাধন করো আর তোমার প্রভুর প্রতি অনুরক্ত হও।

–আল-কোরআন

১৫৯. আমার পুত্র আছে, আমার ধন আছে, মূর্খেরা এভাবে চিন্তা করে যন্ত্রণা ভোগ করে। যখন আপনিই আপনার নয়, তখন পুত্র কিংবা ধন কীভাবে আপনার হবে?

ত্রিপিটক

১৬০. দার্শনিক হওয়া বলতে আসলে কী বোঝায়? ঘটনার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নেয়া নয় কি?

–এপিক্তেতাস

১৬১. দর্শন ছাড়া তুমি কিছুই করতে পার না; কেননা প্রতিটি বিষয়েরই আছে গোপন তাৎপর্য যা আমাদের জানা দরকার।

–ম্যক্সিম গোর্কি

১৬২. জ্ঞানহীন পুরুষ কেবল বলীবদের ন্যায় দেহমাংসে এবং বয়সে বর্ধিত হয়ে থাকে বটে, কিন্তু তার প্রজ্ঞা বর্ধিত হয় না।

–ত্রিপিটক

১৬৩. আত্মা যত মহৎ কাজও তত মহৎ হবে।

রবার্ট গ্রীন

১৬৪. ইসলাম একমাত্র ধর্ম যা জন্ম ও বর্ণবৈষম্যের সকল বাধা বিদূরিত করেছে।

–পারশিক ডাক্তার এস. এন. ধন্না

১৬৫. পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ।

–আল-হাদিস

১৬৬. দণ্ডকে সকলেই ভয় করে। জীবন সকলেরই প্রিয়। অতএব নিজকে উপমাস্থলে রেখে কাউকে হত্যা করবে না কিংবা আঘাতও করবে না।

ত্রিপিটক

১৬৭. কোনো লোকের যদি আহারের জন্য খাদ্য, পরনের জন্য কাপড়, বসবাসের গৃহ না থাকে অথবা ঐ সমস্তের জন্য তার পর্যাপ্ত অর্থ না থাকে, তবে তার পক্ষে আল্লাহর ইবাদত করতে যাওয়া মাতলামি ছাড়া কিছুই নয়।

ইমাম গাজ্জালি (রহঃ)

১৬৮. অন্তরীক্ষে, সমুদ্রমধ্যে কিংবা পর্বত-বিবরে–জগতে এমন কোনো স্থান বিদ্যমান নেই যেখানে অবস্থান করলে মৃত্যু আক্রমণ করতে পারে না।

ত্রিপিটক

১৬৯. কুরআন শরীফ কোন বৈজ্ঞানিক পুস্তক না হইলেও ইহা অবৈজ্ঞানিক নহে। কুরাআনে আল্লাহর মহত্ব বর্ণনার জন্য প্রাসঙ্গিক রূপে এরূপ অনেক কথা বলা হইয়াছে, যাহা আশ্চর্যরূপে আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলিয়া যায়। যদি দুই এক স্থানে সামান্য অমিল দেখা যায়, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতাবশত।

–ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

১৭০. সাংসারিক কর্তব্যপালনই প্রকৃতপক্ষে ধর্মকার্য। দুনিয়া চোখের সামনেই তো পড়ে রয়েছে। কেতাবের চেয়ে দুনিয়া থেকে মানুষের শিখবার আছে বেশি।

-আলমগির

১৭১. যে দুশ্চরিত্র ও অসমাহিত হয়ে শত বৎসর জীবিত থাকে, তার জীবন অপেক্ষা চরিত্রবান ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির একদিনের জীবনও শ্রেয়।

ত্রিপিটক

১৭২. ইচ্ছা করে কেউ পাপাঁচরণ করে না। পাপ অজ্ঞানতার ফল।

সক্রেটিস

১৭৩. মৃত্যুকে পরিহার করা বোধহয় কঠিন নয়, পাপকে পরিহার করাই অধিকতর কঠিন। কারণ পাপ মৃত্যু অপেক্ষা দ্রুতগামী।

সক্রেটিস

১৭৪. যার হাত ও জবান থেকে মানবজাতি নিরাপদ, তিনি খাঁটি মুসলমান।

–আল-হাদিস

১৭৫. তোমরা রোজা রাখিও, তাহা হইলে স্বাস্থ্য ভালো থাকিবে।

–আল-হাদিস

১৭৬. দেশের জন্য যারা নির্যাতন ভোগ করে তারা ফুলের মালা পায়। কিন্তু যারা এদেরকে ফুলের মালা পাওয়ার মতো করে গড়ে তুললেন তাঁরা মালা পান না। তারা সব সময় থাকেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। আল্লাহ্ যে এত বড় স্রষ্টা, তিনিও তাই মানুষের দেখার অতীত, কল্পনার অতীত, তিনি শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। তাই তিনি সবচেয়ে বেশি গোপন।

কাজী নজরুল ইসলাম

১৭৭. ঈশ্বর একটি বৃত্তের মতো, যার কোনো নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দু নেই, কোনো অবস্থানও নেই।

–এস্কাডোক্লেস

১৭৮. মহৎ দার্শনিকেরা আসলে কবি যারা তাদের কবিতার বাস্তবতায় বিশ্বাস করে।

আন্তোনিয়ো মাচাদো

১৭৯. সমস্ত দর্শনই জীবনের একটি পর্যায়ের দর্শন।

নিৎসে

১৮০. কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক
কে বলে তা বহুদূর?

মানুষেরি মাঝে স্বর্গনরক
 মানুষেতে সুরাসুর।

–শেখ ফজলল করিম

১৮১. একমাত্র আল্লাহ্ সর্বযুগে, সর্বদেশে, সকল মুসলমানের উপাস্য; একমাত্র আল্লাহ্ অসীম, অপরূপ, অতুলনীয়; আল্লাহ্ চিন্ময়, অব্যয়, অদ্বিতীয়।

–এয়াকুব আলি চৌধুরী

১৮২. যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, সে পরের ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না।

কাজী নজরুল ইসলাম

১৮৩. প্রত্যেক জিনিসের মরিচা পরিষ্কার করিবার এক-একটি সামগ্রী আছে। হৃদয় পরিষ্কারের একমাত্র উপায় আল্লাহতাআলার শরণ এবং তাহার শরণের ন্যায় কোনো উপায়ই নাই যাহা তাহাকে শাস্তি হইতে মুক্তি দিতে পারে।

আল-আদিস

১৮৪. একটি ক্ষুদ্র পাপই পারে অনেক বড় পাপের দ্বার খুলে দিতে।

টমাস এডওয়ার্ড

১৮৫. পাপাত্মা ঐ ব্যক্তি যে মানুষের মন্দ কাজ প্রকাশ করে আর ভালো কাজ গোপন রাখে।

–প্লেটো

১৮৬. যে পাপ করে সে সাধারণ মানুষ, যে পাপ করার জন্য অনুতাপ ও দুঃখ করে সে সাধু ব্যক্তি, যে পাপের বড়াই করে সে শয়তান।

টমাস মুলার

১৮৭. যে-কোনো কাজ তোমার ভেতর শক্তির উদ্রেক করে দেয়, তা-ই পুণ্য। আর যা তোমার শরীর ও মনকে দুর্বল করে তা-ই পাপ।

–স্বামী বিবেকানন্দ

১৮৮. যে সর্বাপেক্ষা কম পাপ করে, সে-ই উত্তম মানুষ। কেননা, কেউই নিষ্পাপ ও ত্রুটিমুক্ত নয়।

ইপিকারমার্স

১৮৯. একজন পাপী ও সাধুর মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রত্যেক সাধুর অতীত রয়েছে এবং প্রত্যে পাপীর ভবিষ্যৎ রয়েছে।

অস্কার ওয়াইল্ড

১৯০. আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আত্মা অবিনশ্বর এবং আত্মার কাজ নিরবধিকাল চলতে থাকবে। এটা অনেকটা সূর্যের মতো; যা আমাদের চোখে রাতে অস্তমিত বলে মনে হয়, কিন্তু যা বাস্তবে শুধু অন্য কোথাও আলোক বিতরণ করতে গেছে মাত্র।

গ্যেটে

১৯১. প্রতিটি দুঃখি আত্মা সতোর প্রতীক।

টমাস হার্ভে

১৯২. আমাদের আত্মার সন্তুষ্টির জন্য দেহের কাছ থেকে কিছু পারিশ্রমিক নিতে

ভার্জিল

১৯৩. মহাপ্রাণ ব্যক্তির সমাধিশায়িত দেহ প্রাণশক্তিহীন জীবিত মানুষপূর্ণ সমগ্র জগৎ থেকে শ্রেষ্ঠ। আত্মা যার জীবন্ত, তাঁর বিনাশ নেই; তার দেহের মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু নিজে অক্ষয় ও অমর।

–শেখ সাদি

১৯৪. ঈশ্বরের মতো তৃষ্ণার উপস্থিতিও দার্শনিকদের অবজ্ঞা করে। একে শোধিত করে দার্শনিক তার প্রতিশোধ নেন।

রেনে শ্যার

১৯৫. ধার্মিকদের কাছে পরকাল যেরকম, দার্শনিকদের কাছে উত্তরপূরুষেরা তেমনই।

–দেনিস দিদেরো

১৯৬. অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া গরিবদের আত্মাকে বিধাতা সাহায্য করেন।

–এডমন্ড ওয়ালার

১৯৭. আত্মা যে অমর, আত্মা যে অভয়, আত্মা সমস্ত সুখ-দুঃখ, ক্ষতি-লাভের চেয়ে বড়, অসীমের মধ্যেই যে আত্মার আনন্দ নিকেতন, এই কথাটি প্রকাশ করাই হচ্ছে। মানুষের সমস্ত জীবনের অর্থ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৮. প্রকৃত মু'মিন তাঁহারাই যাহারা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়শীল হন, তাহারা রসুলের অনুগত হন; আর এর মধ্যে কোনোপ্রকার সন্দেহ প্রকাশ করেন না, অথবা অন্তরে কোনো প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে স্থান দেন না; আর তাহারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করিয়া যান; তাহারাই প্রকৃত ইমানদার।

–আল-কোরআন

১৯৯. দার্শনিকেরা যা বলেন তার চেয়ে বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য কিছুই আর নেই।

–দেকার্তে

২০০. দর্শনের আংশিক জ্ঞান মনকে টেনে নেয় নাস্তিকের দিকে; আর গভীর জ্ঞান মনকে নিয়ে আসে ধর্মের কাছে।

ফ্রান্সিস বেকন

২০১. এক সে স্রষ্টা সব সৃষ্টির
সে এক পরম প্রভু,
একের অধিক স্রষ্টা কোন্
সে ধর্ম কহে না কভু

কাজী নজরুল ইসলাম

২০২. যে-ঈশ্বর আমাদের জীবন দান করেছেন, তিনি একই সাথে আমাদের স্বাধীনতা দান করেছেন।

–জেফারসন

২০৩. পৃথিবীতে যা-কিছু ঘটে তা হচ্ছে সর্বকালের মধ্যে দিয়ে বর্তমান ঈশ্বরের এক মহাপরিকল্পনারই অংশ।

হেনরি ওয়ার্ড বিশার

২০৪. মানবতার সেবা করাই শ্রেষ্ঠ ইবাদত। আল্লাহ্র সৃষ্টি সম্বন্ধে গবেষণা করাও আল্লাহর ইবাদত। পুণ্য অর্জন অপেক্ষা পাপবর্জন শ্রেয়।

–হযরত আলি (রা.)

২০৫. আমি দেখতে পাই যে, বিশ্বের সর্বত্র বিচক্ষণ ও বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ধর্ম ছিল একটাই–সত্যনিষ্ঠ জীবনযাপন এবং অসত্যকে মোকাবিলা করার ধর্ম।

রালফ ওয়ালডো ইমারসন

২০৬. সূর্যের মতো স্নেহ, নদীর মতো বদান্যতা এবং মাটির মতো আতিথেয়তা যার মধ্যে আছে; সে-ই সত্যিকার অর্থে ধার্মিক।

–হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (রা.)

২০৭. ধর্ম ছাড়া কেউ বাঁচিতে পারে না। এমন অনেকে আছেন যাঁহারা অহংকারের সহিত ঘোষণা করেন ধর্মের সহিত তাঁহাদের কোনো সম্পর্ক নাই–যদি কেহ বলে যে, সে নিশ্বাস নেয় অথচ তাহার নাক নাই, সেই শ্রেণীর কথা।

মহাত্মা গান্ধী

২০৮. মানুষের ভেতর যে-দেবত্ব আছে তারই প্রকাশসাধনকে বলে ধর্ম।

স্বামী বিবেকানন্দ

২০৯. হিন্দু, খ্রিস্টান, এ ভেদ মানুষের তৈরি। আমরা মানুষ একই বিধাতার হাতে গড়া মানুষ। শুধু সংকীর্ণ মন নিয়ে এই হিন্দু, খ্রিস্টানের ভেদ রচে মস্ত ব্যবধানের বেড়া গড়ে তুলেছি পরস্পরের মধ্যে। এ-ভেদ আমরা মানব না। মানুষে মানুষে মনের মিল চাই, প্রাণের মিল চাই; সেই মিল ঘটাতে পারলে এ-পৃথিবী সৃষ্টির সার্থকতায় ভরে উঠবে।

সৌরিন্দ্রমোহন

২১০. পাপকে ঠেকাবার জন্য কিছু না করাই তো পাপ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১১. মানুষ যতই গোপনে পাপ করুক না কেন, তার শাস্তি সে প্রকাশ্যেই পায়।

বেন জনসন

২১২. যদি পাপ করে থাক, কাতরকণ্ঠে তা প্রকাশ করো, শীঘ্র সান্ত্বনা পাবে। পাপকে গোপনে রেখো না, উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়ে অতিসত্বর তোমাকে অধঃপাতের চরমে নিয়ে যাবে।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

২১৩. আল্লাহই মুসলমানদের বন্ধু এবং সঙ্গী। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে বার করে আলোকে নিয়ে আসেন।

–আল-কোরআন

২১৪. প্রাচীন ধর্ম বলছে, ঈশ্বরে যে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। নতুন ধর্ম বলছে, যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সে-ই নাস্তিক।

–স্বামী বিবেকানন্দ

২১৫. ঈশ্বরকে যত চিন্তা করবে, ততই সংসারে সামান্য ভোগের জিনিসে আসক্তি কমবে।

–শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

২১৬. যে সত্যপথে চলে, কেউ তার কেশাগ্রও ছুঁতে পারে না, তোমরা সকলে মনে নিষ্ঠার সাথে হরিনাম কর, পবিত্রতার মধ্যে যাও।

–প্রভু জগদ্বন্ধু

২১৭. কুরআন, হাদিস সবাই বলে
পবিত্র সে বেহেশত নাকি
মিলবে সেথায় আসল শরাব
তন্বীনূরী ডাগর আঁখি?
শরাব এবং প্রিয়ায় নিয়ে
নিদ কাটে মোর দোষ কি তাতে?
বেহেশতে যা হারাম নহে
মর্ত্যে হবে হারাম তা কি?

কাজী নজরুল ইসলাম

২১৮. প্রকৃতি হল ঈশ্বরের জীবন্ত ও দৃশ্যমান পরিচ্ছেদ।

গ্যেটে

২১৯. নামায প্রত্যেক বয়স্ক নরনারীর জন্য অবশ্যকরণীয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হুঁশিয়ার করা হয়েছে, কেবল পূর্বদিকে বা পশ্চিমদিকে মাথা নত করলে কোনো লাভ নাই–যদিনা তার পশ্চাতে থাকে

উপাসনা উন্মুক্ত সত্য-সরল মন। সর্বপ্রকার সংস্কারের মোহমুক্ত তত্ত্বান্বেষী জ্ঞানোজ্জ্বল মন—এই-ই ইসলামের কাম্য।

প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ

২২০. আল্লাহর কাছে কখনো চেয়ো না
ক্ষুদ্র জিনিস কিছু
আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে কভু
শির করিও না নিচু।

কাজী নজরুল ইসলাম

২২১. মহানবীর জীবন ও চিন্তাকে যে অনুসরণ করে না, যে শুধু 'দরুদ' (শান্তিবাদ) পাঠ করিয়াই প্রেমিক হইবার দাবি রাখে, সে মহানবীর কেহই নয়। ভণ্ড বলিয়া তাহার গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করিলে আমার মনে দুঃখ হইবে না।

—ডা. লুৎফর রহমান

২২২. রথযাত্রা, লোকারণ্য—মহা ধুমধাম,
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব' রথ ভাবে 'আমি'
মূর্তি ভাবে আমি দেব' হাসে অন্তর্যামী।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২৩. ধর্ম মানব-প্রতিভার এক আশ্চর্য উদ্ভাবন। ধর্ম মানুষের প্রাণের উচ্ছলতা, কামনার উদ্দামতা, অভিলাষের অদম্যতা, আচরণের অবাধ্যতা, চিন্তার স্বাধীনতা, সম্ভাবনার বিচিত্রতা প্রভৃতি এক নিয়মিত খাতে পরিচালিত করে যান্ত্রিক পরিমিতিতে সীমিত রাখে।

ড. আহমদ শরীফ

২২৪. ধর্ম দুরাত্মাকে করে নিয়ন্ত্রিত, সু-আত্মাকে রাখে আড়ষ্ট, আনন্দকে করে দুর্লভ, অতৃপ্তিকে করে চিরন্তন, আকাঙ্ক্ষাকে করে বোবা, বেদনাকে করে অন্ধ, অনুভূতি হয় নিরবয়ব আর হয় সীমিত। সবল ও দুর্বল জ্ঞানী-মূর্খ, সাধক ও দুষ্ট সমভাবেই থাকে।

ড. আহমদ শরীফ

২২৫. ধর্মবোধ মানুষের অন্তরে এমন এক জীর্ণতা এনে দেয়, প্রাণশক্তির উৎসমুখে এমন এক বাঁধ নির্মাণ করে, এমন এক প্রত্যয় ও নিশ্চিত ভাব জাগায়, যার কবলমুক্ত হওয়া সম্ভব হয় না কারো পক্ষে।

ড. আহমদ শরীফ

২২৬. যাহার হৃদয়ে ক্ষুদ্র সষ্টপ (সরিষা) বীজের পরিমাণ ধর্মভাব আছে, সে কখনো দোযখে যাইবে না এবং যাহার হৃদয়ে তদনুরূপ অহংকার আছে, সে কখনো বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

–আল-হাদিস

২২৭. ধর্ম মানব-মনীষা আর উপলব্ধির এক দুর্লভ কৃতিত্ব আর সম্পদ। ধর্মের কাছে মানুষ পায় আত্মজ্ঞান, অতীন্দ্রিয় জিজ্ঞাসার প্রেরণা, আধ্যাত্মিক শান্তি ও সাধনা। ধর্ম মানুষকে দিয়েছে বিশ্বাস, ভক্তি, বিনয়, ক্ষমা, করুণা আর আত্মনিবেদনের পথে দিয়েছে শৃঙ্খলা আর সংযত জীবন দীক্ষা।

–আবুল ফজল

২২৮. ইসলামের সেবা এবং আল্লাহর আদেশকে আগামী দিনের জন্য স্থগিত রেখো না।

হযরত আবুবকর (রা.)

২২৯. পৃথিবীর সর্বপ্রকার অশান্তির একমাত্র সমাধান ইসলাম।

–স্যার টমাস আরনল্ড

২৩০. ইসলাম দুটি বিশিষ্ট জিনিস মানুষকে দিতে চেয়েছে। প্রথম, নিরাকার আল্লাহর সঙ্গে তার আত্মিক ও সামাজিক যোগসম্পন্ন প্রবৃত্তি। দ্বিতীয়, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও স্বাধীন মনোবৃত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের স্বচ্ছ সদ্ব্যবহার।

–মোঃ ওয়াজেদ আলি

২৩১. যদি ইসলামের অর্থ ঈশ্বরে আত্মনিবেদন হয়, তবে আমরা সকলেই ইসলামে বাঁচি এবং মরি।

–গ্যেটে

২৩২. ইসলামের জাতীয়তা দেশের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। সে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা ও ক্ষুদ্র জাতীয়তার বহু ঊর্ধ্বে।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

২৩৩. খোদাতাআলার আদেশসমূহের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন এবং যাবতীয় সৃষ্টি জীবের প্রতি সহানুভূতি হইবে ইসলাম।

–আল-হাদিস

২৩৪. ইসলামে নাই বড় ছোট
আশরাফ আতরাফ
এই ভেদ-জ্ঞান নিষ্ঠুর হাতে
কর মিসমার সাফ।

কাজী নজরুল ইসলাম

২৩৫. ঈশ্বরকে ভয় করাই হল মহৎ জীবনের শুরু।

ওল্ড টেস্টামেন্ট (বাইবেল)

২৩৬. মানুষ যে সমস্ত পাপকাজ করে, আল্লাহ্ তার মধ্যে কতকগুলো মাফ করে থাকেন। কিন্তু যে-ব্যক্তি মাতাপিতার অবাধ্য হয়, তাঁদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে, তার পাপ কখনো ক্ষমা করে না।

–আল-হাদিস

২৩৭. ইমানদার পুরুষ ও ইমানদার স্ত্রীলোকেরাই প্রকৃতপক্ষে পরস্পর পরস্পররের বন্ধু ও দরদি। ইহাদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহারা ভাল কাজে আত্মদান করে, অন্যায় ও পাপ হইতে মানুষকে বিরত রাখে, যথারীতি নামাজ কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, জীবন ভরিয়া আল্লাহর রসুলের বিধান পালন করিয়া চলে। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের প্রতিই আল্লাহর রহমত বর্ষিত হইয়া থাকে।

–আল-কোরআন

২৩৮. ব্যাভিচারী হইতে ইমান দূরে পলায়ন করে। কিন্তু সে ব্যাভিচার ত্যাগ করিলেই ইমান আবার তাহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে।

–আল-হাদিস

২৩৯. যে-কাজ দিয়ে তুমি নিজে তাপগ্রস্ত হও অথবা তোমার সমাজকে তাপগ্রস্ত কর সেটাই পাপকার্য।

–শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

২৪০. সুষ্টি রয়েছে তোমা পানে চেয়ে
তুমি আছ চোখ বুজে,
স্রষ্টারে খুঁজে-আপনারে তুমি
আপনি ফিরিছ খুঁজে,
ইচ্ছা অন্ধ! আখি খোল,
দেখ দর্পণে নিজ কায়া,
দেখিবে তোমারি সব অবয়বে
পড়েছে তাহার ছায়া।

কাজী নজরুল ইসলাম

২৪১. মানবমনের মহত্তর কল্যাণ হচ্ছে ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান।

সেনেকা

২৪২. অন্তর দিয়া সত্য উপলব্ধি করা, মুখ দিয়া প্রকাশ করা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মারফত সেই অনুযায়ী কাজ করার নামই ইমান।

–আল-হাদিস

২৪৩. ঈসা-মুসাকে যেসব ধর্ম-মাতাল প্রহার করিয়াছিল, তাহাদেরই বংশধর আবার মারিতেছে মানুষকে।

–কাজী নজরুল ইসলাম

২৪৪. যারা নিজেদের সাহায্য করে, ঈশ্বর তাদের সাহায্য করে।

এলজারমন সিডনি

২৪৫. কোরআন শরিফের পাঁচটি অবয়ব আছে প্রথম বৈধ জিনিস, দ্বিতীয় অবৈধ জিনিস, তৃতীয় স্পষ্ট আদেশসমূহ, চতুর্থ রহস্যময় বাক্যসমূহ, পঞ্চম দৃষ্টান্তসমূহ। যেইগুলি বৈধ বলিয়া বলা হইয়াছে, সে সমুদয় বৈধ বলিয়া জানিও এবং যেগুলি অবৈধ বলা হইয়াছে তাহা অবৈধ বলিয়া জানিও। আজ্ঞাসমূহ পালন করিও। রহস্যসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করিও এবং দৃষ্টান্তসমূহ পড়িয়া সতর্কতা অবলম্বন করিও।

–আল-হাদিস

২৪৬. কোরআনের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষ। কিসে মানুষের কল্যাণ, কিসে অকল্যাণ বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন ভঙ্গিতে তারই আলোচনা করা হয়েছে কোরআনে।

মাওলানা আব্দুল মতিন জালালাবাদী

২৪৭. খোদাভীতি, খোদভক্তি সম্পর্কে অন্তরের সঙ্গে বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং কার্যকলাপের কোনো সম্পর্ক নাই।

হজরত ওমর (রা.)

২৪৮. টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা পাণ্ডিত্য। তেমনি দাড়ি ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব।

কাজী নজরুল ইসলাম ২৪৯. মানুষের ভিতরে যে দেবত্ব আছে তারই প্রকাশ সাধনাকে বলে ধর্ম।

–স্বামী বিবেকানন্দ

২৫০. মানুষের কল্যাণের জন্য ঐসব ভজনালয়ের সৃষ্টি, ভজনালয়ের মঙ্গলের জন্য মানুষ সৃষ্টি হয় নাই। আজ যদি আমাদের মাতলামির দরুন ঐ ভজনালয়ই মানুষের অকল্যাণের হেতু হইয়া উঠে–যাহার হওয়া উচিত ছিল স্বর্গর্মতের সেতু–তবে ভাঙিয়া ফেল ঐ মন্দির মসজিদ। সকল মানুষ আসিয়া দাঁড়াইয়া বাঁচুক এক আকাশের ছত্রতলে, এক চন্দ্র-সূর্য-তারা-জ্বলা মহামন্দিরের আঙিনাতলে।

কাজী নজরুল ইসলাম

২৫১. মুহম্মদকে যাহারা মারিয়াছিল, ঈসা-মুসাকে যে-সব ধর্মমাতাল প্রহার করিয়াছিল, তাহাদেরই বংশধর আবার মারিয়াছে মানুষকে ঈসা-মূসা-মুহম্মদের মতো মানুষকে।

কাজী নজরুল ইসলাম

২৫২. এমনি করিয়া যুগে যুগে ইহারা মানুষে অবহেলা করিয়া ইট-পাথর লইয়া মাতামাতি করিয়াছে। মানুষ মারিয়া ইট-পাথর বাঁচাইছে। ইহারা মানুষের চাইতে ইট পাথরকে বেশি পবিত্র মনে করে। ইহারা ইট পূজা করে। ইহারা পাথর পূজারী।

কাজী নজরুল ইসলাম

২৫৩. অবতার পয়গম্বর কেউ বলেননি আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, মুসলমানের জন্য এসেছি, ক্রীশ্চানের জন্য এসেছি–তাঁরা বলেছেন আমরা মানুষের জন্য এসেছি–আলোর মত সকলের জন্য। কিন্তু কৃষ্ণের ভক্তেরা বললে কৃষ্ণ হিন্দুর, মুহম্মদের ভক্তেরা বললে মুহম্মদ মুসলমানের, খ্রীষ্টের শিষ্যেরা বললে খ্রীষ্ট ক্রীশ্চানদের, কৃষ্ণ মুহম্মদ খ্রীষ্ট হয়ে উঠলেন জাতির সম্পত্তি। আর এই সম্পত্তি নিয়েই যত বিপত্তি। আলো নিয়ে কখনও ঝগড়া করে না মানুষ, কিন্তু গরু-ছাগল নিয়ে করে।

কাজী নজরুল ইসলাম

২৫৪. মানুষ তাহার পবিত্র পায়ে-দলা মাটি দিয়া তৈরি করিল ইট, রচনা করিল মন্দির মসজিদ। সেই মন্দির মসজিদের দুটো ইট খসিয়া পড়িল বলিয়া তাহার জন্য দুইশত মানুষের মাথা খসিয়া পড়িবে? যে এ কথা বলে, আগে তাহার বিচার হউক।

কাজী নজরুল ইসলাম

২৫৫. দাসত্ব যদি অন্যায় না হয় তবে পৃথিবীতে অন্যায় বলে কিছু নেই।

–আব্রাহাম লিঙ্কন

২৫৬. স্বর্গে দাসত্ব করার চাইতে নরকে রাজত্ব করা শতগুণে শ্রেয়।

–মিল্টন

২৫৭. ধর্মের মূল কথাই হচ্ছে মানুষ হিসাবে মানুষের সেবা করা।

–টমাস ফুলার

২৫৮. ধর্ম হচ্ছে জীবন, দর্শন হচ্ছে চিন্তন। ধর্ম নেত্রপাত করে উর্ধ্বে, সৌন্দর্য নেত্রপাত করে অন্তরে। চিন্তন জীবন উভয়ই আমাদের প্রয়োজন এবং আমাদের প্রয়োজন উভয়ের মধ্যে সুসামঞ্জস্যতা।

জেমস ফ্রিমান ক্লার্ক

২৫৯. প্রেম, আশা ও নির্ভর এই তিনটি ধার্মিকদিগের নিত্যসম্বল। যাহার অন্তর মৃত, যাহার হৃদয়ে প্রেম, আশা বা নির্ভর নাই, সে কখনও ধর্মপথে অবিচল থাকিতে পারে না। সুতরাং তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

–শেখ ফজলল করিম

২৬০. ধর্মানুভূতির দ্বারাই মানবের সহজাত বৃত্তিসমূহ লাভ করে কোমলতা, মধুরতা, গভীরতা আর ব্যাপকতা। মানুষ লাভ করে অন্তদৃষ্টি।

–আগস্ত কোমত্রে

২৬১. যদি নিজের ধর্মকে নিজেই সৃষ্টি করে নিতে পারেন, তা হলে কোনো মার্কা দেয়া ধর্মই আপনার কোনো উপকারে আসবে না, উপকার করতে পারবে না, এটাই ঠিক। আপনি নিজেই সমস্ত জ্ঞান এবং কদর্যতার উৎস, নিজেই দেবতা এবং কন্টে। সুতরাং নিজের সৃষ্টি ভিন্ন আর কিছু কী করে আপনি স্বীকার করে গ্রহণ করতে পারেন? বিধাতাকে মানুষ গড়েছে নিজেরই অনুরূপ করে, নিজের মনের রুদ্ধ স্ফুর্ততার অনুপানে, আর একথা যে জাগতিক সত্য।

–ম্যাক্সিম গোর্কি

২৬২. পরমাত্মা-তত্ব সদা করহ চিন্তন,
অনিত্য ধনের চিন্তা করহ বর্জন,
ক্ষণকাল সাধুসঙ্গ কেবল সংসারে
একমাত্র তরী ভবসিন্ধু তরিবারে।

শংকরাচার্য

২৬৩. যে-ব্যক্তি মুখে সাধু ও মিষ্টি কথা বলে, অথচ তদনুসারে কাজ করে না, তার সঙ্গ পরিত্যাগ করো।

–গৌতম বুদ্ধ

২৬৪. কেউ তোমাকে মুক্ত হবার জন্য সাহায্য করতে পারবে না, আপনার সাহায্য আপনি করো, নিজের প্রচেষ্টায় নিজমুক্তি সাধনের চেষ্টা করো।

–গৌতম বুদ্ধ

২৬৫. মূর্খ ও জ্ঞানহীন মানুষের ধার্মিক হইবার অধিকার নাই। সে ধার্মিক হইতে পারে না।

–ডা. লুৎফর রহমান

২৬৬. কোনো বিষয়ে মনের কেন্দ্রীয়করণের নামই ধ্যান। এক বিষয়ে একাগ্র করতে পারলেই সে-মনকে যে-কোনো বিষয়ে হোক না কেন, একাগ্র করতে পারা যায়।

–স্বামী বিবেকানন্দ

২৬৭. প্রাচীন ও আধুনিক দুনিয়ার প্রায় প্রত্যেক প্রখ্যাত নাস্তিকই সুজন, সুনাগরিক ও মনীষী। মানুষ হিসেবে এঁদের সামাজিক দায়িত্বজ্ঞান, কর্তব্যবোধ ও কল্যাণবুদ্ধি অপরের চাইতে তীক্ষ্ণ ও তীব্র। কিন্তু বাঁধা-পথের যাত্রীদের চোখে এঁদের এ চেহারা ধরা পড়ে না।

ড. আহমদ শরীফ

২৬৮. পাপ পতনের পদক্ষেপস্বরূপ।

রবার্ট বার্টন

২৬৯. পাপ তার নিজের জন্য নরক নিজেই তৈরি করে, আর পুণ্য তৈরি করে স্বর্গ।

মেরি বেকার হার্ডি

২৭০. পাপস্বীকার অনুশোচনার প্রথম স্তর।

–এডমণ্ড গাইটন

২৭১. বেদে সাপকে ঝাপির ভিতর পুরিয়া রাখে, তার বিষদাঁত ভাঙে, বিষের থলি গলাইয়া ফেলে, কিন্তু বিষের উৎস তাহার নিঃশেষ হয় না। দিনদিন আবার সে বিন্দু বিন্দু করিয়া সঞ্চয় করে। দুনিয়ার প্রচলিত বিধানে পাষাণের অবরোধে পাপীকে আবদ্ধ করিয়া শিকলের পেষণে শাসক তাহার পাপকে বিনাশ করিতে চায়। কিন্তু তা হয় না।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

২৭২. সৎ স্বভাব ও সুন্দর আচরণই পুণ্য। আর যে-বিষয় সম্পর্কে তোমার মনে দ্বিধা জাগে এবং লোকসমাজে যা প্রকাশ হওয়া তুমি অপছন্দ কর, তা-ই পাপ।

–আল-হাদিস

২৭৩. পুণ্য কাজ করা কষ্টকর, কিন্তু সে-কষ্টটা ক্ষণস্থায়ী, আর পুণ্য কাজটি চিরস্থায়ী। মন্দ কাজ সুখকর, কিন্তু এ-সুখটা ক্ষণস্থায়ী, আর মন্দ কাজটি দীর্ঘস্থায়ী।

প্লেটো

২৭৪. যারা বিশ্বাস করে খোদায় ও শেষ দিনে, আদেশ করে ভালো কাজে, নিষেধ করে মন্দ কাজে এবং হিতসাধনে তৎপর হয়, তারাই পুণ্যবান।

–আল-কোরআন

২৭৫. পুণ্য জিনিসটা কী? না, পুণ্য হচ্ছে একটি হ্যাঁন্ডনোট যাতে ভগবান আমাদের কাছে ঋণ স্বীকার করছেন, কোনো একরকম টাকায় তিনি কোনো এক সময় সেটা পরিশোধ করে দেবেন।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭৬. হে আল্লাহ্, আমি অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা, অতি বৃদ্ধবয়স এবং কবরে আজাব হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। যে-বিদ্যায় কোনো উপকার হয় না তাহা হইতে, যে-হৃদয় নত নয় তাহা হইতে, যে-ইন্দ্রিয় সন্তুষ্ট হয় না তাহা হইতে, যে-প্রার্থনা কবুল হয় না তাহা হইতে তোমার আশ্রয় চাই।

–আল-হাদিস

২৭৭. হে খোদা আমার অন্তরের
একমাত্র আকাঙ্ক্ষা
ছড়িয়ে দাও আমার দৃষ্টির আলো সবার উপর।

–আল্লামা ইকবাল ২৭৮. আমি আল্লাহকে সবচেয়ে ভয় পাই। তার পরেই ভয় পাই সেই মানুষকে যে আল্লাহকে মোটেই ভয় পায় না।

–শেখ সাদি

২৭৯. মুসলমানগণের মধ্যে যাহার স্বভাব সর্বাপেক্ষা ভালো সেই সর্বপেক্ষা খাঁটি মুসলমান এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা আপন স্ত্রীর সহিত সর্বাপেক্ষা ভালো ব্যবহার করে তাহারাই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

–আল-হাদিস

২৮০. একজন খাঁটি মুসলমান কা'বা ঘর হইতে উত্তম।

–আল-হাদিস

২৮১. আরব আমার ভারত আমার
চীনও আমার নহে গো পর
মুসলিম আমি সারা দুনিয়ায়
ছড়িয়ে রয়েছে আমার ঘর।

–আল্লামা ইকবাল

২৮২. যে যত বেশি দুর্বল, অসহায় ও অসমর্থ, তার জীবনে দৈবশক্তির প্রভাবও তত অধিক।

–ড. আহমদ শরীফ

২৮৩. ভগবানের কাজে সাহায্য করা মানুষের একটি প্রধান কর্তব্য। মানুষ যতই ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ জীব হউক না কেন, তাহার মধ্যে ঐশী শক্তির বিকাশ রহিয়াছে।

শ্রী ক্ষিতিনাথ ঘোষ

২৮৪. মানুষ নিজের জন্য, বিধাতা সকলের জন্য।

–কার্ভেন্টিস

২৮৫. যে বিপদে ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ্ তাকে উত্তমরূপে পুরস্কৃত করেন।

–আল-কোরআন

২৮৬. যে-নামাজে হৃদয় নম্র হয় না, সে-নামাজ আল্লাহর নিকট নামাজ বলিয়াই গণ্য হয় না।

–আল-হাদিস

২৮৭, খাঁটি অলৌকিকতা দেখায় মানুষেরাই, এখন তারা ব্যবহার করে ঈশ্বরের দেয়া সাহস আর বুদ্ধি।

জ্যাঁ আনুই

১৮৮. বিস্ময় সমস্ত দর্শনের ভিত্তি, অনুসন্ধান তার অগ্রগতি, আর অবজ্ঞায় সমাপ্তি।

মতেইন

১৮৯. ধর্মের মূল কথাই হচ্ছে মানুষ হিসাবে মানুষের সেবা করা।

–টমাস ফুলার

১৯০. এ জগতে তুমি মানুষকে যা কিছু দাও না, জ্ঞান দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান আর নেই। পতিতকে পথ দেখান, জ্ঞানান্ধকে জ্ঞান দান করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

–ডা. লুৎফর রহমান

০৪. মানুষ ও মনুষ্যত্ব

মানুষ ও মনুষ্যত্ব

১. মানুষই হল একমাত্র প্রাণী যারা খাদ্যবস্তু রান্না করে খায়।

ব্রুক

২. মানুষ আপনাকে যা বলে জানে, মানুষ তা নয়; সেইজন্যই এত অঘটন ঘটে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩. নিজেদের পছন্দমাফিক সমাজ ব্যতীত মানুষ কখনও পরিতৃপ্ত হয় না।

–জেফারসন

৪. মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্তি পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫. বাঘকে খেয়ে বাঘ বড় হয় না; কেবল মানুষই মানুষকে খেয়ে ফুলে ওঠে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬. অন্যের নিকট হাত পাতার ফলে মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায়। সে সম্পদ হচ্ছে আত্মমর্যাদাবোধ।

–হযরত আলি (রা.)

৭. অভাবে যার স্বভাব ঠিক থাকে, সে-ই যথার্থ চরিত্রবান।

সিনেকা

৮. তুমি তোমার ব্যক্তিত্বকে দৃঢ় করে তোলো। কেউ তোমার উপর অন্যায় আধিপত্য করতে পারবে না।

–জন স্টুয়ার্ট মিল

৯. এক ঘন্টা যদি গরিব লোকের দুঃখমোচনের জন্য ব্যয় করা হয়, তবে তা ছয়মাস মসজিদে বসে ইবাদত করার সমান।

–আল-হাদিস

১০. প্রতিটি মানুষের জীবনের পথ চিহ্নিত হয় তার নিজস্ব পছন্দের কবর দিয়ে।

–আলেকজান্ডার স্মিথ

১১. মানুষকে সমান করেই সৃষ্টি করা হয়েছে, স্রষ্টা তাকে কতিপয় অবিচ্ছেদ্য অধিকারে ভূষিত করেছেন। আর সেগুলোর মধ্যে রয়েছে জীবন, স্বাধীনতা ও সুখ-শান্তির সন্ধান।

টমাস জেফারসন

১২. মানুষ একে অপরের ভাই।

–আল-হাদিস

১৩. সামান্য ব্যাপারে যে বিশ্বস্ত, বড় ব্যাপারেও সে বিশ্বস্ত হবে; সামান্য ব্যাপারে যে অবিশ্বস্ত, বড় ব্যাপারেও সে অবিশ্বস্ত।

বাইবেল

১৪. পরমুখাপেক্ষিতায় মানুষের ধর্ম শিথিল, বুদ্ধি দুর্বল এবং চক্ষুলজ্জা দূর হয়ে যায়।

হযরত লোকমান (রা.)

১৫. মানুষ নিজের মাত্র অর্ধাংশ, বাকি অর্ধেক তার অভিব্যক্তি।

–এমারসন

১৬. পরোপকারার্থে যদি জীবনের অবসান হয়, তবে তাহাতে আনন্দ ছাড়া নিরানন্দের কোনো কারণ নেই।

–স্বামী দয়ানন্দ অবধূত

১৭. যে-ব্যক্তি পাপের মতো পুণ্যকেও গোপন রাখে সেই খাঁটি লোক।

সুফি ইয়াকুব

১৮. পৃথিবীতে কিছুসংখ্যক লোক আছে, তাদের যতক্ষণ অনুগ্রহ করা যায় ততক্ষণই খুশি থাকে।

–আর্নল্ড বেনেট

১৯. আত্মজয়ের চেষ্টাই সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ।

–আল-হাদিস

২০. ছাঁচেঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেঁকে না–সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তা হলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে। কিম্বা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১. ভালোবাসা, আশা, দুঃখ এবং বিশ্বাস দিয়ে গড়া মানুষের চরিত্র।রাবর্ট ব্রাউনিং

২২. মানবসন্তান স্বাধীনভাবেই এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। কাজেই এই স্বাধীনতা মানুষমাত্রেরই জন্মগত অধিকার।

–আল-হাদিস

২৩. জটিলতা অক্ষমতারই পরিচয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪. মানুষ একবার জন্মায় গর্ভের মধ্যে, আবার জন্মায় মুক্ত পৃথিবীতে।...মানুষের এক জন্ম আপনাকে নিয়ে, আরেক জন্ম সকলকে নিয়ে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫. উৎকৃষ্ট বীর থেকেই উত্তম বৃক্ষ জন্ম নেয়।

–জন গে

২৬. যেখানেই জন্মাক মানুষ মানুষই।

মার্টিন লুথার কিং

২৭. কোনো প্রাণীকেই নীচ প্রকৃতির বলা চলে না,–নীচতা হল কেবলমাত্র মানুষের বৈশিষ্ট্য।

–জিম করবেট

২৮. প্রত্যক মানুষের মধ্যেই কিছু পশুপ্রবৃত্তি থাকে। মাঝে মাঝে সে প্রবৃত্তির প্রকাশ হওয়া দরকার। যারা প্রথমের দিকে প্রকাশ করে না, চেপে রাখে, পরবর্তী জীবনে তারাই আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়ে।

নিমাই ভট্টাচার্য

২৯. আমরা যখন তৃষ্ণার্ত নই তখন জল পান করা এবং সকল মরসুমে ভালোবাসাবাসিতে মেতে থাকা–এসবই অন্যান্য পশুদের থেকে মানুষকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দিয়েছে।

–বিউমার কাইস

৩০. তোমার শত্রু যদি ক্ষুধিত হয়, তাহাকে আহার করাও, যদি সে পিপাসিত হয়, তাহাকে পান করাও।

বাইবেল

৩১. খাঁটি যে-মানুষ তার একার অন্তরের শক্তিকে পৃথিবীর কোনো সাম্রাজ্যের সশস্ত্র বাহিনীও হার মানাতে পারে না। সেই একটি মানুষই শেষ পর্যন্ত হবে জয়ী। ম্যাকসুইনি

৩২. মানুষমাত্রই মানবকল্যাণের কথা চিন্তা করতে পারে না। মানবকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ যিনি, কেবল তিনিই মানবকল্যাণের বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে সক্ষম।

–শোপেনহাওয়ার

৩৩. নম্রতা ও ভদ্রতাগুণ দুটো মানুষের জীবনের পুরাতন ঐশ্বর্য।

জন স্টুয়ার্ট মিল

৩৪. মনের উদারতার সাথে ঐশ্বর্যের তুলনা করা চলে না।

মার্শাল

৩৫. কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্যের অধিকার।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬. মানুষের কল্যাণের জন্য করা প্রতিটি কাজই সম্মানজনক।

রিচার্ড বাক্সটার

৩৭. খারাপ লোকেরা তাদের অন্যায় কাজকে বারবার ক্ষমা করতে থাকে আর ভালো লোকেরা পরিত্যাগ করে।

বেন জনসন

৩৮. সারা বিশ্বের জন্যে কারও পক্ষে কাঁদা সম্ভব নয়। ব্যাপারটা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। মানুষকে তাই বেছে নিতেই হয়।

–জা সানুই

৩৯. পৃথিবী কন্টকময় হচ্ছে তার অকৃতজ্ঞ সন্তানদের জন্য।

টামাস বার্থ

৪০. যে-ব্যক্তির বেশভূষার মধ্যে শৃঙ্খলা নেই, সে মানসিকভাবে অসুস্থ।

–বেন জনসন।

৪১. অকৃতজ্ঞ মানুষ পরিপূর্ণরূপে মানুষ নয়।

স্টামাস হার্ডি

৪২. মানুষের শ্রদ্ধার জন্য লালয়িত হয়ো না, তুমি শুধু তোমার কাজ করে যাবে। সাধনাপথে শ্রদ্ধা-সম্মানের জন্য লালায়িত হলে তোমার সাধনা পণ্ড হয়ে যাবে।

–ডা. লুৎফর রহমান

৪৩. জীবনের মহৎ বিকাশের জন্য সুখ ও সম্পদ আমাদের সহায় নহে, কেবল আঘাত ও দুঃখ দ্বারাই মানুষ শক্তি সঞ্চয় করিয়া জগতের উপর তাহার প্রভাব বিস্তার করে।

–জগদীশচন্দ্র বসু

৪৪. দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধিগো
জলে ডুবি বাচি পাইলে ডাঙা।
কালো আর ধলো বাইরে কেবল
ভিতরে সবারি সমান রাঙা।

–সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৪৫. জ্ঞান জীবনকে পূর্ণতা দান করে, সুখ জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী করে, শুভকর্ম জীবনকে মৃত্যুহীন করে।

–এন. টি. কোলরিজ

৪৬. অকৃতজ্ঞ হচ্ছে অহংকারের অন্যতম সন্তান।

–এস. গার্থ

৪৭. অকৃতজ্ঞ মানুষের মতো অকৃতজ্ঞ জাতিও আছে। যারা তাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সূর্য-সন্তানদের সম্মান করে না, তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্টতম অকৃতজ্ঞ জাতি।

–আহমদ শরীফ

৪৮. যে নিজেকে অপমানিত হতে দেয় সে অপমানিত হওয়ার যোগ্য।

কোরনেলি

৪৯. একজন মহান ব্যক্তিত্বকে বোঝা যায় ছোট ব্যক্তিদের সঙ্গে তার সার্বক্ষণিক ব্যবহার দেখে।

—ডেল কার্নেগি

৫০. অপমানের প্রতিশোধ নেওয়াটা সহাসের বড়াই নয়, সঙ্গত।

–শরশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫১. শ্রদ্ধা ও স্নেহের অভিনন্দন মন দিয়ে গ্রহণ করতে হয়, তার জবাব দিতে নেই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫২. মানুষ অশান্তি চায় না, আবার মানুষই অশান্তির কারণ।

–আবু জাফর শামসুদ্দীন

৫৩. অসহায়কে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। কারণ মানুষমাত্রই জীবনের কোনো-না কোনো সময়ে অসহায়ত্বের শিকার হবে।

–গোল্ডস্মিথ

৫৪. গড়িয়া তুলিতে সংযম দরকার হয়, নষ্ট করিতে অসংযম। ধারণা করিতে সংযম চাই, আর মিথ্যা বুজিতেই অসংযম।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫. সাধারণের মধ্যে অসাধারণ–এ এক অনন্য গুণ।

–দিব্যেন্দু পালিত

৫৬. অহঙ্কারী ব্যক্তিমাত্রই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি।

–লর্ড হেলিফক্স

৫৭. অহঙ্কার থেকেই বেশির ভাগ অনিষ্টের সৃষ্টি হয়।

–টি. এ. কেম্পিস

৫৮. অহঙ্কার পতনের মূল।

প্রবাদ

৫৯. অহঙ্কার এবং দারিদ্র্য পাশাপাশি বাস করতেই পছন্দ করে।

–লর্ড হ্যালিফক্স

৬০. আমি স্বপ্নবিলাসী নহি। আমি নিজেকে একজন কুশলকর্মা আশীর্বাদী বলিয়া দাবি করি। অহিংসা কেবল ঋষি ও মুনিগণের ধর্ম নহে, ইহা সাধারণ মানুষের ধর্ম। বলপ্রয়োগ পশুর ধর্ম, মানুষের ধর্ম অহিংসা। পশুর মধ্যে আত্মিক শক্তি নিদ্রিত। সে বাহুবল ছাড়া আর কিছু বুঝে না; কিন্তু মানুষের মর্যাদা তাহাকে উচ্চতর নীতি ও আত্মিক শক্তি গ্রহণ করিতে প্রেরণা দেয়।

মহাত্মা গান্ধী

৬১. আমি বুঝতে শিখেছি যে, কেউ আর কারও কথা ভাবে না। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। প্রাতঃরাশের আগে, প্রাতঃরাশের পরে, এমনকি মাঝরাতেও তারা নিজেদের কথাই ভাবে। নিজেদের মথায় যন্ত্রণা হলে তারা যতখানি ব্যস্ত হয়, আপনার মৃত্যুসংবাদও তাদের অতটা বিচলিত করতে পারে না।

—ডেল কার্নেগি

৬২. আত্মকেন্দ্রিক লোক দ্বারা সমাজের কোনো উপকার হয় না।

জর্জ ব্রো

৬৩. যার আত্মমর্যাদা বোধ নেই, সে পদে-পদে মাথা হেঁট করে চলতে পারে।

–ড. আহমদ শরীফ

৬৪. আদর্শ হচ্ছে এমন এক প্রহরী যা মানুষকে সৎ পথে চলতে শেখায়।

স্পেন্সর

৬৫. যে আদর্শ যথার্থ মহান তাহা কেবল কাল বিশেষ বা অবস্থা বিশেষের উপযোগী নহে। তাহা মনুষ্যকে মুনষ্যত্ব দান করে, সে মানুষ সকল কালে সকল অবস্থাতেই আপন শ্রেষ্ঠতা রাখিতে পারে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৬. মানুষ সবসময় সর্বাবস্থায় আমিকে খোঁজে। আমি কে, আমি কী, আমি কোথায়? এই আমিত্ব নিয়েই মানুষের জীবনসাধনা। যেখানে আমি নেই, যেখানে আমি স্বার্থ নেই, সেখানে মানুষমাত্রই নির্বিকার। সবকিছু তছনছ হয়ে গেলেও সেখানে মানুষ আগ্রহ প্রকাশকে অকারণ বলে মনে করে চরম উপেক্ষা দেখায়।

–ডেল কার্নেগি

৬৭. আমি আছি তো সব আছে। যেখানে আমি নেই সেখানে কিছুই নেই। মানুষমাত্রই এমন স্বার্থান্ধ।

সৈয়দ মুজতবা আলী

৬৮. একথা চিন্তা করে বার মিলিয়ন নিগ্রো অধিবাসীর লজ্জিত হওয়ার কোনো হেতু নেই যে, তারা ক্রীতদাসের বংশধর। ক্রীতদাস হওয়ার মধ্যে কোনো অগৌরব নেই, অগৌরব রয়েছে ক্রীতদাসের মালিক হওয়ায়।

মহাত্মা গান্ধী

৬৯. নিগ্রোদের সঙ্গে আমাদের গায়ের রঙ যে এক নয় তা নিশ্চিত সত্য। হয়তো আরও বহু কিছুতেই তারা এক নয়, কিন্তু সাদা-কালো নির্বিশেষে অন্যসব মানুষের মতো তাদেরও রুটিরুজির সংস্থানের অধিকার রয়েছে।

আব্রাহাম লিঙ্কন

৭০. যার বুদ্ধি নেই, তার থেকে কৃতজ্ঞতা আশা কোরো না।

–হযরত আলি (রা.)

৭১. মানুষকে বিশ্বাস করো, তারা তোমার প্রতি সৎ হবে, তাদের প্রতি মহৎ আচরণ করো, তারা তোমার প্রতি মহত্ব দেখাবে।

–ইমারসন

৭২. দেশ বা জাতি, ধর্ম বা সম্প্রদায় মানুষের জন্য যত বড় সম্পদই হোক না কেন, মনুষ্যত্ব বা মানবধর্ম তার চেয়ে অনেক বড়, বহু উর্ধ্বে তার স্থান।

–আবুল ফজল

৭৩. মানুষ মানুষের অসহায়ত্বের কথা ভাববে, মানুষ মানুষের দুরবস্থায় চিন্তিত হবে, মানুষ মানুষের পরাজয়ে বেদনা বোধ করবে, মানুষ মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করবে, মানুষ মানুষের সুখের পথ বাতলে দেবে–এটাইতো মানবতা। এটাইতো মানবতন্ত্র।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

৭৪. মানুষই মানুষের ভবিষ্যৎ। মানুষের বিকাশই মানুষের অস্তিত্ব। মানুষ তার নিজের অস্তিত্বের জন্য দায়ী। স্বীয় কর্মকাণ্ডের যোগফল ব্যতীত সে আর কিছু নয়।

–জাঁ পল সার্ত্র

৭৫. পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৭৬. মানুষ পঙ্কিলতা বা সৌন্দর্য যার মধ্যেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সে মানুষই।

স্যার জন ডেভিস

৭৭. মানুষকেই বিদ্রোহ করতে হয়—কখনো নিজের জন্য, কখনো পরের জন্য।

—বার্নস

৭৮. আমরা যা করতে পারি তার তুলনায় কিছুই করা হয়ে ওঠেনি। বলা যায় আমরা অর্ধেক জেগে আছি মাত্র। আমাদের দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার সামান্য এক অংশকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। মানুষের মধ্যে প্রবল প্রচণ্ড এক শক্তি ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু সহজে জাগে না।

—ডেল কার্নেগি

৭৯. আমি মুসলমান সমাজের বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ; আমি ভারতবাসী বটে, কিন্তু তার উপর আমি মানুষ, আমি বাঙালী বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ। একটা গোলাপের গাছ যেমন সাধারণ উদ্ভিদের ধর্ম অবহেলা করে গোলাপের গাছরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না, তেমনি একজন মানুষ মানুষের ধর্ম অবহেলা করে আদর্শ মুসলমান, আদর্শ ভারতবাসী কিংবা আদর্শ বাঙালী হতে পারে না।

—এস. ওয়াজেদ আলী

৮০. মা, মাটি, মানুষ ও মাতৃভূমিকে যে ভালোবাসে না, সে মানুষ নয়।

—জাহানারা ইমাম

৮১. মহৎ মানুষদের নিজস্ব একটা জাত আছে—যেখানে সহজে কেউ প্রবেশ করতে পারে না।

জন ওয়াল্টার

৮২. যার দ্বারা জগতের কল্যাণ সাধিত হয়, মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তিই মহীয়ান।

—জালালউদ্দিন রুমি

৮৩. একজন মানুষ যত বেশি মহৎ তত বেশি সুখী।

—ইয়ং

৮৪. মানুষকে বড় করে দেখা এবং মানুষকে ভালোবেসে তা কল্যাণচিন্তা করাটাই মানবতন্ত্র।

–লেনিন

৮৫. পৃথিবীটা আমার দেশ, সমস্ত মানব জাতি আমার ভাই এবং সবার মঙ্গল করাই আমার ধর্ম।

–টমাস পেইন ৮৬. আমাদের মন্ত্র হবে মানবতন্ত্র। কোনো ধর্মের মহৎ শিক্ষাকেই আমরা বিসর্জন দেব না।

–আবুল ফজল ৮৭. ভুল করা কোনো সমস্যা নয়, কারণ যে ভুল করে না সে মানুষই নয়।

–ডেল কার্নেগি

৮৮. নিজের মর্যদা যে বোঝে না, তার শক্তিকেও সে বোঝে না। জন রাসেল ৮৯. সৎবিবেক শ্রেষ্ঠতম স্বর্গীয় গুণ।

–টমাস ফুলার

৯০. বংশবৃদ্ধি অব্যাহত রাখা পশুদের বেলায় সত্য, কিন্তু স্মৃতিশক্তি, গুণ এবং মহৎ কাজ এসব হলো মানবজীবনের বৈশিষ্ট্য।

ফ্রান্সিস বেকন

৯১. মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুলের সৌরভের মতো।

চার্লস এম. স্কয়ার

৯২. সবার সঙ্গে যে তাল মিলিয়ে কথা বলে সে ব্যক্তিত্বহীন। –মার্ক টোয়েন

৯৩. মানুষ আগের চাইতে খারাপ থাকার জন্য, আগের চাইতে কম অধিকার পাবার জন্য সমাজবদ্ধ হয়নি, বরং অধিকারের নিশ্চয়তার জন্যই সমাজবদ্ধ হয়েছে।

–টমাস পেইন

৯৪. সমাজ এবং সংসারের কাছ থেকে মানুষ অনেক কিছু আশা করে। সমাজব্যবস্থা তেমন হওয়া উচিত যাতে মানুষ আশা থেকে বঞ্চিত না হয়।

–ভিক্টর হুগো

৯৫. সমাজের মধ্যে মানুষ হারায় প্রাকৃতিক স্বাধীনতা আর সে যা-কিছু পেতে চায় কিংবা তার উপর অসীম অধিকার, কিন্তু তার বদলে পায় সভ্যতা স্বাধীনতা আর যা-কিছু তার আছে তার স্বত্বাধিকার।

–জা জ্যাক রুশো

৯৬. আমরা সমাজের মধ্যে বাস করি। সুতরাং যা-কিছু সমাজের জন্য ভালো নয়, তা আমাদের জন্যও ভালো নয়।

ভলতেয়ার

৯৭. পশুর মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে আমাদের লাভ কি, যদি আমাদের গৌরব করার মতো কিছুই না থাকে।

–কাজী নজরুল ইসলাম

৯৮. সঙ্কীর্ণ মানসিকতা যতখানি অশান্তি ডেকে আনে, ততখানি আর কিছুতে আনে না।

ফ্রাঙ্ক পুটনার

৯৯. একজন সঙ্কীর্ণ সানসিকতাসম্পন্ন মানুষ সংসারে যতখানি অসুখী, ততখানি আর কেউ নয়।

–কিপলিং

১০০. পরিবারের জন্য উৎসর্গ করো ব্যক্তিকে,
আর সমাজের জন্য করো পরিবারকে,
সমাজকে করো দেশের জন্য উৎসর্গ,
কিন্তু আত্মার জন্য উৎসর্গ করো সারা বিশ্বকে।

সংস্কৃত আর্য উক্তি

১০১. আত্মমর্যাদাই মানুষের বড়ো গৌরব। সেই আত্মমর্যাদা ভূলুন্ঠিত হলে তার বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে ওঠে।

–মহাশ্বেতা দেবী

১০২. যার আত্মমর্যাদা বোধ আছে, সে অন্যায়ের কাছে মাথা হেঁট এবং অপরাধীর সাথে আপোস করতে পারে না।

বুদ্ধদেব বসু

১০৩. আত্মমর্যাদা হারাইলেই লোকের শ্রদ্ধা হারাইবে। উদার হও, লোকের হৃদয় জয় করিতে পারিবে। সত্যবাদী হও, লোকের বিশ্বাস পাইবে।

কনফুসিয়াস

১০৪. প্রত্যেকের আত্মমর্যাদাবোধ থাকা উচিত।

–কিপলিং

১০৫. আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে না পারলে তার জন্য মৃত্যুই শ্রেয়।

–ডেল কার্নেগি

১০৬. মানুষ বেশিক্ষণ আপনাকে দোষী করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না; এবং নিজের প্রতি দোষারোপ করিয়া অম্লানবদনে বসিয়া থাকাও তাহারা পক্ষে মঙ্গলজনক নহে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৭. নিজে ঠিক থাকলেই হল, লোকে কী বলে না-বলে তা নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়।

রুজভেল্ট

১০৮. প্রতিজ্ঞার দিক দিয়ে প্রতিটি মানুষ সমান, তারা আলাদা কেবল তাদের কর্মে।

–মলিয়ের

১০৯. দ্রতা করা ভাল, কিন্তু তা যেন আন্তরিকতাবর্জিত না হয়। –জর্জ হার্বার্ট ১১০. বই অধ্যয়ন করার চেয়ে মানুষ অধ্যয়ন করাটাই সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

–জর্জ ব্রো

১১১. ভদ্রলোক মানে সদাশয় লোক। যিনি দয়ালু, যিনি নিজের উন্নতির চিন্তা করেন এবং পরের মঙ্গল কামনা করেন, তিনিই প্রকৃত ভদ্রলোক।

বুকার ওয়াশিংটন

১১২. সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বরই খোদার কণ্ঠস্বর।

–অ্যালকুইন

১১৩. পৃথিবীতে মাত্র দুটি গুণের সমন্বয় দেখা যায়–যোগ্যতা আর অযোগ্যতা। আর দুটিমাত্র শ্রেণীর লোকও দেখা যায়–যোগ্য ও অযোগ্য ব্যক্তি।

জর্জ বার্নার্ড শ

১১৪. মানুষের সমস্ত প্রয়োজনকে দুরূহ করিয়া দিয়া ঈশ্বর মানুষের গৌরব বাড়াইয়াছেন। পশুর জন্য মাঠ ভরিয়া তৃণ পড়িয়া আছে, মানুষকে অন্নের জন্য প্রাণপণ করিয়া মরিতে হয়। আমাদের অন্নমুষ্টি আমাদের গৌরব। পশুর গাত্রবস্ত্রের অভাব একদিনের জন্যও নাই। গাত্রবস্ত্র মানুষের

গৌবর। আত্মরক্ষার উপায় সঙ্গে লইয়া মানুষ ভূমিষ্ঠ হয় নাই। কোমল ত্বক এবং দুর্বল শরীর লইয়া মানুষ যে আজ সমস্ত প্রাণিসমাজের মধ্যে আপনাকে জয়ী করিয়াছে, ইহা মানবশক্তির গৌরব।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৫. খোদাতা'আলায় সম্পূর্ণরূপে আপনাকে অর্পণ করা, সেই মহাসম্রাটের দরবার হইতে যাহা কিছু আসে, ফুলুমনে তাহাই গ্রহণ করা–তাঁহারই ইচ্ছা–সিন্ধু নীরে আপন ইচ্ছাম্বুদ মিশাইয়া দেওয়া–ইহাই ইসলাম।

–এয়াকুব আলী চৌধুরী

১১৬. যাকে মান্য করা যায় তার কাছে নত হও।

টেনিস

১১৭. পরলোকে সেই অনন্ত শান্তি-রাজ্যে যদি সত্যসত্যই তোমার বিশ্বাস থাকিত, ধর্ম যদি তোমার নিকট সত্য জিনিস হইত, তবে কি সামান্য দুই হাত জমি লইয়া, একটা আল লইয়া মানুষ হইয়া মানুষের মাথায় লাঠি মারিতে?

শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ

১১৮. যে কর্ম করে, কৃতকর্মের জন্য সে-ই দায়ী, কিন্তু কর্মের আর একটা দিক চিন্তা করিবার আছে। ব্যক্তিগত কর্ম ব্যতীত পারিবারিক কর্ম এবং জাতীয় কর্মের ফলও মানুষকে ভোগ করিতে হয়।

শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ

১১৯. যারা আত্মপ্রসংশা করে, খোদা তাদের ঘৃণা করেন। সেন্ট ক্লিমেন্ট ১২০এ জগতে একজন সৎলোকই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

পোপ

১২১. সভ্যসমাজে শৃঙ্খলিতভাবে বাস করা, অসভ্যসমাজে স্বাধীনভাবে বাস করার চেয়ে ভালো।

–এডিট কলিন্স

১২২. যে ভদ্র, কথায় সে।

–হযরত আলি (রা.)

১২৩. মনুষ্যত্বকে যারা শ্রদ্ধা করতে শেখে নাই, তাদের স্বাধীনতা পাবার কোনো অধিকার নাই; মনুষ্যত্ব মানবজীবনের উচ্চাঙ্গের ভদ্রতা ছাড়া আর কিছু নয়।

–ড. লুৎফর রহমান

১২৪. একজন উৎকৃষ্ট ভদ্রলোক হতে হলে অনেক জিনিসের প্রয়োজন হয়ে থাকে। কিন্তু সবচেয়ে প্রথমে যে-জিনিসের প্রয়োজন হয় সে হচ্ছে নাপিতের। –গোল্ডস্মিথ

১২৫. যে সৎ ব্যক্তি অসৎ ব্যক্তির পেছনে ঘোরে, সে সত্যি করুণার পাত্র।

সক্রেটিস

১২৬. সূর্যের যেমন তাপ আছে, তেমনি সৎলোকের মধ্যেও নির্ভীক দীপ্তি আছে।

জন স্টিল

১২৭. পৃথিবীতে সৎলোকের সংখ্যা বড়ই নগণ্য।

–সুইফট

১২৮. যেদেশে অসংখ্য দরিদ্র লোক আছে, তাদের সভ্যজাতি বলে গর্ব করা উচিত নয়।

–জন ডেনহাম

১২৯. অরণ্যে পশু-সহবাসে স্বাধীন বিচরণ করা অপেক্ষা বান্ধবসমাজে শৃঙ্খলিত জীবন-যাপন সহস্র গুণে শ্রেয়।

–শেখ সাদি

১৩০. সমাজ ও সংসারের কাছ থেকে মানুষ অনেক কিছু আশা করে। সমাজব্যবস্থা তেমন হওয়া উচিত যাতে মানুষ তার আশা থেকে বঞ্চিত না হয়। ভিক্টর হুগো

১৩১. তুমি সমাজসেবা নিজ গৃহ থেকে শুরু করো, তা হলে সামগ্রিকভাবে দেশের কল্যাণ আসবে।

রিচার্ড গ্রেড

১৩২. যে-ব্যক্তি সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয়, হয় সে দেবতা–নয়তো পশু।

–অ্যারিস্টটল

১৩৩. আমি একজন লর্ড তৈরি করতে পারি; কিন্তু বিধাতাই একজন ভদ্রলোক তৈরি করতে পারেন।

–জন সেলডন

১৩৪. একটি সুন্দর মুখের কুৎসিত কথার চেয়ে একটি কুৎসিত মুখের মধুর কথা অধিকতর সুন্দর।

-ইমারসন

১৩৫. ভদ্রতার আর এক নাম সহানুভূতি ও প্রেম। যে-পরিবারে ভদ্রতা নাই, সেই পরিবারের সদস্যরা সাধারণত নিষ্ঠুরহৃদয়, কাণ্ড-জ্ঞানহীন, স্বার্থপর, কটুভাষী ও অসহিষ্ণু।

–ডা. লুৎফর রহমান

১৩৬. ঔদ্ধত্য মানুষের জীবনে দুঃখ আনে।

–টমাস ক্যাম্বেল

১৩৭. চরিত্রবল সৃষ্টি করতে হলে জনসমাজে মেলামেশা করো, কিন্তু যদি প্রতিভার সম্যক প্রস্ফুরণ তোমার কাম্য হয়, তবে সাধনা করো নির্জনে।

–গ্যেটে

১৩৮. কারও ধনসম্পদ নষ্ট হলে কিছুই ক্ষতি হয় না; স্বাস্থ্য নষ্ট হলে কিছুটা ক্ষতি হয়, সময় নষ্ট হলে আরও বেশি ক্ষতি হয়, চরিত্র নষ্ট হলে সবকিছুই নষ্ট হয় আর ক্ষতি হয়।

–অজ্ঞাত

১৩৯. মানুষকে যারা শ্রদ্ধা করতে শেখে নাই তাদের স্বাধীনতা পাবার কোনো অধিকার নেই, মনুষ্যত্ব মানবজীবনের উচ্চাঙ্গের ভদ্রতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

–ড. লুৎফর রহমান

১৪০. সমাজের সবচেয়ে বড় আশাই ব্যক্তিগত চরিত্র।

–চ্যানিং

১৪১. জনসাধারণের লজ্জা বা কৃতজ্ঞতা বলে কিছু নেই।

–হেজলিট

১৪২. জনতা সবচেয়ে জ্ঞানী সমালোচকের থেকেও বিজ্ঞ।

ব্যান ক্রোফট

১৪৩. মানুষের অনুধাবন করার মতো সাতটি প্রয়োজনীয় জিনিস আছে। যেমন : (ক) হাড়কিপটেমি করে অগাধ অর্থ লাভ করা যায় না। (খ) সবলকে দুর্বল করার মাধ্যমে দুর্বলকে সবল করা যায় না। (গ) বড় মানুষকে নিচে নামালেই নিচের মানুষকে উপরে তোলা যায় না। (ঘ) মালিকের বিনাশ করে শ্রমিককে ধনী করা সম্ভব নয়। (ঙ) মানুষের উৎসাহ ও স্বাধিকার কেড়ে

নিয়ে নিজের চরিত্রের ও সাহসের দ্বিকরণ সম্ভব নয়। (চ) ধনীকে মারলেই গরিব বেঁচে যাবে, এটা ঠিক নয়। (ছ) কাউকে চিরদিন সাহায্য করা সম্ভব নয়, যদি সেই লোক নিজেকে নিজে সাহায্য করে।

–**Argonaut** পত্রিকার সৌজন্যে

১৪৪. শ্রেষ্ঠ মানুষের তিনটি চিহ্ন থাকে, ধার্মিক হওয়ার দরুন তিনি দুশ্চিন্তামুক্ত, জ্ঞানী হওয়ার জন্য তিনি হতবুদ্ধিতা থেকে মুক্ত এবং সাহসী হওয়ার জন্য তিনি ভয়মুক্ত হয়ে থাকেন।

কনফুসিয়াস

১৪৫. জগত জুড়িয়া এক জাতি আছে,
সে জাতির নাম 'মানুষ' জাতি;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি-শশী মোদের সাথী।

–সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১৪৬. একজন ভালো আইনবিদ প্রতিবেশী হিসেবে ভালো নয়।

ফ্রাংকলিন

১৪৭. মৃত্যুর পরে যার জন্য মানুষ মানুষের হৃদয়ে অম্লান হয়ে থাকে, সে হচ্ছে তার ব্যবহার।

–এডওয়ার্ড জন

১৪৮. সংসারে প্রত্যেকের সাথে ভালো ব্যবহার করো; কারণ কখন কার সাহায্য তোমার প্রয়োজন হয়ে পড়বে বলা যায় না।

–কিমার

১৪৯. ভদ্র হতে হলে নম্র হতে হবে। কেননা, বীজ মাটিতে না পড়লে অঙ্কুরোদগম হয় না।

–শেখ সাদি

১৫০. শ্রদ্ধা করতে জানলেই অন্যের শ্রদ্ধাভাজন হওয়া যায়।

–জন রে

১৫১. শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং শ্রেষ্ঠ সত্য সবসময়ই সরল হয়ে থাকে।

–এ. ডব্লিউ. হেয়ার

১৫২. লোক যদি তোমাকে অভদ্র বলে তবে তোমার শিক্ষা, আভিজাত্য ও অর্থের কোনো মূল্যই রইল না।

–জি. জে. নর্থান

১৫৩. সুন্দর পোশাক পরিহিত ব্যক্তিমাত্রই ভদ্রলোক নয়।

–জন রে

১৫৪. কোনো মহৎ ব্যক্তির জীবনই নিরর্থক নয়। পৃথিবীর ইতিহাস বৃহৎ ব্যক্তিবর্গের ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

–কার্লাইল

১৫৫. কোনো মহৎ লোকের জীবনই বৃথা যায় না, সেখানে কেউ সহজে প্রবেশ করতে পারে না।

–জন ড্রিংক ওয়াটার

১৫৬. মর্যাদা লাভ হয় জ্ঞানের মাধ্যমে, রক্ত-সম্পর্কের মাধ্যমে নয়; সৌন্দর্যের সুষমা বিকশিত হয় শিষ্টাচারের মাধ্যমে, উত্তম পোশাকে নয়।

–ইমাম গাজ্জালি (রহ.)

১৫৭. যে বিশ্বমানবের হিতসাধন করে সে-ই শ্রেষ্ঠ মানুষ।

–আল-হাদিস

১৫৮. আমি আমার পরিবার-পরিজনের চাইতে আমার দেশকে অধিক ভালবাসি; আর ততোধিক ভালোবাসি মানবজাতিকে।

ফেনিলোনা

১৫৯. অভাবেও যার স্বভাব ঠিক থাকে, সে-ই যথার্থ চরিত্রবান।

–সেনেকো

১৬০. চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার কিছুই নেই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাপ্য হয়, মানুষ যদি মানুষকে শ্রদ্ধা করে, সে শুধু চরিত্রের জন্য। অন্য কোনো কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে নত হবার দরকার নেই।

–ডা. লুৎফর রহমান

১৬১. তোমার প্রতিবেশীর ঘরে যখন আগুন জ্বলে, তোমার নিজেরই নিরাপত্তা তখন বিপন্ন।

–হোরেস

১৬২. যে-প্রতিবেশী তোমার নিকট শান্তি প্রত্যাশা করে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ো না।

-হযরত সোলায়মান (আ.)

১৬৩. অপরের জন্য উৎসর্গীকৃত জীবনই হচ্ছে সার্থক জীবন।

–আইনস্টাইন

১৬৪. মহৎ কারণে যার মৃত্যু ঘটে, সে অপরাজেয়।

–বায়রন

১৬৫. সূর্য যেমন অনন্তকাল ধরে মাথার উপরে আলো দান করে যাচ্ছে, তেমনি মহৎ কাজ চিরদিন মানুষের মনে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিরাজ করবে।

লঙফেলো

১৬৬. যা ন্যায় নয়, তেমন কোনোকিছুই সত্যিকারভাবে মহৎ হতে পারে না।

–জনসন

১৬৭. মানুষের প্রধান লক্ষণ এই যে, মানুষ একলা নয়। প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের সঙ্গে যুক্ত, বহু মানুষের হাতে তৈরি।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬৮. তুমি যদি অভুক্ত কোনো কুকুরকে তুলে নাও এবং তাকে আদরযত্ন করে সমৃদ্ধ কর তা হলে সে তোমাকে কামড়াবে না। এখানেই মানুষ ও কুকুরের সাথে আদর্শগত পার্থক্য।

–মার্ক টোয়েন

১৬৯. আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেক অধিকারের মধ্যে নিহিত রয়েছে একটা দায়িত্ব। প্রত্যেক সুযোগ-সুবিধার মধ্যে একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা, প্রত্যেক স্বত্বাধিকারের মধ্যে একটা কর্তব্য।

জন. ডি. রকফেলার জুনিয়র

১৭০. মানুষকে সমান করে সৃষ্টি করা হয়েছে। স্রষ্টা তাকে কতিপয় অবিচ্ছেদ্য অধিকারে ভূষিত করেছেন; আর তাদের মধ্যে রয়েছে জীবন, স্বাধীনতা ও সুখ-শান্তির সন্ধান।

–টমাস জেফারসন

১৭১. মানুষ যখন কষ্ট সহ্য করতে পারবে, তখনই মনে করতে হবে সে নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে অনেক উন্নততর হয়েছে।

–জন স্টুয়ার্ট মিল

১৭২. চরিত্রগঠনের কাজ শিশুকাল থেকে মরণের আগ পর্যন্ত চলতে থাকে।

–মিসেস ফ্রাংকলিন ডি. রুজভেল্ট

১৭৩. প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যহ কমপক্ষে একটি গান শোনা, একটি কবিতা পড়া, একটি সুন্দর চিত্র দেখা এবং সম্ভব হলে কিছু সৎ বাক্য বলা উচিত।

গ্যেটে

১৭৪. শত্রুর সঙ্গে সবসময় ভালো ব্যবহার করলে সে একদিন বন্ধুতে পরিণত হবে।

–এডমন্ড বার্ক

১৭৫. বন্ধুর সাথে এরূপ ব্যবহার করো যাতে বিচারকের শরণাপন্ন হতে না হয়, আর শত্রুর সাথে এরূপ ব্যবহার করো যাতে বিচারকের দ্বারস্থ হলে তুমিই জয়ী হও।

–প্লেটো

১৭৬. মানুষের সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে যে খোদার সাথে প্রেম করতে চায়, তার বুদ্ধি খুব কম।

–ডা. লুৎফর রহমান

১৭৭. ভালো ব্যবহার করতে গেলে ছোট ছোট স্বার্থ ত্যাগ করতেই হবে।

–ইমারসন

১৭৮. ধার্মিক হবার আগে ভদ্র হবার চেষ্টা করুন।

–ডা. লুৎফর রহমান

১৭৯. তুমি যদি অন্য কোনো কাজ করতে না পার তবে প্রতিবেশী বৃদ্ধাকে জল তুলতে সাহায্য করো।

–ওয়েন মেরিডিল

১৮০. মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই অকৃতজ্ঞ, অবিশ্বাসী, ধোঁকাবাজ, মিথ্যাবাদী ও স্বার্থান্বেষী হতে চায়।

–মেকিয়াভেলি

১৮১. মানুষ হল রাজনৈতিক জীব।

–প্লেটো

১৮২. এমন কোনো মানুষ নেই, যাকে দুঃখ এবং রোগ স্পর্শ করেনি।

ইউরিপাইডাস

১৮৩. যে মানুষ হিসেবে ভালো, সে নাগরিক হিসেবেও ভালো।

সুইনবার্ন

১৮৪. প্রত্যেক মানুষই অদ্ভুত।

–শেক্সপীয়ার

১৮৫. ঈশ্বর নিশ্চয়ই সাধারণ লোককে ভালোবাসেন, এজন্য তিনি তাদের এত বেশি করে তৈরি করেছেন।

লিংকন

১৮৬. মানুষ চার ধরনের হয়ে থাকে। যে লোক অজ্ঞ এবং সে জানে না যে সে অজ্ঞ–সে বেওকুফ, তাকে পরিত্যাগ করো। যে অজ্ঞ এবং যে জানে যে সে অজ্ঞ–সে। সরল লোক। যে জানে এবং সে জানে যে সে জানে–সে জ্ঞানী; তাকে অনুসরণ করো।

আরবি প্রবাদ

১৮৭. কিছুটা পাগলামো ছাড়া বড় কোনো প্রতিভাবানের দেখা মেলে না।

অ্যারিস্টটল

১৮৮. নশ্বরদের মধ্যে প্রতিভাবানরা সবচেয়ে ভাগ্যবান এজন্যে যে তারা যা অবশ্যই করবে তারা সবাই সেটিই করতে চায়।

ডব্লিউ. এইচ. অডেন

১৮৯. জীবনেই হোক, জীবনাবসানেই হোক, একজন উত্তম ব্যক্তির মন্দ কিছুই ঘটতে পারে না।

সক্রেটিস

১৯০. ব্যক্তিত্ব গঠন এবং মর্যাদাপ্রাপ্তির সর্বোত্তম পন্থা হল উদারতা।

–হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ)

১৯১. উকিল বা ডাক্তারদের ট্রজেডি এই যে, মামলা জেতার পর কিংবা রোগ সেরে যাওয়ার পর মক্কেল বা রোগীর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না।

–শংকর

১৯২. যারা দোকানে বসে খায়, ধর্মশালায় গিয়ে ঘুমোয়, প্রমোদাগারে গিয়ে লীলাবিলাস করে, যথেচ্ছ ভ্রমণে বেরোয়, রুগ্ন অবস্থায় হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হয়, তারা স্বাধীন হতে পারে, কিন্তু তারা দুর্ভাগা।

–প্রবোধকুমার সান্যাল

১৯৩. প্রতিটি মানুষ চাঁদের মতো যার একটা অন্ধকার দিক আছে, সেদিক সে কাউকে দেখাতে চায় না।

–মার্ক টোয়েন

১৯৪. মানুষ যতই ছোট হোক, যতই সে অবজ্ঞাত হয়ে থাকুক–তার মধ্যে অসীম ক্ষমতা, অনন্ত প্রতিভা ঘুমিয়ে আছে–অনুকূল পরিবেশ পেলে তার ভেতরকার রূপ ও মহিমা অনন্ত শিখায় ফুটে উঠবে।

–ডা. লুৎফর রহমান

১৯৫. মানবতা শিক্ষা দেবার বড় শিক্ষক হল মহাপুরুষদের জীবন।

ফাউলার

১৯৬. ভীরুরা তাদের প্রকৃত মৃত্যুর আগেই বহুবার মরে। কিন্তু সাহসীরা জীবনে মাত্র একবারই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে থাকে।

শেক্সপীয়ার

১৯৭. জগতে যে-সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের গৌরবের মূল এই চরিত্রশক্তি। তুমি চরিত্রবান লোক–একথার অর্থ এই নয় যে, তুমি শুধু লম্পট নও। তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং স্বাধীনতাপ্রিয় চরিত্রবান মানে এই।

–ডা. লুৎফর রহমান

১৯৮. আমরা নিজেদের ক্ষতি না করে কখনো অন্যের ক্ষতিসাধন করতে পারি না।

ডেসম্যাহিস

১৯৯. মাটির সারই হল মানুষ।

–কাশতকার

২০০. ধনে কি মানুষ বড় মানুষ হয়? ধনের বড় মানুষ কখনোই মনের বড় মানুষ নহে। আমি ধন দেখিয়া তোমাকে সমাদর করিব না, বাহুবলের জন্য তোমাকে সম্ভ্রম করিব না, কেবল মন দেখিয়াই পূজা করিব।

–ডা. লুৎফর রহমান

২০১. পরশ্রীকাতর লোভী ব্যক্তি কখনো শান্তি পায় না।

রাবেয়া বসরি (রহ.)

২০২. একজনমাত্র সাহসী ব্যক্তি সংখাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার সমতুল্য।

এন্ড্রু জ্যাকসন

২০৩. পৃথিবীতে জনমত-নির্বিশেষে তিনটি জিনিস সব মানুষকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করে চলে। তা হল : (ক) যৌনসম্পর্ক। নর-নারীর যৌনসম্পর্কিত বিষয়। (খ) বিষয়, সম্পদ, অর্থ। (গ) ধর্ম বা ধর্মীয় বিষয়মূলক চেতনার বিশ্লেষণ।

–ডেল কার্নেগি

২০৪. আমি মানুষের সঙ্গ পছন্দ করি। তাই নিজেকে দুর্বোধ্য করে তুলতে চাই না।

–সি. কলিন্স

২০৫. সময় এবং পরিবেশ মানুষের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে।

এলবার্ট হার্বার্ট

২০৬. সুস্থ চিন্তা নিয়ে অসুস্থ সমাজে বাস করেও তৃপ্তি আছে। স্যা

মুয়েল লাডার

২০৭. বৃদ্ধবয়সের জীবনদান অনেক বেশি রহস্যময়।

–জন ড্রিংক ওয়াটার

২০৮. হিংসুক ব্যক্তি তিন প্রকার কষ্টে নিপতিত হয় ও আত্মদহন, মানুষের ঘৃণা এবং আল্লাহর গজব।

-ইবনে মুয়াইদ

২০৯. মানুষের মনটা মাটির মতো, কিন্তু তা থেকেই ক্রমশ অদ্ভুত এবং সুন্দরতম জিনিস আসে।

–ডব্লিউ. জে. টারনার

২১০. ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি প্রতিটি মানুষের জীবনেই আনন্দ আনে।

টমসন

২১১. কোনো মহৎ লোকের জীবন বৃথা যেতে পারে না। ইতিহাস তাকে পূর্ণ মর্যাদা দান করবে।

কার্লাইল

২১২. অতিরিক্ত পরিশ্রম জীবনে পূর্ণতা আনে সত্যই, কিন্তু আয়ুকে খর্ব করে।

স্কট

২১৩. তোমরা পিতৃ-পিতামহের তাঁবুতে পড়ে থেকে নিদ্রা যেয়ো না। পৃথিবী এগিয়ে চলছে, তার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যাও।

–ম্যাজিনি

২১৪. সন্দেহপ্রবণ মন সবসময় পাথরের মতো ভারী থাকে।

ফ্রান্সিস কোয়ারলেস

২১৫. দুনিয়ার সব মানুষ মাটির ভাষায় কথা বলে।

ফ্রিম্যান

২১৬. সমাজসেবার নামে মানুষকে ঠকিও না, এর চেয়ে বড় অন্যায় নেই।

অস্টন

২১৭. মানুষ একই রকম থেকে যায়। এমনকি যখন তার চেহারা শত খণ্ডে ভেঙে পড়ে তখনও।

–বেট্রোল্ট ব্রেখট ২১৮. মানুষ কদাচিৎ একই সঙ্গে সৌভাগ্য ও শুভবুদ্ধি আশীর্বাদস্বরূপ লাভ করে।

–লিভি ২১৯. তিনটি বিশেষ সময়ে তিন প্রকার লোকের প্রয়োজন দেখা যায়? যুদ্ধে বীরপুরুষের, ব্যাপক সংকটের সময় ধৈর্যশীলের এবং বিপদে ভ্রাতার।

ইমাম গাজ্জালি (রহ.)

২২০. আনন্দের সময় মানুষের মুখে খই ফোটে; কিন্তু দুঃখের ক্ষণে কথার/সব হারিয়ে যায়।

–হেসেন হান্ট জ্যাকসন

২২১. অনাবিল সুন্দরের প্রত্যাশা নিয়েই পৃথিবীতে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে।

–ক্রিস্টোফার মারলে

২২২. মানুষেরাও একধরনের কয়েদি; কারণ তারা যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে না।

প্লেটো

২২৩. জীবন হচ্ছে সামান্য জিনিসের বৃহৎ বন্ধন।

–ও. ডব্লিউ হোমস

২২৪. মানুষের বড় সম্পদ হল তার সুনাম।

–শেক্সপীয়ার

২২৫. অসৎলোকের জনপ্রিয়তা নিজের সঙ্গে প্রতারণা করার মতোই দুর্বিষহ।

–রবার্ট লুজেন্টে

২২৬. বিধাতার জন্য কিছু করতে চাইলে মানুষের কল্যাণের জন্য কিছু করো।

–আর. জি. ইংগার সেলি

২২৭. মানুষের কল্যাণের জন্য করা প্রতিটি কাজই সম্মানজনক।

-উইলিয়াম ওয়াটসন

২২৮. তিনটি অভ্যাস মানুষের জীবনকে সুন্দর করে তোলে–(১) জ্ঞানীর সাহচর্য (২) ব্যবহারের আমায়িকতা ও (৩) খরচের ভারসাম্য রক্ষা করা।

জুহাইর

২২৯. অভ্যাসই অভ্যাসকে অতিক্রম করতে পারে।

–আইজ্যাক উইলিয়াম

২৩০. অন্যের কল্যাণ করবার সময় অন্তরে বিশ্বাস রেখো যে, তুমি নিজেরই কল্যাণ সাধন করছ।

–ফারাবি

২৩১. সঙ্গীসাথিরা খারাপ হলে অপরাধপ্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

–রবার্ট ই. শেরউড

২৩২. হিংসা মানুষকে এমনভাবে ধ্বংস করে, যেভাবে মরিচা লোহাকে ধ্বংস করে।

–ইবনুল খাতিব

২৩৩. একজন লোভী এবং অহংকারী মানুষকে বিধাতা সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেন।

–জন রে

২৩৪. যার ব্যক্তিত্ব নেই, তাকে কখনো অনুসরণ করার চেষ্টা করবে না।

–লুইস ক্যারল

২৩৫. মাধুর্যমণ্ডিত ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে থেকেও যদি তোমার ব্যবহার মধুর না হয়, তবে তা দুঃখজনক।

–জে. এ. গুডচাইল্ড

২৩৬. যারা নিজেদের নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত সমাজ, তাদের কাছ থেকে কিছু আশা করতে পারে না।

–ডা, লুৎফর রহমান

২৩৭. আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী ‘পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।

কামিনী রায়

২৩৮. তুমি সবকিছু করে ফেলার পর রয়ে যাও অবিকল তুমি।

–গ্যেটে

২৩৯. তুমি যা তা-ই হও; নিজের চেয়ে উন্নত হওয়ার এটাই প্রথম ধাপ।

–জুলিয়াস হেয়ার এবং অগাস্টাস হেয়ার

২৪০. তুমি কী হতে চাও, সেটা বড় নয়; তুমি কী, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।

–পাবলিলিয়াস সাইরাস

২৪১.—আমার ঘর ভাঙ্গিয়াছে যেবা
আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই
যে মোরে করেছে পর।

জসীম উদ্দীন

২৪২. প্রতিভাবান ব্যক্তিরাই ধৈর্য ধারণ করতে পারে।

ই. সি. স্টেটম্যান

২৪৩. মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় তাদের ভেতরের গুণাবলি থেকে; আর পশু-পক্ষীর শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় তাদের বাইরের গুণাবলি থেকে।

—রাশিয়ান প্রবাদ

২৪৪. আমি দোষবর্জিত মানুষ নই; আমি অন্যায় করতে পারি—এ-চিন্তা সর্বক্ষণ স্মরণ করতে হবে।

ডব্লিউ. জি. বেনহাম

২৪৫. শান্তিতে প্রতিবেশীর সঙ্গে বসবাস করতে হলে সবসময় তার খোঁজখবর রাখতে হবে।

—জন ক্লার্ক ২৪৬. অসৎ ব্যক্তি সৎ ব্যক্তির কাজের মধ্যে মহৎ উদ্দেশ্য খুঁজে পায় না।

—জন বেকার

২৪৭. পৃথিবীতে দু-ধরনের মানুষ আছে। এদের একদল বেঁচে থাকার জন্য খায়: আর একদল আছে, যারা খাওয়ার জন্য বেঁচে থাকে। পৃথিবীর যা-কিছু মহৎ কাজ, তা প্রথম দলের লোকেরাই করে।

বি. সি. রায়।

২৪৮. সব মানুষেরই কান আছে, কিন্তু সবাই সুষ্ঠুভাবে শুনতে পায় না। তার ফলেই পৃথিবীতে এত অশান্তি।

সিসতো

২৪৯. কুলীনের ঘরে জন্মিলেই সে প্রকৃত কুলীন নয়। যে সব কুলীন করতে পেরেছে—সে-ই প্রকৃত কুলীন।

—আরবি সাহিত্য থেকে

২৫০. মানুষের মধ্যে যদি কৃতজ্ঞতাবোধের অভাব থাকে, তবে সে মানুষ হিসেবে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

–ওয়াল্ট হুইটম্যান

২৫১. সে-ই যথার্থ মানুষ, যে জীবনে অনেক পরিবর্তন দেখেছে এবং পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেও পরিবর্তিত হয়েছে।

বায়রন

২৫২. বুড়ো মানুষকে কথা বলতে দেওয়া ভালো, তাতে তাদের মনে হবে তারাও বুঝি সংসারের কলে দম দিচ্ছে। বেচারারা জানতে পারে না, তাদের রসনা যেখানে চলছে, সংসার তার থেকে অনেক দূরে চলছে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

–

২৫৩. অন্য লোকে মানুষকে যত ঠকায়, মানুষ নিজেই নিজেকে তার চেয়ে বেশি ঠকায়।

গ্রিভিল

২৫৪. নাম মানুষকে বড়ো করে না, মানুষই নামকে জাঁকাইয়া তোলে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫৫. তিন কারণে মানুষের চরিত্রে পরিবর্তন হয় : রাজার সঙ্গলাভ, ক্ষমতালাভ, দারিদ্রের পর প্রচুর ধনলাভ। এই তিন অবস্থার কোনো এক বা একাধিক অবস্থাসম্পন্ন। হয়েও যদি কোনো ব্যক্তির চরিত্রে পরিবর্তন না হয়, তবে জানবে সে-ব্যক্তি বুদ্ধিমান।

–হযরত আলি (রা.)

২৫৬. মানুষ তার প্রভুত্বকে জাহির করতে ভালোবাসে আর জীবজন্তুরা তা গোপন রাখাই পছন্দ করে।

রাশিয়ান প্রবাদ

২৫৭. মানুষই একমাত্র প্রাণী যে খিদে না পেলেও খায় এবং তৃষ্ণা না পেলেও পানি পান করে।

–অলিভার কুক

২৫৮. মানুষের মধ্যে সাদা-কালোর কোনো তফাত নেই; নেই কোনো তফাত রক্তগত কিংবা বংশগত আভিজাত্যের। কেননা, সব মানুষই এক আল্লাহর সৃষ্টি।

–আল-হাদিস

২৫৯. মানুষ বুড়ো হলেও তার দুটি বিষয় বুড়ো হয় না–ধনসম্পত্তি উপার্জনের লোভ এবং জীবনের আশা।

–আল-হাদিস

২৬০. যুবকেরাই বৃদ্ধদের অবহেলা করে বেশি, শিশুরা তাদের অত্যধিক পছন্দ করে।

–কুপার

২৬১. প্রভাবশালী লোককে সবাই ভয় পায়, কিন্তু কেউ শ্রদ্ধা করে না।

–জন রে

২৬২. মানুষের মৃত্যু আমাকে আঘাত করে না। কিন্তু মনুষ্যত্বের মৃত্যুকে আমি সইতে পারি না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৬৩. মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরম শিক্ষা আর সমস্ত শিক্ষাটাই তার অধীন।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬৪. ভালুক ধরার আগে তার চামড়া বেচো না।

–টমাস ফুলার

২৬৫. রাত নামার আগে প্রশংসা কোরো না দিনের।

–টমাস ফুলার

২৬৬. দূর থেকে মহাপুরুষদের যতই বড় দেখাক না কেন, আমরা যতই তাদের নিকটে আসি এবং যতই তাঁদের সংস্পর্শে আসি, ততই বেশি করে আমরা বুঝতে পারি যে, তাঁরা আমাদের মতোই মানুষ।

–আব্রু ইরে

২৬৭. মানুষের শ্রেণিবিন্যাস একমাত্র তার মর্যাদানুসারেই করা উচিত।

–আর. জি. ট্রেস

২৬৮. মানবতার সেবায় যিনি নিজের জীবন নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পারেন, তিনিই মহামানব।

–আল-হাদিস

২৬৯. পৃথিবীটা আমার দেশ, সমস্ত মানবজাতি আমার ভাই এবং সবার ভালো করাই আমার ধর্ম।

–টমাস পেইন

২৭০. মানুষ নির্মাণ করে প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আনন্দে, বুদ্ধির পরিচয় দেয় জ্ঞানের বিষয়ে, যোগ্যতার পরিচয় দেয় কৃতিত্বে এবং আপনার পরিচয় দেয় সৃষ্টিতে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭১. একজন মানুষের কাছে তার একমাত্র পথপ্রদর্শক হচ্ছে তার বিবেক। তার মরণোত্তর খ্যাতির একমাত্র ধর্ম হচ্ছে তার সততা এবং তার আচরণের আন্তরিকতা।

–চার্চিল

২৭২. মানুষ যতই ছোট হোক, যতই সে অবজ্ঞাত হয়ে থাকুক, তার মধ্যে অসীম ক্ষমতা, অনন্ত প্রতিভা ঘুমিয়ে রয়েছে–অনুকূল পরিবেশ পেলে তার ভেতরকার রূপ ও মহিমা অনন্ত শিখায় ফুটে উঠবে।

–ডা. লুৎফর রহমান

২৭৩. মানুষকে জানো এবং তাকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতে শেখো।

–শেলি

২৭৪. নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রেষ্ঠভাবে গড়েছি। তারপর তাকে নীচতম স্তরেও নামিয়েছি। যারা আমাকে বিশ্বাস করে ভালো কাজ করবে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য পুরস্কার থাকবে।

–আল-কোরআন

২৭৫. আমি মানুষকে তার কাজের দ্বারা বিচার করতে চাই।

ম্যান কেন

২৭৬. শুধু মানুষেরে পায় না মানুষ
নাহি কারো অধিকার,
মানুষ সবারে পাইল এ ভবে
মানুষ হ'ল না কার।

জসীম উদ্দীন

২৭৭. মানুষমাত্রই আল্লাহর সৈনিক। অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে, সব নির্যাতন, সব অশান্তি থেকে মুক্ত করতেই মানুষের জন্ম।

কাজী নজরুল ইসলাম

২৭৮. বৃদ্ধ বয়স ও সময়ের অগ্রগতি মানুষকে অনেককিছু শেখায়। –

-সোফোক্লেস

২৭৯. বাপ-মা তোমার যে-নাম রেখেছেন সে শুধু অন্যের থেকে পৃথক করে ডাকবার উপায়। পৃথিবীর কাছে তোমর মনুষ্যত্বের পরিচয় হচ্ছে তোমার সত্যিকারের নাম।

–পারস্য উপদেশ

২৮০. ব্যক্তিগত স্বাধীনতা মানুষের সুখ ও মর্যাদার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়।

বুলওয়ার লিটন

২৮১. আমাদের কোনো ভরসা নেই। প্রাকৃতিক বিশ্বে আমাদের জন্য এতটুকু সুখের স্থান নেই। তথাপি মানুষ হয়ে জন্মেছি বলে আমরা দুঃখিত নই। পশু হিসেবে বেঁচে থাকার চেয়ে মানুষ হিসেবে মরে যাওয়া অনেক ভালো।

কুচ

২৮২. উপরে উঠতে হলে আগে নিচে নামুন।

–জর্জ এড

২৮৩. মানুষ কোনো বিষয় থেকে বাস্তবতাকে মুছে দিয়ে তাকে সংস্কার করে, এরপর আর বুঝতে পারে না এই অলীক জিনিসটা নিয়ে সে কী করবে।

–জি. কে. চেস্টারটন

২৮৪. জাতি ধর্ম রাষ্ট্র ন্যায়
যে মানুষের তরে।
মানুষ সবার উর্ধ্বে,
নহে কিছু তার অধিক।

–সুফী মোতাহার হোসেন

২৮৫. যুবকরাই হচ্ছে গোটা সমাজের সবচেয়ে সক্রিয় আর সবচেয়ে সজীব শক্তি। তবে অবশ্যই বৃদ্ধ ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের কাছে যুবকদের শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে।

–মাও সে-তুং

২৮৬. আয় ছুটে ভাই, হিন্দু-মুসলমান,
ঐ দেখ ঝরছে মায়ের দু'নয়ান।
আজ এক করে দে সন্ধ্যা নামায
মিশিয়ে দে আজ, বেদ-কোরান।

–রজনীকান্ত সেন

২৮৭. যে-লোক মানবতার শর্তগুলো নিয়ে সবসময় পীড়িত, হয় তার নিজের কোনো সমস্যা নেই, নয়তো সেটির মুখোমুখি হতে চায় না।

–হেনরি মিলার

২৮৮. দানবের সঙ্গে যে যুদ্ধ করে তার খেয়াল রাখা উচিত এভাবে যেন সে নিজেই দানব না হয়ে ওঠে।

–নিৎসে

২৮৯. আজকের মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সর্বজাতীয় সমঝোতার। মানুষে-মানুষে বোঝাঁপড়া যেমন প্রয়োজন, তার চেয়ে বহুগুণে বেশি প্রয়োজন তেমনি জাতিতে জাতিতে বোঝাঁপড়া।

মুহাম্মদ মনসুরউদ্দীন

২৯০. সমাজসংস্কারকদের সবসময় গোড়ার দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। কারণ মূল উৎপাটন করতে না পারলে কোনো সমস্যার সমাধান স্থায়ী হয় না।

–জেফারসন

২৯১. কোনো মানুষেরই মনটা ষোল আনা তার নিজের নয়, তবে তার পনের আনা সমাজের।

–নরেশ গুপ্ত

২৯২. সমাজ যতই অগ্রসর হয় ততই অনধিকারী এবং অধিকারী, রসিক এবং অরসিক–এই দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হতে থাকে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯৩. বাল্যকাল দেখলেই বোঝা যায় ছেলেটি ভবিষ্যতে কী ধরনের মানুষ হবে, যেমন সকাল দেখলেই বোঝা যায় দিনটা কেমন যাবে।

–মিল্টন

২৯৪. একজন লোককে খুন করলে কোনো ব্যক্তি খুনি বলে চিহ্নিত হয়, কিন্তু যে শত মানুষ খুন করে সে বীররূপে আখ্যায়িত হয়।

–পোরটেস

২৯৫. প্রাণী হিসেবে মানুষ একটা **Species** বা প্রজাতি। এ কারণে মানুষমাত্রেরই জীবন-চেতনায় কতকগুলো মৌলিক ঐক্য রয়েছে। ঘৃণায় ও ভালোবাসায়, লোভে ও ত্যাগে, ক্ষমায় ও প্রতিহিংসায়, সমাজবিরোধে ও সহযোগিতায়, দায়িত্ব সচেতনতায় ও কর্তব্যবোধে, দ্বন্দ্বে ও সংগ্রামে মানুষ প্রায় সর্বত্রই অভিন্ন। জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বোধের তারতম্য বা মতভেদ আছে মাত্র।

–ড. আহমেদ শরীফ

২৯৬. অভিজ্ঞতা আমাদের দুটো জিনিস শিক্ষা দেয়। প্রথমটি হল, শুধরে নেয়ার জন্যে বহু জিনিস বাকি রয়ে গেছে আমাদের; দ্বিতীয়টি হল, খুব বেশি পরিমাণে শোধরানো আমাদের উচিত নয়।

দেলাক্রোয়া

২৯৭. লোকদের সুখী করবার জন্যে যারা নিজেরাই দায়িত্ব তুলে নেয়, প্রতিবেশীদের জীবন তারাই দুর্বিষহ করে তোলে সবচেয়ে বেশি।

–আনাতোল ফ্রাস

২৯৮. কিছু-কিছু ভুল আছে যা প্রতিটি রক্তমাংসের মানুষই করে থাকে। স্যামুয়েল ২৯৯. চরম ধ্বংসের মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষ মহৎ দৃষ্টান্ত রেখে যেতে পারে।

হান্নামুর

৩০০. যিনি ভালো লোক নন, তিনি কখনোই মহৎ লোক হতে পারেন না।

শেক্সপীয়ার

৩০১. কিছু লোক আছে যারা মহৎ হয়েই জন্মায়, কিছু লোক আছে যারা মহত্ব অর্জন করে এবং কিছু লোক আছে যাদের উপর মহত্ব অর্পিত হয়।

শেক্সপীয়ার

৩০২. মানুষকে তার প্রকৃত প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত কোরো না। আর কুকাজ করে দেশে কোনোরকম অশান্তি সৃষ্টি করবে না।

–আল-কোরআন

৩০৩. মানুষের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম, যে উপদেশসমূহ অনুসরণ করে চলে।

জুবার্ট

৩০৪. সমস্ত সংস্কারই চরিত্র পায় উৎকাল্পনিক রণকৌশল আর কূটকৌশলগত সুযোগ-সন্ধানের মধ্য দিয়ে।

–ফরাসি ছাত্র বিদ্রোহীদের দেয়াল-লিখন

৩০৫. অন্যদের যদি তুমি পরিচ্ছন্ন করতে চাও, তা হলে নিজেই ক্ষয়ে যাবে, সাবানের মতো।

মাদাগাস্কারীয় প্রবাদ

৩০৬. হে খোদা, তুমি দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের উপর করুণাবর্ষণ করো। কারণ, যারা ভালো, তারা তোমার করুণা ছাড়া ভালো হয়নি।

–শেখ সাদি

৩০৭. আমি সেরকমই মানুষ, যেরকম করে আমার মা আমাকে তৈরি করেছেন।

ইমারসন

৩০৮. মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত আর কর্ম ব্যাপক।

–জন গে

৩০৯. মানুষের মধ্যে যখন লজ্জা বলতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না, তখনই সে পশুতে পরিণত হয়।

–এডিউ ল্যাং

৩১০. যুগের দুঃসময় তখনই আসে যখন সমাজ যুবকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা বেদনা স্বপ্নকে উপেক্ষা করতে থাকে।

–জর্জ চ্যাপমেন

৩১১. মানুষের পরশেরে, প্রতিদিন
ঠেকাইয়া দূরে,

ঘৃণা করেছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে
দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্ন পান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১২. মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে মানুষ প্রকৃতি শত্রুতা করলে তার বিনিময়ে সে কিছু দেয়। কিন্তু মানুষের শত্রুতা মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

স্যার রিচার্ড বার্টন

৩১৩. সকল মানুষই একে অপরের অঙ্গবিশেষ। কেননা তারা একই উপাদানে সৃষ্ট।

–শেখ সাদি

৩১৪. বিকাশের প্রধানতম শর্ত নিহিত থাকে মানবীর পছন্দের ভেতরে।

–জর্জ এলিয়ট

৩১৫. সর্পের চক্ষুর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বনের পশু যেমন অবশভাবে তাহার দিকে ছুটিয়া যায়, তেমনি উদ্ভ্রান্ত হইয়া সংসারের মানুষ দিনরাত স্বার্থের পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

–এয়াকুব আলী চৌধুরী

৩১৬. ধর্ম নাই, পাপ-পুণ্য নাই, ন্যায় নাই, বিচার নাই, সকাল ছয়টা হইতে রাত দশটা পর্যন্ত সংসারের মানুষ পৃথিবীর বুকে রক্তলোলুপ ব্যাঘ্রের ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে–কিসে সংসারে দু'টি পয়সা আয় হয়–কিসে বড় হওয়া যায়।

–এয়াকুব আলী চৌধুরী

৩১৭. মানুষের যত প্রকার শক্তি আছে, তন্মধ্যে চিন্তাশক্তি প্রধান। এই শক্তির দ্বারা মানুষ দেবত্ব লাভ করিতে পারে–অসাধ্য সাধন করিতে পারে এবং সর্বজয়ী হইতে পারে। চিন্তার গভীরতা এবং ঐকান্তিকতার উপর তাহার ফলাফল নির্ভর করে।

শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ

৩১৮. যে-ব্যক্তি সাম্প্রদায়িকতা করে সে মনুষ্য নামের উপযোগী নয়।

–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

৩১৯. অন্যের নিকট হাত পাতার ফলে মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায়। সে-সম্পদ হচ্ছে আত্মমর্যাবোধ।

–হযরত আলি **(**রা.**)**

৩২০. মনের মানুষ মেলে না সংসারে, মানুষের মন তাই সঙ্গীহীন। আসলে আমরা সবাই একা। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন হয় বাইরের প্রয়োজনে**–**বন্ধুত্বের প্রয়োজনে, সৃষ্টির প্রয়োজনে, স্বার্থের প্রয়োজনে।

–প্রবোধকুমার সান্যাল

০৫. দেশ, জাতি ও ইতিহাস

দেশ, জাতি ও ইতিহাস

১. শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে জনগণের রায়ই শেষ কথা।

–হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি

২. দেশের জন্য একবিন্দু রক্তদান করার মতো মহৎ কাজ আর নেই।

জর্জ ক্যানিং

৩. আমার মনে হয় একমাত্র দেশকেই অন্ধের মতো ভালোবাসা যায়।

ব্রাউডিন

৪. একটি গণতন্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা সমগ্র জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে।

অ্যারিস্টটল

৫. নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে জাতির সহায়তায়। মহত্ব নিয়ে অনাসক্ত হয়ে ব্যক্তিসত্তার স্বকীয়তা ভুলতে হবে, লুপ্ত করে দিতে হবে। জাতির স্বার্থই হবে ব্যক্তির স্বার্থ। জাতির কল্যাণেই হবে ব্যক্তির কল্যাণ।

–এ. কে. ফজলুল হক

৬. আমি একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক; এর চাইতে বড় গৌরব আর কিসে হতে পারে?

–জে. আর. লাওয়েল

৭. ঢেঁকি যেমন স্বর্গেও ঢেঁকি তেমনি ইংরেজ সর্বত্রই খাড়া ইংরেজ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮. সমাজকল্যাণ হচ্ছে একটা ক্ষেত্র, যেখানে রাষ্ট্র, সমাজ এবং ব্যক্তি প্রত্যেকেরই সুনির্দিষ্ট ভূমিকা এবং দায়িত্ব রয়েছে।

–কোপার

৯. সাধারণভাবে সরকারের কৌশলই হল একদল নাগরিকের কাছ থেকে যত পারা যায় টাকা হাতিয়ে নিয়ে অন্যদের কাছে তুলে দেয়া।

–ভলতেয়ার

১০. ইতিহাস পড়া ভালো, তবে ইতিহাস সৃষ্টিতেই মানুষের মহত্ব।

নেহরু

১১. হাজার বছরের ঘূণেধরা এ সমাজব্যবস্থার উপর এমন আঘাত হানতে চাই যেমন হেনেছিলাম '৭১ সনে পাক-হানাদারবাহিনীর উপর।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

১২. যখন কোনো ইউরোপীয় নিউ ইয়র্ক ও শিকাগোতে যায়, তখন সে দেখতে পায় ভবিষ্যৎকে; আর যখন এশিয়ায় যায়, তখন সে দেখতে পায় অতীতকে।

বার্ট্রান্ড রাসেল

১৩. প্রজাতন্ত্রের সরকার হচ্ছে জনগণ, আর বাজেট তাদের চাহিদার প্রতিফলন।

জন. এফ. কেনেডি

১৪. জনগণের ভাগ্য যদি তাদের সম্মিলিত ইচ্ছা দ্বারাই সৃষ্ট ও পালিত না হয়, তবে সেটা হয় খাঁচা, দানাপানি সেখানে ভালো মিলতেও পারে, কিন্তু তাকে নীড় বলা চলে না। সেখানে থাকতে থাকতে পাখা যায় আড়ষ্ট হয়ে। একনায়কতা শাস্ত্রের মধ্যেই থাক, শুরুর মধ্যেই আর রাষ্ট্রনেতার মধ্যেই থাক, মনুষ্যত্বহানির পক্ষে, এমন উপদ্রব আর কিছুই নেই।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫. একজন ঐতিহাসিককে এমন ভূতের সঙ্গে তুলনা করা চলে, যে নাকি অতীতের কথা বলে।

হলম্যান

১৬. কোনো জাতির প্রচারপত্রের নমুনা দেখে সে-জাতির আদর্শের কথা বলা যেতে পারে।

ডগলাস

১৭. ঐতিহাসিক ঘটনার জনশ্রুতিতে বাস্তব ঘটনার সহিত মানব-মন মিশ্রিত হইয়া যে পদার্থ উদ্ভূত হয় তাহাই ঐতিহাসিক সত্য। সেই সত্যের বিবরণই মানবের নিকট চিরন্তন কৌতুকাবহ এবং শিক্ষার বিষয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮. গণতন্ত্র হল স্বাধীনতা, সাম্য, ব্যক্তিমূল্য ও সামাজিক চাহিদার সমন্বয়।

টমাস রো

১৯. গণতন্ত্রের চেয়ে গুণতন্ত্র ভালো। কিন্তু গুণের পুঁজি দিয়ে নিজের কাজ করলে তাতে গণের লাভ হয় না। তাই গুণে খাটো হলেও বেশি লোক যার ভাগীদার হবে গণতন্ত্রে তারই জয় ঘোষিত হয়।

আবদুর রহমান শাদাব

২০. সভ্যতা আর গণতন্ত্রের প্রধান শর্ত পরমতসহিষ্ণুতা।

আবুল ফজল

২১. সে-ই সবচাইতে সুখী, যে নিজের দেশকে স্বর্গের মতো ভাবে।

ভার্জিল

২২. আইন ছাড়া সরকার টিকে থাকতে পারে, কিন্তু সরকার ছাড়া আইন বেঁচে থাকতে পারে না।

–বার্ট্রান্ড রাসেল

২৩. যে কালি দিয়ে ইতিহাস লেখা হয়, তা আসলে তরল সংস্কার।

–মার্ক টোয়েন

২৪. মানুষের ইতিহাস ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে শিক্ষা আর বিপর্যয়ের প্রতিযোগিতা।

–এইচ. জি. ওয়েস

২৫. মানুষ মরে যায় পূর্ণভাবে সে জন্ম নেয়ার আগেই।

–এরিকফ্রম

২৬. তৃষ্ণার্ত আত্মার জন্য স্নিগ্ধ জল যেমন, দূর প্রবাসে অবস্থানকালে স্বদেশ থেকে আগত সুসংবাদ ঠিক তেমনি।

বাইবেল

২৭. রাষ্ট্রে অসন্তোষের একটি কারণ হচ্ছে সেই অবস্থা যেখানে বিদ্বান বেশি কিন্তু চাকরি কম।

ফ্রান্সিস বেকন

২৮. চিরদিন অপরের কথা শুনিয়া আমরা নিজেদের পরিচয় ভুলিয়া গিয়াছিলাম, একবার চেষ্টা করিয়া দেখা গেল আমাদের ভাণ্ডে পরিচয় দিবার উপযোগী অমূল্য রত্ন যথেষ্ট রহিয়াছে। এতদিন শুধু তা অগ্রাহ্য করিয়া পরের নিকট হাত পাতিয়াছি।

কায়কোবাদ

২৯. যে-দেশে গণতন্ত্র নেই, সে-দেশে নিরাপত্তা নেই।

জে. আর. লাওয়েল

৩০. গণতন্ত্র যেখানে নেই, স্বস্তি সেখানে থাকার কথা নয়। –এস. বলডউইন

৩১. গণতন্ত্র মাথা গোনে, মস্তক অর্থাৎ ঘিলুর খোঁজ নেয় না।

অজ্ঞাত

৩২. ভেজাল গণতন্ত্র হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে লজ্জাহীন বস্তু।

এডমন্ড বার্ক

৩৩. গণতন্ত্র ও হিংসা একসঙ্গে চলতে পারে না।

–হুমায়ুন আজাদ

৩৪. একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সকল সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে।

অ্যারিস্টটল

৩৫. গণতন্ত্র হল পারস্পরিক মর্যাদার এক তীর্থভূমি।

ল্যাসওয়েল

৩৬. প্রকৃতিগত দিক থেকে গণতন্ত্র একটি আত্মহিতকর বা আত্মবিনাশক পদ্ধতি পরিণামে যার ফলাফল শূন্য ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না।

টমাস কার্লাইল

৩৭. এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সংখ্যালঘুর ওপর চরমতম নিষ্ঠুর উৎপীড়ন চালাতে সক্ষম।

–এডমন্ড বার্ক

৩৮. গণতন্ত্রের মুল বীজ হল এই মতবাদ–আত্মবিশ্লেষণ করো এবং আত্মমর্যাদা বোধ জাগিয়ে তোলো।

ইমারসন

৩৯. গণতন্ত্রের সব চাইতে বড় শত্রু স্বৈরতন্ত্র নয়, তা হচ্ছে বল্গাহীন ব্যক্তিস্বাধীনতা।

–অটোকান

৪০. ধনতন্ত্রের দুষ্টগ্রহ দ্বারা সকল মানুষের কল্যাণসাধন সম্ভব নয়। সমাজতন্ত্রই একমাত্র মানবকল্যাণের উৎকৃষ্ট আদর্শ।

–ফিদেল ক্যাস্ট্রো

৪১. গণতন্ত্রে ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদলের সমান মর্যাদা।

লেসিং

৪২. গবর্নমেন্ট শব্দটা শুনিবামাত্র হঠাৎ ভ্রম হয় যেন তাহা মানবধর্ম বিবর্জিত নির্গুণ পদার্থ। যেন তাহা রাগদ্বেষবিহীন। যেন তাহা স্তবে বিচলিত হয় না, বাহ্য চাকচিক্যে ভোলে না, যেন তাহার আত্মপর বিচার নাই, যেন তাহা নিরপেক্ষ কটাক্ষের দ্বারা মন্ত্র বলে মানবচরিত্রের রহস্য ভেদ করিতে পারে .....।

অজ্ঞাত

৪৩. কিন্তু আমরা নিশ্চয় জানি গবর্নমেন্ট আমাদেরই ন্যায় অনেকটা রক্তে-মাংসে গঠিত। উক্ত গবর্নমেন্ট নিমন্ত্রণে যান, বিনীত সম্ভাষণে আপ্যায়িত হন, লনটেনিস খেলেন, মহিলাদের সহিত

মধুরালাপ করেন এবং অধম আমাদেরই মতো সামাজিক স্তুতিনিন্দায় বহুল পরিমাণে বিচলিত হইয়া থাকেন।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৪. স্কুল-কলেজের ছাত্রদের পাঠ্যাবস্থাতেও দেশের কাজে যোগ দেবার–দেশের স্বাধীনতা-পরাধীনতার বিষয় চিন্তা করবার অধিকার আছে। এবং এই অধিকারের কথাটা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করবারও অধিকার আছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪৫. বয়স কখনও দেশের কাজ থেকে কাউকে আটকে রাখতে পারে না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪৬. সকল জাতির সঙ্গে শান্তি, বাণিজ্য এবং সৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলে কারও সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

–জেফারসন

৪৭. দেশমাতৃকার জন্য যারা জীবন দান করেন, তারাই সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী।

–জর্জ হার্বার্ট

৪৮. জগতে এমন কোনো রাজশক্তি নেই, যা সমবেত জনগণের অপ্রতিহত বেগ রোধ করতে পারে।

–দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

৪৯. দেশসেবা জিনিসটা যতদিন ধর্ম না হয়ে দাঁড়ায়, ততদিন তার মধ্যে খানিকটা ফাঁকি থেকে যায়। আবার ধর্ম যখন দেশের মাথা ছাড়িয়ে ওঠে, তখনও ঘটে বিপদ।

–শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫০. যদি মৃত্যুহীন হতে চাও, তোমাকে সত্তাবে দেশের কাজ করতে হবে।

জে. জি. হল্যান্ড

৫১. যে নিজের দেশের সেবা করে, তার পরিচয়ের জন্য পূর্বপুরুষদের পরিচয়ের ফিরিস্তির জের টানতে হয় না।

–ভলতেয়ার

৫২. যে-মায়ের সন্তান দেশের জন্য জীবন দিয়েছে, তার মাতৃত্ব-গৌরব চিরভাস্বর।

জ্যাকসন

৫৩. বুদ্ধিজীবীদের কাছে তার দেশ এবং সেবিকার কাছে তার রুগীর একই ভূমিকা হওয়া উচিত।

–ওয়ালেস রাইস

৫৪. দেশের জন্য একবিন্দু রক্ত দান করার মতো মহৎ কাজ আর নেই।

–জর্জ ক্যানিং

৫৫. আমার দেশ হচ্ছে সমগ্র পৃথিবী এবং আমার ধর্ম হচ্ছে মানুষের কল্যাণসাধন করা।

–টমাস পেইন

৫৬. একজন বদমায়েশ দেশপ্রেমকে তার শেষ আশ্রয় হিসাবে প্রয়োগ করে।

–জনসন

৫৭. দেশকে ভালো না বাসলে তাকে ভালো করে জানবার ধৈর্য থাকে না, তাকে না জানলে তার ভালো করতে চাইলেও তার ভালো করা যায় না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৮. যে-পর্যন্ত মানুষের ভিতর থেকে দেশপ্রেমিকতাকে নিংড়ে ফেলে দিতে না পারা যাবে, সে-পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ পৃথিবীর কল্পনা করা যায় না।

বার্নার্ড শ

৫৯. যে-দেশপ্রেমিক নিজের ঘরকে ভালোবাসে না, তাকে যথার্থ দেশপ্রেমিক বলা যাবে না।

–এস. টি. কোলরিজ

৬০. যারা স্বদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে, তারা কোনোকালেই দেশপ্রেমিক হতে পারে না। তারা দেশদ্রোহী।

নেলসন ম্যান্ডেলা

৬১. সামগ্রিকভাবে দেশের কল্যাণ তখনই আসবে, যখন সমাজসেবা নিজ গৃহ থেকে শুরু করবে।

রিচার্ড গ্রেভ

৬২. ধনী ও ক্ষুধার্ত লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের ভিতর যে-পার্থক্য রয়েছে তা যতদিন থাকবে ততদিন অহিংস শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা কোনোমতেই সম্ভব হবে না।

মহাত্মা গান্ধী

৬৩. বলিষ্ঠ রাজনীতি কখনো কামনাকে ভয় পায় না।

–ওয়েডেল ফিলিপ

৬৪. তিক্ত বড়িকে মিষ্টি আকারে গেলানো রাজনীতির নৈপুণ্য।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৫. কোনো রাজনৈতিক দল বামপন্থি, কোনোটা ডানপন্থি, কোনোটা মধ্যপন্থি– কিন্তু জনগণের কল্যাণ করবে যারা, সেই সম্মুখপন্থি তথা প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের বড় অভাব এ-বিশ্বে।

–গুন্টার গ্রাস

৬৬. একটি লোক জানে না এবং সে মনে করে সে জানে–রাজনৈতিক উন্নতির জন্য এটিই দরকার।

বার্নার্ড শ

১০০

৬৭. যারা ভাবে তাদের নিজেদের দলীয় নীতিতেই সকল সততা আছে, সমস্ত কিছুকেই তারা চূড়ান্তে নিয়ে যায়; তারা স্বীকার করে না সামঞ্জস্যহীনতা রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে ফেলে।

অ্যারিস্টটল

৬৮. স্বাধীনতা সেই জিনিস যা রাজনীতির বাইরে থেকে রাজনীতি আহরণ করতে চায়।

–স্টিভেনসন

৬৯. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধী প্রতিটি দলই যে দেশ পরিচালনার অযোগ্য এটা প্রমাণ করতে গিয়েই প্রতিটি দল বেশির ভাগ শক্তি ক্ষয় করে ফেলে। প্রতিটি দলই তা করতে সমর্থ হয় এবং তারা প্রত্যেকেই সঠিক।

–এইচ. এল. মেনকেন

৭০. প্রতিটি দেশে দুটোর বেশি রাজনৈতিক দল থাকা উচিত নয়। একটি ক্ষমতাসীন

অন্যটি বিরোধী দল।

–জেমস্ হারমেস

৭১. রাজনীতিক দল বড় ভয়ানক জিনিস। কাজের চেয়ে কথা বেশি, কথার চেয়ে বেশি ঝগড়া এবং ঝগড়ার চেয়ে বেশি দলাদলি। আজকাল আবার দলাদলিকে ছাড়িয়ে গেছে ষড়যন্ত্র।

প্রবোধকুমার সান্যাল

৭২. রাষ্ট্রদূত হলো একজন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি–যাঁকে তাঁর স্বদেশের স্বার্থে পাঠানো হয়ে থাকে মিথ্যাচার ও ষড়যন্ত্রের জন্য।

–স্যার হেনরি ওটন

৭৩. জনগণের শুভেচ্ছাই একজন শাসকের প্রত্যাশা হওয়া উচিত।

জে. সি. হেয়ার

৭৪. অযোগ্য শাসনকর্তার মতো দেশ ও জাতির কেউ ক্ষতি করতে পারে না।

–অ্যারিস্টটল

৭৫. যে-দেশে দয়ালু শাসক, ন্যায়বিচার, দক্ষ চিকিৎসক, সুন্দর বাজার এবং সুপেয় পানির ব্যবস্থা নেই–সে-দেশে বসবাস কোরো না।

–আবু আলি সিনা

৭৬. একজন জ্ঞানী প্রশাসক সময়োপযোগী শাসন করেন।

সিডনি লেনিয়ার

৭৭. শাসক আর বিচারকরা যতই শক্তিমান হোন ঘড়ির কাঁটাকে পিছিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা তাঁদেরও নেই।

–আবুল ফজল

৭৮. সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর জীব হচ্ছে স্বেচ্ছাচারী শাসক এবং তার তোষামোদকারী পার্শ্বচর।

–নিজামুল মুল

৭৯. স্বৈরাচারী শাসকেরা সবসময় চারিদিকে ষড়যন্ত্র আর কুচক্রী দ্যাখে।

–শেখ হাসিনা

৮০. কেবল কষ্টে থাকার সময়ই ইংরেজরা নিজেদের নৈতিক মনে করে।

জর্জ বার্নার্ড শ

৮১. দেশ শাসনভার আল্লাহতাআলার নিকট থেকে আমানত।

–আল-হাদিস

৮২. ইতিহাসের একমাত্র শিক্ষা এই যে ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না।

অজানা

৮৩. ইতিহাস অসংখ্য জীবনীর সারমর্ম।

টমাস কার্লাইল

৮৪. যে শাসন কাঠামো দিয়ে মানুষকে শাসন করা হয়, তার সম্বন্ধে মতামত দেওয়া, আলোচনা-সমালোচনা করার অধিকার তার থাকা চাই। মানুষকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে শাসনতন্ত্র জড়যন্ত্রে পরিণত হতে বাধ্য। তখন বিচারক আর ফাঁসির রজ্জুতে কোনো তফাত থাকবে না।

–আবুল ফজল

৮৫. হয় সত্যদ্রষ্টা দার্শনিকের রাজনৈতিক শক্তির অধিকারী হতে হবে, নয়তো এমন আশ্চর্য কোনো ঘটনা ঘটা দরকার যাতে রাজনীতিকগণই দার্শনিকে পরিণত হবেন। তা না হলে এই নোংরা ঘৃণ্য সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের টিকে থাকা সম্ভব হবে না।

প্লেটো

৮৬. সেই সমাজই শ্রেষ্ঠ যেখানে মানুষ তাদের উৎপদিত দ্রব্যের মানকেই বেশি গুরুত্ব দেয় পণ্যের সংখ্যার চাইতে।

–লিন্ডন বি. জনসন

৮৭. সমাজ পরিবর্তনের কোনো পরিকল্পনাই উপযুক্ত মনে হয় না কেবল মিথ্যাচার ছাড়া, যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজ নিজের পরিবর্তনের জন্যে মরিয়া না হয়ে উঠছে।

টি. এস. এলিয়ট

৮৮. সমাজের মুখের ভেতর আছে অসংখ অসুস্থ দাঁত, যা চোয়ালের হাড় পর্যন্ত পচা। কিন্তু সমাজ তাদের উপড়ে ফেলে স্বস্তি পেতে চায় না। সে সন্তুষ্ট থাকে সোনার ফিলিং নিয়ে।

খলিল জিবরান

৮৯. সমাজতন্ত্রই শোষিত জনগণের মুক্তির একমাত্র পথ।

লেনিন

৯০. মানুষকে, নিপীড়িত জনসাধারণকে যিনি ভালোবাসেন, সমাজতান্ত্রিক মতবাদকে তিনি শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয় জ্ঞান না করে পারেন না।

–জ্যোতি বসু

৯১. সমাজতন্ত্রের কাছে একদিন সকল মতবাদকে নতজানু হতেই হবে।

–আবুল ফজল

৯২. সমাজতন্ত্রবাদ হচ্ছে স্ফটিকের ন্যায় শুদ্ধ। সুতরাং একে অর্জন করার জন্য স্ফটিকবৎ পন্থা অবলম্বন করা উচিত।

মহাত্মা গান্ধী

৯৩. সমাজতন্ত্র আধুনিক বিশ্বের মুক্তি সনদ।

–আবু জাফর শামসুদ্দীন

৯৪. যে-দেশে অসংখ্য দরিদ্র লোক আছে তাদের সভ্য জাতি বলে গর্ব করা উচিত নয়।

–জন ডেনহাম

৯৫. ব্যক্তির মতো জাতি বাঁচে ও মরে, কিন্তু সভ্যতা টিকে থাকে।

–মাজিন

৯৬. আমার দৃঢ় বিশ্বাস সরকার মানে এখনও বহুর বিরুদ্ধে গুটিকয়েকের সেই পুরানো ষড়যন্ত্রই, তবে তা এখন নতুন রূপ গ্রহণ করেছে।

বেবফ

৯৭. জনগণের মঙ্গলের জন্যই সরকার। কিন্তু অনুন্নত দেশের সরকার তার আখের গোছাতে গিয়ে জনগণের কথা বেমালুম ভুলে যায়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

৯৮. যে-দেশের জনগণ শিক্ষিত ও সচেতন, সে-দেশের সরকার জনবিরোধী পদক্ষেপ নিতে ভয় পায়।

–সৈয়দ সব্যসাচী

৯৯. আমেরিকাকে দেখে কখনোই তরুণ সপ্রাণ মনে হয়নি আমার কাছে বরং মনে হয়েছে অকালবৃদ্ধের মতো, যেন পাকার সুযোগ পাওয়ার আগেই পচে গেছে কোনো ফল।

–হেনরি মিলার

১০০. মার্কিনি মনের চেয়ে বিবর্তনশীল কিছু নেই।

ওয়াল্ট হুইটম্যান

১০১. মাতৃভূমিকে যে ভালোবাসতে পারে না, তার পক্ষে অন্যকিছুকে ভালোবাসা সম্ভব নয়।

বায়রন

১০২. আধুনিক রাষ্ট্রনীতির প্রেরণাশক্তি বীর্যাভিমান নয়, সে হচ্ছে ধনের লোভ, এই তত্ত্বটি মনে রাখা চাই। রাজগৌরবের সঙ্গে প্রজাদের একটা মানসিক সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু ধনলোভের সঙ্গে তা থাকতেই পারে না। ধন নির্মম, নৈর্ব্যক্তিক। যে মুরগি সোনার ডিম পাড়ে, লোভ যে কেবল তার ডিমগুলোকেই ঝুড়িতে তোলে তা নয়, মুরগিটাকে সুদ্ধ সে জবাই করে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৩. কোনটা ইতিহাস তাহা স্থির করিবার পূর্বে কোনটা ইতিহাস নহে তাহা নির্ণয় করা বিপুল পরিশ্রমের ও বিচক্ষণতার কাজ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৪. ইতিহাসের সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করা বড়ো কঠিন।... শোনা গেছে ইতিহাসের গান অমিত্রাক্ষর হয় না, এর চরণে চরণে মিল।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৫. ইতিহাস এমন একটি বিষয় যা কখনো ঘটেনি এবং এমন লোকের দ্বারা লিখিত যে কখনো সেখানে ছিল না।

যাযাবর

১০৬. গুজবের চোলাই করা অংশই হল ইতিহাস।

কার্লাইল

১০৭. বস্তুত ইতিহাস একটি স্বীকৃত উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

নেপোলিয়ান

১০৮. ইতিহাস মাত্রই যে বহুল পরিমাণে লেখকের অনুমান ও পাঠকের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৯. পৃথিবীর ইতিহাস হল মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য অন্বেষণের (রুটি ও মাখনের) তালিকা-বিশেষ।

ভ্যান লুন

১১০. কোনো ইতিহাসই কোনোকালে প্রশ্ন ও বিচারের অতীত হইতে পারে না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১১. কী করে সেই দেশশাসনের আশা কর যেখানে পনিরই আছে দুইশো ছিচল্লিশ রকমের?

শার্ল দ্য গল

১১২. এমন ভালো কাজ এবং মন্দ কাজ নেই যা ইংরেজ করবে না। কিন্তু তুমি কখনোই তাদের অন্যায় বা ভুল করেছ বলতে পারবে না। ইংরেজের প্রতিটি কাজের পিছনে তার একটি আদর্শ থাকে। তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় দেশপ্রেমিকতার আদর্শে যুদ্ধ করবে, সে যদি তোমার সর্বস্ব লুণ্ঠন

করে নেয়, তা হলে তা ব্যবসা করার আদর্শেই করবে এবং তোমাকে দাস বানিয়ে দাসত্ব করাতে হলে তার রাজকীয় আদর্শেই তা করবে।

বার্নার্ড শ

১১৩. ঈশ্বর স্বাধীনতা মঞ্জুর করে থাকেন তাদের যারা স্বাধীনতাকে ভালোবাসেন এবং সর্বদা সেটাকে পাহারা দিতে ও রক্ষা করতে প্রস্তুত থাকেন।

দানিয়েল ওয়েবস্টার

১১৪. সংসারে যেখান হইতে ইতিহাস শুরু হয় তাহার অনেক পরের অধ্যায় হইতে লিখিত হইয়া থাকে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৫. সব ইতিহাসই বাইরের দিকে অন্ন নিয়ে যুদ্ধ, আর ভিতরের দিকে তত্ত্ব নিয়ে

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৬. ইতিহাস হল অসংখ্য জীবনীর নির্যাস।

–বোলিংক

১১৭. ইতিহাস যে যার ইচ্ছা, আদর্শ ও চিন্তা অনুযায়ী লেখে, তাই সঠিক ইতিহাস বিরল।

ক্যানিং

১১৮. যদি এজন নিগ্রো দাসও তোমাদের শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলেও তাহার কথা শুনিও এবং তাহাকে মানিয়া চলিও। সে (ইমাম) যে-পর্যন্ত পাপকার্য বা অবৈধ কার্য করিতে না বলে সে-পর্যন্ত ইমামের কথা শুনা ও ইমামের হুকুম তামিল করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্যকর্তব্য। অত্যাচারী শাসনকর্তা কেয়ামতে (শেষবিচারের দিন) খোদাতা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা অধম হইবে।

–আল-হাদিস

১১৯. সেই দেশই সুখী যে-দেশের প্রতিটি মানুষই সর্বক্ষেত্রে তার অধিকার ভোগ করে চলেছে।

শেখ মোঃ আবদু

১২০. সরকার হচ্ছে একটি ট্রাস্ট আর সরকারের কর্মচারীরা ট্রাস্টরক্ষক এবং উভয়ই জনগণের কল্যাণের জন্য সৃষ্ট।

–হেনরি ক্লে

১২১. শাসনব্যবস্থার চারটি স্তর–ধর্ম, ন্যায়বিচার, মন্ত্রণা ও সম্পদ।

বেকন

১২২. জনতাকে কখনো উপদেশ দিতে যেও না।

আরবি প্রবাদ

১২৩. অধস্তন লোকদের দ্বারা শাসিত হওয়া কষ্টকর।

–ডেমোক্রিটাস

১২৪. মার্কিনি সমাজে উপাদান বেশ চঞ্চল, কারণ এর মানুষ আর বস্তু বদলে যাচ্ছে সব সময়; কিন্তু এও বড় একঘেয়ে, কারণ বদলগুলোও একই ধরনের।

আলেক্সি দ্য তকভিল

১২৫. আমেরিকা ছোট্ট একটা ঘরে বিশাল এক ভক্ত কুকুরের মতো। যতবারই সে লেজ দোলায়, চেয়ারে গিয়ে আঘাত লাগে।

–আর্নল্ড টয়েনবি

১২৬. অযোগ্য শাসনকর্তার মতো দেশ ও জাতির বড় ক্ষতি আর কেউ করতে পারে।

অ্যারিস্টটল

১২৭. বাজেট হচ্ছে পৌরাণিক শিমের থলে। সাংসদরা ভোট দিয়ে ভরিয়ে তোলে একে। এরপর হাত চালিয়ে বেছে তোলে আসল শিমগুলো।

উইলিয়াম রর্জাস

১২৮. সত্যিকার আযাদী অজ্ঞানতা হইতে আযাদী, সত্যিকার আযাদী মূর্খতা হইতে আযাদী। দেশের অজ্ঞানতা দূর করিতে হইবে। মূর্খতা বিনাশ করিতে হইবে। মানুষ জন্তুকে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ফেরেশতা স্বভাব–শ্রেষ্ঠ খাঁটি মানুষ বানাইতে হইবে।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

১২৯. ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদাদানই হলো গণতন্ত্রের প্রথম কথা। মানবপ্রকৃতির সাম্যের বিভক্তিতে গঠিত এই মর্যাদা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ভাবে সকল ব্যক্তির মধ্যে সমানভাবে বর্তমান। সুতরাং সাম্যই গণতন্ত্রের মুখ্য আদর্শ।

ইকুয়েলিটি (১৮৯৭) এডওয়ার্ড বেলামি

১৩০. ব্যাক্তি জন্ম নেয় এক মুষ্টি ধূলি থেকে
সরল দীন ব্যক্তির অন্তর থেকে জন্ম নেয় একটি জাতি।

ইকবাল

১৩১. ভালো ভালো কথা, কর্মসূচীপূর্ণ ভাষণ দেয়া সহজ। তা বাস্তবায়ন করা সহজ নয়।

–উড্র ইউলসন

১৩২. একটি জাতিকে সর্বপ্রথম মানবতার নিকট থেকে নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে হবে। তারপর সে কোনো দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করবে।

ম্যাসিজান

১৩৩. স্বাধীন দেশের লোকদের নিকট বুলেটের চেয়ে ব্যালটের মূল্যই বেশি।

জেমস হগ

১৩৪. আমলাতন্ত্র কুরসি কুর্নিশ করে।

আতাউর রহমান খান

১৩৫. জীবনচরিতই একমাত্র সত্যিকারের ইতিহাস।

–কার্লাইল

১৩৬. গণতন্ত্র হল পারস্পরিক মর্যাদার এক তীর্থভূমি।

হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল

১৩৭. একমাত্র গণতন্ত্রই পৃথিবীকে নিরাপদ করে তুলতে পারে।

উইলসন

১৩৮. গণতন্ত্রই হচ্ছে এমনই এক ধরনের সরকার যা জনগণের এবং জনগণের দ্বারা জনগণের জন্যই তৈরি।

আব্রাহাম লিংকন

১৩৯. গণতন্ত্র হল স্বাধীনতা ও সাম্যের এবং ব্যক্তিমূল্য ও সমাজের চাহিদার সমন্বয়।

টমাস রো

১৪০. চিন্তার স্বাধীনতা থাকবে, কথা বলার স্বাধীনতা থাকবে, কাজের স্বাধীনতা থাকবে এবং উপাসনার স্বাধীনতা থাকবে–এই হল গণতান্ত্রিক মতাদর্শ।

থিউডোর পার্কার

১৪১. যে-দেশে গণতন্ত্র নেই, সে-দেশে নিরাপত্তাও নেই।

–জে. আর. লাওয়েল

১৪২. নিজেকে এবং জাতিকে বড় করতে হলে তোমাদের সমস্ত শক্তির পূর্ণ ব্যবহার চাই। তোমার নিজের বড় হওয়ার উপরেই জাতির বড় হওয়া নির্ভর করে। তুমি ছাড়া জাতি স্বতন্ত্র নয়। সকলে নিজেকে টেনে তোলো, জাতি বড় হবে। জাতির জাগরণ, জাতিকে আহ্বান করার অর্থ তোমাকে আহ্বান করা।

–ডা. লুৎফর রহমান

১৪৩. কাকে বলে ইতিহাস? ইতিহাস কতগুলো সত্য, শেষমেষ যা মিথ্যে হয়ে যায়; আর উপকথা হচ্ছে সেইসব মিথ্যে, শেষে হয়ে যায় ইতিহাস।

জঁ ককতো

১৪৪. বঙ্গদেশ গোঁফে তেল, গাছে কাঁঠালের দেশ। যত বড় না মুখ, তত বড় কথার দেশ। পেটে পিলে, কানে কলম ও মাথায় শ্যামলার দেশ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৫. জনগণ আর সরকার ইতিহাস থেকে কখনোই কিছু শেখেনি, আর ইতিহাস থেকে বেরিয়ে আসা নীতি মেনে কোনো কাজও করেনি।

–হেগেল

১৪৬. কোন দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল,
কোন দেশেতে চলতে গেলে
দলতে হয় রে দূর্বাকোমল?
কোথায় ফলে সোনার ফসল
সোনার ফসল ফোটে রে?
সে আমার বাংলাদেশ
আমাদেরি বাংলারে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১৪৭. সংখ্যালঘুদের চিন্তাভাবনা সবসময়েই নিরপেক্ষ হয়।

ইবসেন

১৪৮. পৃথিবীর ইতিহাস মানে সুযোগ পাওয়া সংখ্যালঘুদের ইতিহাস।

হেনরি মিলার

১৪৯. আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের। চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা, তিলক, টিকিতে কিংবা টুপি, লুঙ্গি দাড়িতে তা ঢাকবার জো-টি নেই।

–ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

১৫০. যে-রাজা তার দেশের জনগণের জন্য যুদ্ধ করে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজের জন্যই যুদ্ধ করে।

–মেরিই বুয়েল

১৫১. শান্তির সময় পুত্র পিতাকে সমাধিস্থ করে, কিন্তু যুদ্ধের সময় পিতা পুত্রকে সমাধিস্থ করে।

বেকন

১৫২. রাজনীতি সবচেয়ে বড় জুয়াখেলা।

ডিজরেইলি

১৫৩. একজন রাজনীতিচর্চাকারীর পরবর্তী নির্বাচন সম্বন্ধে চিন্তা করেন, আর রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ভাবেন ভাবী প্রজন্ম সম্বন্ধে।

–জেমস্ ফ্রিমের ক্লার্ক

১৫৪. স্বর্গে গোলামি করার চেয়ে নরকে রাজত্ব করা ভালো।

মিল্টন

১৫৫. ফরাসি আর ইংরেজদের স্বাজাত্যবোধের একটি পার্থক্য হল? একজন ভাবে, যারা সবসময় সত্য জিনিসটিই চিন্তা করে, তারা ফরাসি; অন্যেরা ভাবে, যারা সবসময় ভুল জিনিসটি চিন্তা করে, তারা ইংরেজ নয়।

ইউলিয়াম হ্যাজলিট

১৫৬. কোনো ইংরেজ যখন নিজের মুখ বন্ধ রাখে, তখনকার মতো স্বাভাবিক সে আর কখনোই নয়।

–হেনরি জেমস

১৫৭. রসবোধই একমাত্র জিনিস যার ব্যাপারে ইংরেজরা চূড়ান্তরকম সিরিয়াস।

ম্যালকম মাগেরিশ

১৫৮. একজন ভালো প্রশাসকই একজন ভালো রাজা হতে পারেন।

মিচেল জিন

১৫৯. রাজা রাজত্ব করে, কিন্তু শাসন করে না।

বিসমার্ক

১৬০. জনগণ যে-রাজাকে ভালোবাসে, বিধাতা তাঁকে রক্ষা করেন।

–বেন জনসন

১৬১. মানুষের যেমন রাষ্ট্রগুলোরও তেমনি, মানুষগুলোর চরিত্রের মধ্য থেকেই রাষ্ট্রগুলো গড়ে ওঠে।

–প্লেটো

১৬২. রাষ্ট্রদূতেরা রাষ্ট্রের চক্ষু ও কর্ণস্বরূপ।

দুই ফের ডিনি

১৬৩. সুশাসকের পক্ষে হেরেমের রেশমি শয্যা অপেক্ষা অশ্বপৃষ্ঠ অধিক প্রিয়।

ইমামউদ্দিন জঙ্গি

১৬৪. ইংরেজরা গান নাও পছন্দ করতে পারে, এর ফলে যে গোলমেলে আওয়াজটা তৈরি হয় সেটার প্রতি তাদের অসম্ভব ভালোবাসা।

টমাস বিচাস

১৬৫. এমন নয় যে ইংরেজদের অনুভূতি নেই—আসলে তারা অনুভব করতে ভয় পায়, বিদ্যালয়গুলোতে তাদের শেখানো হয়, অনুভব করা খুব বাজে ব্যাপার। তীব্র আনন্দ বা দুঃখ কখনোই তার প্রকাশ করা উচিত নয়, এমনকি কথা বলার সময় মুখও বেশি ফাঁক করা ঠিক নয়; তার কারণ এতে মুখ থেকে সিগারেট খসে পড়ে যেতে পারে।

ই. এম, ফর্স্টার

১৬৬. সার্কাসের শিক্ষিত ঘোড়াদের মতোই ইংরেজদের চলন আইনমাফিক। আইনের বোধ তাদের হাড়েমজ্জায়।

ম্যাক্সিম গোর্কি

১৬৭. অন্যকে শাসন করবার পূর্বে নিজেকে সচেতন হতে হবে।

ডব্লিউ. জি. বেনহাম

১৬৮. যে-সরকার দেশের অধিকাংশ জনগণের কথা চিন্তা করে না, সে-সরকার আদৌ কোনো সরকার নয়।

এডওয়ার্ড ফেয়ার ফক্স

১৬৯. উদর যখন শূন্য থাকে তখন যতবেশি করেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসুক-না কেন, তাতে জনতার তৃপ্তি আসতে পারে না।

লেনিন

১৭০. রাজনীতিবিদদের ঘৃণাও কোরো না, আবার ভালোও বেসো না।

–পুটাস

১৭১. রাজনীতিবিদদের জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা দুটোই জমা থাকে।

ড্রাইডেন

১৭২. আমরা দুই লাখ গোসলখানাওলা এক জাতি, যার প্রতিটি টাবে আছে একজন করে মানবতন্ত্রী।

ম্যারি ম্যাককার্থি

১৭৩. ভোট দেয়ার বয়সে পৌঁছুনোর চেয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার বয়সে পৌঁছুনের ব্যাপারে মার্কিনি যুবকরা গুরুত্ব দেয় বেশি।

মার্শাল ম্যাকলুহান

১৭৪. মার্কিনি পুরুষরা যদি টাকার প্রতি মোহগ্রস্ত হয়, মার্কিনি মহিলারা তা হলে ওজন নিয়ে মোহগ্রস্ত। পুরুষরা বকবক করে কামানো নিয়ে, মহিলারা করে হারানো নিয়ে। কোনটা বেশি একঘেয়ে আমি বলতে পারবো না।

মারিয়া ম্যান

১৭৫. শাসকগণ জমিনের বুকে আল্লাহর তরফ থেকে নিয়োজিত দারোয়ান বিশেষ।

–হযরত আলি (রা.)

১৭৬. অন্যকে কোনো ব্যাপারে শাসন করার পূর্বে নিজেকে সে-ব্যাপারে অভিজ্ঞ হতে হবে।

বেকন

১৭৭. সর্বাপেক্ষা জঘন্য শাসক সে-ব্যক্তি, যে প্রবল প্রতিপক্ষের প্রতি তোয়াজ করে, দুর্বল প্রজাসাধারণের উপর জুলুম চালায়।

হযরত ইমাম হোসেন (রা.)

১৭৮. স্বাধীন দেশের সরকারের একটিমাত্র উদ্দেশ্য থাকা উচিত–তা হচ্ছে মানবতার কল্যাণ করা।

–উইলবার এল. ক্রস

১৭৯. দেশের সত্যিকার কল্যাণ যে চায়, সে-ই প্রকৃতপক্ষে দেশকে ভালোবাসে।

স্যামুয়েল লাভার

১৮০. আমেরিকার স্বভাব স্বৈরতান্ত্রিক, সে বলে, 'আমি তর্ক করছি না, বলছি।'

–এরিস্ট এইচ ইরকসন

১৮১. খালিপেটে কোনো লোকই দেশপ্রেমিক হতে পারে না।

ডব্লিউ সি.ব্রান

১৮২. দেশপ্রেমিকের রক্তই স্বাধীনতা-বৃক্ষের বীজস্বরূপ।

টমাস ক্যাম্পবেল

১৮৩. নিজেদের স্বার্থ যদি দূর না হয়, তবে রাজনৈতিক পরিবর্তন কখনো শুভ হবে না।

–ওয়েন ডেল ফিলিপ

১৮৪. দেশকে ভালো না বাসলে তাকে ভালো করে জানবার ধৈর্য থাকে না, তাকে না জানলে তার ভালো করতে চাইলেও তার ভালো করা যায় না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৫. কোনো অসৎ ব্যক্তিই স্বাধীন নয়। স্বাধীনতা ও প্রভুত্ব সহজে সংযুক্ত হয় না।

স্ট্যাসিটস

১৮৬. স্বাধীনতার ইতিহাস হচ্ছে প্রতিরোধের ইতিহাস।

টমাস উইলিয়াম

১৮৭. স্বাধীনতা, তোমার নামে কত অপরাধই-না করা হচ্ছে!

মাদামোয়াজেল জিন রোল্যান্ড

১৮৮. একমাত্র রক্ত দিয়েই স্বাধীনতার মূল্য দেয়া সম্ভব। আমাকে তোমরা রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু

১৮৯. স্বাধীনতাই শক্তি।

জন কুইন্স অ্যাডামস

১৯০. দেশপ্রেমিক ও অত্যাচারীর রক্ত হতেই স্বাধীনতা-বৃক্ষকে মাঝে মাঝে অবশ্যই সঞ্জীবনী শক্তি গ্রহণ করতে হবে।

জেফারসন

১৯১. স্বাধীনতা সুন্দর, কিন্তু সহজ নয়।

দানিয়েল ডেফো

১৯২. স্বাধীনতা মানে দায়িত্ব, তাই স্বাধীন দেশের নাগরিক অবশ্যই দায়িত্ববান হবেন।

–জে. এস. মিল

১৯৩. কখনো ককনো মনে হয় আমেরিকা বিশ্বাস করে যে যদি আপনি চিন্তাবিদ হয়ে থাকেন তা হলে নির্ঘাত আপনি একজন ভুরু কোঁচকানো একঘেয়ে লোক। কারণ চিন্তা করাটা বেশ গম্ভীর একটা ব্যাপার।

জ্যাক মারিত্যা

১৯৪. কোনো মহাসাগর পৃথিবী থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করেনি–করেছে কোনোকিছুর দিকে তাকানোর জন্যে আমাদের মার্কিনি দৃষ্টিভঙ্গি। হেনরি মিলার।

১৯৫. আমেরিকাতে কোনো নারী নেই, আছে পণ্যবিক্রয়কারিণী।

ল্যাডন মিচেল

১৯৬. চিন্তার স্বাধীনতাই আত্মার শক্তি।

–ভলতেয়ার

১৯৭. দেশকে এবং দেশের মানুষকে ভালোবাসতে পারলে জীবন সুখ ও শান্তিময় হয়ে ওঠে।

এডওয়ার্ড ইয়ং

১৯৮. দেশ কেবল ভৌগোলিক নয়, দেশ মানসিক।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৯. দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত। দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষের তৈরি।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০০. গুপ্তঘাতক দ্বারা হত্যাতে বিশ্বের ইতিহাসের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

ডিজরেইলি

২০১. সব ইতিহাস একটি মিথ্যা।

–স্যার রবার্ট ওয়ালপোল

২০২. ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়–মানুষের বিপদ ও দুঃখ-দুর্দশা যেখানে কিছুমাত্র লাঘব করা হয়–কেবল সেখানেই গণতন্ত্র বিকাশলাভের সুযোগ পায়।

–পার্ল এস বাক

২০৩. সংস্কৃতির বহুমুখী ধারার মতো গণতন্ত্রের সংগ্রামও বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত রাখতে হবে। –জনৈতিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক, শিক্ষাসংক্রান্ত, বৈজ্ঞানিক, কথা। বিষয়ক ও ধর্মীয়।

জন ডিউই

২০৪. ফ্রান্সে শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, নীতি নেই–এই ত্রুটিগুলো ছাড়া বেশ ভালো দেশ এটি।

–মার্ক টোয়েন

২০৫. গণতন্ত্রের মূল বীজ হল এই মতবাদ ও আত্মবিশ্লেষণ করো ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলো।

র‍্যালফ ওয়ালডো ইমারসন

২০৬. (গণতন্ত্রের অর্থ) সর্বোৎকৃষ্ট ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের অধীনে সব ব্যাপারে সকলের উন্নতি।

–গিউ সেপ্লে মার্জনি

২০৭. গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একমাত্র সৈনিকই জয়ী হতে পারে।

ডব্লিউ জি. মার্চেলা

২০৮. সহজ কথায় গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য জনগণের ঠোকাঠুকি হানাহানি।

অস্কারওয়াইল্ড

২০৯. এদেশ হিন্দুর নয়, মুসলমানদেরও নয়, এদশকে যে নিজের বলে ভাববে এদেশ তার। এদেশের কল্যাণ দেখে যার মন আনন্দে ভরে উঠবে এদেশ তার। এদেশের দুঃখে কাঁদবে যে এদেশ তার। আর তার এবং তাদের এদেশ যারা এদেশের সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছে ও ভবিষ্যতেও দেবে।

–এ. কে. ফজলুল হক

২১০. বন্দুকের নল নয়; জনগণই ক্ষমতার উৎস।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

২১১. তুমি দেশকে যে যথার্থ ভালোবাস তাহার চরম পরীক্ষা, তুমি দেশের জন্য মরিতে পার কি না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১২. যে-মায়ের সন্তান দেশের জন্য জীবন দিয়েছে, তার মাতৃত্বের গৌরব চিরভাস্বর।

জ্যাকসন

২১৩. আমি আমার নিজের দেশে দরিদ্র হিসেবে জীবন কাটাতে চাই, অন্যদেশে সম্পদশালী হিসেবে জীবন কাটাতে আমি একটুও আগ্রহী নই।

সিডনি স্মিথ

২১৪. বিশ্ব আজ দুভাগে বিভক্ত–শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

২১৫. যে কখনো বিদেশে যায়নি, সে কখনো দেশের মমত্ব বুঝতে পারে না।

–জর্জ ব্রো

২১৬. কি করিলে ভাল হয় কর বিবেচনা।
স্বদেশের হিতাহিত কর আলোচনা ॥
মনে মনে স্থিরভাবে কর প্রণিধান।
যাহাতে দেশের হয় কুশল বিধান ॥

–ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

২১৭. সত্যিকার দেশপ্রেমিক যারা তারা কোনো দল করে না।

ইউলিয়াম ওয়াটসন

২১৮. প্রকৃতিগত দিক থেকে গণতন্ত্র একটি আত্মহিতকর বা আত্মবিনাশক পদ্ধতি পরিণামে যার ফলাফল শূন্য ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না।

কার্লাইল

২১৯. আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী করছি ও গণতন্ত্রকে যদি পরাভূত করা না যায় তা হলে মানব-সভ্যতার প্রসার তো ঘটবেই না, বরং তা বিলুপ্ত হবে।

হিটলার

২২০. সূক্ষ্ম ও যথার্থ অর্থে পূর্ণ গণতন্ত্রের অস্তিত্ব কখনো ছিল না এবং থাকবেও না। বহুজনে শাসন করবে এবং স্বল্প কয়েকজন শাসিত হবে, এমন নিয়ম প্রকৃতির বিরুদ্ধে।

রুশো

২২১. যে-পর্যন্ত মানুষের ভেতর থেকে দেশপ্রেমিকতাকে নিংড়ে ফেলে দিতে না পারা যাবে সে-পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ পৃথিবীর কল্পনা করা যায় না।

জর্জ বার্নার্ড শ

২২২. বুদ্ধিজীবীর কাছে তাঁর দেশ এবং সেবিকার কাছে তার রোগীর এক ভূমিকা হওয়া উচিত।

–ওয়ালেস রাইস

২২৩. যে-দেশে দয়ালু শাসক, ন্যায় বিচারক দক্ষ চিকিৎসক, সুন্দর বাজার এবং সুপেয় পানির ব্যবস্থা নেই, সে-দেশে কখনো বাস কোরো না।

–আবু আলি সিনা

২২৪. স্বাধীনতা লাভ করা যেমন কঠিন, স্বাধীনতা রক্ষা করাও তেমনি কঠিন। আজ আমাদের অস্ত্রের সংগ্রাম শেষ হয়েছে। এবার স্বাধীনতার সংগ্রামকে দেশগড়ার সংগ্রামে রূপান্তরিত করতে হবে। মুক্তিসংগ্রামের চেয়েও দেশগড়ার সংগ্রাম কঠিন। তাই দেশগড়ার কাজে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

২২৫. ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে
দেখ দেশবাসীগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ যত্ন করি
দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

–ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

২২৬. ফরাসিরা অভিযোগ করে সবকিছু নিয়ে, প্রত্যেকটা সময়।

নেপোলিয়ন

২২৭. ফরাসিদের রাজনীতিচিন্তা হয় স্মৃতিমেদুর, নয় উকাল্পনিক।

রেমঁদ আরঁ

২২৮. কোনো জাতিকে দীর্ঘকাল কেউ যুদ্ধে লিপ্ত রাখতে পারেনি যতক্ষণ না সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে।

স্যালভাদর ডি মাদাররিয়েগা

২২৯. দেশে যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যায়, পরিশ্রান্ত ক্লান্ত মানুষের ভাগ্যে জোটে করের বোঝা, রাশি রাশি বিধবা আর কাঠের পা ও ঋণ।

ফ্রান্সিস মুর

২৩০. যুদ্ধ করো, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কোরো না।

–আল-হাদিস

২৩১. অন্ধের দেশে একচক্ষুবিশিষ্ট লোকই রাজা।

ইমারসন

২৩২. রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম বন্ধুধর্ম নাই; শুধু জয়ধর্ম আছে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩৩. যে রাজ্যে রাজত্বটা নেই, সেই রাজ্যই সকল রাজ্যের সেরা।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩৪. রাজনীতি নিয়ে গবেষণা করার অর্থই হচ্ছে সংগ্রাম করা।

–ডিজরেইলি

২৩৫. এক কম্বলে দশ দরবেশেরও জায়গা মেলে; কিন্তু এক রাজ্যে কখনো দুই রাজার শাসন চলে না।

–শেখ সাদি

২৩৬. দেশশাসন করার আগে রাষ্ট্রপতিকে সমস্ত গুণাবলির অধিকারী হতে হবে।

ফিলিপ ম্যাসিঞ্জার

২৩৭. শুধু সে-ই নিশ্চিন্তে শাসন করতে পারে, যে দৃঢ়চিত্তে আইনের নির্দেশ পালন করতে শিখেছে।

কেমপিস

২৩৮. স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাইলে একটি সরকারের অধীনে আইনের মাধ্যমে বাঁচতে হবে।

উইলিয়াম মুর

২৩৯. স্বাধীনতা হচ্ছে উন্নতির শ্বাসপ্রশ্বাস।

আর. জি. ইন্দারসোল

২৪০. স্বাধীনতাকামী সংগ্রামীদের দেহ থেকে যখন রক্ত ঝরতে শুরু করবে, একমাত্র তখনই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হব।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু

২৪১. কোনো জাতি বা দেশকে শুধু তার সীমান্ত রক্ষা করলেই চলবে না, তার শুভবুদ্ধিকেও রক্ষা করতে হবে। জাতি তার স্বাধীনতা রক্ষা করবে আর শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা রক্ষা করবে চিন্তার ও আত্মার স্বাধীনতা।

রম্যাঁ রলাঁ

২৪২. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই স্বাধীন মানুষেরা বসবাসের ইচ্ছা করে।

প্লেটো

২৪৩. আপনারা জেনে রাখুন, যেখানে জনগণ সরকারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে একমাত্র সেখানেই স্বাধীনতার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব।

উড্রো উইলসন

২৪৪. স্বদেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।

–আল-হাদিস

২৪৫. একতার ফলে ছোট ছোট রাষ্ট্র সমৃদ্ধিশালী হয়, বিবাদের দ্বারা বড় বড় রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যায়।

–সেলাস্ট

২৪৬. এদেশের নাড়িতে নাড়িতে অস্থিমজ্জায় যে পচন ধরেছে, তাতে এর একেবারে ধ্বংস না হলে নতুন জাত গড়ে উঠবে না। যার ভিত্তি পড়ে গেছে, তাকে একদম উপড়ে ফেলে নতুন করে ভিত্তি না গাঁথলে তার উপর ইমারত যতবারই খাড়া করা যাবে ততবারই তা পড়ে যাবে।

কাজী নজরুল ইসলাম

২৪৭. হিন্দু না ওরা মুসলিম!
ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ
সন্তান মোর মা'র।

কাজী নজরুল ইসলাম

২৪৮. জনতাকে একটা ভল্লুকের সঙ্গে তুলনা করা চলে। যখন তুমি এটাকে নাকে দড়ি লাগিয়ে নিজের আয়ত্তে রাখবে তখন তোমার অভিমতমতো এটা নাচবে। কিন্তু যদি তোমার হাত থেকে

দড়িটা ফসকে যায় ও ভল্লুক তোমার হাতছাড়া হয়ে যায় তা হলে সেই পশুটি তোমাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে।

জেইল পোটার

২৪৯. এটা সত্যিকারভাবে সত্যি কথা যে, জনতার অনেক মাথা আছ; কিন্তু তাতে কোনো মগজ নেই।

বিবারোল

২৫০. রাজা আর প্রজার মাঝখানে পরগাছার মতো ঘুণদরা আভিজাত্যের অহমিকায়। দাম্ভিক যে-দলটি বাদুড়ের মতো ঝুলছে, তারাই আমাদের দেশে জমিদারশ্রেণী নামে পরিচিত।

এ. কে. ফজলুল হক

২৫১. সৎ এবং চরিত্রবান নাগরিক দেশের গর্ব।

ড্রাইডেন

২৫২. সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

২৫৩. তোমার পতাকা যারে দাও
তারে বহিবারে দাও শকতি।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫৪. পার্লামেন্ট বেশ কিছুসংখ্যক অলস লোক নিয়ে অনুষ্ঠিত এবং বৃহৎ সভা ছাড়া আর কিছু নয়।

–এফ, লকাম

২৫৫. কতকগুলো আদর্শবান লোকের সম্মিলিত সভা ছাড়া পার্লামেন্ট আর কিছুই নয়।

জুলিয়াস

২৫৬. বিদেশের মাটি যতই সচ্ছলতা দান করুক, নিরাপত্তা দিতে পারে না।

ম্যাসিঞ্জার

২৫৭. বাংলাদেশ রাজনৈতিক দিক থেকে দুভাগ হয়েছে সত্যি, কিন্তু ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে উভয় বঙ্গে কোনো ফারাক নেই। রাজনীতিকরা দেশটাকে দুভাগ করে এই সাংস্কৃতিক ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারেননি, ভবিষ্যতেও কোনোদিন পারবেন না।

এ. কে. ফজলুল হক

২৫৮. বাঙালি অখণ্ড জাতি, তারা একই ভাষায় কথা বলে এবং তাদের আদর্শ এক, জীবনের উদ্দেশ্য এক, জীবনধারণের পদ্ধতিও এক। দেশ-বিভাগ সত্ত্বেও দুই বাংলা মিলিতভাবে অনেক বিষয়ে সারা দেশকে পথ দেখাতে পারে।

–এ. কে. ফজলুল হক

২৫৯. আমাকে কুচি কুচি করে কাটলেও
রক্তমাংস সবটুকুই
বাঙালি
হৃদয়ের দুঃখ শোক শ্রেম শান্তি সবটুকুই
বাঙালি।

–নিয়াম হোসেন

২৬০. যত বেশি দেশ ঘুরেছি, নিজের দেশের প্রতি মমত্ব বাড়ছে।

–মার্ক টোয়েন

২৬১. স্নেহময়ী মাতৃভূমি হাসিত অধর
তার চেয়ে বেশি কিছু আছে কি সুন্দর?

–আকরাম হোসেন

২৬২. রাজার জাকে বা গণতন্ত্রের প্রদর্শনেই হোক, রাজনীতি থেকে ধর্ম যদি বিযুক্ত হয়, শুধুমাত্র চেঙ্গিসের শাসনই কায়েম থাকে তখন।

মহাকবি ইকবাল

২৬৩. আমার দেশ আজকের নয়, আগামীকালের।

রোম্যাঁ রলাঁ

২৬৪. স্বদেশ বলিতে বুঝেছি কেবল
দেশের পাহাড় মাটি বায়ুজল
দেশের মানুষে ঘৃণা করি
চাই করিতে দেশ স্বাধীন
যত যেতে চাই তত পথে ভাই
হই মা ধূলি-বিলীন।

কাজী নজরুল ইসলাম

২৬৫. আমার এই আফসোস যে দেশের তরে দেবার মতো আমার শুধুমাত্র একটি জীবনই রয়েছে।

মাথন হেইল

২৬৬. পৃথিবীতে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে গণতন্ত্র নিরাপদ থাকে।

উড্রো ইউলসন

২৬৭. সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে,
জানিনে তোর ধনরত্ন আছে কিনা রাণীর মতন।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬৮. একটি দেশের সরকারের প্রধান কর্তব্য হল দেশে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে যে-কোনো লোক অনায়াসে একটি ভালো কাজ করতে পারে এবং একটি দুষ্ট লোক সহজে কোনো মন্দ কাজ করতে না পারে।

ল্যাডস্টোন

২৬৯. রাজ্য রাখতে গেলে রাজ্য বাড়াতে হবে। ও যেন মানুষের দেহের মতো, বৃদ্ধি যেমনি বন্ধ হয়, ক্ষয়ও তেমনি শুরু হতে থাকে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭০. হিন্দু সভ্যতার মূলে সমাজ; ইউরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭১. সভ্যতার ইতিহাস মানবজাতির ধীরগতি ও বেদনাপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের ইতিহাস।

রবার্ট জি. ইনগারসন

২৭২. সভ্যতার সম্মুখে বর্তমানে সবচেয়ে বড় কর্তব্য যন্ত্রকে মানুষের প্রভু করার পরিবর্তে যন্ত্রের যা হওয়া উচিত অর্থাৎ যন্ত্রকে দাসে পরিণত করা।

হ্যাভলক এলিস

২৭৩. প্রত্যেক স্বাধীন নাগরিকের সৈনিক হওয়া উচিত। গ্রীক ও রোমানদের বেলায় এ ছিল সত্য এবং এটা প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্রের ব্যাপারেও সত্য হওয়া উচিত।

জেফারসন

২৭৪. যারা ইতিহাস রচনা করেন তারা ইতিহাস লেখার সময় পান না।

ম্যাটারনিক

২৭৫. স্বাধীনতা হল সৈকতবিহীন একটি প্রস্তরময় দ্বীপের মতো।

নেপেলিয়ন

২৭৬. একটি সুন্দর মুখের জন্য যেমন প্রসাধনের দরকার নেই, তেমনি একটি দেশপ্রেমিক জাতির জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই।

জন লিলি

২৭৭. পৃথিবী আমার দেশ, সমগ্র মানবজাতি আমার ভাই এবং মানুষের মঙ্গল করাই আমার ধর্ম।

টমাস পেইন

২৭৮. মাতৃভাষা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি যারা অনুরাগহীন তাহারা পশু বিশেষ। মাতৃভাষা মাতৃস্তনের ন্যায়। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষায় তোতা পাখীর মত মুখস্থ শক্তি যেমন বাড়ে সে পরিমাণে মস্তিষ্কের শক্তি বাড়ে না।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

০৬. ধনী ও ধনসম্পদ

ধনী ও ধনসম্পদ

১. তোমাদের ধনসম্পদ ও পুত্রকন্যা আমার নৈকট্যলাভের সহায়ক হবে না।

–আল-কোরআন

২. যার ধনলিপ্সা যত বেশি, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস তার তত কম।

–হযরত আলি (রা.)

৩. সে-ই সবচেয়ে বড় ধনী যার নিজস্ব বলতে কিছু নেই। ফরাসি প্রবাদ

৪. অল্প দ্রব্য দান করিতে লজ্জিত হইও না; কেননা, বিমুখ করা অপেক্ষা অল্প দান ভালো।

–হযরত আলি (রা.)

৫. কষ্টার্জিত স্বল্প ধন হইতে যাহা দেওয়া যায় তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ দান। –আল-হাদিস ৬. অর্থ যেখানে নেই, ভালোবাসা সেখানে দুর্বল।

স্যার টমাস ব্রাউন

৭. অর্থ মানুষকে পিশাচ করে তোলে, আবার অর্থ মানুষকে মহৎও করে তোলে।

ক্যাম্বেল ৮. মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়মে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে। –রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯. সমাজ দুই ধরনের লোক নিয়ে গঠিত–যারা তাদের আহারের রুচি বা ক্ষুধার তুলনায় অনেক বেশি ভোজ পায়, আর যারা ক্ষুধার তুলনায় খুব কম ভোজ পায়।

–রোস নিকোলাস চেমস ফোর্ড

১০. অহংকার ও দারিদ্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু, পাশাপাশি থাকতেই পছন্দ করে।

লর্ড হ্যালিফাক্স

১১. অভাব-অভিযোগ এমন একটা সমস্যা যা অন্যের কাছে না বলাই ভালো।

পিথাগোরাস

১২. যতক্ষণ টাকাই পারে জবাব দিতে ততক্ষণ জীবন বাজি রাখা নিরর্থক।

–শেখ সাদি

১৩. বিপদ আর বিলাসের জন্ম একই বৃন্তে।

ইংরেজি প্রবাদ

১৪. অমিতব্যয়ী লোকের জীবনে কখন দুর্দশা ঘনিয়ে আসবে, কেউ তা বলতে পারে।

সিনেকা

১৫. যিনি অতিশয় ধনী লোক, তাঁর পক্ষেও নিজের সংসারের আয়-ব্যয়ের খুঁটিনাটি দেখাতে হীনতা বলে কিছু থাকতে পারে না।

ফ্রান্সিস বেকন

১৬. সব রকমের খরচের বেলাতেই যদি কেউ সমানভাবে মুক্তহস্ত হতে চায়, তা হলে তাকে অতি অল্প সময়ে নিঃস্ব হতে হবে।

–ফ্রান্সিস বেকন।

১৭. যে-সম্পদ কারও চোখে পড়ে না তা-ই মানুষকে সুখী ও ঈর্ষান্বিত করে তোলে।

বেকন

১৮. এখন আর আগেকার মতো বংশগৌরবের আভিজাত্য নয়, টাকার শক্তিই শ্রেষ্ঠ আভিজাত্য।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

১৯. বাড়তি সম্পদ শিশুর হাতে ছুরির মতো। এটা যে-কারও ঠোঁট কাটতে পারে।

হ্যারল্ড লাস্কি

২০. আয় যত বৃদ্ধি পায় সঙ্কুলান ততই কঠিন হয়ে পড়ে।

হোয়াইট লী

২১. যে যত ঐশ্বর্যের অধিকারী, সে তত পরমুখাপেক্ষী।

–শেখ সাদি

২২. প্রকৃত ঐশ্বর্য হৃদয়ে, ধনে নয়–পূর্ণতা জ্ঞানে, বয়সে নয়।

–শেখ সাদি

২৩. সন্তান উৎপাদনের যেমন একটিমাত্র প্রক্রিয়াই রয়েছে তেমনি কোটিপতি হওয়া যায় একটিমাত্র পন্থাতেই চৌর্যবৃত্তি ও দুর্নীতির মাধ্যমে।

জহুর হোসেন চৌধুরী

২৪. বুদ্ধি থাকলে অর্থোপার্জন এবং অন্তর থাকলে তা খচর করা যায়।

উইলিয়াম হুইটিয়ার

২৫. টাকা কখনো কখনো মানুষকে হাস্যাস্পদ করে তোলে।

জর্জ মুর

২৬. যার টাকার চাহিদা বেশি তার সংসারে সবকিছুরই চাহিদা বেশি।

–টমাস ফুলার

২৭. অনেক কিছুর মায়া কাটিয়েছে মানুষ, কিন্তু একটি জিনিসের মায়া কাটাতে পারেনি? সেটা টাকা। আর সবকিছু না হলেও চলে, টাকা না হলে চলে না। টাকার ক্ষেত্রে আর কেউ ঠোঁট উলটে বলে না, আরে ভাই এই তো জীবন–কী হবে টাকা দিয়ে! বেঁচে থাকতে হলেই টাকার প্রয়োজন। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ টাকা আয় কমে তো আয়ু কমে।

ডি. এইচ. লরেন্স

২৮. হাতে যদি অর্থ না থাকে, তা হলে পরদুঃখকাতর হইয়া লাভ নেই।

ডা. লুৎফর রহমান

২৯. মানুষের পয়সা যে অনুপাতে বাড়তে থাকে ঠিক সেই অনুপাতেই কমে।

বুদ্ধদেব গুহ

৩০. আর্থিক সচ্ছলতা বন্ধু আনে, কিন্তু ভালোবাসা আনে না।

জোসেফ কনরাড

৩১. কম টাকা হলেও চলে যদি বুদ্ধি থাকে ও উদ্যম থাকে, যদি নিজের ওপর ভরসা থাকে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২. টাকার প্রশ্নে সবাই এক ধর্মাবলম্বী।

–ভলতেয়ার

৩৩. লাভ করিব এ লক্ষ্য করিয়াও টাকা করা যায়, কল্যাণ করিব এ লক্ষ্য করিয়াও টাকা করা যায়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪. যে-মানুষ টাকা খরচ করে ও টাকা জমায় বা সঞ্চয় করে সে-ই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি। কারণ দুটি কাজ করারই পুলক সে অনুভব করতে পারে।

–স্যামুয়েল জনসন

৩৫. টাকা বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে, এই টাকা আবার বন্ধুত্ব নষ্টও করে।

–পিয়েরে সেলডন

৩৬. যে সবচেয়ে বেশি দেয়, সে-ই সবচেয়ে বেশি পেয়ে থাকে।

রামকৃষ্ণ

৩৭. দানের সঙ্গে শ্রদ্ধা বা প্রেম মিললেই তবে তা সুন্দর ও পূর্ণ হয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৮. দারিদ্র্য, নির্মম দারিদ্র্য, মানুষের জীবনের সমস্ত মাধুর্যকে তুমি নিমেষে নিঃশেষ করে দাও।

–এস. ল্যান্ডার

৩৯. মানুষ ইচ্ছে করে ছোট ও দরিদ্র হয়।

–ডা. লুৎফর রহমান

৪০. দারিদ্রের যন্ত্রণা দরিদ্রকে যে-কোনো দুষ্কর্মে প্ররোচিত করে।

বার্নার্ড শ

৪১. দরিদ্রকে দয়া-দাক্ষিণ্য দেখানো অমানবিক কর্ম। দরিদ্রের দারিদ্র্য মোচনের পথ দেখানোই মানব্য তথা মানবিক।

বীরেন্দ্র দত্ত

৪২. পার্থিব বস্তুর আধিক্যকে ধন বলা যায় না। মানসিক সন্তোষই প্রধান ধন।

–আল-হাদিস

৪৩. ধনের ধর্মই অসমান্য। জ্ঞানধর্ম কলাসৌন্দর্য পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করিলে বাড়ে বই কমে না, কিন্তু ধন জিনিসটা পাঁচজনের কাছ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া, পাঁচজনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা না করিলে সে বেঁকে না। এইজন্য ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৪. তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্যলাভ করবে না।

–আল-কোরআন

৪৫. একজন গরিব ব্যক্তির কাছে ধনী ব্যক্তির ধনগৌরবের চাইতে ঘৃণ্য আর কিছুই নেই।

–কাম্বারল্যান্ড

৪৬. ধনলিপ্সা মানুষের মনের সুকোমল বৃত্তিগুলোকে নষ্ট করে তাকে পশুতে পরিণত

–টমসন।

৪৭. সমাজে দুধরনের লোকের দাপট বেশি। একদল হচ্ছে যাদের ঘরে খাবার বেশি আছে এবং আরেক দল আছে যাদের ঘরে খাবার প্রয়োজনের তুলনায় কম আছে।

—ডেল কার্নেগি

৪৮. টাকাওয়ালাদের দরদ টাকাওয়ালাদের পরেই।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৯. বড়লোক হবার শেষ্ঠ উপায় হচ্ছে টাকা খরচ না করা।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

৫০. ধনী হওয়ার অর্থ তো কেবল সংগ্রহ করাই নয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীকেও তেমনি ধনহীন করে তোলাও এর অন্য উদ্দেশ্য, নইলে নিজে ধনী হওয়ার কোনো মানেই থাকে না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫১. সে-ই সবচেয়ে ধনী যার নিজস্ব বলতে কিছু নেই।

ফরাসি প্রবাদ

৫২. যতটা পাওয়া যায় ততটা লইয়া টানাটানি করা কাঙালকেই শোভা পায়–ভোগ খর্ব করিলেই সম্পদের যথার্থ গৌরব।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৩. অতিরিক্ত ধনলিপ্সা বয়সকে অস্বীকার করার মতো পাপ।

ব্যানক্র্যাক্ট

৫৪. ঐশ্বর্যের মাঝে থেকেও দারিদ্র্যের মাঝে চলার মতো করে নিজেকে গড়ে নিও, কারণ ঐশ্বর্য ক্ষণস্থায়ী।

জন সেলডন

৫৫. সম্পদ যেমন দায়িত্ব বৃদ্ধি করে, তেমনি উত্তরাধিকারীকেও সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

–আর্থার ইয়ং

৫৬. সম্পদ সভ্যতা আনে না, কিন্তু সভ্যতা সম্পদ আনে।

হেনরি বিশার

৫৭. সম্পদ নিশ্চিতভাবে ভোগের জন্য।

–বেনিন

৫৮. বেশিরভাগ বড়লোকদের সাহসের বেশিটাই তাদের সম্পত্তিসম্ভূত।

–বুদ্ধদেব গুহ

৫৯. উত্তরাধিকারসূত্রে যে ধনবান, সে মর্যাদাবান নয়।

এডমন্ড বার্ক

৬০. বুদ্ধিহীনের সুখ্যাতি ও সম্পদ ভয়ংকর সম্পদ বিশেষ।

ডেমোক্রিটাস

৬১. যে আয় ভোগে লাগে না, তা থেকেও নেই।

আবদুর রহমান শাদাব

৬২. উপার্জিত টাকার চেয়ে খরচ যার বেশি হয়, সে কখনো ধনী হতে পারে না, আর সে কখনোই দরিদ্র নয়, যার খরচ তার উপার্জনের চেয়ে কম।

হ্যালি বার্টন

৬৩. আয়ের চেয়ে ব্যয়ের কৌশল রপ্ত করা অনেক বেশি কঠিন। স্বর্ণ-বৃষ্টির সময় কেউ টুপি পেতে ধনী হতে পারে, কিন্তু সুরুচি এবং পাকা অভিজ্ঞতা না থাকলে সার্থক খরচ করতে পারে না। মানুষ অর্থ দিয়ে যে অনর্থ কেনে তা দারিদ্র্যের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

আবদুর রহমান শাদাব

৬৪. যোগ্যতা যতই থাক, অবস্থা অনুকূল না হলে আয় হয় না। কিন্তু স্বেচ্ছাব্যয়ের সমস্ত দায়িত্বটাই নিজের। কে কীভাবে ব্যয় করে, তাতে নির্ণীত হয় তার জীবনের রূপ।

আবদুর রহমান শাদাব

৬৫. যে-ব্যক্তি স্বহস্তে আয় করে, হাতেম তাই-এর দান তাকে খাটো করতে পারে

–শেখ সাদি

৬৬. পাপপথে পয়সা অর্জন করার চেয়ে একজন স্ত্রীলোকের দাস হওয়া অনেক ভালো।

শেখ সাদি

৬৭. কসাইয়ের তাগাদা অপেক্ষা সে-গোশত্ না খেয়ে মরা ভালো।

শেখ সাদি

৬৮. মন যখন যা চায়, তা-ই খাওয়া অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

হযরত ইমাম হোসেন (রা.)

৬৯. আমাদের কী আছে তা কম সময়েই ভাবি, আমাদের অধিকাংশ চিন্তা কী নেই তা-ই নিয়ে।

শপেনহাওয়ার

৭০. পরের দুঃখের কথা করিলে চিন্তন
নিজের অভাব ক্ষোভ থাকে কতক্ষণ?

রজনীকান্ত সেন

৭১. অপব্যয়ী লোক তাদের উত্তরাধিকারীদের সর্বস্বান্ত করে আর কৃপণ করে নিজেকে সর্বস্বান্ত।

ব্রুইয়ের

৭২. যখন উপাসনা শেষ হবে, তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর দান অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকবে।

–আল-কোরআন

৭৩. উপার্জন না করলে পরমুখাপেক্ষিতা আসে, পরমুখাপেক্ষিতায় মানুষের ধর্ম শিথিল, বুদ্ধি দুর্বল এবং চুক্ষলজ্জা দূর হয়ে যায়।

হযরত লোকমান (আ.)

৭৪. ঋণ পরিশোধের পন্থা ঠিক না করে ঋণ কোরো না।

সক্রেটিস

৭৫. টাকার স্তূপের ওপরে যারা বসে থাকে আমাদের সংস্কৃতি নায়ক বানায় তাদেরকেই। আর নিজেদের কর্মক্ষেত্রের যোগ্যতার বিষয়ে তারা যা বলে, শুধু সেগুলোই আমরা শুনি না, জগতের বিভিন্ন বিষয়ে তাদের জ্ঞানগর্ভ বাণীও আমরা মনোযোগের সঙ্গে শুনি।

ম্যাক্স লার্নার

৭৬. ধার করা ভিক্ষা অপেক্ষা অধিকতর উন্নত নয়।

–লেস সিং

৭৭. অর্থই সকল অনর্থের মুল।

প্রবাদ

৭৮. পৃথিবীর সকল সম্পত্তিতে পৃথিবীর সকল মানুষের অধিকার সমান।

লেনিন

৭৯. অপচয়কারীরা ক্ষণিকের সুখ আনন্দের মোহে তাদের নিজের যেমন তেমনি সন্তানদের ভবিষ্যও নষ্ট করে।

বার্ট্রান্ড রাসেল

৮০. মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়মে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮১. ধনী হওয়া ধনের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে মনের তৃপ্তির উপর।

–আল-হাদিস

৮২. জীবনের সর্বক্ষেত্র থেকে অনাবশ্যক সবকিছু হেঁটে ফেলাই শ্রেয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৮৩. অপব্যয় কোনো সুনাম বা ধনাট্যের প্রমাণ নয়–তা নেহাতই বোকামি।

টমাস হার্ডি

৮৪. অপব্যয়কারী প্রয়োজনের সময় প্রয়োজনীয় ব্যয় করতে পারে না।

কোরনেলি

৮৫. অমিতব্যয়ী লোকের জীবনে কখন দুর্দশা ঘনিয়ে আসে, বোঝা যায় না।

সিনেকা

৮৬. পৃথিবীতে অভাব আর অসত্য থাকিবেই, উচ্চ অবস্থা অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে; বাকি সকলেই যদি অবস্থাপন্ন লোকের সহিত ভাগ্য তুলনা করিয়া মনে মনে অমর্যাদা অনুভব করে, তবে তাহা আপন দীনতায় যথার্থ ক্ষুদ্র হইয়া।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৭. পূর্বপুরুষের অতুল সম্পদের আস্ফালনে ভিক্ষাজীবী বংশধরের লাভ?

–ড. আহমদ শরীফ

৮৮. ঐশ্বর্য মানুষের একমাত্র স্বপ্ন। ঐশ্বর্যের পদপ্রান্তে পাপ ও পুণ্য ধর্ম ও অনাচার, সভ্যতা ও বর্বরতা, প্রেম ও প্রবঞ্চনা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐশ্বর্য এমন একটি বস্তু যাহার জাত বিচার নাই। শাঠ্য ও সভ্যতা, নীচতা, ন্যায়, মাৎসর্য ও মানবতা সবকিছুকেই সে একসঙ্গে আলিঙ্গন করিয়াছে। ঐশ্বর্যই কীর্তি, ঐশ্বর্যই ধ্বংসের প্রতীক।

প্রবোধকুমার সান্যাল

৮৯. যেদেশে ক্রেতা-বিক্রেতা সবাই চোর, যেখানে সরকারি কর্মচারীরা অধিকাংশ ঘুষখোর, সেখানে নিয়ন্ত্রণ করা মাত্রই কালোবাজারের সৃষ্টি করে।

–বনফুল

৯০. কার্পণ্য ত্যাগ করো নতুবা তোমার আপনজনরা তোমার জন্য লজ্জিত হবে এবং অপরে তোমাকে ঘৃণা করবে।

–হযরত আলি (রা.)

৯১. মুখে অনেকেই টাকা অতি তুচ্ছ, অর্থ অনর্থের মূল বলিয়া থাকেন কিন্তু জগৎ এমন ভয়ানক স্থান যে, টাকা না থাকিলে তাহার স্থান সমাজে নাই, কোথাও নাই। স্বজাতির নিকটে, জ্ঞাতির নিকটে, ভ্রাতা-ভগ্নির নিকটে কথাটির প্রত্যাশা নাই অর্থাৎ টাকা না থাকিলে স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব কেহই ভালোবাসে না, সাধারণ মান্য করে না, বিপদে জ্ঞান থাকে না। জন্ম মাত্র টাকা, জীবনে টাকা, জীবনান্তে টাকা, জগতে টাকারই খেলা।

মীর মোশাররফ হোসেন

৯২. টাকাকড়ির মূল্য যে কত তা যদি যাচাই করতে চাও, তা হলে কারও কাছ থেকে টাকা ধার নিতে চেষ্টা করো।

ফ্রাংকলিন

৯৩. টাকা টাকা আনতে পারে, কিন্তু সম্মান আনতে পারে না।

স্কট

৯৪. নগদ টাকা আলাদিনের চেরাগের তুল্য।

বায়রন

৯৫. যার পকেটে টাকা নেই, তার পকেটে অবশ্যই মধু থাকতে হবে।

র‍্যাল্যান্ড আটকিন

৯৬. মেয়েছেলে টাকার দাম বুঝতে শেখে যখন রোজগার করে।

–প্রবোধকুমার সান্যাল

৯৭. দারিদ্রের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কেননা, ইহার অভিশাপ মানুষকে কাফেরে পরিণত করে।

–আল-হাদিস

৯৮. দরিদ্রদের নিয়ে ভাবে অনেকে, কিন্তু তাদের জন্য কিছু করে খুব স্বল্পসংখ্যক লোক।

রবার্ট বার্টন

৯৯. বিধাতার সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষই একমাত্র দরিদ্র।

টমাস লোয়েন

১০০. টাকা মানুষের শ্রম আর সত্তার বিচ্ছিন্ন সারমর্ম; এই সারমর্ম নিয়ন্ত্রণ করে মানুষকে, আর মানুষ একে করে উপাসনা।

কার্ল মার্কস

১০১. টাকা যখন থাকে, সত্য থাকে নীরব।

রুশি প্রবাদ

১০২. কিছু না থাকার অর্থ দরিদ্র নয়।

–জন গাওয়ার

১০৩. দারিদ্রকে যে মাথা পেতে গ্রহণ করে, সে ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ।

লঙফেলো

১০৪. দক্ষিণ হস্ত যাহা প্রদান করে বাম হস্ত তাহা জানিতে পারে না, এইরূপ দানই সর্বোৎকৃষ্ট।

–আল-হাদিস

১০৫. দানের সঙ্গে শ্রদ্ধা বা প্রেম মিলিয়ে তবেই তাহা সুন্দর ও সমগ্র হয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৬. দরিদ্রকে দান করিলে সেই দানের জন্য একটি পুরুস্কার আছে। কিন্তু অভাবগ্রস্ত আত্মীয়স্বজনকে দান করিলে সেই দানের জন্য দুইটি পুরস্কার আছে, একটি দানের জন্য, অন্যটি আত্মীয়কে সাহায্য করার জন্য।

–আল-হাদিস

১০৭. সকলের কিছু-না-কিছু দান করিবার চেষ্টা করা উচিত। তবে একটা কথা আছে দিব বলিয়া না দেওয়া, না দেওয়ার চেয়েও দোষাবহ।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

১০৮. খোয়া যাওয়া আর কিছুই নয়, নিছক পরিবর্তন; আর পরিবর্তন প্রকৃতির আনন্দ।

মার্কাস অরেলিয়ার

১০৯. এমন অনেক সময় আসে যখন কিছু অর্জন করার চাইতে কছু হারানো ভালো।

–পুটাস

১১০. যে খোয়া যাওয়ার কথা অজানা, সেটা খোয়া যাওয়াই নয়।

–পাবলিলিয়াস সাইরাস

১১১. যা-কিছু তুমি খোয়াতে পার, তাকে পাত্তা দিয়ো না।

–পাবলিলিয়াস সাইরাস

১১২. অযাচিত দানই দান, চাহিলে অনেক সময় চক্ষুলজ্জায় লোকে দান করে, কিন্তু সে দান নহে।

–হযরত আলি (রা.)

১১৩. উহাই শ্রেষ্ঠ দান যাহা হৃদয় হইতে উৎসারিত হয় এবং রসনা হইতে ক্ষরিত হইয়া ব্যথিতের ব্যথা দূর করে।

–আল-হাদিস

১১৪. অভাবগ্রস্ত যে, তার চিত্তে স্বাধীনতা থাকে না। তুমি মিতব্যয়ী হও, তোমার মনের স্বাধীনতা বেড়ে যাবে।

–ডা. লুৎফর রহমান

১১৫. আয় যত বেশি বাড়ে ব্যয়সংকুলান ততই কঠিন হয়ে পড়ে। হোয়াটলি ১১৬. ব্যবসা কর, শিল্প ধর, চাকুরীর মায়া ছাড়।

–আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

১১৭. ব্যবসার আত্মা হচ্ছে তৎপরতা।

–চেস্টারফিল্ড

১১৮. ব্যবসায়ীদের নিজস্ব কোনো দেশ নেই।

–জেফারসন

১১৯. মানুষ যদি হিসেবী হত তা হলে জগতের পনেরো আনা দুঃখ কমে যেত, জগতে এত দরিদ্র লোক থাকত না। মানুষের এত হাহাকার শোনা যেত না।

ডা. লুঃফর রহমান

১২০. ছোট ছোট ব্যয় সম্বন্ধে সাবধান হও। একটি ছোট ছিদ্র মস্তবড় জাহাজকে ডুবিয়ে দিতে পারে।

ফ্রাংকলিন

১২১. স্বাস্থ্যের চাইতে বড় সম্পদ এবং অল্পে তুষ্টির চাইতে বড় সুখ আর কিছু নেই।

–হযরত আলি (রা.)

১২২. সম্পদ কোনোদিন সভ্যতা আনতে না, কিন্তু সভ্যতা সম্পদ আনয়ন করতে

হেনরি ওয়ার্ড

১২৩. সম্পদ যে অর্জন করে তার নয়, যে ভোগ করে তার।

জেমস হাওয়েল

১২৪. সম্পত্তিই শক্তিশালী লোকদের দুর্বলের উপর শোষণ চালাতে সাহায্য করে।

–প্রুধো

১২৫. বুদ্ধিহীনের সুখ্যাতি ও সম্পদ ভয়ংকর সম্পদবিশেষ।

ডেমোক্রিটাস

১২৬. অর্থ জিনিসটাকে তুচ্ছ বলে অবজ্ঞা করা চলে তখনই যখন তাতে দিনপাত হয় মাত্র। যখন তার চূড়াকে সমুচ্চ করে তোলা যায় তখনই জনসাধারণ তাকে শ্রদ্ধা করে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৭. অর্থ ও ক্ষমতার লোভে মানুষ যে-কোনো পর্যায়ে নেমে যেতে পারে।

টমাস ফুলার

১২৮. অর্থ থেকে সদ্‌গুণ জন্মে না, বরং অর্থ ও আন্যান্য কাম্য বিষয় সদ্‌গুণ থেকেই জন্মগ্রহণ করে।

সক্রেটিস

১২৯. মানস-প্রতিমা আমাদের বেঁধে রাখে খোয়া যাওয়া গুপ্তধনের সঙ্গে, কিন্তু খোয়া যাওয়ার ফলেই তৈরি হয় সেই প্রতিমা।

–কোলে

১৩০. ভোজন করো এবং পান করো, কিন্তু অপচয় করিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীকে ভালোবাসেন না।

–আল-কোরআন

১৩১. শিক্ষার অভাবেব সঙ্গে প্রাচুর্যের অভাব ঘটলে মানুষ কাঙ্গাল হয়। নইলে হয় চোর। আবার প্রাচুর্যের আধিক্যও বিপদ। চোর-ডাকাতের ভয় লেগে থাকে।

–খোন্দকার মোঃ ইলিয়াস

১৩২. তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী উপভোগ করো।

–পি. জে. বেইলি

১৩৩. কর্জ পৃথিবীতে খোদাতালার দণ্ডস্বরূপ। যখন তিনি কোনো লোককে অপমানিত করতে চান, তখন তাহার ঘাড়ে কর্জের বোঝা চাপাইয়া দেন।

–আল-হাদিস

১৩৪. মুসলমান যে-পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ না করে, সে-পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং পুণ্যাত্মাদের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিবে না।

–আল-হাদিস

১৩৫. ঋণ করার অভ্যাসই হচ্ছে নিকৃষ্টতম দরিদ্রের লক্ষণ।

টমাস ফুলার

১৩৬. অর্থ ও যশ মানুষের জীবনের সব নয়।

স্কট

১৩৭. নিজ অর্জিত অর্থ ব্যয় করে যে-আনন্দ পাওয়া যায়, অন্যের প্রদত্ত অর্থে তার বিন্দুমাত্রও পাওয়া যায় ন।

স্যামুয়েল রোজার

১৩৮. পুণ্যবান হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার হৃদয় এবং অর্থ দুটোই আছে; কারণ সে শেষোক্তকে ভালোভাবে কাজে লাগায়।

মানান্ডার

১৩৯. যে অপব্যয় করে আজ, গতকালের দৌলতের বড়াই করে, পরশু তার কিছুই থাকবে না নিজের বলে বলবার।

সম্রাট শিষোয়াংশি

১৪০. উপার্জনের চেয়ে বিতরণের মাজেই বেশি সুখ নিহিত।

টিনা

১৪১. সকালবেলায় ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে জাগ্রত হওয়ার বিড়ম্বনার চেয়ে রাত্রিতে ক্ষুধার্ত অবস্থায় শয়ন করা অনেক বেশি বুদ্ধিমানের কাজ।

ফকরি

১৪২. যদি কারও সাথে বন্ধুত্ব রাখতে হয়, তা হলে সবচেয়ে ভালো উপায় হল তাদের কোনো ধার না দেওয়া বা তাদের থেকে কোনোকিছু ধার না নেওয়া।

–পলড়ি কোক

১৪৩. এ জগতে নিঃসম্বল দরিদ্রের আছে মহত্ব, অমিতব্যয়ী ধনীর আছে ঔদার্য। ব্যয়কুন্ঠ বিত্তবানের নেই কোনোটাই।

যাযাবর

১৪৪. কৃপণতা সকল বদভ্যাসের সম্মিলিত রূপ। এটা এমনি এক লাগাম যা দ্বারা যে-কোনো অন্যায়ের দিকে টেনে নেওয়া চলে।

–হযরত আলি (রা.)

১৪৫. যে টাকা চায় সে পৃথিবীর সবকিছু চায়।

বিরন

১৪৬. বিদ্যা যতই বাড়ে ততই জানা যায় যে কিছুই জানি না, টাকারও সে-ই দশা। টাকা যতই বাড়ে ততই মনে হয়, টাকা নাই বলিলেই চলে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৭. টাকা রোজগার করতে মাথা, আর টাকা খরচ করতে হৃদয় লাগে।

ফারকুহার

১৪৮. টাকা সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।

–আর্থার হুগ

১৪৯. টাকা যখন কথা বলে তখন সত্য চুপ করে থাকে। রাশিয়ান প্রবাদ ১৫০. টাকা হাতে থাকলে সবাই ভাই বলে ডাকে।

–পোল্যান্ডের প্রবাদ

১৫১. পা ফাঁক করো তোমার কম্বলের মাপের অনুপাতে।

–পারস্য প্রবাদ

১৫২. এমন কোনো ফল নেই পাকার আগে যা তেতো না থাকে।

–পাবলিলিয়াস সাইরাস

১৫৩. ধনী লোকদের পাকস্থলী সাধরণত সুস্থ থাকে না।

ওয়াল্টার হুইটম্যান

১৫৪. যার কাছে ধন থাকে, ধন তার নয়, যে ধন খরচ করে ধন তারই হয়।

ফ্রাংকলিন

১৫৫. ধনসম্পদ হচ্ছে কলহের কারণ, দুর্যোগের মাধ্যম, কষ্টের উপলক্ষ এবং বিপদ আপদের বাহন।

–হযরত আলি (রা.)

১৫৬. ধনলিপ্সা মানুষের মনের সুকোমল বৃত্তিগুলোকে নষ্ট করে তাকে পশুতে পরিণত করে।

টমসন

১৫৭. অত্যন্ত সাধারণ পয়সা, হাটে হাটে হাতে হাতে ঘুরে ক্ষয়ে যাওয়া, মলিন হয়ে যাওয়া পয়সা, তাম্রগন্ধী পয়সা, কুবেরের আদিম স্বরূপ, যা রুপোর সোনার কাগজে দলিলে নানা মূর্তি পরিগ্রহ করে মানুষের মনকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৮. তোমার সুসজ্জিত গৃহে যতখানি প্রাচুর্য আছে, ততখানি আনন্দ থাকবে, এমন কোনো কথা নেই।

উইলিয়াম ম্যাসন

১৫৯. অন্যায় পন্থা অবলম্বন করে যে-সম্পদ অর্জন করা হয় তা নিঃশেষ হতে থাকে, আর সৎ পন্থায় পরিশ্রম করে যা অর্জিত হয়, তা বাড়তে থাকে।

হযরত সুলায়মান (আ.)

১৬০. প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ কোনো মানুষের জীবনেই মঙ্গল আনতে পারে না।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

১৬১. অভাব যখন দরজায় এসে দাঁড়ায়, ভালোবাসা তখন জানালা দিয়ে পালায়।

–শেক্সপীয়ার

১৬২. কৃপণের ধন উঠে আসে মাটির তলা থেকে, আর কৃপণ নিজে গিয়ে ঢেকে মাটির তলায়।

–শেখ সাদি

১৬৩. কৃপণের আঙুলের ফাঁক দিয়ে পানি গড়ায় না।

মালয়ী প্রবাদ

১৬৪. জীবনটার পরিধি খুব ছোট। যতশীঘ্র মানুষ তার ধনসম্পদ ভোগ করতে আরম্ভ করে তার ততই মঙ্গল।

স্যামুয়েল জনসন

১৬৫. কৃপণেরা নিজেদের পেট আর পিঠ পকেটে ঢুকিয়ে রাখে।

টমাস ফুলার

১৬৬. মরার আগ পর্যন্ত কৃপণ আর মোয়োর কোনো কাজে আসে না।

ফরাসি প্রবাদ

১৬৭. মানুষের প্রয়োজন যাতে
বিধি তাহা দিলেন সকলি
মনগড়া অভাব সৃজিয়া
দুঃখ পাই আমরা কেবলি।

–পঙ্কজিনী বসু

১৬৮. যে-ব্যক্তি তার প্রয়োজন মেটানোর মতো উপার্জনে সন্তুষ্ট থাকে, তার চাইতে নিরুদ্বিগ্ন জীবন আর কারও হতে পারে না।

–হযরত আলি (রা.)

১৬৯. হাজার পয়সা দানের চেয়ে এক পয়সা ঋণ পরিশোধ বেশি মূল্যবান।

হযরত আবদুল-বিন মোবারক (রা.)

১৭০. কৃপণ ব্যক্তি খোদা হইতে দূরে, লোকসমাজে ঘৃণিত ও দোজখের নিকটবর্তী।

–আল-হাদিস

১৭১. টাকা ছাড়া একজন লোক তীরছাড়া ধনুকের মতো।

জন ব্রে

১৭২. টাকা হারানো খুব সহজ ব্যাপার, কিন্তু টাকা উপার্জন করাটা মারাত্মক কঠিন।

সিসেরো

১৭৩. টাকার পেছনে ছুটলে টাকা পাওয়া যায় না। টাকা যখন আসার ঠিক তখনই আসে।

–সৈকত চৌধুরী

১৭৪. ছিল মোর টাকা কড়ি
ছিল মোর বন্ধুও বিস্তর
দিলাম সে টাকা কড়ি
বন্ধুগণে ধার অতঃপর;
চাহিলাম ফিরে মোর
টাকা সব বন্ধুর নিকট,
টাকাতো গেলই মোর
দিল সব বন্ধুই চম্পট।

কার্তিকচন্দ্র

১৭৫. দারিদ্র্যটা মানুষের গৌরব নয়,তার লজ্জা। অভাবের জ্বালায় মানুষ রুখে দাঁড়ায়; তখন তার অর্থ এই নয় যে, সারা দুনিয়াকে তারা গরিব করে দেবে। সকলের বড়লোক হওয়ার দরকার আছে বলে কয়েকজন অতি বড়লোকের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই।

–নারায়ণ সান্যাল

১৭৬ হে দরিদ্র, তুমি মোরে করেছ মহান!
তুমি মোরে দানিয়াছ খৃস্টের সম্মান
কন্টক মুকুট শোভা।

কাজী নজরুল ইসলাম

১৭৭. দারিদ্র্যে লজ্জার কিছু নেই। লজ্জা আছে দারিদ্র্যকে কেন্দ্র করে অন্যের করুণাভিক্ষায়।

স্যার আর্থার হেলপ

১৭৮. দারিদ্র্য পাপ নয়, কিন্তু দারিদ্র্য যেন চরিত্রের মাধুর্যকে নষ্ট না করে।

টমাস ফুলার

১৭৯. হাতের দান হাতে-হাতেই চুকিয়ে দাও ... হৃদয়ের দান, যত অপেক্ষা করবে তত তার দান বাড়বে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮০. জগতে সর্বদাই দাতার আসন গ্রহণ করো। সর্বস্ব দিয়ে দাও। আর ফিরে কিছু চেয়ো না। ভালোবাসা দাও, সাহায্য দাও, সেবা এতটুকু যা তোমার দেবার আছে দিয়ে যাও। কিন্তু সাবধান, বিনিময়ে কিছু চেয়ো না।

স্বামী বিবেকানন্দ

১৮১. ধনী লোকের ধন তার স্বাস্থ্যের বড় শত্রু।

জর্জ ওয়েস্ট স্টোন

১৮২. আমাদের অনেকেই প্রথম উদ্যমে ব্যবসায়ে প্রবেশ করে অল্পদিনের মধ্যে সফলতা লাভের জন্য অধীর হয়ে ওঠেন। আর যদি প্রথমে কিছু লোকসান হয় তো অমনি ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে হা চাকুরী, হা চাকুরী করে বেড়ান। কিন্তু স্থিরভাবে লেগে থাকতে না পারলে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সফলতা লাভের আশা দুরাশা মাত্র।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

১৮৩. প্রাচুর্য মানুষের প্রয়োজন মেটায়, অতিরিক্ত সম্পদ মানুষকে উন্নাসিক করে তোলে।

টমাস ফুলসার

১৮৪. যে-সমস্ত মানুষ বেহিসেবি হয়ে রসনাকে সংযত করতে জানে না, মূর্খের মতো খেয়াল চাপে আর খরচ করে, তারা মনুষ্যত্বর অবমাননা করে, দুঃখের পর দুঃখ, অশান্তি ও বেদনা তাদের জীবনের অনেক শক্তি নষ্ট করে দয়ে। –ডা. লুৎফর রহমান

১৮৫. বিনাশ্রমে অর্জিত সম্পদ দুঃখজনক পরিণতি ডেকে আনে।

মহিউদ্দিন

১৮৬. সম্পদের মালিক হবার পর যারা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে, তাদের সেই সম্পদ স্থায়ী থাকে। আর যারা দায়িত্ব ভুলে যায়, তারা নিজের হাতেই সম্পদের ধ্বংস ডেকে আনে।

–হযরত আলি (রা.)

১৮৭. অর্থ উপার্জনের যদিও নানা ধরনের উৎস আছে, কিন্তু অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে বিধিবন্ধ নিয়ম মেনে চলা ভালো।

গোল্ডস্মিথ

১৮৮. মানুষ ইচ্ছা করেই ছোট ও দরিদ্র হয়। তার ছোট ও দরিদ্র হবার কোনো কথাই নাই। তার শুধু সহিষ্ণু পরিশ্রম চাই। জয়ের জন্য শুধু আল্লাহর দিকে চেয়ে থেকো না। তোমার বাহুতে যে শক্তি আছে, তোমার মাথায় যে বুদ্ধি আছে তার ব্যবহার করো তুমি।

ডা. লুৎফর রহমান

১৮৯. দরিদ্রের সমাজ নেই, দরিদ্রের ধর্ম নেই, দরিদ্রের জীবননীতি কোথাও কিছু নেই। তাদের এক ও অদ্বিতীয় পরিচয় তারা সর্বহারা নিঃস্ব।

–প্রাবাধকুমার সান্যাল

১৯০. পাখি উড়াল দেয়ার আগে ডিমের খোলস অবশ্যই ভাঙতে হয়।

–লর্ড টেনিসন

১৯১. যে উড়তে শেখে আগে তাকে অবশ্যই শিখে নিতে হয় দাঁড়ানো; আর হাঁটা আর দৌড়ানো আর আরোহণ আর নাচ; কেবলমাত্র উড়েই বড় শেখা যায় না।

নিৎসে

১৯২. মানুষকে দান করো কিন্তু দান করার জন্যই কি দান করতে হবে? দেখতে হবে, প্রদত্ত পয়সায় দানপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রকৃত উপকার হবে কি না। যার আছে তাকে আরও দিলে পয়সার অপব্যবহার করা হয় না কি?

–ডা. লুৎফর রহমান

১৯৩. কৃপণতা মর্যাদাহানি করে। কাপুরুষতা পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জনের পথে বৃহৎ অন্তরায়। দরিদ্র মহাজ্ঞানীকেও অনেক সময় প্রতিপক্ষের সামনে মৌন করে দেয়। অপাত্রে বিনয় বিপদ ডেকে আনে। ধৈর্যই প্রকৃত সম্পদ।

–হযরত আলি (রা.)

১৯৪. কোনো জ্ঞানী বলিয়াছেন আত্মার ঐশ্বর্য থাকিলে দরিদ্রতা কাহারও ক্ষতি করিতে পারে না এবং মানুষের আত্মা দরিদ্র হইলে ঐশ্বর্য দ্বারা তাহার কোনো উপকার সাধিত হয় ন।

অজ্ঞাত

১৯৫. যে তোমার সহিত মন্দ ব্যবহার করে তাহার সহিত তুমি ভালো ব্যবহার করিও—তাহা হইলে সকলের উপরে জয়লাভ করিতে পারিবে। কাহারও ঐশ্বর্যে ঈর্ষা করিও না—তাহাতেই শান্তি লাভ হইবে। বন্ধুলাভ করিতে হইলে স্বার্থপর হইও না। সরলতা বা আন্তরিকতার সহিত কাজ করিও, তাহার পুরস্কার পাইবে।

ইমাম পাঞ্জালি (রা.)

১৯৬. লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হল আর এক—অনেক তফাত। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হল কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুত্ব লাভ করে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৭. দানশীলতা বেহেস্তের একটি গাছ। দানশীল ব্যক্তি ঐ গাছের একটি ডাল ধরল, যা যতক্ষণ তাকে বেহেশতে দাখিল না করবে, ততক্ষণ সে ছাড়বে না। কৃপণতা দোজখের একটি ডাল। কৃপণ ব্যক্তি এমনি একটি ডাল ধরল যা তাকে দোজখে নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত ছাড়বে না।

—আল-হাদিস

১৯৮. টাকা হল মুদ্রাশাসিত মুক্তি, আর একইভাবে পরাধীনের কাছে এটি দশ গুণ ভয়ঙ্কর। যদি পকেটে ঝনঝন করতে থাকে টাকা, সে অর্ধবন্দি, এর পরও সে টাকা খরচ করতে পারে না।

ফিওদর দস্তায়েভস্কি

১৯৯. যে-গাধার পিঠ স্বর্ণে বোঝাই, সে গিয়ে ওঠে দুর্গের চূড়ায়।

ইংরেজি প্রবাদ

২০০. টাকা জ্ঞানীলোকের বর্ম।

ইউরিপিদেস

২০১. টাকা থাকা মানে দয়ালু, সৎ সুন্দর আর রসিক হওয়া। আর যার নেই সে বিচ্ছিরি, বিরক্তিকর, মূর্খ এবং অকর্মা।

—জ্যাঁ জিরাদু

২০২. সুন্দরী স্ত্রী এবং পেছনের দরজা যে-কোনো মুহূর্তে একজন ধনী লোককে গরিব করতে পারে।

টি. এ. পিকক

২০৩. টাকা অনেকটা বাহু এবং পায়ের মতো, তাকে ব্যবহার করো অথবা পদদলিত করো।

–হেনরি ফোর্ড

২০৪. অর্থমন্ত্রীরা হলেন আইনসম্মত পকেটমার।

–পল রামাদিয়ে

২০৫. প্রজাতন্ত্রের টাকা যে-মুহূর্তে বেশি বেশি করে খরচ করতে শুরু করবেন, মনে হবে ওগুলো গৌরী সেনের।

–আইসেন হাওয়ার

২০৬. অর্থ গেলেই বুদ্ধি যায়।
যা-ই করে তা-ই ব্যর্থ হয়।....
মিত্র তার, জ্ঞাতি তার ঘরে যার ধন
'পুরুষ' ও 'পণ্ডিত' আখ্যা পায় সে জন।

চাণক্য পন্ডিত

২০৭. যে আমার টাকা চুরি করেছে সে শুধু আমার টাকই চুরি করেনি, বিশ্বাসও চুরি করেছে।

–বেন জনসন

২০৮. দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সর্বাপেক্ষা সজ্জন ব্যক্তির হাতে যখন টাকা এল, সে প্রথম খোয়াল সৌজন্য। সাধুর হাতে যখন টাকা এল, তখনই তার সাধুতার প্রশ্ন উঠল। নিঃস্বার্থ দেশসেবকের যখন টাকা হল, সে নিজে গড়ে উঠল স্বার্থপরের মতো। এ ছাড়া চেয়ে দেখো আন্যদিকে রাষ্ট্র যখন ধনবান হয়ে উঠছে দিনে দিনে তখন তার শাসকমহল অর্থনীতির তলায় তলিয়ে যাচ্ছে।

–প্রবোধকুমার সান্যাল

২০৯. আমাকে ধনসম্পদ বেশি দিও না এবং কমও দিও না। পুষ্টিকর খাদ্য এবং সুস্থ মানসিকতা নিয়ে আমাকে বাঁচতে দাও।

জন কলিন্স

২১০. আমাদের যা আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট তাকা উচিত। কখনই যা আমরা হতে পারি না তা নিয়ে নয়।

–ম্যাকিন্টস

২১১. পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে কুঁড়েঘরে থাকাও ভালো; অতৃপ্তি নিয়ে বিরাট অট্টালিকায় বাস করায় কোনো সার্থকতা সেই।

উইলিয়াম ডেভিস

২১২. যা তুমি দেখাও তার চেয়ে বেশি তোমার থাকা উচিত, যা তুমি জান তার তুলনায় তোমার কম কথা বলা উচিত।

শেক্সপীয়ার

২১৩. দারিদ্র এক ধরনের ঘৃণা আশীর্বাদ।

রবার্ট বার্টন

২১৪. সত্যিকারের গরিব কে জানেন? নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাকে ভিন্ন ধরনের জীবনাপন করতে হয়।

–প্রবোধকুমার সান্যাল

২১৫. টাকা হয়ে উঠেছে যৌনতার সমান। তুমি কিছুই ভাবতে পার না যদি তোমার টাকা না থাকে, যদি থাকে তবে এটি ছাড়া আর সবকিছু নিয়েই ভাবতে পার।

–জেমস বলডুইন

২১৬. রাজ্য দখলের চেয়ে বড় রাজ্য দান
গ্রহণের চেয়ে দান অনেক মহান।

মিল্টন

২১৭. একটি মানুষকে তখনই ধনী বলা যায়, যখন অন্যের তুলনায় তার নিজের জন্য অনেক ধরনের জিনিস সে কিনতে পারে বা ব্যবহার করতে পারে।

খোরো

২১৮. টাকা ধার দিলে ক্ষতি হয় : হয় টাকাটা হারানো যায়, নচেৎ একজন শত্রুলাভ হয়।

–আলবেনীয় প্রবাদ

২১৯. যদি টাকার মূল্য নিরূপণ করতে চাও তা হলে টাকা ধার করার চেষ্টা করে দেখো। যে ধার করে সে দুঃখ-দুর্দশাকেই আমন্ত্রণ জানায়।

ফ্রাংকলিন

২২০. বন্ধু খোয়াতে চাও? তবে তাকে কিছু টাকা ধার দাও।

এস্টোনিয়ান প্রবাদ

২২১. অনেক ধনসম্পদের চেয়ে একটা সুন্দর নাম ভালো।

কার্ভেন্টিস

২২২. একজন কুঁড়েঘরের দরিদ্র লোক যতবেশি নিশ্চিন্ত, একজন রাজা তত বেশি উদ্বিগ্ন।

জর্জ ম্যারিটন

২২৩. ধনসম্পদ ভালো জিনিস সন্দেহ নেই, তবে আর্থিক সম্পদের চাইতে স্বাস্থ্যের সম্পদ অনেক বেশি মূল্যবান। আবার শারীরিক সুস্থতার চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান অন্তরের পরিচ্ছন্নতা।

–হযরত আলি (রা.)

২২৪. ধনী ঘরে ছেলে জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু ধনীর ছেলে বলিয়া বিশেষ কিছু লইয়া কেহ জন্মায় না। ধনীর ছেলে ধনী এবং দরিদ্রের কোনো প্রভেদ লইয়া আসে না। জন্মের পরদিন হইতে মানুষ সেই প্রভেদ নিজের হাতে তৈরি করিয়া তুলিতে থাকে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২৫. যে-প্রাচুর্য কুপথে টানে, দারিদ্র তদপেক্ষা অনেক শ্রেয়। –হযরত আলি (রা.)

২২৬. ভালোবাসা মানুষকে শিল্পী করতে পারে; কিন্তু প্রাচুর্য বাধার সৃষ্টি করে।

ওয়াশিংটন অনল্টন

২২৭. ধনের যদি সদ্ব্যবহার করা হয়, তবে ইহা সুখের কারণ এবং সদুপায়ে ধনবৃদ্ধি করিতে সকলেই বৈধভাবে চেষ্টা করিতে পারে।

–আল-হাদিস

২২৮. আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে অনেক সময় মনের সঙ্গতি থাকে না।

উইলিয়াম শার্প

২২৯. আর্থিক সচ্ছলতা বন্ধু আনে, কিন্তু ভালোবাসা আনে না।

–জোসেফ কনরাড

২৩০. সামর্থ্যই হল গরিব লোকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

–এম. ওরেন

২৩১. তৎপরতা হল ব্যবসায়ে আত্মার মতো।

–এম. চেস্টারফিল্ড

২৩২. অর্থ হল এমন একটি চমৎকার জিনিস, যা থাকলে হাতে আসে ক্ষমতা, মনে আসে শান্তি আর স্বাধীনতা।

–জে. আর. লাওয়েল

২৩৩. জামার পকেটের তলিতে যদি একটি ফুটো থাকে তা হলে মুদ্রা দিয়ে পকেট বোঝাই করার কোনোই অর্থ হয় না।

ইলিয়ট

২৩৪. টাকা নিয়ে জগদীশ্বরের কী ধারণা জানতে চাইলে যাদের তিনি বস্তুটি দিয়েছেন তাদের দিকে তাকাও।

মরিস ব্যারিং

২৩৫. প্রত্যেকে, এমনকি ধনী কুমিররা পর্যন্ত, যতটা নির্দ্বিধায় চেক কেটে দিতে পারে, তত সহজে একটি পয়সা দিতে পারে না।

ম্যাক্স বিয়ারবোম

২৩৬. অর্থপ্রেমই সমস্ত শয়তানির মূল।

বাইবেল

২৩৭. জীবন বড় ছোট, আর টাকাও তেমনই।

–বের্টোল্ড ব্রেখট

২৩৮. দরিদ্রর জন্য কিছু সঞ্চয় করা এবং তাদের জন্য ভাবা মানুষ হিসাবে প্রত্যেকেরই কর্তব্য।

–জন ওজেল

২৩৯. যৌবনকালে অর্ধেক খাও, আর অর্ধেক সঞ্চয় করো। যৌবনের সঞ্চয় বৃদ্ধকালের অবলম্বন।

সক্রেটিস

২৪০. সঞ্চয় থাকতে রেখে দাও। বেলা থাকতে হেঁটে যাও।

শচীন্দ্রমোহন রায়

২৪১. সম্পদ যেমন দায়িত্ব বৃদ্ধি করে তেমনি অধিকারকেও সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

আর্থার ইয়ং

২৪২. আলো ও বাতাসের উপর পৃথিবীর সবার অধিকার যেমন সমান, তেমনি পৃথিবীর সকল সম্পত্তির উপর মানুষের অধিকার সমান।

মার্কল

২৪৩. দরিদ্রের সমস্ত দিনই একঘেয়ে ও বৈচিত্র্যহীন।

জন লিডগোট

২৪৪. সম্পত্তিই সারা দুনিয়ার মানুষকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছে; সমস্ত যুদ্ধ, রক্তপাত ও দ্বন্দ্বের মূলেই এই সম্পত্তি। আবার যেদিন এ-পৃথিবী সকলের সাধারণ ধনভাণ্ডারে পরিণত হবে এবং একদিন তা হবেই, সেই দিনই দুনিয়াজোড়া এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা হবে।

উইন স্ট্যানলি

২৪৫. টাকার জন্য চারটি নিয়ম :
যতটা পাওনা–পার তো সব আদায় করো।
যতটা পার–সঞ্চয় করো।

দেনা—যতটা পার মিটিয়ে ফেলো।
খাটাও—যতটা খাটানো সম্ভব।

হার্বাট ক্যাশন

২৪৬. নিজের টাকা দিয়ে লোকেরা যেমন খুশি থাকতে পারে—নিজের রুবলটি ভাইয়ের চেয়েও বেশি আপন।

—ম্যাক্সিম গোর্কি

২৪৭. যাও, রাস্তায় নেমে পড়ো। কাউকে থামিয়ে নীতি নিয়ে ভাষণ দাও একটা, অন্য আরেকজনের মুঠোয় গুঁজে দাও কিছু পয়সা, এরপর দ্যাখো কে বেশি শ্রদ্ধা করে।

স্যামুয়েল জনসন

২৪৮. ব্যাংক -অধ্যক্ষ এমন একজন লোক, যিনি ভালো আবহাওয়ার সময় আপনাকে ছাতা ধার দেন এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় যখন বৃষ্টি পড়তে থাকে তখন ছাতাটা কেড়ে নেন।

অজ্ঞাত

২৪৯. আদম যখন চষত জমি,
ইভ কাটিত সুতা,
তখন কে ছিল ধনী কে ছিল গরিব
এসব সকলি ছুতা।

—জন বল

২৫০. মানুষ যদি একটু বুঝেসুঝে খরচ করে তা হলে তার দুঃখ অনেকটা কমে যায়। মানুষ নিজের দুঃখ নিজেই রচনা করে নিজেকে নিজেই দরিদ্র করে।

—ডা. লুৎফর রহমান

০৭. জীবন ও মন

জীবন ও মন

১. পার্থিব জীবন ছলনাময়।

–আল-কোরআন

২. মানুষের জীবন এক ব্যস্ত মানচিত্র, যা কাজ এবং যুক্তিতর্ক ও পরামর্শে পূর্ণ।

কুপার

৩. জীবন হচ্ছে সমুদ্রের মতো তরঙ্গবহুল। কিন্তু সতর্কতার সাথে সাঁতার কাটলে খুব সহজেই তার কূল পাওয়া যায়।

–জন হার্তে

৪. মানুষের জীবন এক চমৎকার উপকথা,যা বিধাতা নিজে লিখেছেন।

হান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসন

৫. জীবন মানেই অনিশ্চিত ভ্রমণ।

শেক্সপীয়ার

৬. জীবন হচ্ছে সাদা কাগজের পাতা। তার মধ্যে আমাদের কেউ কেউ লিখতে পারে তার দু-একটা কথা, তার পরই নেমে আসে রাত্রি।

–জে. আর. লাওয়েল

৭. জীবন হচ্ছে একমাত্র সত্য ইতিহাস।

কার্লাইল

৮. জীবন এমন একটা স্তম্ভ, যা আমরা একা বহন করতে পারি না।

জ্যাকুইন মিলার

৯. জীবন হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার বৃহৎ সমষ্টি মাত্র।

জন ম্যানফিল্ড

১০. জীবন সামান্য জিনিসের বৃহৎ বন্ধন।

–এ. ডব্লিউ, হালমস

১১. জীবন একটা রঙ্গমঞ্চ; সুতরাং তোমার ভূমিকাভিনয় করতে শিখে নাও, গাম্ভীর্যকে এক পাশে সরিয়ে রেখে। নতুবা জীবনের মর্মবেদনা বহন করতে শেখা অপরের মঙ্গল করতে শেখার চেয়ে প্রায়শই ঢের বেশি কঠিন।

জসুয়া লথ লিয়েবম্যান

১২. মানুষের মন আকাশের চেয়ে বড়, সমুদ্রের চেয়ে গম্ভীর হতে পারে।

টমাস চ্যাম্পিয়ান

১৩. যে-জীবনে পরিশ্রম নেই, সে-জীবন যেন একটা গুরুতর অপরাধ। এবং যে পরিশ্রমে আর্টের আনন্দ নেই তা পশুত্ব।

রাস্কিন

১৪. দুনিয়াতে মানুষের মনই বোধহয় সবচেয়ে দুর্গম ও দুয়ে।

মুহম্মদ আবদুল হাই

১৫. দিন কতকের মেয়াদের শুধু

ধার করা এই জীবন মোর, হাস্য মুখে ফেরত দেব সময়টুকু হলেই ভোর।

–ওমর খৈয়াম

১৬. মানুষের জীবন যেন কোনো অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তে রচনা।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭. মানুষের জীবন মানচিত্রের মতো।

–শংকর

১৮. এসো সব, আশার দালান গড়া বালির উপরে আনো মদ, জীবন তো বাতাসের হঠাৎ প্রবাহ।

–হাফিজ

১৯. মৃতদের জন্য কাঁদো, কেননা, সে আলো থেকে বঞ্চিত। বোকাঁদের জন্য কাঁদো, কেননা, সে বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত; মৃতদের জন্যে কাঁদো কম শোকে, কেননা, সে আছে বিশ্রামে, কিন্তু বোকার জীবন মৃতের চেয়েও বাজে।

বাইবেল

২০. আমরা কথার অধীন, প্রথার অধীন, অসংখ্য প্রবৃত্তির অধীন।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১. মানুষের মনের সব থেকে বড় শত্রু হলো তার সংশয়, অবিশ্বাস, সন্দেহ।

সমরেশ বসু

২২. বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের অনুভূতিও পরিবর্তিত হয়।

সিডনি স্মিথ

২৩. তিনটি অভ্যাস মানুষের জীবনকে সুন্দর করে তোলে : (১) জ্ঞানীর সাহচর্য, (২) ব্যবহারে অমায়িকতা (৩) খরচের ভারসম্য রক্ষা করা।

জুবাইর

২৪. অভ্যাস উৎকৃষ্ট চাকরের মতো নতুবা নিকৃষ্ট মনিবের মতো হয়ে থাকে।

ইমনোস

২৫. অভ্যাসই অভ্যাসকে অতিক্রম করতে পারে। –

-আইজ্যাক ইউলিয়ামস

২৬. মনের অসন্তোষকে দীর্ঘদিন জিইয়ে রাখা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

আফরাবেন

২৭. অস্থির মানসিকতা স্বাস্থ্য এবং শান্তি দুটোতেই বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

–ডেল কার্নেগি

২৮. জীবনে আশা সূর্যকিরণের মতো বারবার ফিরে আসে।

জুভেনাল

২৯. সর্বোৎকৃষ্টের জন্য আশা করো আর সর্বনিকৃষ্টের জন্য তৈরি থাকো।

–ইংরেজি প্রবাদ

৩০. কেবল নিজের উপরই আস্থা রাখুন, অন্যেরা আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না।

টমাস ফুলার

৩১. এমন কেউ নেই যে কিছু হারায়নি, জীবনভর শুধু পেয়ে গেছে।

জন ক্লার্ক

৩২. আত্মহত্যা নয়, আত্মসমৃদ্ধিই জীবনের উদ্দেশ্য। আর তা কেবলমাত্র সম্ভব জীবন উপভোগের মাধ্যমে।

বার্ট্রান্ড রাসেল

৩৩. চেষ্টা করলেই মানুষ ইচ্ছানুযায়ী আনন্দ উপভোগ করতে পারে। লিঙ্কন ৩৪. জীবন ক্ষণস্থায়ী, কাজেই উপার্জনের পাশাপাশি তা ভোগ করে যাওয়া উচিত।

স্যামুয়েল জনসন

৩৫. কল্পনা বাস্তবের অভাব পূরণ। উদ্ভট কল্পনায় মন ক্যাঙ্গারুর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলে।

আব্দুর রহমান শাদাব

৩৬. মানুষের কল্পনাশক্তি না থাকলে পৃথিবীর এত উন্নতি সাধিত হত না।

–মার্শাল

৩৭. জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। তোমার সমস্ত কাজ ঠিক সময়মতো করে ফ্যালো।

–জর্জ আর্নল্ড

৩৮. প্রাণের অবস্থাটি খুব কোমল করিতে হইবে। কাদামাটির ন্যায় মনকে গঠন করা চাই। তাহা হইলে ঐ মনের দ্বারা অনেক সুন্দর নতুন জিনিস প্রস্তুত হইতে পারে।

স্বামী দয়ানন্দ অবধূত

৩৯. মন যেন পিঞ্জরার পাখি। কল্পনায় সে ডানা মেলে উড়ে যায়। কল্পনা না থাকলে মানুষ অন্য জীবের মতো বাস্তবে বন্দি হয়ে থাকত।

আব্দুর রহমান শাদাব

৪০. দুর্ভাগ্যের শিক্ষালয়ে নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা করতে হয়।

মহাত্মা গান্ধী

৪১. নিষ্ঠার সাথে পরিচর্যা করলে জীবনের লালিত্য বৃদ্ধি পাবে।

রিচার্ড হেনরি

৪২. পরিবর্তন মানে প্রগতি। প্রগতিই জীবন।

রাহাত খান

৪৩. ভয় মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে।

বায়রন

৪৪. মানুষের জীবনটাই অগণিত ভুলের যোগফল।

–হোমারক্রয়

৪৫. যে-মানুষ ভুল করে না, বস্তুত সে কিছুই করে না।

–এ.জে. ফিলিপস

৪৬. জীবন ভোগের জন্য।

–চার্লস ল্যাম

৪৭. জীবনের পরিধি খুবই ক্ষুদ্র। যত শীঘ্র মানুষ তার ধনসম্পদ ভোগ করতে শুরু করে, ততই তার মঙ্গল।

–স্যামুয়েল জনসন

৪৮. যৌবনই ভোগের কাল, বার্ধক্য স্মৃতিচারণের।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৯. মনের সৌন্দর্যকে যে অগ্রাধিকার দেয়, সংসারে সে-ই জয়লাভ করে।

–শেক্সপীয়ার

৫০. সুন্দরভাবে বাঁচতে হলে তোমার দুটো জিনিস দরকার, তা হচ্ছে–বুদ্ধি এবং রুচিবোধ।

–জে. জি. হুইটিয়ার

৫১. কুৎসিত মন একটি সুন্দর মুখের সমস্ত সৌন্দর্য কেড়ে নেয়।

লটমাস নুন

৫২. সন্দেহপ্রবণ মন এক বৃহৎ বোঝাস্বরূপ।

ফ্রান্সিস ফুয়ারেলস

৫৩. যে-মন সুখী এবং পরিতৃপ্ত সেই মনই মহৎ।

ফার্গুসন

৫৪. আমার মনই আমার ধর্মশালা।

–টমাস পেইন

৫৫. সন্দেহপ্রবণ মন ভালো কাজের অন্তরায়।

–রবার্ট ব্রাউনিং

৫৬. খাঁটি, সরল ও সুস্থ হচ্ছে সেই মন, যে ছোট বড় সকল বস্তুকে সমভাবে গ্রহণ করতে পারে।

–স্যামুয়েল জনসন

৫৭. মানুষের মনের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো সংশয়, অবিশ্বাস আর সন্দেহ।

–সমরেশ বসু

৫৮. তুমি যদি মনের সজীবতা ধরে রাখতে চাও, তা হলে সবকিছুকে সহজভাবে গ্রহণ করতে শেখো।

টমাস হুড

৫৯. যে মনের দিক থেকে বৃদ্ধ নয়, বার্ধক্য তার জীবনে আসে না।

–ফিলিপ ম্যাসিঞ্জার

৬০. যদি ভালোভাবে বাঁচতে চান তা হলে মনে রাখবেন–সমস্যাকে তুচ্ছজ্ঞান করতে হবে, আশীর্বাদকে গণ্য করতে হবে।

—ডেল কার্নেগি

৬১. জীবনকে যদি তুমি ভালোবাস তা হলে সময়ের অপচয় কোরো না। কেননা জীবনটা সময়ের সমষ্টি দ্বারা সৃষ্ট।

–ফ্রাঙ্কলিন

৬২. সময়ের সমুদ্রে আছি, কিন্তু এক মুহূর্ত সময় নেই।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৩. মৃত্যুর চেয়ে কঠিন হচ্ছে জীবন। কেননা দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ কেবল জীবনেই ভোগ করতে হয়, মৃত্যু তা থেকে মুক্তি দেয়।

সক্রেটিস

৬৪. নদীতে স্রোত আছে তাই নদী বেগবান, জীবনে দ্বন্দ্ব আছে তাই জীবন বৈচিত্র্যময়।

–টমাস মূর

৬৫. কর্মহীন জীবন হতাশার কাফনে জড়ানো একটি জীবন্ত লাশ।

–ডেল কার্নেগি

৬৬. আমাদের জীবন আমাদের ইচ্ছার উপর নয়, আমাদের কর্মের উপর দণ্ডায়মান।

–লিথা গোরাম

৬৭. মনের উপর কারও হাত নেই। মনের উপর জোর খাটানোর চেষ্টা করা বৃথা।

–ম্যাকডোনাল্ড

৬৮. শিশুদের মনটা স্বর্গীয় ফুলের মতোই সুন্দর।

–এডমন্ড ওয়ালার

৬৯. অসি দিয়া নয়, নির্ভীক করে
মন দিয়া রণ জয়,
অস্ত্রে যুদ্ধ জয় করা সাজে
দেশ জয় নাহি হয়।

কাজী নজরুল ইসলাম

৭০. শরীর ও শরীরের স্বাস্থ্য সম্পর্কে মনের কার্য অনেক। মন কারিগর যেমন গড়ে শরীর তেমনি হয়। মন যদি শরীর সম্বন্ধে কুৎসিত ভাবনা করে শরীর কুৎসিত হয়।

শ্রীসরলা দেবী

৭১. একটি সুখের সংসার ধ্বংস করার জন্য শয়তান যতগুলো অস্ত্র আবিষ্কার করেছে, তার মধ্যে মারাত্মক অস্ত্র স্ত্রীর ঘ্যানর ঘ্যানর।

—ডেল কার্নেগি

৭২. আনন্দ মাধুর্যহীন জীবন জীবনই নয়।

–মেসিল্ডার

৭৩. জীবন আমাদের ইচ্ছাধীন নয়।

–সমরেশ বসু

৭৪. যা পচে গেছে, যা মরে গেছে তাকে সিল্কের কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখলে লাভ কী? তাতে আর নবজীবন আসবে না। আজ যাতে জীবন নেই, যাতে থেমে গেছে জীবনের স্পন্দন, তা যেমন নিজেকে চালাতে পারে না, তেমনি অপরকেও চালাতে পারে না। তেমন জিনিস যদি আমাদের অতি প্রিয় জিনিসও হয়, তবু তাকে কবর দিয়ে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। জীবন মানে এগিয়ে চলা।

–কামাল আতাতুর্ক

৭৫. দীর্ঘ আয়ু দীর্ঘ অভিশাপ,
বিচ্ছেদের তাপ নাশে সেই বড়ো তাপ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৬. তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না .... তাহার মুখে আধো-আধা কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগলভতা। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ে কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসুহ বোধ হয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৭. আগন্তুককে গালি দেয়ার জন্যে সবাই মুখিয়ে থাকে।

ইস্কিলাস

৭৮. বিদেশি সবকিছুই শ্রদ্ধেয়। একটি কারণ এটি অজানা জায়গা থেকে আসে, অন্য কারণ এটি তৈরি আর নিখুঁত।

–বালতাসার প্রাসিয়া

৭৯. মানুষ যাকে চেনে না, তার কাছে সে মানুষ নয়, চিতাবাঘ।

–পুটাস

৮০. বেঁচে থাকি, আশা করি, কষ্ট পাই, কাদি, লড়ি, আর সবশেষে ভুলে যাওয়া ..যেন কোনোদিন ছিলামই না।

–মেরি বাশকিরভ সেভ

৮১. পিঁপড়ে আর বুনোরা আগন্তুককে অক্কা পাইয়ে ছাড়ে।

বার্ট্রান্ড রাসেল

৮২. আগন্তুকের অশ্রু পানি ছাড়া কিছু নয়।

–রুশি প্রবাদ

৮৩. আগন্তুকের কোনো বন্ধু নেই, আরেকজন আগন্তুক ছাড়া।

–শেখ সাদি

৮৪. ধূসর মরুর ঊষর বুকে
বিশাল যদি শহর গড়ো
একটি জীবন সফল করা
তার চাইতে অনেক বড়ো
একটি উদাস হৃদয় যদি
বাঁধতে পারো প্রেমের ডোরে,
বন্দী শতক মুক্তিদানের
চাইতে সে যে শ্রেষ্ঠ ওরে।

–ওরম খৈয়াম

৮৫. আমি বৃদ্ধ হতে চাই না, ও-বয়সটা সুখকর নয়।

–আঁদ্রে মরোয়া

৮৬. যুবকদের তুলনায় বুড়োদের রোগব্যাধি অনেক কম। কিন্তু যা থাকে, তা আমরণ সাথি হিসেবেই বিদ্যমান থাকে।

–প্লেটো

৮৭. জরা আসে যৌবনের শেষে,
অকারণ আসে না সে, আসে সে ত কুঞ্জবীর বেশে,
আসে সে যে হৃদয়ের বোধনের শোধনের তরে
বিধাতার শাপে নয়, বরে।

কালীদাস রায়

৮৮. যৌবনটা একটা মস্ত ভুল, জীবনটা একটা সংগ্রাম আর বার্ধক্য এক বিরাট আক্ষেপের সমষ্টি।

–ডিজরেইলি

৮৯. আমার মনই আমার ধর্মশালা।

–টমাস পেইন

৯০. মনের দিক থেকে যে দুর্বল, কর্মক্ষেত্রেও সে দুর্বল।

–জন রে

৯১. জীবনে একটি দিন চলে যাওয়া মানে আয়ু হ্রাস পাওয়া, কাজেই প্রতিটি দিনকে অর্থবহ করে তোলা উচিত।

–টমাস উইলম্বন

৯২. বয়স ভালোবাসার মতো লুকিয়ে রাখা যায় না।

–টমাস ডেক্কার

৯৩. তোমার বয়স যত বছর তত বছর কি তুমি বেঁচেছিলে?

–সুইফট

৯৪. নারীর বয়স তার দেহে, পুরুষের তার মনে।

–অজ্ঞাত

৯৫. মন্দ কাজ হতে আত্মরক্ষার জন্য পরিচ্ছন্ন মনের প্রয়োজন। মন পরিচ্ছন্ন থাকলে দেহও পরিচ্ছন্ন থাকে।

–ইমাম গাজ্জালি (রা.)

৯৬. দুনিয়াতে মানুষের চেয়ে বড় আর কিছু নেই; আর মানুষের মাঝে মনের চেয়ে বড় নেই।

–স্যার উইলিয়াম হ্যামিলন

৯৭. মন যদি চোখকে শাসন করে তবে কখনো চোখ ভুল করবে না।

–পাবলিয়াস সিরাস

৯৮. ধনের মানুষ মানুষ নয়, মনের মানুষই মানুষ। আমি ধন দেখিয়া তোমার সমাদর করিব না, জন দেখিয়া তোমার আদর করিব না, সিংহাসন দেখিয়া তোমার সম্মান করিব না, বাহুবলের জন্য তোমার সম্মান করিব না, কেবল মন দেখিয়াই তোমার পূজা করিব। তুমি যদি স্বয়ং অমানুষ হও, অথচ দণ্ডধর হইয়া আমাকে দণ্ডকরণে উদ্যত হও তথাচ আমি দণ্ড ভয়ে কদাচ তোমাকে দণ্ডবৎ করিব না। কিন্তু তুমি যদি পবিত্র চিত্তে সাধুভাবে ভিক্ষার ঝুলি ধারণ করিয়া আগমন কর, তবে তোমার দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ আমি ধূলিধূসরিতাঙ্গ হইয়া পদতলে প্রণত হইব। অতএব যদি মানুষ হইবার অভিপ্রায় থাকে, তবে মনকে বিকল কর ও সরল হও। আপনি ছোট হইলেও বড় হইবে, বড় হইলে কখনও বড় হইতে পারিবে না।

–ঈশ্বর গুপ্ত

৯৯. জীবন সহজ নয়, জটিলও নয়–জীবন জীবনের মতো। আমরাই একে সহজ করি, জটিল করি।

হুমায়ূন আহমেদ

১০০. জীবনকে সহজভাবে নিতে জানলে জীবন কখনো দুঃসহ হয়ে ওঠে না।

লুইস ক্যারল

১০১. জীবনকে এক পেয়ালা চায়ের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যতই তৃপ্তি সহকারে আমরা তা পান করি, ততই দ্রুত তলার দিকে অগ্রসর হতে থাকি।

–ক্রিনেট

১০২. দুঃখমুক্ত জীবনযাপনের ইচ্ছা না থাকলে, যা ঘটতে যাচ্ছে তাকে ঘটেই গেছে। বলে মনে করতে হবে।

–এপিকটেটাস

১০৩. জীবনের অর্থ হল গতি, অর্থাৎ কিনা ছোটাছুটি। প্রাণপণে ছোটার নাম হল বেঁচে থাকা, চুপচাপ থেমে থাকার নাম মরে যাওয়া। ছোটাছুটি না করে যারা বেঁচে আছে, তারা মরে বেঁচে আছে।

অবধূত

১০৪. জীবনকে ঘৃণা কোরো না, ভালোবাসতে শেখো। ভালোবাসা দিয়ে এবং ভালোবাসা পেয়ে তোমার জীবনকে স্বর্গীয় সুষমায় উদ্ভাসিত করে তোলো।

–মিলটন

১০৫. জীবনের মহৎ পরিণতি অভিজ্ঞতায় নয় কর্মে।

–টি, এইচ, হাক্সলি

১০৬. নদীতে স্রোত আসে তাই নদী বেগবান, জীবনে দ্বন্দ্ব আছে তাই জীবন বৈচিত্র্যময়।

টমাস মুর

১০৭. জীবনকে যে ভালোবাসে না, তার কাছে সম্পদ স্বাস্থ্য অর্থহীন।

জুভেনাল

১০৮. জীবনে যদি অগ্রগতি না থাকে, সে-জীবন অবাঞ্ছিত। –রোম্যাঁ রোলাঁ

১০৯. সকল মানসিক দুর্বলতার মধ্যে জীবনের প্রতি ভালোবাসা সবচেয়ে শক্তিশালী।

মলিয়ের

১১০. জীবনের কোনো মূল্য তখনই থাকে যখন এর লক্ষ্য হিসাবে মূল্যবান কিছু থাকে।

হেগেল

১১১. আমরা যা নই তা হবার এবং আমরা যা করতে পারি না তা করবার জন্য অবিরাম সগ্রামই হল জীবন।

উইলিয়াম হ্যাজলিট

১১২. জীবনের জন্য প্রস্তুতির শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে জীবনযাপন শুরু করা।

এলবার্ট ডুবার্ট

১১৩. বেশি যারা ভাবে তারা জীবনকে উপভোগ করতে পারে না।

বুদ্ধদেব গুহ

১১৪. সর্বদুঃখহর জীবনদর্শন বলে কিছু নেই। যখন যে সমস্যা দেখা দেয় তখন তার সমাধান করাই আমাদের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য জ্ঞান অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করার যোগ্যতা।

আব্দুর রহমান শাদাব

১১৫. শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসী হোন, তার উপর মাত্রাতিরিক্ত অভিভাবকত্ব করবেন না, শিশুর রাজ্যে অনধিকার প্রবেশও তার মানসিকতার পক্ষে শুভ নয়।

–ইমারসন

১১৬. শিশুরা ঈশ্বরের দূত, দিনের পর দিন যারা প্রেম, আশা আর শক্তি সম্পর্কে প্রচারের জন্য প্রেরিত হয়।

–জেমস রাসেল লোভেল

১১৭. শিশুর প্রকাশের মাধ্যম অনেক। তার ভাষার প্রয়োজন হয় না।

–চার্লস ডিকেন্স

১১৮. ফুটন্ত কলির মত শিশু মনোরম
তার চেয়ে বেশি কিছু আছে কি সুন্দর?

–আকরাম হোসেন

১১৯. আমার হৃদয় আমার হৃদয়
বেচি নি তো তাহা কাহারো কাছে
ভাঙা চোরা হোক, যা হোক তা হোক
আমার হৃদয় আমারি আছে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২০. কাব্য নয়, চিত্র নয় প্রতিমূর্তি নয়
এ ধরণী চাহিছে শুধু হৃদয় হৃদয়।

–অক্ষয়কুমার বড়াল

১২১. ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছু নাই। দেশকাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শতসহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমন আছে, সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারম্বার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল; আজও তেমনি আছে। এই চির নবীনত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন, কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২২. খোকা মাকে শুধায় ডেকে
এলেম আমি কোথা থেকে
কোথায় তুমি কুড়িয়ে পেলে আমারে?
মা তারে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে
ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৩. আশার তপন নব যুবগণ
সমাজের ভাবী গৌরব কেতন,
তোমাদের ‘পরে জাতীয় জীবন
তোমাদের ‘পরে উত্থান পতন,
নির্ভর করিছে জানিও সবে।

–সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী

১২৪. উৎকৃষ্ট বীজ থেকেই উত্তম বৃক্ষ জন্ম নেয়।

–জন গে

১২৫. সম্ভবত পলিমাটির দেশ বলিয়াই আমাদের জীবনের কোনো বাগে কোনো বুনিয়াদ পাকা হইতে পারে না। মাটির উপরেও যেমন কোনো চিহ্ন থাকে না, মনের ভিতরও কোনো স্মৃতি পুষিয়া রাখি না।

–মোহিতলাল মজুমদার

১২৬. একটি সুন্দর মন থাকা একটি সুন্দর রাজ্যে বসবাস করার আনন্দের মতো।

–জন ওয়েসলে

১২৭. দুর্বল দেহ মনকে দুর্বল করে দেয়।

রুশো

১২৮. একটি মহৎ অন্তর, পৃথিবীর সমস্ত মাথার চেয়ে ভালো।

বুলার লিটন

১২৯. যুবকদের জন্য চল্লিশ বয়স্ক হওয়াটাই বার্ধক্য, কিন্তু বৃদ্ধদের জন্য পঞ্চাশ বছর বয়সটাই পূর্ণ যৌবন।

ভিক্টর হুগো

১৩০. জীবন ছোট বলেই মহান।

–ডিজরেইলি

১৩১. সংগ্রামী জীবন দীর্ঘ এবং আনন্দপূর্ণ জীবন প্রায়শই ক্ষণিকের হয়।

জ্যাকব এ. রিস

১৩২. জীবনের প্রতি মানুষের মায়া অপরিসীম। জীবনকে ভালোবাসে বলেই এত দুঃখ-কষ্ট সংগ্রামের মধ্যেও মানুষ বেঁচে থাকে।

–জর্জ হারবার্ট

১৩৩. জীবন মানেই সাফল্য এবং সাফল্য মানেই দুর্ভোগ।

–এইচ. ডব্লিউ. ভ্যানলুন

১৩৪. শান্ত এবং পরিচ্ছন্ন জীবন স্বাস্থ্যরক্ষার উৎকৃষ্ট খাদ্যের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

–উইলিয়াম ল্যাং ল্যান্ড

১৩৫. জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে
আশার পিছনে ভয়
ডাকিনীর মতো রজনী ভ্রমিছে
চিরদিন ধরে দিবসের পিছে
সমস্ত ধরণীময়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৬. এই তো জীবন
পাওয়া আর হারানোর
–তবু হাত বাড়ানোর
ভুল আশা-নিরাশার কাঁটার দহন।

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

১৩৭. জীবন যতক্ষণ আছে, বিপদ ততক্ষণ থাকবেই।

ইমারসন

১৩৮. জীবনের নিগূঢ় সত্যটি হচ্ছে, কখনো এমন কোনো আবেগকে প্রশ্রয় না দেওয়া যা অশোভন।

–অস্কার ওয়াইল্ড

১৩৯. আজ যারা নবীন, যাদের চোখে নতুন আলো, নব উদ্যম ও অনুপ্রেরণা, কাল তারা পকৃকেশ ও প্রবীণ; সংসার থেকে তাদের প্রয়োজন নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল, তারা আবার ছুটল মৃত্যুর গর্ভে। দুরন্ত উল্লাসে বারেবারে ছুটে আসে, দুর্দান্ত তাড়নায় বারেবারে তারা ছুটে পালায়। এর নাম জীবন।

–প্রবোধকুমার সান্যাল

১৪০. খাও, পান করো আর ভালবাসো। কারণ জীন ক্ষণস্থায়ী।

বায়রন

১৪১. মানুষের জীবনে বিশ বছর পর্যন্ত ইচ্ছার রাজত্ব চলে, তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত চলে বুদ্ধির রাজত্ব এবং চল্লিশ বছর বয়সে আসে বিচার-বিবেচনার রাজত্ব।

ফ্রাংকলিন

১৪২. একটা সুন্দর মন অন্ধকারে আলোর মতো, যার মাধ্যমে কলুষতার মাঝেও নিজের অস্তিত্বকে মর্যাদাসম্পন্ন রাখা যায়।

দানিয়েল

১৪৩. মন যখন ঘুরে বেড়ায়, কান আর চোখ তখন অকেজো হয়ে দাঁড়ায়।

অজ্ঞাত

১৪৪. একটা মন আর একটা মনকে খুঁজিতেছে নিজের ভাবনার ভার নামাইয়া দিবার জন্য, নিজের মনের ভাবকে অন্যের মনে ভাবিত করিবার জন্য।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৫. আত্মা কুলুষিত হতে আরম্ভ করলেই মন আকারে সরু হতে থাকে।

–রুশো

১৪৬. মনের অনেক দরোজা আছে, সেখান দিয়ে অসংখ্যজন প্রবেশ করে এবং বের হয়ে যায়, তাই সবাইকে মনে রাখা সম্ভব হয় না।

–টমাস কেসি

১৪৭. যৌবন করে না ক্ষমা

প্রতি অঙ্গে অঙ্গীকার করে মনোরমা বিশ্বের নারীরে। অপরূপ উপহারে কখন সাজায় বোঝাও না যায়।

–বুদ্ধদেব বসু

১৪৮. ছোট ছোট হাসি মুখ, জানে না ধরার দুখ,
হেসে আসে তোমাদের দ্বারে।
নবীন নয়ন তুলি, কৌতুকেতে দুলি দুলি
চেয়ে চেয়ে দেখে চারিধারে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৯. শিশুদের ভালো করতে হলে তাদের সুখী করতে হবে।

অস্কার ওয়াইল্ড

১৫০. হয়তো হারানো মণি ফিরে তারা পায়,
কিন্তু হায়, যে অভাগা হৃদয় হারায়
হারায় সে চিরতরে! এ জনমে তার
দিশা নাহি মিলে বন্ধু।

কাজী নজরুল ইসলাম

১৫১. আহত হৃদয় নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে, কিন্তু তাকে বাঁচা বলে না।

–ডব্লিউ. বি. ইয়েমে

১৫২. অল্পবয়সি মনটা হিসেবে বড় হতে পারে যদি সে সময় নষ্ট না করে। বেকন ১৫৩. যেমন কর্তব্যরত নয় সে-মন অনুপভোগ্য।

বেভো

১৫৪. মানুষ দ্বিমনা। তার ভেতরে দুইটি মন আছে, একটা খোলা মন, একটা ভালো মন; তার একটা অবজাত, একটা অভিজাত, তাদের একজন ছোটলোক, একজন ভদ্রলোক।

–শ্রীসরলা দেবী

১৫৫. মন দিয়ে মন বোঝা যায়
গভীর বিশ্বাস শুধু নীরব প্রাণের কথা
টেনে নিয়ে আসে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৬. শিয়ালের মতো একশো বছর জীবন ধারণ করার চাইতে সিংহের মতো একদিন বাঁচাও ভাল।

–টিপু সুলতান

১৫৭. ছোট ছোট মুধর কর্মেভরা একটি প্রেমময় জীবনই আমার অধিক কাম্য।

সুইনবার্ন

১৫৮. জীবনকে ঘৃণা কোরো না, জীবনকে ভালবাসতে শেখো। ভালবাসা দিয়ে এবং ভালবাসা পেয়ে তোমার ক্ষণিক জীবন স্বর্গীয় সুষমায় উদ্ভাসিত করে তোলো।

–মিল্টন

১৫৯. মানুষের জীবন কত সংক্ষিপ্ত আর বিশ্বাস কত ক্ষণভঙ্গুর!

–জন গে

১৬০. মানুষ বলে–নিমেষে শেষে জীবন কিছু নয়,
রক্ত-রাঙ্গা মেঘের মতো ক্ষণিকে পায় লয়।

শেখ ফজলল করিম

১৬১. আমি সংক্ষিপ্ত অথচ আনন্দমুখর জীবন চাই।

–আব্রাহাম কাওলে

১৬২. তোমার জীবন একটি জাজ্বল্যমান বিরাট গ্রন্থ, যাহার অক্ষর হইতে গুপ্ত তথ্যসমূহ প্রকাশ পায়।

–আল-হাদিস

১৬৩. বৃদ্ধেরা জীবনকে যত বেশি ভালবাসে, যুবকেরা ততখানি বসে না।

–ক্রেডিক হার্বার্ট

১৬৪. মানুষের সুখ আর পরিশ্রম তার জীবন গড়ে তোলে।

টলস্টয়

১৬৫. যৌবনের শেষে শুভ্র শরৎকালের ন্যায় একটি গভীর প্রশান্ত প্রগাঢ় সুন্দর বয়স আসে যখন জীবনের ফল ফলিবার এবং শস্য পাকিবার সময়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬৬. আমি তোমাকে চোখ দ্বারা দেখি, কিন্তু বুঝি মন দ্বারা।

–জন স্টিল

১৬৭. বৃদ্ধ হওয়ার সুখ অনেকের মধ্যেই দেখা যায়, কিন্তু সকলেই বার্ধক্য সম্পর্কে ভীত।

–জন উভরে

১৬৮. বয়সকে বেশিদিন গোপন করে রাখা যায় না।

স্কট

১৬৯. বিশ্বে দুটি শক্তি রয়েছে–এগুলো হচ্ছে অসি ও মন। কিন্তু পরিণামে এ দুয়ের দ্বন্দ্বে মনের কাছে অসি শেষ পর্যন্ত পর্যদুস্ত হয়।

–নেপোলিয়ন

১৭০. পাঁচটি ঘটনার পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে মূল্যবান মনে করবে? তোমার বৃদ্ধ বয়সের পূর্বে তোমার যৌবনকে, ব্যাধির পূর্বে স্বাস্থ্যকে, দরিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে, কর্মব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে।

–আল-হাদিস

১৭১. যুবকদের গায়ের জোরে আস্থা খুব বেশি। বিচার বুদ্ধি বিবেকের দাবি তাদের কাছে নাই। ঔদ্ধত্য প্রকাশ তাদের স্ব-প্রকৃত।

–ডা. লুৎফর রহমান

১৭২. সৃষ্টির কালই হল যৌবনকাল।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৭৩. মা ছেলেকে স্নেহ দিয়া মানুষ করিয়া তোলে, যুগে যুগে গৌরবগাথা তাই সকল জনমনের বার্তায় ব্যক্ত। কিন্তু শিশু যা মাকে দেয়, তা কি কম? সে নিঃস্ব আসে বটে, কিন্তু তার মন কাড়িয়া লওয়া হাসি, শৈশবতারল্য চাঁদ-ছানিয়া গড়া মুখ, আধ আধ আবোল-তাবোল বকুনির দাম কে দেয়? ওই তার ঐশ্বর্য, ওরই বদলে সে সেবা নেয়, রিক্ত হাতে ভিক্ষুকের মতো সে নেয় না।

–বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭৪. নতুন কিছু করাই তরুণের ধর্ম।

–জর্জ বার্নার্ড শ

১৭৫. আমি যৌবনের লাগি করিব তপস্যা ঘোর
কালে না করিবে ক্ষয় জীবন-বসন্ত মোর,
জীবনের অবসান যেদিন হোক হবে
যাবৎ জীবন মোর তাবৎ যৌবন রবে।

–মানকুমারী বসু

১৭৬. চোখ কতটুকুই দেখে, কান কতটুকুই শোনে, স্পর্শ কতটুকুই বোধ করে। কিন্তু মন এই আপন ক্ষুদ্রতাকে কেবলই ছড়িয়ে যাচ্ছে–অর্থাৎ সে যা, সে তার চেয়ে অনেক বড়ো।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭৭. মনের কলুষতাই মানুষের আত্মা ও দৃষ্টিকে কদর্যতা দান করে এবং সেই কদর্যতাই নিজের এবং পরিবারের লোকদের জীবনকে বিভীষিকাময় করে তোলে।

স্যার জন ফিলিপস

১৭৮. বৃদ্ধেরা সবকিছুই বিশ্বাস করে, মধ্যবয়সি লোক সবকিছুতে সন্দেহ প্রকাশ করে, আর কমবয়সি লোকেরা সবই জানে।

অস্কার ওয়াইল্ড

১৭৯. পরলোকের ভরসায় জীবনকে সুখ হইতে বঞ্চিত করিও না। মহূর্ত পরমহূর্তের ভিতর দিয়া জীবন ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে। এ-জীবন সার্থক করো। প্রতি মুহূর্তটি আঁকড়িয়া ধরিয়া উপভোগ করো, ফুর্তি করো, আনন্দ করো। যে-মুহূর্ত পিছনে পড়িল উহা আর ফিরিয়া আসিবে না, উহার জন্য অনুশোচনা করিও না।

–ওমর খৈয়াম

১৮০. মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে জীবন, এবং এই জীবন তাকে একবারই ধারণ করতে দেয়া হয়। তাকে এমনভাবে বাঁচতে হবে, যেন বছরের পর বছর অনর্থক অনুতাপ ভোগ করতে না হয়, জঘন্য ও নিকৃষ্ট অতীতের জন্যে কখনো গ্লানি বোধ করতে না হয়; এমনভাবে বাঁচতে হবে যেন মৃত্যুর সময় সে বলতে পারে, আমার সমগ্র শক্তি আমি উৎসর্গ করেছি বিশ্বের সুন্দরতম আদর্শের জন্য মানুষের মুক্তির সংগ্রামে।

–এন, অস্ত্রোভস্কি

১৮১. বৃক্ষের সার্থকতা যেমন ফল ধারণে, সেইরকম নৈতিক গুণাবলির সার্থকতা শান্তিলাভে। চরম ও পরম শান্তিলাভের পথ হচ্ছে ক্রমাগত সৎ জীবনযাপন করা।

–আল-ফারাবি

১৮২. গৌরবময় জীবনের একটি মুহূর্ত সাধারণ জীবনের বিরাট অংশ হতে অনেক বেশি মূল্যবান।

১৮৩. শৈশবে লজ্জা, যৌবনে ভারসাম্য এবং বার্ধক্যে ব্যয়সংকোচন ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন।

সক্রেটিস

১৮৪. জীবন ও মৃত্যু একটা ব্যাপারের-ই বিভিন্ন নাম মাত্র। একই টাকার এপিঠ ওপিঠ। উভয়েই মায়া। এ-অবস্থাটাকে পরিষ্কার করে বোঝাবার জো নেই। একসময় বাঁচাবার চেষ্টা হচ্ছে, আবার পর মুহূর্তেই বিনাশ বা মৃত্যুর চেষ্টা।

স্বামী বিবেকানন্দ

১৮৫. মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা,
রক্ত দিলে কে তোমার গায়ে?
গড়লে তোরে কোন আদলের ছাঁচে?
ভুখ দিলে যে বুক দিলে যে

দুখ দিতে সে ভুলল না,
মৃত্যু দিলে লেলিয়ে পাছে পাছে।

–প্রেমেন্দ্র মিত্র

১৮৬. আমাদের জীবনকে এরূপভাবে পরিচালিত করব যেন আমাদের মৃত্যুর পর ভৃত্যটিও অশ্রুবর্ষণ করে।

–মার্ক টোয়েন

১৮৭. বৃদ্ধেরা যেহেতু অন্যায় বা বিশৃঙ্খলাপূর্ণ কোনো কাজ করতে পারে না, সেজন্যই নিজেদেরকে সান্তনাদানের উদ্দেশ্যে অন্য লোককে তারা সৎ উপদেশ বিতরণের শখ পূরণে লিপ্ত হয়।

–লাডলে ফোকাল।

১৮৮. দোষ, গুণ, ভুল, ভ্রান্তি মিলেই মানুষের জীবন। অন্যকে ক্ষমা করার মতো মহৎ মন প্রত্যেকের থাকা চাই।

রবার্ট ক্যাম্বারস

১৮৯. যৌবনকালটাই মাধুর্যমণ্ডিত, যদিও এই সময়েই সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় বেশি।

–প্রিন্সেস এমিলিয়া

১৯০. নিম্নশ্রেণীর জন্তুরা ভূমিষ্ঠকাল অবধি মানবশিশুর অপেক্ষা অধিকতর পরিণত। মানবশিশু একান্ত অসহায়। ছাগশিশুকে চলিবার আগে পড়িতে হয় না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯১. বন্ধু, হৃদয় এমনি অবুঝ কারো সে অধীন নয়।
যারে চায় শুধু তারেই চায় নাহি মানে লাজ ভয়।

কাজী নজরুল ইসলাম

১৯২. মন যদি পরিষ্কার হয় তবে চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ হবে।

–টমাস পেইন

১৯৩. বৃদ্ধ লোকের মতো কেউ জীবনকে ভালোবাসে না।

–সোফোক্লেস

১৯৪. বংশের বৈশিষ্ট্য লইয়া প্রত্যেককে জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাহার এই উত্তরাধিকার বিনষ্ট হইতে পারে, সমৃদ্ধ হইতে পারে, ঈষৎ পরিবর্তিত হইতে পারে, কিংবা যেমন ছিল তেমনি থাকিতে পারে। কিন্তু এই উত্তরাধিকারের প্রভাব অতিক্রম করিবার উপায় নাই।

–বনফুল

১৯৫. যৌবন যার সৎ, সুন্দর ও কর্মময়, তার বৃদ্ধবয়সকে স্বর্ণযুগ বলা যায়।

–জর্জ গ্রসভিল

১৯৬. জীবনটাকে হরি ঘোষের গোয়ালের মতো দুষ্ট গরুর উৎপাতে ফেলো না। জন্মগতসূত্রে মানসিক গুণাবলি যা পেয়েছে তার মর্যাদা দাও। মরে গিয়েও যেন তোমার মনে না হয়, তোমার জীবনের জন্য তুমি লজ্জিত।

ইলা. কে. মেইলার্ট

১৯৭. জীবনের যত পূজা হল না সারা;
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা।
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৮. তোমার যদি পরিতৃপ্ত মন থাকে তবেই তুমি জীবনকে উপলব্ধি করতে পারবে।

–পুটাস

১৯৯. কারও কারও জীবনে বসন্ত একান্ত নিভৃতে আসে, বাইরে প্রকাশ পায় না। তার আমেজে সে নিজেই পুলকিত হয়।

–জন ফ্রেচার

২০০. কল্পনাশক্তিই পৃথিবীকে শাসন করে।

নেপোলিয়ন

২০১. কল্পনাশক্তিই হল আত্মার দৃষ্টিশক্তি।

–জোবার্ট

২০২. মন হল সবচেয়ে বড় তর্কশাস্ত্রবিদ।

–ওয়েন্ডেল ফিলিপস

২০৩. জীবন তৃপ্তি দেয় যতটু, অতৃপ্তি দেয় তার চেয়ে বেশি।

ক্রিস্টিনা রসোর্ট

২০৪. জীবনকে যেমন মৃত্যুকে তেমনি স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে হবে।

–শহীদুল্লাহ কায়সার

২০৫. বলির পাঁঠারা সবসময়েই ধারণ করেছে মানুষের অত্যাচার, দুর্নীতি আর নষ্ট করার হিংস্র প্রবণতাকে মুক্তি দেয়ার রহস্যময় ক্ষমতা।

ফ্রাঁসোয়া মারিয়াক

২০৬. হোটেলের সেরা ব্যাপার হলো এটি নিজের ঘর নয়। জর্জ বার্নার্ড শ

২০৭. সকল সাধুই মাজেজা দেখাতে পারেন, কিন্তু খুব কম সাধুই আছেন যারা হোটেল চালাতে সক্ষম।

–মার্ক টোয়েন

০৮. সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না

বাণী চিরন্তন – সম্পাদনা : ভবেশ রায় / মিলন নাথ ০৮. সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না

সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না

১. এক-একটি মানুষের কাছে সুখের সংজ্ঞা এক-এক রকম।

–জন উইলসন

২. যে সুখ দিতে জানে, সে কখনো দুঃখ পায় না।

–জরিম বেনথ হার্ম

৩. সুখের সবচেয়ে গোপন গূঢ় কথাই হল ত্যাগ।

–এন্ড্রু কার্নেগি

৪. মনের বেদনা দৈহিক বেদনা থেকে আরও খারাপ।

সাইরাস

৫. বেদনা ও আনন্দ অন্ধকার ও আলোর মতো অনুক্রমিকভাবে দেখা দিয়ে থাকে।

লরেন্স এস্টান

৬. কৌতুকের ব্যাপারে যে কৌতুক করে সে যদি সবার আগে হাসে তা হলে কৌতুক নিরর্থক হয়ে থাকে।

সিলার

৭. দুখি মানুষের কান্নাই একমাত্র সম্বল; কিন্তু যে-দুখি মানুষটি কাঁদতে ভুলে গেছে, সে সুখ-দুঃখের অনেক উর্ধ্বে।

–জন কিপলিংং

৮. কান্না চোখের একটি মহৎ ভাষা।

–রবার্ট হেরিক

৯. অনেক আনন্দের মাঝে বেদনা লুকিয়ে থাকে।

–উইলিয়াম আর্নেস্ট

১০. মহা আনন্দও মানুষকে কাঁদায়, আবার মহা দুঃখও মানুষকে হাসায়।

–জোসেফ রউস্ক

১১. জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দই হল, তুমি যে-কাজ পার না বলে লোকে বলে সেই কাজ করা।

–ওয়াল্টার বাগিহাট

১২. তোমার পিরিত বেদনার অশ্রু
যাহা ঝরায় লোকে,
রতন তাহা, লোকে ভাবে অশ্রু,
তাকে ভুলের ঝোঁকে।

–কবি রুমি

১৩. হাসি ও কান্না দুটো একই অনুভূতির ভিন্ন প্রকাশ। একটি বায়বীয় অন্যটা জলীয়।

–অলিভার ওয়েভেস হোমস

১৪. এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মতো দুঃখ আর নেই।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫. দুঃখকষ্ট নিয়েই মানুষের জীবন। কিন্তু দুঃখের পাশাপাশি সুখ আসবে এটাও ধ্রুব সত্য।

–এডওয়ার্ড ইয়ং

১৬. স্বেচ্ছায় নেওয়া দুঃখকে ঐশ্বর্যের মতোই ভোগ করা যায়।

–শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৭. দুঃখের একমাত্র মৌন ভাষাই হল অশ্রু।

–ভলতেয়ার

১৮. আগুনে পুড়লে সোনা খাঁটি কি না বোঝা যায়, আর দুঃখকষ্টে পুড়লে মানুষ সাহসী কি না বোঝা যায়।

–সেনেকা

১৯. অতি দুঃখে মুষড়ে পোড়ো না। কারণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুঃখই মুক্তি আনতে পারে।

পেট্রোনিয়াম

২০. দুঃখের মূলে রয়েছে কর্মহীন অবসর, যে-অবসর বা বিশ্রামকালে মানুষ ভাবার সুযোগ পায় যে সে সুখী কিংবা অসুখী।

–বার্নার্ড শ

২১. পৃথিবীটা আনন্দের বাজার হলেও, দুঃখ আর বিষাদের মাধ্যমেই তা পূর্ণতা লাভ করে।

—এলান সিজার

২২. কান্না শত্রুদের উৎসাহের উদ্রেক করে।

রিচার্ড ক্রাশ

২৩. এমন কৌতুক করা উচিত নয়, যা নির্মম।

–উইলিয়াম ক্যামডেন

২৪. যে কখনো রোদন করে নাই, সে মনুষ্যের মধ্যে অধম। তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিও না। নিশ্চিত জানিও, সে পৃথিবীর সুখ কখনও ভোগ করে নাই। পরের সুখ কখনও তাহার সহ্য হয় না। এমন হইতে পারে যে কোনো আত্মচিত্ত বিজয়ী মহাত্মা, বিনা বাষ্পমোচনে গুরুতর মনঃপীড়া সহ্য করিতেছেন এবং করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি যদি কস্মিনকালে, একদিন বিরলে একবিন্দু অশ্রুজলে পৃথিবী সিক্ত না করিয়া থাকেন, তবে তিনি চিত্তজয়ী মহাত্মা হইলে হইতে পারেন; কিন্তু আমি বরং চোরের সহিত প্রণয় করিব তথাপি তাহার সঙ্গে নহে।

–বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৫. তুমি যদি পর দুঃখে
না হও দুঃখিত,
মানব তোমার নাম
নাহওয়া উচিত।

–শেখ সাদি

২৬. ভালো কৌতুক সমাজে পরিধানের জন্য উৎকৃষ্ট বস্ত্রস্বরূপ।

থ্যাকারে

২৭. ধন কহে ‘দুঃখ তুমি পরম মঙ্গল’
তোমারি দহনে আমি হয়েছি উজ্জল।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

২৮. অশান্তি যুদ্ধ হতেও গুরুতর।

–আল-কোরআন

২৯. অসুখী লোকদের জীবনে আশাও নেই, আবার হতাশাও নেই।

জুভেনাল

৩০. এমনি তো ধরা। আমি শুধু যাবো চলে।
দু'ফোঁটা অশ্রুর মত মুছে যাব নাম
জীবন মধ্যাহ্নে আজ শেষের সংগ্রাম
চলে কত বর্ষ ধরে। শেষ? কেবা বলে?

–সিরাজউদ্দিন চৌধুরী

৩১. সেই আনন্দই যথার্থ আনন্দ, যা দুঃখকে অতিক্রম করে আমাদের কাছে আসে।

–নিক্সন ওয়াটারমার

৩২. আনন্দ পেতে হলে আনন্দের ক্ষেত্রে ছন্দপতনকেও সহজভাবে মেনে নিতে হবে।

–জন হেইড

৩৩. সবচেয়ে ছোট আনন্দগুলো সবচেয়ে মধুর।

–ফারকুহার

৩৪. কোনো পাপী ব্যক্তি যদি সুখী হয় তবে বুঝতে হবে তার মধ্যে আর কোনো অপরাধপ্রবণতা নেই।

–বেনসন

৩৫. আমার দিন কাটে আনন্দে, কিন্তু আমার আত্মা গান করে বিষাদের।

ড্রাইডেন

৩৬. যে-পৃথিবীতে এত বসন্ত আছে, নদী আছে, ঝরনা আছে, সেখানে এত দুঃখ কেন?

সিসেরো

৩৭. অভিজাত আনন্দলাভের জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

জর্জ সানতানিয়ান

৩৮. বেদনা এবং আনন্দ অন্ধকার ও আলোর মতো অনুক্রমিকভাবে দেখা দিয়ে থাকে।

লরেন্স এস্টন

৩৯. এ-বসন্তে যা আনন্দের আগামী বসন্তে তা বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

–মেট্রোডোরাস

৪০. আনন্দ এমন একটা ফল, যা অনুন্নত দেশে দুষ্প্রাপ্য।

–জন কেনড্রিক

৪১. করুণার মাধ্যমে আমরা অন্যের দুঃখকষ্টকে নিজের করি। আর সেগুলোকে হালকা করার মধ্য দিয়ে হালকা করি নিজেদেরকেও।

টমাস ব্রাউন

৪২. বাঁচতে হলে হাসি ও আনন্দের মধ্যে বাঁচো।

সিডনি সেল্ডন

৪৩. জীবনে কেবল তিনটি অনাবিল ও স্থায়ী আনন্দ রয়েছে, আর সবগুলোই পাওয়া যায় অচেতন পদার্থ থেকে। যেমন গ্রন্থ, আলেখ্য এবং প্রকৃতির আনন্দ।

উইলিয়াম হ্যাজলিট

৪৪. এমন সৌভাগ্যবান নেই যাকে দুঃখ এবং মৃত্যু স্পর্শ করে না।

ইউরিপাইডস

৪৫. আনন্দ বিশ্রামহীন জীবনের মতো, শান্তি নীরব সুষমামণ্ডিত রাত্রির মতো।

উইলিয়াম শার্প

৪৬. একটি বেদনাদায়ক আনন্দ পরবর্তীতে একটি বেদনাদায়ক যন্ত্রণায় পরিণত হয়।

–স্যার চার্লস সিউলে

৪৭. কান্নায় অনন্ত সুখ আছে। তাইতো কাঁদতে আমি ভালোবাসি।

কীটস

৪৮. যৌবনে দুঃখ ছাড়া কান্না থাকে আর বার্ধক্যে থাকে কান্না ছাড়া দুঃখ।

জোসেফ রক্সি

৪৯. কৌতুক করার প্রবৃত্তিও মানুষের স্বভাবজাত। তবে কৌতুকের কারণ হয়তো সকলের এক নয়। কেউ স্কুল, কেউ মাঝারি, কেউ অতি সূক্ষ্ম রসিকতায় মজা পায়। যারা খোঁচা দিয়ে, আঘাত করে মজা পায়, তাদের সংখ্যাই পৃথিবীতে অনেক বেশি। কারণ অধিকাংশ মানুষ এখনও সভ্যতার নিম্নস্তরে রয়েছে।

অজিত দত্ত

৫০. ধনীলোকের কৌতুকই সর্বদা উপভোগ্য হয়ে থাকে। গোল্ডস্মিথ ৫১. সবাইকে খুশি রাখা পৃথিবীতে সবচেয়ে দুরূহ কাজ।

–রবার্ট লুজেন্ট

৫২. যে-মানুষের বৃত্ত যত বেশি বিস্তৃত, সে তত বেশি দুখি। আশ্চর্য এই যে, সেকথা জেনেও মানুষ তার গণ্ডির রেখা দূর থেকে দূরান্তরে টেনে নিয়ে চলেছে।

–জরাসন্ধ

৫৩. দুঃখ এড়াবার আশা
নাই এ জীবনে।
দুঃখ সহিবার শক্তি যেন পাই মনে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৪. দুঃখই জগতে একমাত্র সকল পদার্থের মূল্য। মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পবিত্র্যের মূল্য দুঃখে, বীর্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫. সুখের চারটি পাখা—তাই সে দ্রুত উড়ে পালায়।

সিডনি স্মিথ

৫৬. পরের দুঃখে যারা কষ্ট পায় তাদের দুঃখ কখনোই মোচন হয় না।

—রবার্ট হেরিক

৫৭. তোমাকে সুখের প্রতি বিশ্বস্ত হতে হবে, নচেৎ সুখ তোমার কাছে ধরা দেবে না।

সিডনি স্মিথ

৫৮. সে-ই সবচাইতে সুখী যে নিজের দেশকে ভালবাসতে পারে।

—জে. জে. বেড

৫৯. সংসারে সুখী হওয়ার দুটি উপায় রোজগার বাড়ানো অথবা চাহিদা কমানো।

শংকর

৬০. দেহ ধারণ করা দুঃখ। এসব দুঃখ সবাইকে ভোগ করতে হয়। জ্ঞানী ভোগ করে জ্ঞানে আর মূর্খ ভোগ করে কেঁদে কেঁদে। লক্ষ্যের দিকে সব তাকিয়ে থাকে; কিন্তু লক্ষ্যভেদ করতে পারে না। সব তীর শেষ হয়ে গেলে তখন ধনু ফেলে চলে যায়।

ভক্ত কবির

৬১. রাতের পরে দিন আসবেই এটা যেমন অবধারিত, তেমনি করে কিন্তু দুঃখের পরে সুখ আসবেই এটা নির্ধারিত হয়।

বি. সি. রায়

৬২. দুঃখকে লাভের দিক দিয়া স্বীকার করার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই। দুঃখকে প্রেমের দিক দিয়া স্বীকার করাই আধ্যাত্মিকতা।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৩. কর্মী তোক প্রায় দুর্বৃত্ত, আর সৎলোক প্রায়ই অকর্মণ্য, এই বিচিত্র হেরফেরের জন্যই সংসারে বারো আনা দুর্দশা।

—প্রমথনাথ বিশী

৬৪. যে দুর্ভাগ্যকে সহ্য করতে পারে না, সে সত্যি হতভাগ্য।

টেরেন্স

৬৫. দুশ্চিন্তা মানুষের মনোযোগ দেবার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়।

ক্যারিয়ার

৬৬. অপরের দুর্ভাগ্য সহ্য করার মতো যথেষ্ট সহিষ্ণুতা আমাদের সকলেরই আছে।

–লা রোচি ফুকে

৬৭. প্রফুল্লতাই স্বাস্থ্য আর এর বিপরীত হল বিষাদ, যার অর্থ অসুস্থতা।

–হিলি বাটন

৬৮. বেদনা হচ্ছে পাপের শাস্তি।

–বুদ্ধদেব

৬৯. দুঃখ কখনো একা আসে না, সে দল বেঁধে আসে।

–শেক্সপীয়ার

৭০. অভাগীরে! হাসতে এসে কাঁদিয়ে গেলি,
নিজেও শেষে বিদায় নিলি কেঁদে,
ব্যথা দেওয়ার ছলে, নিজেই সইলি ব্যথা রে
সেই কথাটাই কাঁটার মতন বেঁধে।

কাজী নজরুল ইসলাম

৭১. মনের যাতনা দেহের যাতনার চেয়ে বেশি।

–উইলিয়াম হ্যাজলিট

৭২. শান্তির জন্য তখনই মানুষ চিৎকার করে যখন কোথাও শান্তি থাকে না।

লর্ড পামার স্টোন

৭৩. নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে
বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে
ব্যর্থ পরিহাস–।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৪. শান্তির প্রকাশ সবসময়েই সুন্দর ও সহজ হয়।

–ওয়াল্ট হুইটম্যান

৭৫. অসাধু লোকেরা কখনো শান্তি পাবে না।

টমাস হার্ডি

৭৬. পরশ্রীকাতর এবং লোভী ব্যক্তি কখনো শান্তিলাভ করে না।

রাবেয়া বসরি (র.)

৭৭. নানা নদনদীর জল সমুদ্রে আসিয়া পড়ে বটে, কিন্তু তাহাতে সমুদ্রের কিছু পরিবর্তন হয় না। তেমনি রূপ, রস ইত্যাদি বিষয়গুলি যে-ব্যক্তির অন্তরে প্রবেশ করিয়াও তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, তিনি প্রকৃত শান্তি পান, কিন্তু যে ভোগের ইচ্ছা করে তাহার শান্তি হইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

৭৮. যার গৃহে শান্তি বজায় থাকে তাকে ভগবান ভালোবাসেন।

কার্ভেন্টিস

৭৯. নিজের কাছে দুঃখ-সুখের প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হয় না–পরের কাছে তাহা প্রমাণ করিতে হয়। সুতরাং শোক প্রকাশের জন্য যেটুকু কান্না স্বাভাবিক শোক প্রমাণের জন্য তাহার চেয়ে সুর চড়াইয়া না দিলে চলে না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮০. সন্তোষ মনেতে যার
সম্পত্তি কিবা তার নাই?
পায়েতে থাকিলে জুতা
চর্মাবৃত যেন ধরাটাই।

চাণক্য পণ্ডিত

৮১. যে অল্পেতে সন্তুষ্ট হয়, তার ধ্বংস নেই।

–হেরিক

৮২. ভবিষ্যৎ সুখ সুনিশ্চিত করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে আজ ন্যায়সঙ্গতভাবে যতটা সম্ভব ততটা সুখী হওয়া।

চার্লস ডব্লিউ ইলিয়ট

৮৩. সেই ব্যক্তিই সুখী যে দুনিয়াকে জানে এবং তার তোয়াক্কা করে না।

–জোসেফ হল

৮৪. সুখের সাগরে ডুব দিয়ে দুঃখ উপলব্ধি করা যায় না।

অ্যারিস্টটল

৮৫. যদি তুমি সুখী হতে চাও তবে তোমাকে অবশ্যই সৎ হতে হবে।

ডগলাস মেল

৮৬. দুঃখময় জীবনেও একধরুনের আলোর দীপ্তি থাকে, যা অত্যন্ত দুর্লভ।

–টেরেন্স

৮৭. ধনসুখ আছে যার ভাণ্ডারে
দান সুখে তার সুখ আরো বাড়ে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৮. সুখ সুখ বলে তুমি,
কেন কর হাহুতাশ
সুখ ত পাবে না,
বৃথা সে সুখের আশা।

কায়কোবাদ

৮৯. সুখী হবার মাত্র একটি উপায় আছে, তা হল আমাদের আত্মশক্তির বাইরের কোনো জিনিস সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা না করা।

–কে, টি. কেলার

৯০. দুনিয়াতে প্রত্যেকেই সুখ খুঁজছে এবং তাকে খুঁজে পাওয়ার একটি নিশ্চিত পথ রয়েছে, অর্থাৎ তোমার ভাবনাগুলোকে সামনে রেখে। সুখ বাইরের অবস্থার ওপর নির্ভর করে না, এটা নির্ভর করে অভ্যন্তরীণ অবস্থার ওপর। তোমার কী আছে বা তুমি কে বা তুমি কোথায় আছ বা তুমি কী করছ এটাই তোমাকে সুখী বা অসুখী করে না। তুমি সুখ সম্পর্কে যা ভাব সুখ হচ্ছে তা-ই।

–ডেল কার্নেগি

৯১. অন্ধ হয়ে থাকা দুঃখের নয়–দুঃখের কথা হল অন্ধত্বকে সহ্য করার শক্তি না থাকা।

–জন মিল্টন

৯২. অন্যের দুর্ভাগ্যে শুধু সান্ত্বনাই দিও না, নিজেও সাবধান হয়ো।

সিসেরো

৯৩. পৃথিবীর সমস্ত অসুখেরই হয় ওষুধ আছে, নয়তো নেই, যদি থাকে তা হলে খোঁজাই শ্রেয়, না থাকে তো চিন্তা নেই।

ডীন হকস

৯৪. ঈশ্বর আমায় এই প্রশান্তি দিন, যেন আমি যা বদলাতে পারি না তা সহ্য করতে পারি। আর যা বদলানো সম্ভব তা বদলানোর সাহস দিন। আর আমি যেন এই দুই-এর পার্থক্য বুঝতে পারি।

–ড, রাইনোল্ড লাইবুর

৯৫. অল্পে যে তৃপ্ত নয়, কিছুই তাকে তৃপ্তি দিতে পারে না।

গ্রীসীয় প্রবাদ

৯৬. যার তৃপ্তি নেই সে-ই সবচেয়ে দরিদ্র।

জাপানি প্রবাদ

৯৭. যে-ব্যক্তি জাতির মনে শান্তি দিতে পারে, সে নিঃসন্দেহে মহামানব।

ওয়ালপেপাল

৯৮. গৃহের শান্তি স্বর্গের শান্তির চেয়ে কম নয়।

–গোল্ডস্মিথ

৯৯. শান্তি এমন মূল্যবান মণিমাণিক্য বিশেষ, একমাত্র সত্য ছাড়া আমি সবকিছু এর পরিবর্তে দিয়ে দিতে পারি।

–এন. হেনরি

১০০. একজন মানুষকে সবসময় সন্তুষ্ট রাখা সম্ভব নয়।

ইয়ং

১০১. কী পেলাম আর কী পেলাম না, তার হিসেবনিকেশ না করে যা পাচ্ছি তাতে সন্তুষ্ট থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

–জি. এস. হিলার্ড

১০২. স্বল্পে সন্তুষ্ট হওয়ার মতো সুখ এবং স্বাস্থ্যের চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছুই নেই।

টমাস রাইট

১০৩. মন যখন রাজত্ব করে তখন সে আপনার সুখ আপনি সৃষ্টি করিতে পারে; কিন্তু ধন যখন সুখ সঞ্চয়ের ভার নেয় তখন মনের আর কাজ থাকে না। তখন সুখের পরিবর্তে কেবল সামগ্রী পাওয়া যায়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৪. মানুষের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তিনি সুখী ছিলেন কি না, একথা কেউ বলতে পারে না।

–সোলন

১০৫. প্রকৃত সুখ কোথায়? পরকে ফাঁকি দিয়ে নিজের সুখটুকু ভোগ করে নেওয়াতে কি সত্যিকারের সুখ আছে? আত্মার সাত্ত্বিক তৃপ্তির কাছে জড়দেহের ভোগ সুখের মূল্য কিছুই না; যতদিন না মানুষ পরকে সুখ দিতে আনন্দবোধ করবে; ততদিন তার যথার্থ কল্যাণ নাই।

–ডা. লুৎফর রহমান

১০৬. সুখ ক্ষণিকের আনন্দের ফসল নয়—অধিকাংশ সময়েই এটা দুর্লভ।

—ইমারসন

১০৭. সুখ কী এ বিষয়ে যার যথার্থ জ্ঞান নেই, সে কোনোদিন সুখী হতে পারবে না।

ফুলার

১০৮. যে অল্প নিয়ে সুখী সে-ই ভাগ্যবান, আর বিত্তশালী হয়েও যে অসুখী যে দুর্ভাগাই বটে।

—ডেমোক্রিটাস

১০৯. যার আছে সন্তুষ্টি, সৌভাগ্য তারই জন্যে। সমস্ত পৃথিবীই কি সেই লোকের কাছে চামড়ায় ঢাকা নয় যার নিজের পায়ে আছে জুতো?

—পঞ্চতন্ত্র

১১০. তোমার যা নেই তার পেছনে ছুটে যা আছে তা নষ্ট কোরো না; মনে রেখো, আজকে তোমার যা আছে, গতকাল তুমি সেটার পেছনে ছুটেছিলে।

—এপিকিউরাস

১১১. সন্তানদের নিয়ে যে সুখী, সে যথার্থই সুখী।

-বেয়ার্ড টেলর

১১২. পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও;
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

কামিনী রায়

১১৩. ঈশ্বর মানুষকে সবকিছু দিয়েই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, একমাত্র সুখ নামক পদার্থটি ছাড়া।

বি. সি. রায়

১১৪. আল্লাহ যাকে অল্পে তুষ্টি ও পুণ্যবতী স্ত্রী দান করেছেন, সে-ই সবচেয়ে বেশি সুখী।

—হযরত আলি (রা.)

১১৫. চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী
সুখ-দুখ দুটি ভাই।
সুখলাভ তরে পিরিতি যে করে
দুখ যায় তার ঠাঁই।

বড়ু চণ্ডীদাস

১১৬. আমরা যদি সুখী হতে চাই তা হলে কৃতজ্ঞতা বা অকৃতজ্ঞতার কথা ভুলে যাওয়া ভালো, আর দান করার আনন্দেই দান করা উচিত।

–ডেল কার্নেগি

১১৭. বিধাতা মানুষকে সুখ দিয়ে তাকে ধৈর্যের সঙ্গে পরীক্ষা করেন।

ক্লাউডিয়ান

১১৮. ভোগে প্রকৃত সুখ নাই, কর্ম সম্পাদন করাতেই সুখ।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

১১৯. নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হলেই দোষমুক্ত হওয়া যায়।

কল্টন

১২০. দুঃখ, ঘৃণা এবং ভয়কে পরিহার করতে জানলে সংসারের অনেক অশান্তি দূর হয়।

–জেফারসন

১২১. আনন্দ এবং কাজ সময়কে সংক্ষিপ্ত করে।

শেক্সপীয়ার

১২২. নারী, টাকা এবং মদ যাদের কাছে আনন্দের সামগ্রী, পরবর্তী সময়ে তাদের কাছে তা বিষ হয়ে দাঁড়ায়।

ফ্রাংকলিন অ্যাডামস

১২৩. মনের আনন্দই দেহের শক্তির উৎস।

ফারকুহার

১২৪. খাদ্যের অভাবে জাতি মরে না, তার যথার্থ মৃত্যু ঘটে আনন্দের অভাবে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৫. আনন্দের যেমন মধুর ভাষা আছে, তেমনি মেঘাচ্ছন্ন আকাশও আছে।

–ডব্লিউ. এইচ. ডেভিস

১২৬. তোমার জীবনের প্রতিটি আনন্দময় মুহূর্তের দাম লাখ টাকা।

–জন বেল

১২৭. কান্নার চেয়ে কোনো কিছু এত শীঘ্র শুকায় না।

রবার্ট ব্রাউনিং

১২৮. কোনো কোনো কৌতুক নির্মম হয়ে অন্যের বুকে আঘাত হানে।

–এস. টি. কোলরিজ

১২৯. দুঃখ তুমি আমার প্রিয়তমা
দুঃখ তুমি কাছে কাছেই থাকো
মিথ্যা সুখের অনেক গ্লানি জমা
জ্বরতপ্ত কপালে হাত রাখো।

আলাউদ্দিন আল-আজাদ

১৩০.সুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা যাদের আছে, তাদের কাছে দুঃখ বড় হয়ে দেখা দেয় না।

স্পেনসার

১৩১. দুঃখ যখন যাবে সুখ তখন তাকে অনুসরণ করবে।

ইমারসন

১৩২. অর্থ দিয়ে সুখ কিনতে পারেন, শান্তি কিনতে পারেন না।

শচীন ভৌমিক

১৩৩. অসৎ মানুষের হাসি নির্মল হয় না।

উড্রো উইলসন

১৩৪. পরের দুঃখ নিয়ে যারা চিন্তা করে, তাদের নিজেদের দুঃখ বলে কিছু থাকে।

জর্জ ক্যানিং

১৩৫. দুঃখীর দুঃখ যিনি যতটা অনুভব করেন, তিনি তত বড় মানুষ।

ডাঃ লুৎফর রহমান

১৩৬. দুঃখরা তাড়াহুড়া করে আসে, আর সুখরা নূপুর পায়ে নেচে নেচে আসে।

–মেরি কেরোনিন ডেভিস

১৩৭. নিজের দুঃখের কথা
যারে তারে কয়ো না,
অপবাদ উপহাস
মিছামিছি সয়ো না।

–শেখ সাদি

১৩৮. শিশুরা কেঁদে তাদের দুঃখের কথা বলতে পারে, বয়স্করা কাঁদতে পারে, কিন্তু সবসময় তার দুঃখের কথা অন্যের নিকট বলতে পারে না।

সিডনি ডোবেল

১৩৯. দুঃখ পুরোপুরি জানানো হয়ে গেলে থামিয়ে দাও বিলাপ।

কনফুসিয়াস

১৪০. মৃতেরা নয়, শোকাতুর হয় জীবিতরাই।

স্টমাস ফুলার

১৪১. জগতের শোকগৃহ অন্ধকারে সাজানো, আর এরই ভেতরে আছে আনন্দভবন।

উইলিয়াম ডিন হাওয়েলস

১৪২. প্রিয় কেউ মারা গেলে সেই মুহূর্তগুলো স্মরণ করে আমরা অশ্রু ফেলি যখন ততটা ভালো আমরা বাসিনি।

মরিস মেটারলিঙ্ক

১৪৩. দুঃখ যত বড়ই হোক, সময় তা নরম করে আনে ও কমিয়ে দেয়।

–সিসেরো

১৪৪. দুখিদের মনে জোর কম থাকে।

রবার্ট হেরিক

১৪৫. দুঃখকে আজকে যতটা পাষাণ মনে হচ্ছে, আগামীদিন ততটা মনে হবে না এবং অচিরেই দুঃখ মিলিয়ে যাবে হাওয়ায় ভর করে।

জেরিথ টেলর

১৪৬. যেখানে দুঃখ আছে, তার পাশেই একটা পবিত্র অঙ্গন আছে।

–অস্কার ওয়াইল্ড

১৪৭. তোমারে চিনেছি দুঃখ। তুমি রাখ মোরে
আবরিয়া কি অপূর্ব প্রেয়সীর মতো
সংসারে সর্ব সুখ হতে।

চিত্তরঞ্জন দাস

১৪৮. দুঃখ ভোলার মোক্ষম উপায় হচ্ছে দুঃখকে দুঃখ বলে আমল না দেওয়া।

–উইলিয়াম ওয়ালস

১৪৯. দুঃখ বেদনা পাপের প্রতিফল।

বুদ্ধদেব

১৫০. দুঃখের মতো নির্বাক কিছু আছে কি? চোখের জলেও তার প্রকাশ হয় না। দুঃখ যখন বড়ই গভীর আর মর্মন্তুদ হয়, তখন আহা উঁহু গেলাম মলাম বলতে পারা দূরে থাক, তার অসহ্য যন্ত্রণা হাস করে এক ফোঁটা চোখের জলও যে পড়ে না। সমস্ত জীবনের সব রঙ পুড়ে খাক হয়ে যায়, মাথার চুল দু'দিনে সাদা হয়ে ওঠে। গভীর দুঃখ অন্তরে সমাহিত হয়ে থাকে, তার বহিঃপ্রকাশ নাই বলে সে মনের মধ্যকার সব মালিন্য ছড়িয়ে নিঃশেষ করে সব খাদ মিটিয়ে শুধু খাঁটিটুকু বজায় রাখে।

প্রিয়ম্বদা দেবী

১৫১. আপনাকে বিলাইয়া
দীন দুঃখীদের মাঝে,
দূরিলে পর দুঃখ
সকালে বিকালে সাঁঝে
তবেই পাইবে সুখ।
আত্মার ভিতরে তুমি
যা রুপিবে–তাই পাবে,
সংসার যে কর্মভূমি।

কায়কোবাদ

১৫২. দুঃখে মাথার চুল ছেঁড়া বোকামি, কেননা চুলহীন টেকো মাথার সাহায্যে দুঃখের লাঘব হয় না।

এসিসেরো

১৫৩. জবরদস্তির দ্বারা শান্তি রক্ষিত হতে পারে না। কেবল সমঝোতা দ্বারাই এটা অর্জন করা যেতে পারে।

–আইনস্টাইন

১৫৪. বিশ্বাস নয়ন জল
মানবের শোকানল
একটু একটু ক্রমশঃ নিভায়
স্মৃতি শুধু জেগে রহে,
অতীত কাহিনী কহে,
লাগে গত নিশীথে স্বপনের প্রায়
আর দিন চলে যায়।

কামিনী রায়

১৫৫. অল্পেতে সন্তুষ্ট থাকতে পারলেই জীবনকে মধুময় মনে হয়।

টলস্টয়

১৫৬. অসম্ভব বেদনার সঙ্গে মিশে রয়ে গেছে অমোঘ আমোদ।

জীবনানন্দ দাশ

১৫৭. বেদনার পরেরকার আনন্দই উপভোগ্য।

জন ড্রাইডেন

১৫৮. সুখ বলে যাহা চাই সুখ তাহা নয়,
কী যে চাই জানি না আপনি,
আঁধারে জ্বলিছে ওই, ওরে কারো ভয়,
ভুজঙ্গের মাথার ও মণি।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬৯. অশ্রু বড্ড তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। বিশেষ করে সেই অশ্রু যদি ঝরে অন্যের দুঃখে।

–সিসেরো

১৬০. সুখ জীবনকে দীর্ঘায়িত করে, কর্মস্পৃহা বাড়ায়।

ইস্টার সোল

১৬১. জ্ঞানী লোক কখনো সুখের সন্ধান করে না, তাঁরা কামনা করেন দুঃখকষ্ট থেকে অব্যাহতি।

অ্যারিস্টটল

১৬২. নির্মল হাসি গৃহে সূর্যকিরণের মতো।

–মেনেভার

১৬৩. অভিজ্ঞ লোকেরা অল্প হাসে, বোকারা না বুঝেও হাসে।

উইলিয়াম হারভে

১৬৪. সব ছেলের কাছেই তার মার মুখের হাসিটি হচ্ছে একান্ত নিজস্ব সম্পদ, যার সঙ্গে অন্য কারও মায়ের হাসিই মেলে না।

অবধূত

১৬৫. আপনি যদি বুদ্ধিমান হন তবে হাসুন।

মার্শাল

১৬৬. একটি রাজ্যের রাজা হওয়ার চেয়ে হাস্যোজ্জ্বল বালকের জীবন আমার বেশি পছন্দ।

অলিভার ওয়েন্ডার হোমস

১৬৭. হাসতে যে কার্পণ্য করে মনের কালিমা তার কখনো পুরোপুরিভাবে ঘোচে না।

জন উইলসন

১৬৮. যে হাসে, সে বেশিদিন বাঁচে।

ডা. জোয়েল ওম্যান

১৬৯. যে-প্রকারেই হোক, হাসাটা ভালো, আর একটা শুকনো খড়ও যদি একটা মানুষকে সুড়সুড়ি দেয়, ওটা তবে আনন্দের একটা বাদ্যযন্ত্র।

ড্রাইডেন

১৭০. উচ্চস্বরে হাসি খোলা প্রাণের পরিচায়ক।

ক্যাসটুলিয়াস

১৭১. হসিমুখে কথা বলা শুভ সূচনা। কেউ মূল্য না দিক, তুমি সকার্য করবে।

–হযরত আলি **(**রা.**)**

১৭২. জাতি-দেশ-বর্ণ-ধর্ম ভেদ নাই
শিশুর হাসির কাছে,
সবি পড়ে থাকে পাছে,
যেখানে যখন দেখি এমনি জুড়াই।

–হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭৩. হাসিতে যেন বিধি গড়েছে সে কামিনী;
হাসি তার ওষ্ঠাধরে
হাসি যে কপোল ‘পরে**–**
হসি তার দুটি চক্ষে খেলে যেন দামিনী।

–গোপালকৃষ্ণ ঘোষ

১৭৪. পুরুষ জাতিকে পক্ষপাতী বিধাতা বিনা কৌতুকে হাসিবার ক্ষমতা দেন নাই, কিন্তু মেয়েরা হাসে কী জন্য তাহা দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যঃ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭৫. অসৎ মানুষের হাসি নির্মল নয়।

উড্রো উইলসন

১৭৬. সে-ই সত্যিকারের সুখী যে অন্যের দোষকে সহজে গোপন রাখতে এবং ক্ষমা করতে পারে।

টমাস উইলসন

১৭৭, মানুষ তার পাপ, হত্যাকাণ্ড, দুর্বলতা, নকল দাঁত, আলগা চুল–স্বীকার করে নেবে সবই। কিন্তু কে আছে এমন, যে বলবে তার রসবোধ নেই?

ফ্রাঙ্ক মুর কলবি

১৭৮. কখনো কখনো গাম্ভীর্যের চেয়ে একটি সকৌতুক উক্তি কোনো বিষয়কে গুরুত্ববহ করে তুলতে পারে আনন্দ আর নিশ্চয়তার সঙ্গে।

–হোরেস

১৭৯. সামান্য কিছু বিষয় আছে যেগুলো মানুষের মধ্যে করুণার জন্ম দেয়, সংখ্যায় তা বেশ কম। তবে সমস্যা হল বহুবার ব্যবহৃত হওয়ার পর সেগুলো আর কাজ করে না।

ব্রেখট

১৮০. আমি নিজেকে সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি বলে মনে করি এবং তাতে আমার লাভ ছাড়া ক্ষতি হয় না।

পি. জে. বেইলি

১৮১. যত কম চাইবেন, তত বেশি পাবেন, বেশি কামনা করলেই কম পাওয়া যাবে, সুখতত্ত্বের এই গোড়ার কথাটা মনে না রাখলে সুখী হওয়া যায় না।

বার্ট্রান্ড রাসেল

১৮২. সংসারে দুঃখের পাশাপাশি সুখ আসবেই, কিন্তু সুখের আতিশয্যে আত্মহারা না হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

–লেডি বেসিংটন

১৮৩. হাসির বিনিময়মূল্য নেই, কিন্তু তাৎপর্য আছে।

বুলিয়ান

১৮৪. মনে কি করেছে বধূ ও হাসি এতই মধু।
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৫. স্বাস্থ্য এবং হাসি পৃথিবীকে সুন্দর করে তোলে।

স্কট

১৮৬. আমরা সুখী বলেই হাসি না বরং হাসি বলেই সুখী।

উইলিয়াম জেমস

১৮৭. যে হাসতে পারে সে গরিব নয়।

–হেমন্ড হিকেক

১৮৮. সবাইকে সুখী করতে চেষ্টা করো, নিজের যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে। তা হলে দেখবে জীবনটা দুর্বিষহ মনে হবে না।

আটিমুস ওয়ার্ড

১৮৯. আনন্দ ও গতি সময়কে খুব সংক্ষিপ্ত করে দেয়।

–শেক্সপীয়ার

১৯০. জীবনকে যদি ভালোবাস তা হলে সময়ের অপচয় কোরো না, কারণ জীবনটা সময়ের সমষ্টি দ্বারা তৈরি।

ফ্রাঙ্কলিন

১৯১. এমনকি হাসির সময়েও হৃদয় বেদনাতুর থাকে; আর আনন্দের শেষে আসে ভারাক্রান্ততা।

বাইবেল

১৯২. আমাদের সবচেয়ে অপচয়িত দিন হল সেটি যেদিন আমরা হাসি না।

–শফোর

১৯৩. কোনো লোক যখন হাসে তখন তাকে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ এর পরে। সে তার ত্রুটিগুলো দেখিয়ে ফেলে।

ইমারসন

১৯৪. লোককে নিয়ে যখন আপনি হাসেন তখন আপনি তার ওপর ক্রুদ্ধ নন। রসবোধ সহিষ্ণুতা শেখায়।

সমারসেট মম

১৯৫. ক্রোধ দিয়ে নয়, হাসি দিয়ে একজন অন্যজনকে হত্যা করতে পারে।

নিৎসে

১৯৬. তুমি যদি নিজেকে অর্ধেক সুখী মনে কর তবে মনে করবে বিধাতার অসীম আশিস তোমার জন্য রয়েছে।

জন লিভগেট

১৯৭. পরের কারণে মরণেও সুখ
‘সুখ, সুখ’ করি কেঁদ না আর,
যতই কাঁদিবে যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয় ভার।

কামিনী রায়

১৯৮. সুখ শুধু পাওয়া যায় সুখ না চাহিলে,
প্রেম দিলে প্রেমে পুরে প্রাণ,
নিশিদিন আপনার ক্রন্দন গাহিলে
ক্রন্দনের নাহি অবসান।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৯. যিনি সহজ-সরল জীবনযাপন করেন, সত্যিকার সুখ তাঁর কাছে অত্যন্ত সুলভ।

–উইলিয়াম আলেকজান্ডার

২০০. রাজার ঐশ্বর্যের সাথে তুলনা করা চলে (শষ্যক্ষেতে দাঁড়ানো) চাষির মনের সুখের।

ভার্জিল

২০১. কোনো মানুষ একই সাথে দুজন প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না।

টমাস ফোর্ড

২০২. স্বার্থের প্রশ্ন যেখানে জড়িত, সেখানে সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় না।

চার্লস ডিকেন্স

২০৩. একমাত্র মনের শান্তিই পারে জীবনকে পরিপূর্ণ করে তুলতে।

–আর. আর. সুইটারম্যান

২০৪. সাহিত্যের হাসি শুধু মুখে হাসি নয়, মনেরও হাসি। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের দৃষ্টি।

–প্রমথ চৌধুরী

২০৫. অতি উচ্চহাস্য শূন্য মনের পরিচায়ক।

–গোল্ডস্মিথ

২০৬. যারা হাসতে জানে, তারা হাসতে পারে না, এমন লোকের চেয়ে বেশিদিন বাঁচে। খুব কম লোকই জানে হাসতে পারার ওপর স্বাস্থ্যের গতিপ্রকৃতি অনেক নির্ভরশীল।

ড. জেমস. জে. ওয়ালস

২০৭. যে-ব্যক্তি শিশুর হাসি ঘৃণা করে তার কাছ থেকে সাবধান থাকবে।

লাতাতার

২০৮. উচ্চহাস্য গালে টোল খাওয়াবে, ভ্রূকে কুঞ্চিত করবে না। ঠাট্টা এমন হওয়া চাই যাতে তজ্জনিত হাসিতে সকলেই যোগদান করতে পারে; কিন্তু আসরের একজনকে যদি তা শক্তভাবে আঘাত করে তা হলে সেটা তার চিড় খাওয়ার মতো সংগীতে এনে দেয় একটা যতি।

–ওয়েল ফেলথাম

২০৯. যে খুব বেশি হাসে তার চেয়ে বেশি বিষাদাপন্ন আর কেউ নয়।

জাঁ পল রিশটার

২১০. বন্ধুত্ব শুরুর জন্যে হাসি মোটেই খারাপ নয়, আর শেষ করার জন্যেও এটি শ্রেষ্ঠ।

অস্কার ওয়াইল্ড

২১১. অতিরিক্ত দুঃখ হাসে। অতিরিক্ত আনন্দ কাঁদে।

উইলিয়াম ব্লেক

২১২. যারা মৃদু হাসে তাদের চেয়ে যারা ফুঁপিয়ে কাঁদে তারা দ্রুত আরোগ্য লাভ করে।

জ্যাঁ জিরাদু

২১৩. যে একবার আন্তরিকভাবে হেসেছে সেরকম কোনো লোক কখনোই পুরোপুরি খারাপ হতে পারে না।

টমাস কার্লাইল

২১৪. যে-দিনটিতে হাসা গেল না, সে-দিনটাই সবচেয়ে ব্যর্থ।

–নিকোলাস চ্যামফোর্ট

২১৫. হাসি রোগ আরোগ্য নাও করতে পারে, কিন্তু ব্যথা লাঘব করে, সংকটের বোঝা করে লাঘব, এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই, আর এ-জিনিস পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না।

লরেন্স পিটার

২১৬. দুঃখ আনন্দকে ঘৃণা করে, আনন্দ ঘৃণা করে দুঃখকে, ত্বরিত ধীরকে এবং অলস কর্মতৎপরতাকে ঘৃণা করে।

হরেফ

২১৭. উত্তম হাস্যরস আত্মার জন্য স্বাস্থ্যকর, বিষণ্ণতা আত্মার পক্ষে বিষসদৃশ।

–স্টেসিস

২১৮. প্রেম ও উচ্চহাস্যকে বাদ দিয়ে কোনো আনন্দ নেই, প্রেম এবং উচ্চহাস্যের মধ্যে বাঁচো।

–হোরেস

২১৯. মন খুলে যে হাসতে পারে না, সে-ই পৃথিবীর সবচেয়ে অসুখী ব্যক্তি।

জন লিলি

২২০. সুন্দর চিন্তা করা এবং সুন্দরভাবে হাসা পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজ কাজ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২১. মানুষই একমাত্র সৃষ্টি, যাকে ঈশ্বর হাসার শক্তি দিয়েছেন।

গ্রিভাইল

২২২. একজন সুখী মানুষ সাদা কাকের মতোই দুর্লভ।

জুভেনাল

২২৩. সম্পদ বৃদ্ধি না করে যেমন এটা গ্রাস করার অধিকার আমাদের নেই, তেমনি সুখ বৃদ্ধি না করে এটাও গ্রাস করার অধিকার আমাদের নেই।

জর্জ বার্নার্ড শ

২২৪. আমি দুঃখ জানি।
তাই হে প্রিয় আমার।
বুঝিয়াছি মর্মে মর্মে
সুখের গৌরব।

–চিত্তরঞ্জন দাস

২২৫. তোমকে সুখের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে, নচেৎ সুখ কোনোদিন তোমার কাছে আসবে না।

উইলিয়াম জেমস

২২৬. সুখেতে আসক্তি যার
আনন্দ তারে করে ঘৃণা
কঠিন বীর্যের তারে
বাঁধা আছে সম্ভোগের বীণা।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২৭. ভালো স্বাস্থ্য এবং কম স্মরণশক্তিই মানুষকে সুখী করতে পারে।

–ইনগ্রিড বার্গম্যান

২২৮. প্রচুর ধনসম্পত্তির ভিতর সুখ নাই, মনের সুখই প্রকৃত সুখ।

–আল-হাদিস

২২৯. দূরে দূরে তুমি কেন খুঁজে মরো?
সুখ তো আছে হাতের কাছে,
শিখে নাও শুধু তারে ধরিবারে,
সুখ সে তো রয় সদা কাছে কাছে।

গ্যোটে

২৩০. সেই ব্যক্তিই সুখী, যে দুনিয়াকে জানে এবং তার তোয়াক্কা করে না।

–জোসেফ হল

২৩১. কোনো মানুষই সুখী হতে পারে না, যদি না সে নিজেকে সুখী মনে করে।

মার্কাস এন্টেনিয়াস

২৩২. তিনিই সত্যিকারের সুখী যিনি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি আশা করেন না।

ভার্জিল

২৩৩. দেখাশেষে উচ্চাহাসি হাসার চেয়ে দেখামাত্র মুচকি হাসি হাসা অনেক ভালো।

–থিওডোর এডওয়ার্ড

২৩৪. হাসি মানুষের প্রাণকে সজীব রাখে, মনকে সতেজ করে, আমরা যাকে ভালবাসি, তার মুখে হাসি ফোঁটাবার জন্য কতই না চেষ্ট করি।

অজিত দত্ত

২৩৫. তুমি যদি কাউকে হাসাতে পার তবে সে তোমাকে পছন্দও করবে, বিশ্বাসও করবে।

–আল ফ্রেই স্মিথ

২৩৬. যে হাসতে জানে না, সে হতে পারে বিশ্বাসঘাতক, করতে পারে ছলচাতুরী, জীবনটাই তার বিশ্বাসঘাতকতা আর ছলচাতুরীপূর্ণ।

টমাস কার্লাইল

২৩৭, কখনো কখনো দুঃখই মুক্তি আনতে পারে।

–পেট্রোনিয়াম

২৩৮. যে তার দুঃখ লুকাতে পারে তার তুলানায় যে তার আনন্দ লুকাতে পারে সে বড়।

ল্যাভেটার

২৩৯. তোমার দুঃখ সে তো দুঃখের ছায়ামাত্র। সত্যিকারের দুঃখ তো তুমি দেখনি।

স্কট

২৪০. মানুষকে দুঃখ দিয়ে ঈশ্বর মানুষকে সার্থক করেছেন। তাকে নিজের পূর্ণশক্তি অনুভব করবার অধিকারী করেছেন।

জনসন

২৪১. দুঃখ পাবার রহস্য হল আপনি সুখী না দুখি ভাবতে পারার মতো সময় থাকাটা।

–জর্জ বার্নার্ড শ

২৪২. একান্ত দুঃখ নিবৃত্তিকেই তো মানুষ পরম লক্ষ্য বলে ধরে নিতে পারে না। সে যে তার স্বভাবই নয়। .....অনেক সময় গায়ে পড়ে সে দুঃখকে বরণ করে নেয়। .....তার কারণ দুঃখের সম্বন্ধে মানুষের একটা স্পর্ধা আছে। আমি দুঃখ সইতে পারি, আমার মধ্যে সেই শক্তি আছে–একথা মানুষ নিজেকে এবং অন্যকে জানাতে চায়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪৩. দুঃখের ব্যথার বেদনা থেকে বাঁচতে হলে কাজের ভিতর দিয়ে বাঁচতে হবে।

–জিএইচ. লিউএস

২৪৪. সুখের কথা বলো না আর, বুঝেছি সুখ কেবল ফাঁকি,
দুঃখে আছি, আছি ভাল, দুঃখেই আমি ভাল থাকি।

–দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

২৪৫. তুমি আমি, আমরা সবাই মানুষ। আমাদের দুঃখকষ্টকে পরস্পরের মধ্যে ভাগ করে নেয়াই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?

টমাস হুড

২৪৬. যতদিন ভবে না হবে, না হবে,
তোমার অবস্থা আমার সম,
ঈষৎ হাসিবে, শুনে না শুনিবে,
বুঝে না বুঝিবে, যাতনা মম।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

২৪৭. যাহা আমরা বীর্যের দ্বারা না পাই, অশ্রুর দ্বারা না পাই, তাহা আমরা সম্পূর্ণ পাই। যাহাকে দুঃখের মধ্য দিয়া কঠিনভাবে লাভ করি, হৃদয় তাহাকেই নিবিড়ভাবে, সমগ্রভাবে প্রাপ্ত হয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪৮. এমন কোনো রাত নেই যা ভোর হবে না, এমন কোনো দুঃখ নেই যা সময়ে ফিকে হয়ে আসবে না।

বার্নার্ড জোসেফ

২৪৯. হে অন্তহীন দুঃখ, তোমাকে জানাই আমার অন্তরের আহ্বান। পৃথিবীর যত সুখ, যত আনন্দ, যত কোলাহল–তোমরা আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাও, তোমাদের আমি চাই না। দুঃখ, তুমি হয়তো অচঞ্চল, হয়তো রণকেশ–কিন্তু তোমার মধ্যে আছে সত্যিকারের নিষ্কাম গভীরতা, পবিত্রতা।

–জন মিল্টন

২৫০. কথা শেষ করার পর হাসো, সেটাই যথার্থ হাসি।

জন ওজেল

২৫১. শত কষ্টের মধ্যে একটুখানি হাসি অনেক দামি।

–চার্লস ল্যাম

২৫২. যেদিন নিজেকে নিয়ে সত্যিকারের হাসি হাসতে পারবে, সেইদিন বুঝবে তুমি বড় হয়েছ।

ইথেল ব্যারিমোরা

২৫৩. জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দের জিনিস হচ্ছে হাসি।

–জোসেফ এডিসন

২৫৪. যে-তরুণ কখনো কাঁদেনি, সে বর্বর; আর যে-বৃদ্ধ হাসে না সে বোকা।

–জর্জ স্যানাটায়ান

২৫৫. সুখটা হাস্যকর কিছু নয়।

টমাস হুড

২৫৬. আসক্তিশূন্য হইয়া কাজ করিলে অশান্তি বা দুঃখ কখনোই আসিবে না।

–স্বামী বিবেকানন্দ

২৫৭. সে-আনন্দই যথার্থভাবে উপভোগ্য যা বেদনার মধ্যে জন্ম নেয়।

স্যার চার্লস বুচলে

২৫৮. সত্যের রসই হচ্ছে আনন্দ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫৯. পৃথিবী এক বৃহৎ বাজার, এখানে আনন্দের মূল্য সবচেয়ে বেশি।

–এলেন সীজার

২৬০. মনের আনন্দই দেহের শক্তির উৎস।

–মিকেলাঞ্জেলো

২৬১. আনন্দকে ভাগ করলে দুটো জিনিস পাওয়া যায়, একটি হচ্ছে জ্ঞান এবং আর একটি প্রেম।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬২. আনন্দ আসে, কিন্তু কখনো দাঁড়াতে চায় না। আবার কখনো কখনো চলতে চলতেই হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানায়।

–এ. ডব্লিউ. হেয়ার

২৬৩. আনন্দ সঙ্গীময় আর দুঃখ সঙ্গীবিহীন।

রবার্ট নাথন

২৬৪. সুখের সঙ্গে আনন্দের প্রভেদ এই যে, সুখের বিপরীত দুঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত দুঃখ নহে। শিব যেমন করিয়া হলাহল পান করিয়াছিলেন, আনন্দ তেমনি করিয়া দুঃখকে অনায়াসেই গ্রহণ করে।...আপনার পূর্ণতাকে উপলব্ধি করে। তাই দুঃখের তপস্যা আনন্দের তপস্যা।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬৫. মানুষ নিজের সুখের জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয়।

হার্বার্ট স্পেন্সর

২৬৬. রাত্রে যেমন তারার প্রকাশ ঘটে; দুঃখ তেমনি সত্যের সন্ধান দেয়।

–এডওয়ার্ড মুর

২৬৭. যেখানে দুঃখ আছে তার পাশেই একটা পবিত্র অঙ্গন আছে।অস্কার ওয়াইল্ড

২৬৮. হাসিখুশি মানুষকে বিধাতাও পছন্দ করেন।

–জন ওয়েল

২৬৯. সে কখনো সুখী হতে পারবে না, যে নিজেকে সুখী মনে করে না।

–পাবলিয়াস সিয়াস

২৭০. দুঃখ ও নিঃসঙ্গতা ভীষণ ক্ষমতাবান।

–বেয়ার্ড টেলর

২৭১. যদি তুমি দীর্ঘজীবী হতে চাও তবে আনন্দে অবগাহন করতে শেখো।

–উইলিয়াম উইন্টার

২৭২. যে-মানুষটি তোমার আনন্দের সঙ্গী, সে তোমার দুঃখের সঙ্গী না-ও হতে পারে।

–মেরিলা এমরিকার

২৭৩. যে অন্যায় করে, সে না পায় সুখ, না পায় স্বস্তি।

জুভেনাল

২৭৪. যুদ্ধ, মৃগয়া আর প্রেমের একটি আনন্দের বিপরীতে আছে হাজার বেদনা।

হিস্পানি প্রবাদ

২৭৫. আনন্দ যায়, দুঃখ আসে, কীভাবে আসে কীভাবে যায় বোঝা যায় না।

–জন বেল

২৭৬. একলা একলা দুঃখ ভোগ করা যায়, আনন্দ উপভোগ সম্ভব নয়।

নিমাই ভট্টাচার্য

২৭৭. প্রতি দশটি রসিকতার বিনিময়ে তুমি অর্জন করো একশো জন শত্রু।

লরেন্স স্টার্ন

২৭৮. হাসি আরোগ্য নাও করতে পারে কিন্তু ব্যথা লাঘব করে, সংকটের বোঝা করে লাঘব, এর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই আর এই জিনিস পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না।

লরেন্স পিটার

২৭৯. দুখী মানুষের কান্নাই একমাত্র সম্বল কিন্তু যে দুখী মানুষটি কাঁদতে ভুলে গেছে, সে সুখ-দুঃখের অনেক উর্ধ্বে।

–জন কিপলিং

২৮০. সুখের স্রষ্টা হচ্ছে পেট।

ভলতেয়ার

২৮১. দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা যাদের আছে, তাদের কাছে দুঃখ বড় হয়ে দেখা দেয়।

–স্পেনসার

০৯. জন্ম ও মৃত্যু

জন্ম ও মৃত্যু

১. প্রত্যেক মানুষকেই মরিতে হইবে।

–আল-কোরআন

২. প্রতিদিন জীবগণ যায় যম ঘরে,
শেষ থাকে যারা তারা এই মনে করে
আমরা তো চিরজীবী নাহি হব ক্ষয়,
ইহা হতে কী আশ্চর্য কহ মহাশয়।

মহাভারত

৩. নগ্ন জন্ম নিয়েছি মায়ের কোলে, আর নগ্নই আমি ফিরে যাব।

বাইবেল

৪. তরুণ মরতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধ অবশ্যই মরবে।

–লঙফেলো

৫. এ-জগতে একটি শিশু জন্মলাভ করা মাত্রই ধরে নেয়া যায় মৃত্যু তার চরম ও শেষ পরিণতি।

স্যার জেমস জীনস

৬. মানুষের জন্ম ও মৃত্যু দুটোরই শুরু এবং শেষ হয় যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে।

–উইলিয়াম আর্নেস্ট হেনলি

৭. বেশি আয়ু পেলেই মানুষ বেশি সুখী হতে পারে না।

উইলিঙ্কি ৮. যুদ্ধ করার চেয়ে সন্ধি করার বিদ্যাটা ঢের দুরূহ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর৯. মানুষ বলে বয়স বাড়ে, আমি বলি বয়স ক্রমাগত কমে।

ক্যানিং

১০. মৃতেরা ঘুমিয়ে থাকে অমাবস্যায়, আমার দরকার জীবিতদের।

ইমারসন

১১. জন্মদিনের উৎসব করাটা বোকামি। জীবন থেকে একটা বছর ঝরে গেল, সেজন্যে অনুতাপ করাই উচিত।

–নরম্যান বি. হল

১২. জীবন যাদের অন্তঃসারশূন্য তারাও পৃথিবীতে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে।

স্যার ফিলিপ

১৩. জীবন হচ্ছে মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

কোলরিজ

১৪. মৃত্যু ছোট্ট একটি শব্দ, কিন্তু মৃত্যুকে জয় করতে হলে এমন কিছু কাজ করে যেতে হয়, যাতে মানুষ মরেও অমর হয়ে থাকে।

–আর. এইচ. বারহাম

১৫. অতিরিক্ত পরিশ্রমে মৃত্যু হয় না। মানুষ মারা যায় বিশৃঙ্খলায় আর দুর্ভাবনায়।

—ডেল কার্নেগি

১৬. মহৎ কারণে যার মৃত্যু ঘটে সে অপরাজেয়।

ভার্জিল

১৭. মৃত্যুর চেয়ে মৃত্যুভয় বেশি ক্ষতিকর।

রবার্ট হ্যারিক

১৮. মানুষের জন্ম ও মৃত্যুও প্রকৃতির গোপন বিষয়।

টি. সি. উইলিয়াম

১৯. মৃত্যু নয়, মুমূর্ষ অবস্থাই হল আমার আতঙ্কের কারণ।

–মন্টেন

২০. জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?
চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে?

–মাইকেল মধুসূদন দত্ত

২১. হয় বাঁচো, না হয় মরে যাও হও ডুবে যাও, না হয় সঁতার কাটো।

–জর্জ পেল

২২. তুমি যতদিন বাঁচ-না কেন, ভালোভাবে বাঁচার পথ তোমাকেই জানতে হবে।

–উইলিয়াম মরিস

২৩. মরিতে না হইলে বাচিয়া থাকিবার কোনো মর্যাদাই থাকিত না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪. যদি মৃত্যু না থাকিত, জগতের যেখানকার যাহা তাহা চিরকাল সেখানেই যদি অবিকৃতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, তবে জগন্টা একটা চিরস্থায়ী সমাধি মন্দিরের মতো অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত বদ্ধ হইয়া রহিত। ..... মৃত্যুর অভাবে কোনো বিষয়ে কোথাও দাঁড়ি দিবার জো থাকিত না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫. আমার জীবনের যেখানে নিশ্চয়তা নেই, তখন কী নিয়ে অহংকার করব।

–আর্থার গুইটারম্যান

২৬. মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮. মৃত্যুহীনদের কাছেই একমাত্র মহান মৃত্যু আসে।

–জোসেফ হল

২৯. ফুলের ছোট্ট জীবন–অথচ কী মহিমাময়!

–জন ডুইট

৩০. ফুলের জীবন স্বল্প সময়ের, অথচ কতো মহিমাময়।

লরেন্স হোপ

৩১. মরে যাওয়াটাই শেষ কথা নয়–তার পরেও বেঁচে থাকা চাই।

–এইচ. জি. ভন

৩২. পৃথিবীতে কিছু লোক বেঁচে থাকে, আর বেশির ভাগ বেঁচে থাকার চেষ্টা করে।

মিন্টু ব্রন সটন

৩৩. মৃত্যু দিয়ে যে প্রাণের
মূল্য দিতে হয়
সে প্রাণ অমৃত লোক
মৃত্যু করে জয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪. মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত সময়ের অব্যর্থতা সম্পর্কে সঠিক ধারণায় পৌঁছতে পারলে মানুষের নিকট সকল আশাই দুরাশায় পরিণত হত।

–হযরত আলি (রা.)

৩৫. মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে। মৃত্যুর দূত তোমার ঘরের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার ডাক দিবার পর আর প্রস্তুত হইবার অবসর পাইবে না।

–হযরত আলি (রা.)

৩৬. মানুষ মৃত্যুকে ঘৃণা করে। কিন্তু মৃত্যুই পারে তার সব জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে।

ওমর খৈয়াম

৩৭. তাঁহাদের তোমরা মৃত বলিও না, যাহারা আল্লাহর পথে শহীদ হইয়াছেন। তাঁহারা জীবিতই রহিয়াছেন–তোমরা শুধু তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। –আল-কোরআন

৩৮. তবু মরিতে হবে এও সত্যি জানি
মোর বাণী
একদিন এ বাতাসে ফুটিবে না,
মোর আঁখি এ আলোকে লুটিবে না,
মোর হিয়া ছুটিবে না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৯. মৃত্যু, তবু মৃত্যু নয়। নিল যারা শহীদ শপথ,
মৃত্যু বিভীষিকা মাঝে পেল যারা প্রাণের সঞ্চয়।

ফররুখ আহমদ

৪০. প্রাণ দিবার শক্তি তাহাদের ছিল, লজ্জায় হোক, ধর্মোৎসাহে হোক, প্রাণ তাহারা দিয়াছিলেন। বাংলার সেই প্রাণ বিসর্জনপরায়ণা পিতামহীকে আজ আমরা প্রণাম করি। তুমি যেমন দিবাবসানে সংসারের কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালঙ্কে আরোহণ করিতে, দাম্পত্য লীলার অবসান দিনে সংসারের কার্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তুমি তেমনি সহজে বধূবেশে সংসারে মঙ্গল সিন্দুর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ, মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ, শুভ করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ, চিত্তকে তুমি বিবাহশয্যার ন্যায় আনন্দময় করিয়াছ, কল্যাণময় করিয়াছ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪১. না ফুরাতে আশা ভাষা; না মিটিতে ক্ষুধা
না ফুরাতে ধরণীর মৃৎ-পাত্রসুধা,
না পুরিতে জীবনের সকল আস্বাদ–
মধ্যাহ্নে আসিল দূত! যত তৃষ্ণা সাধ

কাঁদিল আঁকড়ি ধরা যেতে নাহি চায়।
ছেড়ে যেতে যেন সব স্নায়ু ছিঁড়ে যায়!
ধরার নাড়ীতে পড়ে টান! তরুলতা
জলবায়ু মাটি সব কয় যেন কথা।
যেয়োনাক যেয়োনাক যেন সবে বলে–

কাজী নজরুল ইসলাম

৪২. তরুণরা বারবার করে মৃত্যুবরণ করতে পারে, বৃদ্ধেরা একবারই মরে।

জন রে

৪৩. তুমি পাশে আসি বসো অচপল
ওগো অতি মৃদুগতি চরণ।
আমি বুঝি না যে কী কথা কও,
ওগো মরণ হে মোর মরণ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৪. সাহস নিয়ে বেঁচে থাকো, না হলে মরে যাও।

মেরিডিথ

৪৫. যতদিন বাঁচব ততদিন অন্যের চোখে সুন্দর হয়ে বাঁচব।

রবার্ট বার্নস

৪৬. সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা একটা আর্ট, যার জন্য সাধনার প্রয়োজন হয়।

জন ম্যাকি

৪৭. সেতো সেদিনের কথা বাক্যহীন যবে
এসেছিনু প্রবাসীর মতো এই ভবে
বিনা কোনো পরিচয়, রিক্ত, শূন্য হাতে,
একমাত্র ক্রন্দন সম্বল লয়ে হাতে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৮. সমাধিই যেন মানুষের প্রকৃত আশ্রয়স্থল। যেখানে যাবার জন্য মানুষকে জন্মের পর থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়।

–বি. এফ, ওয়েস্টম্যান

৪৯. জীবনটা নিজের হলেও এ-জীবন নষ্ট করার অধিকার কারও নেই। আত্মহত্যা নীতির চোখে অন্যায়, আইনের চোখে অপরাধ। আত্মহত্যা ব্যক্তি পরিবার গোষ্ঠী তথা সমাজে বিশৃঙ্খলা এনে দেয়।

সুনীলকুমার নাগ

৫০. আত্মহত্যাই জীবনের সবচেয়ে বড় কাপুরুষতার পরিচয়।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

৫১. নতুন জন্মদিনে
পুরাতন অন্তরেতে
নতুন লও চিনে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫২. মনরে মনে কর শেষের সেদিন ভয়ংকর
অন্যে কথা কইবে কিন্তু তুমি রৈবে নিরুত্তর।

রামমোহন রায়

৫৩. একদিন হবে যদি অবশ্য মরণ,
এত দম্ভ অহংকার কর কি কারণ।
এই যে মানব দেহ,
যারে এত কর স্নেহ
ভস্মসার তার মস্তক চরণ।

রামমোহন রায়

৫৪. মৃত্যু আর এক জীবন, সম্মানের সাথে আমরা তার নিকট মাথা নত করি।

আলেকজান্ডার

৫৫. যে সবসমসয় মৃত্যুর কথা ভাবে, জীবনের প্রতি মমত্ববোধ তার জন্মে না।

এস. টি. কোলরিজ

৫৬. ভীরু মৃত্যুকে পালাবার পথ বলে মনে করছ কেন? মৃত্যু সবচেয়ে নিশ্চিত জীবনের গতিস্রোতের চরম সমুদ্র, সব সত্য-মিথ্যা ভালো-মন্দর নিঃশেষ সমন্বয় তার। মধ্যে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৭. মানুষের ভাগ্য, মানুষের ভবিষ্যৎ আর মানুষের সভ্যতার রূপান্তর সবকিছু নির্ভর করছে মৃত্যুকে আয়ত্তে আনার উপর।

আবুল ফজল

৫৮. মৃত্যুটা শিশুদের কাছে তেমন ভয়াবহ নয়, ওরা যে কেবলি পেরিয়ে এসেছে জীবন-মৃত্যুর সীমানা। বয়সের সঙ্গে মৃত্যুভয় বাড়ে, সীমানাটা ক্রমে দূরে চলে যায় কিনা। বৃদ্ধের মতো মৃত্যুভীতি কার।

–প্রমথনাথ বিশী

৪৭. সেতো সেদিনের কথা বাক্যহীন যবে
এসেছিনু প্রবাসীর মতো এই ভবে
বিনা কোনো পরিচয়, রিক্ত, শূন্য হাতে,
একমাত্র ক্রন্দন সম্বল লয়ে হাতে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৮. সমাধিই যেন মানুষের প্রকৃত আশ্রয়স্থল। যেখানে যাবার জন্য মানুষকে জন্মের পর থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়।

–বি. এফ. ওয়েস্টম্যান

৪৯. জীবনটা নিজের হলেও এ-জীবন নষ্ট করার অধিকার কারও নেই। আত্মহত্যা নীতির চোখে অন্যায়, আইনের চোখে অপরাধ। আত্মহত্যা ব্যক্তি পরিবার গোষ্ঠী তথা সমাজে বিশৃঙ্খলা এনে দেয়।

সুনীলকুমার নাগ

৫০. আত্মহত্যাই জীবনের সবচেয়ে বড় কাপুরুষতার পরিচয়।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

৫১. নতুন জন্মদিনে
পুরাতন অন্তরেতে নতুন লও চিনে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫২. মনরে মনে কর শেষের সেদিন ভয়ংকর
অন্যে কথা কইবে কিন্তু তুমি রৈবে নিরুত্তর।

রামমোহন রায়

৫৩ একদিন হবে যদি অবশ্য মরণ,
এত দম্ভ অহংকার কর কি কারণ।
এই যে মানব দেহ,
যারে এত কর স্নেহ
ভস্মসার তার মস্তক চরণ।

রামমোহন রায়

৫৪. মৃত্যু আর এক জীবন, সম্মানের সাথে আমরা তার নিকট মাথা নত করি।

–আলেকজান্ডার

৫৫. যে সবসমসয় মৃত্যুর কথা ভাবে, জীবনের প্রতি মমত্ববোধ তার জন্মে না।

এস. টি. কোলরিজ

৫৬. ভীরু মৃত্যুকে পালাবার পথ বলে মনে করছ কেন? মৃত্যু সবচেয়ে নিশ্চিত। জীবনের গতিস্রোতের চরম সমুদ্র, সব সত্য-মিথ্যা ভালো-মন্দর নিঃশেষ সমন্বয় তার মধ্যে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৭. মানুষের ভাগ্য, মানুষের ভবিষ্যৎ আর মানুষের সভ্যতার রূপান্তর সবকিছু নির্ভর করছে মৃত্যুকে আয়ত্তে আনার উপর।

আবুল ফজল

৫৮. মৃত্যুটা শিশুদের কাছে তেমন ভয়াবহ নয়, ওরা যে কেবলি পেরিয়ে এসেছে জীবন-মৃত্যুর সীমানা। বয়সের সঙ্গে মৃত্যুভয় বাড়ে, সীমানাটা ক্রমে দূরে চলে যায় কিনা। বৃদ্ধের মতো মৃত্যুভীতি কার।

–প্রমথনাথ বিশী

৫৯. যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম।
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চীকারে।
খর্বদেহ নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত
উত্তোলিত, উদ্ভাসিত
কী এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায়।
সে ভাষা বোঝে না কেউ,
কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরস্কার

সুকান্ত ভট্টাচার্য

৬০. যখন জীবনকে শত্রু এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বধির মনে হয়, তখনই মানুষ পৃথিবীর আকর্ষণ ছেড়ে মৃত্যুর পরপারে যাওয়ার বাসনা প্রকাশ করে।

–আর্থার গুইটারম্যান

৬১. সংসারতাপক্লিষ্ট হইয়া কাহারও মৃত্যু কামনা করা উচিত নয়। যদি তদ্রুপ কেহ থাকে, তবে তাহার এরূপ বলা উচিত–প্রভু, জীবনধারণ করা যদি আমার জন্য ভালোই বিবেচনা কর; তবে আমাকে জীবিত রাখো। কিন্তু মরণই যদি আমার জন্য শ্রেয় হইয়া থাকে তবে আমার নিকট মৃত্যুদূত প্রেরণ করো।

–আল-হাদিস

৬২. মৃত্যু প্রতি দিবস ঘটনা;
তাহে কেন এত শোক?
সবাই মরিবে সবাই মরেছে,
চিরজীবী কোন লোক?

–অক্ষয়কুমার বড়াল

৬৩. মৃত্যুর মধ্যে যে তত্ত্ব আছে সে আর কিছুই নয়, সে এই–যারা জন্মায়নি তাদেরকে জায়গা ছেড়ে দেবার জন্য যারা জন্মিয়েছে তারা মরবে। সমাজকে তাই হয় দুর্ভিক্ষের জন্য, নয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়–দুর্ভিক্ষের মরা তিলে তিলে, যুদ্ধের মরা এক নিমিষে। দুর্ভিক্ষে যারা মরে তারা আগে

থাকতে দুর্বল, তারা সাধারণত বৃদ্ধ কিংবা শিশু কিংবা স্ত্রীলোক। আর যুদ্ধে যারা মরে তারা যুবা, সবচেয়ে বলবান, সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান পুরুষ।

অন্নদাশঙ্কর রায়

৬৪. মৃত্যুই অনন্ত পথযাত্রার প্রারম্ভ।

–আল-হাদিস

৬৫. মৃত্যুটা জন্মানোর মতোই স্বাভাবিক।

বেকন

৬৬. অসীমের দরজা খোলার স্বর্ণচাবি হচ্ছে মৃত্যু। হচ্ছে মত।

মিল্টন

৬৭. এত সাজসজ্জা, এত বিলাস, এত ভোগ ও তিতিক্ষা, এত দুঃখ ও প্রেম–সমস্ত আয়োজন মৃত্যুর দিকেই, সকল উপকরণ দিয়ে একদিন আত্মবলি দিতেই হবে মৃত্যুর পদতলে। অজ্ঞান মানুষের স্থায়িত্বের প্রতি তাই এত প্রলোভন। কেউ গড়ে তাজমহল, কেউ পিরামিড, কেউবা মহাপ্রাচীর। মৃত্যুর কোনো সান্ত্বনা নেই, সে অকরুণ, তার ষোল আনা প্রাপ্য এক সময় চুকিয়ে নেবেই। আশি লক্ষ জীবের সঙ্গে মানুষও তার চোখে সমান। মানুষ বলে কোনো বিশেষ সম্মান অথবা পক্ষপাতিত্ব তার কাছে নেই, তার ধ্বংসের সম্মার্জনী ঝেটিয়ে সবাইকে এক একবার সাফ করে দিচ্ছে।

–প্রবোধকুমার সান্যাল

৬৮. পূজা-আয়োজন সব সারা হবে একদিন,
প্রস্তুত হয়ে রবো,
নীরবে বাড়ায়ে বাহু দুটি সেই গৃহহীন
অতিথিকে বরি লব।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৯. কবরে গিয়ে সবার পথের শেষ হয় এবং কবর ধনী-দরিদ্র সকলকে সমানভাবে স্বাগত জানায়।

রজার নর্থ

৭০. আত্মহত্যা খুনের চেয়েও নিকৃষ্টতম কাজ, কারণ এতে অনুশোচনার কোনো সুযোগ থাকে না।

রবার্ট ব্লয়ার

৭১. মৃত্যু যেন বাগানের একট পুরাতন দরজা।

-ন্যান্সি টার্নার

৭২. ওহে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়, ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।

–কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

৭৩. মৃত্যু মুসলমানের নিকট উপঢৌকাসদৃশ। মৃত ব্যক্তিদিগকে সর্বদা স্মরণ করিও, তাহাদের গুণকীর্তন করিও এবং তাহাদের সম্বন্ধে মন্দবাক্য বলিও না।

–আল-হাদিস

৭৪. শ্যেনসম অকস্মাৎ করে উর্ধ্বে লয়ে যাও
পঙ্ক কুণ্ড হতে
মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি করে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৫. আল্লাহ্ সকলকে তার নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যুদান করেন। তাঁর হুকুম ব্যতীত কেহই মৃত্যুবরণ করতে পারে না।

–আল-কোরআন

৭৬. মৃত্যুকে ভয়ভাব কেন? জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দুঃসাহসিক ঘটনাই তো হচ্ছে মৃত্যু।

চার্লস ফ্রোহম্যান

৭৭. ভাল লোক কখনোই মরে না।

ক্যালিমাচাস

৭৮. জগতে সমস্ত কিশোর-কিশোরীরাই অন্তরে কামনা, জন্মদিনটা আরও ঘনঘন আসুক। আর তারা তো কল্পনা করতে পারে না যে তাদের জীবনেই এমন এক সময় আসবে যখন প্রতি জন্মদিনের মধ্যেই থাকবে আসন্ন বার্ধক্যের ক্রমিক পদক্ষেপ। সেটা তখন যৌবনের ফেয়ারওয়েল পার্টি; জরার

ট্রাফিক সিগন্যাল। বয়স বাড়ছে এ অনুভূতি জীবনের পূর্বাহ্নে যেমনই আনন্দদায়ক অপরাহ্নে তেমনি অপ্রীতিকর। দাদার চেয়ে অনেক বড় হওয়ার সাধ বড় হয়ে বাবার মত হলে আপনিই উবে যায়।

যাযাবর

৭৯. মানুষ একবার জন্মায় গর্ভের মধ্যে, আবার জন্মায় মুক্ত পৃথিবীতে .....। মানুষের এক জন্ম আপনাকে নিয়ে, আরেক জন্ম সকলকে নিয়ে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮০. অনেকের জীবনে আনন্দ যেমন আকস্মিকভাবে আসে, মৃত্যুও তেমনি আকস্মিকভাবে আসে।

–ওয়াল্ট হুইটম্যান

৮১. মৃত্যু-দরজা সবসময় খোলা থাকে, বন্ধ করার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই।

দানিয়েল ডিফো

৮২. জীবন আমার,
এত ভালবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালবসিব নিশ্চয়।
স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়া স্তনান্তরে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৩. পার্থিব সুখ বিনাশকারী মৃত্যুর কথা সর্বদা স্মরণ রাখিও।

–আল-হাদিস

৮৪. মাথা পেতে নিতে হবে
বিধির বিধান
পর তরে খালি করে
দিতে হবে স্থান।

জসীম উদ্দীন

৮৫. আমার মৃত্যুর পর থেমে যাবে কথার গুঞ্জন
বুকের স্পন্দনটুকু মূর্ত হবে ঝিল্লির ঝংকারে

জীবনের পথপ্রান্তে ভুলে যাব মৃত্যুর শঙ্কারে
উজ্জ্বল আলোর চোখে আঁকা হবে আঁধার অঞ্জন।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

৮৬. মৃত্যু একটা প্রকাণ্ড কালো কঠিন কষ্টিপাথরের মতো, ইহারই গায়ে কষিয়া সংসারের সমস্ত খাঁটি সোনার পরীক্ষা হইয়া থাকে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৭. একটি মানুষ না মরা পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে জন্মলাভ করে না।

ফ্রাংকলিন

৮৮. আমাকে সবসময় মনে রাখতে হবে–আমার জন্মটা যেন মৃত্যুর মধ্যেই শেষ না হয়ে যায়।

–এস. টি. কোলরিজ

৮৯. মৃত্যুশয্যায় শায়িত একজন সম্রাটও বড় অসহায়।

কার্লাইল

৯০. জীবনমাত্রই একদিন মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করবে।

–আল-কোরআন

৯১. সকল মৃত্যুর মধ্যে শহীদি মৃত্যুই সর্বাপেক্ষা উত্তম।

–আল-কোরআন

৯২. গোলামীর চেয়ে শহীদী দরজা অনেক ঊর্ধ্বে জেনো,
চাপরাশির ওই তকমার চেয়ে তলোয়ার বড় মেনো।

কাজী নজরুল ইসলাম

৯৩. মৃত্যুর কারণই একজনকে শহীদের মর্যাদা দেয়, মৃত্যু নহে।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

৯৪. যদি জগতে মানুষের মতো বাঁচতে সক্ষম না হও, তবে বীর মুজাহিদের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেই জীবনের প্রকৃত মর্যাদা লাভ করো।

ইকবাল

৯৫. একটি মৃত সিংহের চেয়ে একটি জীবিত কুকুর অনেক শ্রেয়।

বাইবেল

৯৬. দেহধারী জীবের এই দেহেই যেমন বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য দেখা যায়, আত্মার অন্য দেহে চলিয়া যাওয়া অর্থাৎ মৃত্যুও তেমনি। তাহাতে জ্ঞানী ব্যক্তিরা দুঃখ করেন না।

শ্রীশ্রীগীতা

৯৭. মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাই শেষ বিন্দু পর্যন্ত জীবনকে উপভোগ করো।

–মোরাভিয়া

৯৮. চাঁদ যখন পূর্ণ নয়, তারা তখনই উজ্জ্বল।

বিদেশি প্রবাদ

৯৯. মরণশীলতারও স্তোকবাক্য আছে : প্রথমত সব কুশ্রীতাই সাময়িক; অন্যটি হল, সুসময় আসতে পারে।

জর্জ সান্তয়ন

১০০. যে জন্মিবে, তাহার মরণ হইবেই; আবার যে মরিয়াছে, তাহারও আবার জন্ম। হইবেই। ইহা এড়ানো যায় না, হইবেই হইবে, তাই এই বিষয়ে দুঃখ করা উচিত নহে।

শ্রীশ্রীগীতা

১০১. আইস, আমরা পান ও ভোজন করি; যেহেতু আগামীকালই আমাদের মৃত্যু।

–বাইবেল : পুরনো নিয়ম

১০২. একটি ঝরে পড়া পাতা জীবিতের জন্যে ফিসফিস করে একটি বার্তা।

ইংরেজি প্রবাদ

১০৩. এই শ্মশানে আসিলে সকলেই সমান হয়। পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, সুন্দর, কুৎসিত, মহৎ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ইংরেজ, বাঙালি এইখানে সকলেই সমান। নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক সকল বৈষম্য এখানে তিরোহিত হয়।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

১০৪. জন্মের মতো মৃত্যুও প্রকৃতির গোপন বিষয়। টি. সি. উইলিয়ামস

১০৫. নিজের জন্মদিন বৎসরের অন্য ৩৬৪ দিনের চেয়ে নিজের কাছে কিছুমাত্র বড় নয়। যদি অন্যের কাছে তার মূল্য থাকে তবেই তার মূল্য।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৬. জ্ঞানী ব্যক্তিরা মৃত বা জীবিত, কাহারও জন্য শোক করেন না।

শ্রীশ্রীগীতা

১০৭. তোমার শুভ জন্মদিনের
সোনার আলো চোখে মাখি,
আশা আমার ডাকবে কভু
এই জীবনে সোনার পাখি।

আবদুল হাই মাশরেকী

১০৮. মরণের কোল বুঝি
দুখহরা শান্তিময়
সব জ্বালা দূর হয়।

অজ্ঞাত

১০৯. যার মহৎ কারণে মৃত্যুবরণ করে তারা কখনো ব্যর্থ হয় না।

বায়রন

১১০. মৃত্যু হচ্ছে বৃহত্তম এক শান্তির সমুদ্র।

জহীর হায়দার

১১১. মৃত্যু ছোট্ট একটি শব্দ, কিন্তু মৃত্যুকে জয় করতে হলে এমন কিছু কাজ করে যেতে হয়, যাতে মানুষ মরেও অমর হয়ে থাকে।

–আর. এইচ. বারহাম

১১২. মরণ রে
তুহু মম শ্যাম সমান।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

০. হিংসা-বিদ্বেষ

বাণী চিরন্তন – সম্পাদনা : ভবেশ রায় / মিলন নাথ ১০. হিংসা-বিদ্বেষ

হিংসা-বিদ্বেষ

১. ঈর্ষা, ক্রোধ, ভয় জীবনের পরম শত্রু।

স্কট

২. কোনো হিংসুটে লোকের পাশে বাস করার চাইতে হিংস্র বাঘের প্রতিবেশী হওয়া অনেক ভালো।

–ইবনে হাজার

৩. শক্তি যার নাই
নিজের বড় হইবারে
বড়োকে করিতে ছোট
তাই কি সে পারে?

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪. শত্রুতা করে শত্রু কখনো নষ্ট করা যায় না, শত্রু নষ্ট করতে শত্রুতাকে আগে ত্যাগ করতে হবে।

–বৌদ্ধ ধর্মপদ

৫. যে আঘাত করে সে শত্রু নয়; বরং যে আঘাত করার মনোভাব পোষণ করে সে-ই শত্রু।

ডেমোক্রিটাস

৬. যে-শত্রুকে আমরা সন্দেহ করি না তারাই বিপজ্জনক হয়ে থাকে।

রোজার্স

৭. মানুষ শত্রুমুক্ত নয়।

আরবি প্রবাদ

৮. শত্রুকে ভালোবাসবে এইজন্য যে, একমাত্র সে-ই তোমার ভুলত্রুটিকে তুলে ধরবে।

ফ্রাংকলিন

৯. মানুষই মানুষের নিকৃষ্টতম শত্রু।

–সিসেরো

১০. শত্রুর জন্য আগুন যেন এত বেশি না হয়, যাতে নিজের পা পুড়ে যায়।

শেক্সপীয়ার

১১. তোমার শত্রু তোমার মেঝেতে, দেয়ালেও ছিদ্র খুঁজে পাবে।

জন ব্রাইট

১২. যে-ব্যক্তি ক্রোধ দমন করিয়া রাখে, খোদাতা'আলা তাহার হৃদয় ইমান ও শান্তি দ্বারা পূর্ণ করেন।

আল-হদিস

১৩. রাগের সবচেয়ে বড় প্রতিকার হল বিলম্ব করা।

–সেনেকা

১৪. রাগিলেও সাধু চিত্ত
বিকৃতি না পায়।

তাপে কি সাগর বারি
তৃণাগ্নি শিখায়?

চাণক্য পণ্ডিত

১৫. ক্রোধ মনুষ্যত্বের আলোকশিখা নির্বাপিত করে দেয়।

ইমাম গাজ্জালি (রহ.)

১৬. রাগান্বিত অবস্থায় কখনোই চিঠির উত্তর দিতে নেই।

চীনা প্রবাদ

১৭. মেজাজ ঠাণ্ডা রাখো; তা হলে সবাইকে তুমি শাসন করতে পারবে।

–সেন্ট জাস্ট

১৮. ক্রোধের শুরুতে থাকে উন্মত্ততা এবং তার পরিণতি হল আক্ষেপ।

ইবনে আবু ওবাই

১৯. ধৈর্যশীল লোকের ক্রোধ হতে সাবধান হও।

ড্রাইডেন

২০. দুষ্ট লোকেরা তাদের গড়া নরকেই বাস করে।

টমাস ফুলার

২১. যারা ঝগড়াটে তারা নাক দিয়ে শুঁকে ঝগড়ার গন্ধ নেয়।

ক্রিস্টোফার স্মার্ট

২২. ঝগড়া চরমে পৌঁছার আগেই ক্ষান্ত হও।

–হযরত সেলায়মান (আ.)

২৩. আল্লাহর পথে জেহাদ করো, অর্থাৎ যারা তোমাদেরকে আক্রমণ করে, তাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রথমে তাদের আক্রমণ কোরো না। কারণ আল্লাহ্ আক্রমণকারীদের ভালোবসেন না।

–আল-কোরআন

২৪. শয়তান আর রিপুর সাথে
‘জেহাদ’ কর বিরোধ কর
তাদের সকল মধুর বাণী
মিথ্যা হতে মিথ্যা ধর।

–আবু শরফুদ্দিন

২৫. কাউকে ঘৃণা কোরো না; তাদের পাপকে ঘৃণা করো; তাদের ঘৃণা কোরো না।

–জে. সি. সি. ব্রেইনার্ড

২৬. পাপকে ঘৃণা করিও, পাপীকে ঘৃণা করিও না।

বাইবেল

২৭. অসৎ ব্যক্তির মন কাঁকড়াবিছায় পরিপূর্ণ।

–শেক্সপীয়ার

২৮. ঘৃণা ঘৃণাকে জন্ম দেয়, গোঁড়ামি জন্ম দেয় গোঁড়ামির।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

২৯. ঘৃণার আয়ু লম্বা আর বিষাক্ত।

কৃষণ চন্দর

৩০. কথা দিয়ে কথার কলি
চরণ তলে দলবে না।
ইচ্ছা করে কুৎসা কারো
মুখে তোমার বলবে না।

হযরত কিরমানি (রহ.)

৩১. সমর্থ ব্যক্তির কাছে কিবা গুরুভার,
ব্যবসায়ী যেই জন কিবা দূর তার।

বিদ্বানের কাছে কিবা স্বদেশ-বিদেশ,
মিষ্টভাষী জনে কেবা করে হিংসা-দ্বেষ।

চাণক্য পণ্ডিত

৩২. মনের উদারতার সঙ্গে ঐশ্বর্যের তুলনা করা চলে না।

–মার্শাল

৩৩. ঈর্ষা, অসূয়া (পরশ্রীকাতরতা) হইতে দূরে অবস্থান করিবে; কারণ অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে পোড়ইয়া খাইয়া ফেলে, সেইরূপ ঈর্ষাও সকার্য আহার করিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলে।

–আল-হাদিস

৩৪. হিংসা দিয়ে কখনো হিংসাকে হত্য করা যায় না। আগুন নেভাতে যেমন জলের প্রয়োজন, হিংসাকে জয় করতে তেমনি প্রেমের প্রয়োজন।

–ডন জুয়ান

৩৫. অহমিকা থেকেই অশান্তির সৃষ্টি হয়।

ই. আর. শীল

৩৬. ওরা মরুভূমি বানিয়ে তার নাম রাখে শান্তি।

স্ট্যাসিটাস

৩৭. যুদ্ধকে যতদিন পর্যন্ত অশুভ বলা হবে, তার সম্মোহও থেকে যাবে ততদিন। অশ্লীলভাবে দেখতে পারলেই কেবল জনপ্রিয়তা হারাবে এটি।

অস্কার ওয়াইল্ড

৩৮. শয়তান আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তরবারির আঘাতে তাদের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিবে। স্ত্রীলোক, ছেলেপিলে ও বৃদ্ধলোকের গায়ে কখনো হাত উঠাইও না। খেজুর বা অন্য যে-কোনো বৃক্ষ ছেদন করিও না, কোনো বাড়িঘর ধ্বংস করিও না।

–আল-হাদিস

৩৯. ক্রোধ প্রদর্শন করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি উহা দমন করিয়া রাখ তবে আল্লাহতা'আলা তজ্জন্য তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।

–আল-হাদিস

৪০. মানুষ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যা বলে তা হালকাভাবে গ্রহণ করো।

রানি মেরি

৪১. রাগ বোকামি থেকে উদ্ভূত হয় এবং অনুতাপে শেষ হয়।

পিথাগোরাস

৪২. হঠাৎ করে কাউকে শত্রু ভাবতে নেই, তাতে শত্রুর সংখ্যাই বৃদ্ধি পায়।

লর্ড হ্যালিফাক্স

৪৩. মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে মানুষ।

রবার্ট বার্টন

৪৪. তোমরা শত্রুদের প্রতি লক্ষ রাখো, কারণ তারাই প্রথমে তোমার দোষ খুঁজে বের করবে।

–এনটিন থেনেস

৪৫. অস্ত্রের জোরে তুমি সারা পৃথিবী জয় করতে পার, কিন্তু পারবে না একটা গ্রামের মানুষেরও মন বশীভূত করতে।

কি ভলতেয়ার

৪৬. পরের অস্ত্র কাড়িয়া লইলে নিজের অস্ত্র নিয়ে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠকুর

৪৭. তোমরা আপন আপন শত্রুগণকে প্রেম করিও এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও।

বাইবেল

৪৮. পরস্পর পরস্পরকে উপহার দেবে। কেননা উপহার দেওয়া-নেওয়া মানুষকে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে রাখে।

–আল-হাদিস

৪৯. মন্দের বিনিময়ে কাহারো মন্ত করিও না, সকল মানুষের দৃষ্টিতে যাহা উত্তম, ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাহাই করো।

বাইবেল

৫০. যুদ্ধে শোণিত, পরিশ্রম, অশ্রু এবং ঘাম ছাড়া আর কিছুই দেবার নেই।

–উইনস্টন চার্চিল

৫১. একের বিরুদ্ধে অপরের বিদ্বেষের কথা যে লাগায়, সে আগুনে ইন্ধন যোগায়।

শেখ সাদি

৫২. চোগলখোরের অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই। ঈশ্বর ক্ষমা করলেও আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি না।

–আইজ্যাক ল্যাম

৫৩. দুষ্টু লোককে তার দুষ্টুমিই গ্রাস করবে। আপন পাপরশিতেই সে বাঁধা পড়বে।

–হযরত সোলায়মান (আ.)

৫৪. মেয়েরা মেয়েদের বেশি হিংসা করে, একে অন্যের সুখে ঈর্ষান্বিত হয়।

অজ্ঞাত

৫৫. মানুষ আজ পশুতে পরিণত হয়েছে, তাদের চিরন্তন আত্মীয়তা ভুলেছে। পশুর ল্যাজ গজিয়েছে ওদের মাথার উপর, ওদের সারা মুখে। ওরা মারছে লুকিয়ে, মারছে লেঙ্গোটিকে, মারছে টিকিকে, দাড়িকে। বাইরের চিহ্ন নিয়ে এই মূর্খদের মারামারির কি অবসান নেই?

কাজী নজরুল ইসলাম

৫৬. ঝগড়ার পথ হতে সরে থাকাই সম্মানরক্ষার প্রকৃষ্ট পন্থা। মূর্খেরাই সাধারণত বিবাদ তালাশ করে।

মহিউদ্দিন

৫৭. যুদ্ধের ধ্বংস হতে পারে কেবল যুদ্ধের মাধ্যমে, আর অস্ত্র পরিত্যাগ করার জন্যে হাতে তুলে নিতে হয় অস্ত্র।

মাও সে-তুং

৫৮. আমরা খুন করি কারণ নিজের ছায়াকে আমরা ভয় পাই; ভয় পাই কারণ সামান্য কাণ্ডজ্ঞান খাটালেই আমাদের মহান নীতিগুলোর ফাঁকফোকর সব ন্যাংটো হয়ে পড়বে।

–হেনরি মিলার

৫৯. যুদ্ধ একই সঙ্গে আগের বিকৃতিগুলোর উৎপাদন এবং পরবর্তী বিকৃতির উৎপাদক।

লুইস মামফোর্ড

৬০. বাজে সঙ্গীত আর বাজে যুক্তিগুলো কী চমৎকারই-না লাগে যখন শত্রুর দিকে এগিয়ে যায় কুচকাওয়াজ।

–নিৎসে

৬১. যুদ্ধ থামানোর সেরা উপায় হল হেরে যাওয়া।

জর্জ অরওয়েল

৬২. ঘৃণা আপনা থেকে অকারণে জন্মায় না।

কৃষণ চন্দর

৬৩. যাকে মানুষ আহত করে তাকে ঘৃণা করাই মনুষ্যস্বভাব।

টেনিসাস

৬৪. ঈর্ষা হতে আত্মরক্ষা করা উচিত। কিন্তু যে-ঈর্ষায় আত্মশুদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে, তা কিছুতেই পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

অ্যারিস্টটল

৬৫. মানুষের অনুকম্পা পাওয়ার চেয়ে মানুষের ঈর্ষা পাওয়া শ্রেয়।

–হেরোডোটাস

৬৬. একজন অহংকারী মহিলা সংসারের পুরো কাঠামোটা বিনষ্ট করে দেয়।

–পিনিরো

৬৭. কোনো কারণ ছাড়াই যে অন্যকে ঘৃণা করে, সে প্রকৃত অহংকারী।

মার্শাল

৬৮. যাকে ঘৃণা করবে তাকে ভয়ও করবে। কারও নাম-যশ শুনেই বিভ্রান্ত হয়ো না।

হযরত ওমর (রা.)

৬৯. একজন খাঁটি মানুষ কখনো অন্যকে ঘৃণা করে না।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

৭০. হৃদয়ের পাগলামো হচ্ছে ঈর্ষা।

বায়রন

৭১. আমি তাকে ঘৃণা করি–এর অর্থ তার কাজকে ঘৃণা করি।

–জে. আর. লাওয়েল

৭২. যখন আমরা ঝগড়া করি, তখন ক্রোধে অন্ধ হয়ে যাই।

–ইমারসন

৭৩. মানুষের কল্যাণের জন্য ঐসব ভজনালয়ের সৃষ্টি, ভজনালয়ের মঙ্গলের জন্য মানুষ সৃষ্টি হয় নাই। আজ যদি আমাদের মাতলামির দরুন ঐ ভজনালয়ই মানুষের অকল্যাণের হেতু হইয়া ওঠেযাহার হওয়া উচিত ছিল স্বর্গ-মর্ত্যের সেতু-তবে ভাঙ্গিয়া ফেল ঐ মন্দির-মসজিদ। সকল মানুষ আসিয়া দাঁড়াইয়া বাঁচুক এক আকাশের ছত্রতলে এক চন্দ্র-সূর্য-তারা জ্বলা মহামন্দিরের আঙ্গিনা তলে।

কাজী নজরুল ইসলাম

৭৪. হিংসা থেকেই অধিকাংশ কুৎসা রচিত হয়।

মারিয়া এডওয়ার্থ

৭৫. যে-ব্যক্তি ভূমির উপর অন্যকে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিতে পারে, সে কখনো বলবান বা ক্ষমতাশালী নহে; কিন্তু যে-ব্যক্তি আপনার ক্রোধ দমন করিতে পারে, সে-ই প্রকৃত বলবান।

–আল-হাদিস

৭৬. কথাবার্তায় ক্রোধের পরিমাণ আহার্যের লবণের মতো হওয়া উচিত। পরিমিত হলে রুচিৎকারক, আর অপরিমিত হলে ক্ষতিকারক।

প্লেটো

৭৭. সময় ও পরিবেশ বুঝে রাগান্বিত হওয়া উচিত। যিনি রাগকে সংযত করতে জানেন, তিনি জীবনে সুখী হতে পারেন।

–সিডনি স্মিথ

৭৮. যার কোনো শত্রু নেই, সে নিঃসন্দেহে একজন অকর্মণ্য ব্যক্তি।

–এডমণ্ড বার্ক

৭৯. শত্রু মরে গেছে বলে আনন্দ কোরো না, কারণ পুনরায় শত্রু হবেই।

ওল পিয়াট

৮০. একজন লোকের জন্য একজন শত্রুই যথেষ্ট।

টমাস মিডল্টন

৮১. রাগান্বিত মানুষ তার মুখ খোলা রাখে এবং চোখ দুটো বন্ধ রাখে। কাটো।

৮২. রাগ বস্তুটা মূল্যবান বিলাসিতা এবং বিশেষ আয়সম্পন্ন লোকেরাই পুষতে পারে।

ভি. ডব্লিউ. কারটিস

৮৩. কখনো কখনো একজনের নিষ্ঠুরতা অন্যের আনন্দের খোরাক হয়ে দাঁড়ায়।

জন ওল্ডহাম

৮৪. ঈর্ষা জিনিসটার মধ্যে একটি সত্য আছে, সে হচ্ছে এই যে, যা-কিছু সুখের সেটি সকলের পাওয়া উচিত ছিল।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৫. হিংসুকের নিন্দায় ক্ষুণ্ণ হবার কারণ নেই। তুলনায় যে ভালো আছে, তাকেই লোক হিংসা করে।

আব্দুর রহমান শাদাব

৮৬. যে আদর্শ অন্য আদর্শের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, তাহা আদর্শই নহে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৭. কারও বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা সবচেয়ে খারাপ কাজ।

চার্লস ল্যাম

৮৮. রাগ করা অর্থাৎ সাময়িকভাবে পাগল হওয়া, তাই তোমার ক্রোধকে আয়ত্তে রাখো। নচেৎ ক্রোধই তোমাকে আয়ত্ত করবে।

হোরেস

৮৯. যুদ্ধ একান্ত পাশবিক। অথচ পশুর চেয়ে মানুষই যুদ্ধ করে সশি। আবার মানুষই যুদ্ধকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে।

৯০. যুদ্ধ একটি ধ্বংসের বিজ্ঞান।

জন. এম. সি. অ্যাবট

৯১. মানুষ মানুষকে যে ঘৃণা করে, তার কারণ কি? যার মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই, যে মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড, নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর, যার ব্যবহার মিথ্যার সঙ্গে জড়িত–বল দেখি লোকে যদি তাকে ঘৃণা করে, তা হলে কি তাদের দোষ দেওয়া যায়?

–ডা. লুৎফর রহমান

৯২. যুদ্ধ-বিষদাঁত দিয়ে রাজনীতির গেরো খোলার পদ্ধতি যা কখনো জিহ্বা পর্যন্ত পৌঁছায় না।

অ্যামব্রোস বিয়ার্স

৯৩. যুদ্ধ ঠিক প্রেমের মতো, সবসময় ছুতো খোঁজে।

–বের্টোল্ড ব্রেখট

৯৪. শেষ বিচারে সৈনিকের বোঝা বন্দির শিকলের মতো অতটা ভারী নয়।

আইসেন হাওয়ার

৯৫. প্রতিটি জাতির ফুল ঝরিয়ে দেয় বলেই যে যুদ্ধকে আমি ঘৃণা করি, তা নয়। করি এজন্যে যে এটি আত্মিক মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুগত মূল্যবোধও ধ্বংস করে ফেলে।

ইলিয়া এরেনবুর্গ

৯৬. বন থেকে এসে মানুষ মরুর দিকে এগোয়।

-ফরাসি ছাত্র বিদ্রোহীদের দেয়াল-লিখন

৯৭. ক্ষমতা না থাকিলে শত্রুর সম্মুখীন হইও না।

–হযরত আলি (রা.)

৯৮. বিধাতার নিকট আমার প্রার্থনা এই যে, আমাকে শুধু তুমি বন্ধু দিও না, শত্রুও দিও, যাতে আমি আমার ভুলভ্রান্তিগুলো ধরতে পারি।

–জন ম্যাক

৯৯. দুই শত্রুর মধ্যে এমনভাবে কথাবার্তা বলো, তারা পরস্পরে মিলে গেলেও যেন তোমাকে লজ্জিত হতে না হয়।

শেখ সাদি

১০০. অপরিচিত লোক অপেক্ষা আত্মীয়ের শত্রুতা অধিক দুঃখজনক।

–ডেমোক্রিটাস

১০১. মানুষকে ঘৃণা করাটা হল ইঁদুর তাড়ানোর জন্য নিজের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার মতো।

হ্যারি ইমারন

১০২. যে ঘৃণা করতে জানে না, সে ভালোবাসতেও জানে না।

কনজাভ

১০৩. ঘৃণার সাহায্যে ঘৃণা কখনো মুছে ফেলা যায় না।

বুদ্ধদেব

১০৪. আল্লাহর এবং মা-কালীর 'প্রেস্টিজ' রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চিৎকার করিতেছিল তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, দেখিলাম–তখন আর তাহারা আল্লা মিঞা বা কালী ঠাকুরাণীর নাম লইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে—'বাবা গো, মা গো'–মাতৃপরিত্যক্ত দুটি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া একস্বরে কাঁদিয়া তাদের মাকে ডাকে।

কাজী নজরুল ইসলাম

১০৫. প্রতিশোধ নেবার কাজটি শত্রুমিত্র উভয়কেই সমপর্যায়ে আনে, আর প্রতিশোধ নেয়ার কথা ভুলে গেলে, প্রতিশোধগ্রহণকারী উন্নত ও মহত্তর আদর্শের পরিচয় দেন।

–বেকন

১০৬. সদুপদেশ গ্রহণ করার জন্য অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি না হওয়া এবং নিজের অভিমত খণ্ডিত হতে দেখেই অন্তরে ক্রোধের সৃষ্টি হওয়ার নামই অহংকার। আত্মপ্রশস্তি ও অহংকার মানুষকে নিম্নস্তরে নিয়ে যায়।

ইমাম গাজ্জালি (রহ.)

১০৭, পৃথিবীতে ভালো যুদ্ধ বা খারাপ শান্তি বলে কিছু নেই।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

১০৮. যুদ্ধের সময় দোজখের ভেতরে শয়তান আরও বেশি বেশি করে ঘর তোলে।

জার্মান প্রবাদ

১০৯. যুবকেরা যুদ্ধের প্রথম বলি; শান্তির প্রথম কদম ফুল। একটি মানুষ গড়তে লাগে বিশ বা তারও চেয়ে বেশি বছর; মাত্র বিশ সেকেণ্ডের যুদ্ধ খুঁড়িয়ে দিতে পারে

বলডুইন

১১০. পৃথিবীর লোকের কাছে একথা প্রচারিত যে আমরা হিন্দু-মুসলমান কাটাকাটি মারামারি করি; অতএব ইত্যাদি। কিন্তু ইউরোপেও একটা সম্প্রদায়ে কাটাকাটি মারামাটি চলত–গেল কী উপায়ে।

কেবলমাত্র শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা। আমাদের দেশেও সেই উপায়েই যেত। কিন্তু শতাধিক বৎসরের ইংরেজ শাসনের পরে দেশে শতকরা পাঁচজনের কপালে শিক্ষা জুটেছে, সে শিক্ষাও শিক্ষার বিড়ম্বনা।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১১. শাস্তি দেয়ার জন্য যারা যুদ্ধ করে আর যুদ্ধের ক্লেশ যারা ভোগ করে যুদ্ধটা তাদের উভয়ের জন্যই শাস্তিস্বরূপ।

জেফারসন

১১২. হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী
নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব;
ঘোর কুটিল পন্থ তাহার;
লোভে জটিল বন্ধ।
নতুন তব জন্ম লাগি,
কাতর যত প্রাণী,
কর ত্রাণ মহপ্রাণ,
আন অমৃত বাণী।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৩. যে মানব! তুমি বৃহস্পতিতুল্য পণ্ডিত হও, ব্রহ্মের ন্যায় কবি হও, জনকের ন্যায় জ্ঞানী হও, কুবেরের ন্যায় ধনী, বারির ন্যায় দাতা হও, ভীমের ন্যায় বীর হও এবং শশাগড়া পৃথিবীর অধিপতি হও; কিন্তু মনে কিঞ্চিন্মাত্র অভিমান ও অহংকার থাকিলে সকলই বৃথা হইবে, তোমার সেই বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, সভ্যতা, বল, বিক্রম, বিভব, রাজত্ব, প্রভুত্ব কিছুতেই কিছু করিবে না। তুমি পর্বর্ততুল্য উচ্চ হইলেও গর্বদোষে খর্ব হইবে, ইহা বিচিত্র নহে।

১১৪. অহংকারী ও উদ্ধত ব্যক্তিগণ কখনো বেহেশতে প্রবেশাধিকার পাইবে না।

–আল হাদিস

১১৫. হিংসা তোমাকে ধ্বসের শেষ ধাপে নিয়ে যাবে।

–এইচ, জি ওয়েলস

১১৬. এমনকি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও আমি হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করার ঘোর বিরোধী।

মহাত্মা গান্ধী

১১৭. হিংসুক লোক শত্রুর মতো নিজেকেই উৎপীড়ন করে।

ডেমোক্রিটাস

১১৮. ইতিহাসের পাতা খুলে দেখা যায় হিংসা এবং পরশ্রীকাতরতা মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ এবং হানাহানিতে লিপ্ত করেছে।

আর, ডব্লিউ. গিল্ডার

১১৯. একজন হিংসুক মহিলা তার গৃহ এবং পরিচিত পরিবেশের মধ্যে যে-কোনো মুহূর্তে আগুন জ্বালাতে পারে।

–পাবলিয়াস সিরাস

১২০. হিংসুক ব্যক্তি সর্বদা তিন প্রকার কষ্টে নিপতিত থাকে–আত্মদহন, মানুষের ঘৃণা এবং আল্লাহর গজব।

ইবনে মুয়াইদ ১২১. দুনিয়ায় কেউ মৃত ব্যক্তির উপর হিংসা করে না, কাজেই জীবিত ব্যক্তির প্রতি হিংসা করা কর্তব্য নয়। কেননা জীবিতও একদিন মৃত হবে।

ইমাম শাফেয়ি (রা.)

১২২. অভ্যেসগত উত্তেজনা হল অপরাধের সারসংক্ষেপ।

–জেরলস

১২৩. অপমানের আঘাত অপেক্ষা শারীরিক আঘাত অনেক সহজে ভোলা যায়।

–লর্ড চেস্টারফিল্ড

১২৪. শয়তানের মস্তিষ্ক সবচেয়ে প্রখর।

–ভলতেয়ার

১২৫. কেউ নিজের ক্ষতি না করে কখনো অন্যের ক্ষতি করতে পারে না।

ডেসম্যাথিস

১২৬. আক্রমণকারী শত্রু অপেক্ষা তোষামোদকারী বন্ধুকে বেশি ভয় করো।

–জি. ওব্রেয়ন

১২৭. ভঙ্গুর বরফের মতো ক্রোধ সময় হলে আপনি গলে যায়।

অভিদ

১২৮. অশোভন আবেগকে জীবনে কখনো প্রশ্রয় দিও না।

অস্কার ওয়াইল্ড

১২৯. একজন মহিলা যখন ভালোবাসে এবং যখন ঘৃণা করে উভয় ক্ষেত্রেই চরম পর্যায়ে যায়।

রিচার্ড আল ডিংকটন

১৩০. মরিচা লোহাকে বিনষ্ট করে দেয়, তেমনি হিংসা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়।

ইবনুল খতিব

১৩১. তোমরা হিংসা পরিত্যাগ করো, কেননা অগ্নি যেরূপ জ্বালানী কাষ্ঠকে ধ্বংস করে হিংসা তদ্রুপ সৎগুণাবলীকে ধ্বংস করে।

–আবু দাউদ

১৩২. কোন অকাট কৃপণের হাত হতে স্বর্ণ-রৌপ্য খসানো যেতে পারে কিন্তু হিংসুকের মুখ থেকে কারো প্রশংসাবাণী বের করা সত্য সত্যই কঠিন।

বাহাউদ্দিন

১১. প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা

প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা

১. প্রেম হচ্ছে সবকিছুর শুরু, মধ্য এবং অন্ত।

–লাকর্ডেয়ার

২. প্রেম আর ধূম হচ্ছে এমন দুটো জিনিস যা চোখে দেখা যায় না।

ফরাসি প্রবাদ

৩. নারীর প্রেমে মিলনের গান বাজে, পুরুষের প্রেমে বিচ্ছেদের বেদনা।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪. ভালোবাসা যা দেয়, তার চেয়ে বেশি কেড়ে নেয়।

টেনিসন

৫. বিচ্ছেদের মুখে প্রেমের বেগ বাড়িয়া উঠে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬. স্বার্থসিদ্ধির চরমতম অভিব্যক্তি প্রেম।

হক জ্যাকসন

৭. প্রেমের পরশে প্রত্যেকে কবি হয়ে ওঠে।

প্লেটো

৮. প্রেম মানুষের একটি শাশ্বত ও মহান প্রয়োজন।

আনাতোল ফ্রাঁস

৯. চুমুতে চিনি নেই, মধুও মেশানো থাকে না–তবুও চুমুর মতো মধুর স্বাদ জগতে আর কিছুতে নেই।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

১০. শব্দ যখন নিরর্থক হয়ে ওঠে, তখন কথা বন্ধ করার জন্য প্রকৃতি চুম্বনের মধুর ফন্দি বার করেছে।

ইনগ্রিড বার্গম্যান

১১. চুম্বনও একটা আর্ট। সবাই চুমু খেতে পারে না। গাঢ় গভীর আশ্লেষ চুম্বন দ্বারা অনেক সুখ অনেক তৃপ্তি আদায় করে নেওয়া যায়। অথচ কী আশ্চর্য! অনেক নারী-পুরুষ এই সুখ থেকে স্বেচ্ছায় নিজেদের বঞ্চিত করে।

হেলিনস্কি

১২. চোখ মনের কথা বলে। সবাই চোখের ভাষা বুঝতে পারে না। প্রাণের সাথে যার প্রাণের মিল আছে, টান আছে, কেবল তারাই একে অপরের চোখের ভাষা বুঝতে পারে।

প্রফুল্ল রায়

১৩. যখন মুখের ভাষা বন্ধ হয়ে যায়, তখন প্রেমিক-প্রেমিকারা চোখের ভাষায় কথা বলে। যখন চোখও কথা বলে না, তখন হৃদয়ে-হৃদয়ে বাণী বিনিময় হয়। এলান বার্গার

১৪. যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক,
তারা তো পারে না জানিতে
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ
আমার হৃদয় খনিতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫. সৌভাগ্যের দুর্ঘটনায় একজন মানুষ পৃথিবীকে একবার শাসন করতে পারেন, কিন্তু ভালোবাসার দ্বারা তিনি পৃথিবীকে চিরকাল শাসন করতে পারেন।

লাও সী

১৬. গভীর ভালোবাসার কোনো ছিদ্রপথ নেই।

–জন হেউড

১৭. প্রেমে পড়লে নাকি বোকা বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে, বুদ্ধিমান বোকা হয়ে যায়।

নুট হামসুন

১৮. প্রেম নারীর লজ্জাশীলতাকে গ্রাস করে, পুরুষের বাড়ায়।

–জা পল বিশার

১৯. অর্থের জন্য প্রেম করা আর নিজের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা একই জিনিস।

জন ক্রাউন

২০. ধনসম্পদ উড়ে যায়, আরাম-আয়েশ অন্তর্হিত হয়, আশা যায় শুকিয়ে, কিন্তু প্রেম থেকে যায় আমাদের সাথে। প্রেম হচ্ছে ঈশ্বরী।

লিউ ওয়ালেস

২১. প্রেমের সুখ হল কর্মে ও অপরের জন্য কাজ করার ইচ্ছাই ভালোবাসার প্রমাণ।

লিউ ওয়ালার

২২. যাকে খুবই ভালোবাসা যেতে পারত, তাকে ভালোবাসবার অবসর যদি কোনো একটা বাধায় ঠেকে ফসকে যায়, তখন সেটা না-ভালোবাসায় দাঁড়ায় না—সেটা দাঁড়ায় একটা অন্ধবিদ্বেষে, ভালোবাসারই উলটো পিঠে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩. সবাইকে ভালোবাসো, বিশ্বাস করো অল্প কয়েকজনকে। শেক্সপীয়ার ২৪. বন্ধুত্বের সারাৎসার হচ্ছে সমগ্রতা, পূর্ণ মহানুভবতা আর বিশ্বাস। ইমারসন ২৫. প্রেম সর্বদাই কামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

বার্ট্রান্ড রাসেল

২৬. আস্থাই বন্ধুত্বের একমাত্র বন্ধনসূত্র।

সাইরাস

২৭. বিস্তারই জীবন, সঙ্কোচনই মৃত্যু। প্রেমই জীবন, দ্বেষই মৃত্যু।

স্বামী বিবেকানন্দ

২৮. ভালোবাসার ট্রাজেডি ঘটে সেইখানেই যেখানে পরস্পরকে স্বতন্ত্র জেনে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি—নিজের ইচ্ছেকে অন্যের ইচ্ছে করবার জন্য যেখানে জুলুম যেখানে মনে করি, আপন মনের মতো করে বদলিয়ে অন্যকে সৃষ্টি করব।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯. তোমার প্রেমকে মনুষ্যত্বে ব্যাপ্ত কর, সান্ত্বনা পাবে। বিশ্বপ্রেম প্রতিদান চায় না; যোগ্য অযোগ্য বিচার করে না, সে সেবা করেই সুখী।

–দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৩০. তারেই বলে প্রেম
যখন থাকে না **Future-**এর চিন্তা
থাকে নাক **Shame**
তারেই বলে প্রেম।

–দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৩১. যেখানে আনন্দ সেখানেই প্রেম এবং যেখানেই প্রেম সেইখানেই আনন্দ। আনন্দ ভিন্ন প্রেম হয় না এবং প্রেম ভিন্নও আনন্দ নাই।

–অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

৩২. প্রেম না থাকলে শরীরসম্ভোগ অনির্বচনীয় মাধুর্যমণ্ডিত হয় না।

মহাশ্বেতা দেবী

৩৩. সকল জীবের মধ্যে প্রেম করার এবং প্রেমের সুখ উপলব্ধি করার ক্ষমতা কেবল মানুষেরই আছে।

–আবুল ফজল

৩৪. নিজের দীর্ঘায়ু সম্পর্কে যেমন নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না, তেমনি প্রেমে আবদ্ধ থাকা কিংবা না থাকার বিষয়েও শপথ করা যায় না। শুধুমাত্র জীবন এবং প্রেম সম্বন্ধে যত্নবান থাকার শপথ করা যায়।

–এলিন কে.

৩৫. যেখানে অর্থ নেই, সেখানে ভালোবাসাও দুর্লভ।

স্যার টমাস ব্রাউন

৩৬. নিরবচ্ছিন্ন মিলনে প্রেমের মর্যাদা ম্লান হইয়া যায়। সোহাগ বেসুর লাগে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৭. স্বামীরা প্রেমিক অবশ্যই হতে রাজি, তবে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে নয়। স্ত্রীর প্রেমিকের ভূমিকায় তারা নিজেদের ভাবতেই পারে না।

নবনীতা দেব সেন

৩৮. ধর্মের পর জ্ঞানের প্রধান অংশ হচ্ছে মানবপ্রেম–আর পাপী পুণ্যবান নির্বিশেষে মানুষের মঙ্গলসাধন।

–আল-হাদিস

৩৯. প্রেমিক-প্রেমিকারাই অলস-মধুর সময় কাটাতে পারে।

ফ্রান্সিস বেকন

৪০. আল্লাহকে ভালোবাসার ইচ্ছা থাকলে প্রথমে মানুষকে ভালোবাসতে শেখো।

–আল-হাদিস

৪১. মানবপ্রেমই প্রেমের শ্রেষ্ঠ ও শেষতম পর্যায়।

–গুন্টার গ্রাস

৪২. একমাত্র প্রেম বিপ্লবের ক্ষেত্রে মানুষ ভীরুতার দেয়াল টপকিয়ে দুর্জয় সাহসী হতে পারে।

–সৈয়দ শামসুল হক

৪৩. যারা গভীরভাবে ভালোবাসতে জানে, বয়স তাদের জন্য কোনো বাধা নয়।

–পিনেরো

৪৪. তুমি যদি কোনো লোককে জানতে চাও,তা হলে তাকে প্রথমে ভালোবাসতে শেখো।

লেনিন

৪৫. ত্যাগের সঙ্গে প্রেমের ভারি একটা সম্বন্ধ আছে–এমন সম্বন্ধ যে, কে আগে কে পরে তা ঠিক করাই দায়। প্রেম ছাড়া ত্যাগ হয় না, আবার ত্যাগ ছাড়া প্রেম হতে পারে না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৬. যাকে শ্রদ্ধা করা যায় না, তাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসাও যায় না।

সুইফট

৪৭. পৃথিবীর সমস্ত সুন্দর আবেগগুলোই প্রেমের মাত্র একটি কর্মের তুলনায় ওজনে খাটো।

জেমস্ রাসেল লাওয়েল

৪৮. প্রেমিক-প্রেমিকা কলঙ্ক রটনাকে ভয় পেয়ে থাকলে বুঝতে হবে তাদের প্রেম খাঁটি নয়।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

৪৯. মা বোন স্ত্রী অথবা কন্যা—যে-রূপেই হোক না কেন, নারীর প্রেম পুরুষের প্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র।

—এইচ. জি. লরেন্স

৫০. বন্ধনের মধ্যে জন্ম হলেও নারী পুরুষ উভয়েই স্বাধীন প্রাণী হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে।

—উইলিয়াম উইন্টার

৫১. কলঙ্ক হবে—এই ভয়ে একজন সৎ ও নিষ্ঠাবতী প্রেমিকা প্রেমিকের হাত ধরে গৃহত্যাগ করতে ইতস্তত করে না। প্রেম ভয়কে ভয় পায় না। কলঙ্ককে ডরায় না।

—অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়

৫২. সবাই আত্মকল্যাণ চায়, মানুষ এমনই স্বার্থপর।

—গ্রীন গর্ডন

৫৩. নিঃস্বার্থ জনদরদিরাই কেবল মানবকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ হতে পারেন। স্বার্থপর যে, মানবকল্যাণের কথা বৃথাই তার চিন্তা করা।

হো চি মিন

৫৪. দুঃখ ও যন্ত্রণা জয়ের উৎকৃষ্ট টনিক হচ্ছে সার্থক প্রেম।

—হেররিক

৫৫. পূর্ণ বিবেচনা ও বিচক্ষণতাপ্রসূত মাতৃত্ব অর্জন করবার জন্যে স্বভাবতই যে কোনো মেয়ের পক্ষে খাঁটি ও হৃদয়বান পুরুষের প্রেমের প্রয়োজন। রোমা রোলা

৫৬. কামের মধ্যে প্রেমের মূল না থাকিলে ভোগের বিকাশ পরিপূর্ণ এবং স্থায়ী হয় না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৭. পথিবীতে ভালোবাসার একটি মাত্র উপায় আছে..... সে হল প্রতিদানের আশা না করে ভালোবেসে যাওয়া।

—ডেল কার্নেগি

৫৮. ভালোবাসা দেবার চেয়ে নেয় বেশি।

–টেনিসন

৫৯. ভালোবাসার জগতে সে-ই বুদ্ধিমান যে ভালোবাসে বেশি কিন্তু প্রকাশ করে

–টেনিসন

৬০. স্বার্থসিদ্ধির চরম অভিব্যক্তি প্রেম।

ব্রুক জ্যাকসন

৬১. সৌভাগ্য ও প্রেম নির্ভীকের সঙ্গী।

–আনাতোল ফ্রাঁস

৬২. ভালোবাসতে শেখো, ভালোবাসা দিতে শেখো–তা হলে তোমার জীবনে ভালোবাসার অভাব হবে না।

–টমাস ফুলার

৬৩. ভালোবাসা শুধু সুখ দেয় না, জীবনকে মধুময় ও দীর্ঘায়ু করে।

প্রফুল্ল রায়

৬৪. কামনা ও প্রেম একসঙ্গে চলে, কোনোদিন বিচ্ছেদ হয় না।

–সমরেশ মজুমদার

৬৫. প্রেম শব্দটার মধ্যে মস্ত এক রহস্য লুকিয়ে আছে নিশ্চয়। তা না হলে প্রেম শব্দটা শুনে মানুষ এমন রোমাঞ্চিত হয় কী কারণে?

–বনফুল

৬৬. প্রেম ব্যতীত কোনো নারীর সঙ্গে মিলিত হওয়া আর বাজারের স্বৈরিণীর সঙ্গে মিলিত হওয়া সমান।

–বার্ট্রান্ড রাসেল

৬৭. আমরা যেহেতু মানুষ সেইজন্য আমাদের একমাত্র মানুষকেই ভালোবাসা কর্তব্য।

–-লেনিন

৬৮. প্রেমের আনন্দ থাকে
শুধু স্বল্পক্ষণ
প্রেমের বেদনা থাকে
সমস্ত জীবন।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৯. প্রেম গাছ-থেকে-পড়া অন্ধ ডালের মতো, কার ঘাড়ে গিয়ে যে কখন পড়ে– তা আগেভাগে বুঝতে পারা যায় না।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

৭০. ভালোবাসা ভেঙে যাওয়া সে যে হাহাকার
তার চেয়ে ব্যথা নাই, হায়;
প্রেম টুটিবার আগে প্রেমের আধার
টুটে যাওয়া ভালো বসুধায়।

–সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৭১. যে-প্রেমিক কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দেয়, সে মোটেই প্রেমিক নয়।

নর্মান ডগলাস

৭২. অনিত্য এই ধরায় জেনো
কিছুই বড় টিকতে নারে,
ভালোবাসাই হেথায় শুধু
অমর হয়ে থাকতে পারে।

–ওমর খৈয়াম

৭৩. আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু সে-ই যে আমার কল্যাণ কামনা করে কেবল আমার কল্যাণেরই জন্যে।

–অ্যারিস্টটল

৭৪. বন্ধুত্ব টাকার মতো, রক্ষা করার চাইতে তৈরি করা সহজ।

বাটলার

৭৫. সারাজীবনে একজন বন্ধু থাকা যথেষ্ট, দুজন হলে অনেক, আর তিনজন হওয়া প্রায় অসম্ভব।

–হেনরি অ্যাডামস

৭৬. প্রকৃত প্রেম যতই দুর্লভ হোক, প্রকৃত বন্ধুত্বের চাইতে তা কম দুর্লভ।

–লা রোচি ফুঁকো।

৭৭. একজন সহানুভূতিশীল বন্ধু ভাইয়ের মতোই প্রিয় হতে পারে।

–হোমার

৭৮. আমরা আমাদের বন্ধুদের গুণের চাইতে বরং তাদের ত্রুটিগুলো দিয়ে চিনে থাকি।

–সমারসেট মম

৭৯. যে-বন্ধুত্ব শেষ হয়ে যেতে পারে, তা আসলে কখনো সত্যি সত্যি শুরুই হয় না।

–পাবিলিয়াস সাইরাস

৮০. তোমার বন্ধু হচ্ছে সে-ই যে তোমার সম্পর্কে সবকিছু জানে এবং তবুও তোমাকে পছন্দ করে।

অ্যালবার্ট হুবার্ড

৮১. একজন নিষ্ঠাবান বন্ধু সহস্র আত্মীয়ের চেয়ে শ্রেয়।

ইউরিপিডিস

৮২. একজন সত্যিকারের বন্ধু কখনো বন্ধুর আচরণে ক্ষুণ্ণ হয় না।

চার্লস ল্যাম

৮৩. যে-বন্ধু সুদিনে ভাগ বসায় এবং দুর্দিনে ত্যাগ করে চলে যায়, সে-ই তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু।

ইমাম গাজ্জালি

৮৪. কারও প্রেয়সী কখনও কুৎসিত হয় না।

–জে. জে. জেভ

৮৫. একটি পুরুষ আর একটি নারীকে যদি একত্রে কোথাও রাখ, অল্প কিছু জিনিসই তাদের করার থাকে। তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। উষ্ণ করে তোলে একে অপরকে। বাকি থাকে সবই শূন্য আর মৃত।

উগো বেত্তি

৮৬. প্রেম পুরুষের জীবনে কেবল একটা অণুকাহিনী মাত্র, নারীর জীবনে তা সমগ্র ইতিহাস।

মাদাম দ্য স্তায়েল

৮৭. হে প্রেম, তোমার শক্তি অপ্রতিরোধ্য, তুমি মরণের পরেও হয়েছ জয়ী।

–সোফোক্লেস

৮৮. প্রেমের নীরব স্বপ্ন যত মধুর, তার অর্ধেক মধুরতাও জীবনে আর কিছুতে নেই।

–টমাস মুর

৮৯. যেখানে প্রেম নেই, সেখানে সত্য নেই। কেবলমাত্র তারই মূল্য আছে যে কোনো-কিছুকে ভালোবাসে। ভালোবাসা না থাকলে নিজের অস্তিত্ব না থাকারই শামিল।

–ফয়েরবাখ

৯০. ভালোবাসার অর্থ হল, যাকে তুমি ভোবাস তার মতো জীবনযাপন করা।

টলস্টয়

৯১. কামনা আর প্রেম এ দুটো হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। কামনা একটা প্রবল সাময়িক উত্তেজনা আর প্রেম হচ্ছে ধীর, প্রশান্ত ও চিরন্তন।

কাজী নজরুল ইসলাম

৯২. সার্থক ভালোবাসা দুঃখ-যন্ত্রণা জয়ের এক উৎকৃষ্ট টনিক।

–হেররিকা

৯৩. ভালোবাসা একটি সাময়িক রোগের সমাধি।

–প্লেটো

৯৪. প্রেম মানুষকে শান্তি দেয়, কিন্তু স্বস্তি দেয় না। প্রেমের মধ্যে ভয় না থাকলে রস নিবিড় হয় না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৫. খ্যাতির চেয়ে ভালোবাসা ভালো।

বেয়ার্ড টেলর

৯৬. একজন প্রেমিক প্যাঁচার চেয়েও অন্ধ।

–স্পেন্সর

৯৭. বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রেমপত্রগুলো মহৎ মহিলাদের উদ্দেশেই রচিত হয়েছিল।

অ্যালবার্ট হার্বার্ট

৯৮. যে চিরদিনের জন্য ভালোবাসে না, সে আসলে প্রেমিক নয়।

–এভিউ ল্যাংসে

৯৯. প্রেম হয় দুজনের মধ্যে, জন্ম দেয় তৃতীয় জনের, একটি নতুন জীবনের। এখানে রয়েছে জন্মস্বার্থ। এখানেই উৎপত্তি সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধের।

ক্লারা জেকিন

১০০. অপরের প্রতি প্রেমের বিস্তার মাৎসর্য্যের পরম ওষুধ। অশ্বিনীকুমার দত্ত

১০১. দুটি জিনিস ছাড়া মানুষ সব লুকোতে পারে। এ দুটি হচ্ছে, যদি সে মাতাল হয়, আর যদি সে প্রেমে পড়ে।

এন. টি. ফেন্স

১০২. একটা শিশুকে দাও যদি সামান্য একটুখানি ভালোবাসা, তোমাকে সে ফিরিয়ে দেবে অকেকখানি।

–রাসকিন

১০৩. ভালোবাসা বিফল হয় না। আজই হউক, কালই হউক, শত শত যুগ পরে হউক, প্রেমের জয় হবেই।

–স্বামী বিবেকানন্দ

১০৪. মানুষের জীবনের একটি শাশ্বত ও মহান প্রয়োজন হল প্রেম।

–আনাতোল ফ্রাঁস

১০৫. প্রেম জীবনকে দেয় ঐশ্বর্য, মৃত্যুকে দেয় মহিমা, কিন্তু প্রবঞ্চিতকে দেয় কী? তাকে দেয় দাহ!

যাযাবর

১০৬. প্রেমের ক্ষেত্রে জয়ী হয়ে কেউ শিল্পী হতে পারে না, বড়জোর বিয়ে করতে পারে।

–ওয়াশিংটন অলস্টন

১০৭. গভীর ভালবাসা শুধু কাছে টানে না, দূরেও ঠেলে দেয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১০৮. মেয়েরা স্বভাবত সাবধানী: তাই প্রেমে পড়ে তারা ঘর বাঁধে। ছেলেরা স্বভাবতই বেপরোয়া, তাই প্রেমে পড়ে তারা ঘর ভাঙে। প্রেম মেয়েদের কাছে একটা প্রয়োজন, সেটা আটপৌরে শাড়ির মতো নিতান্তই সাধারণ, তাতে না আছে উল্লাস, না আছে বিস্ময়, না আছে উচ্ছলতা। ছেলেদের পক্ষে প্রেম দুর্লভ বিলাস, গরিবের ঘরে বেনারসি শাড়ির মতো ঐশ্বর্যময়, যে পায় অনেক দাম দিয়েই পায়। তাই প্রেমে একমাত্র পুরুষেরাই করতে পারে দুরূহ ত্যাগ এবং দুঃসাধ্য সাধনা।

যাযাবর

১০৯. জ্ঞানী ব্যক্তি পাগলের মতো প্রেম করতে পারেন, কিন্তু বোকার মতো নয়।

এফ. না রোশে ফা কোলদ।

১১০. প্রেম অনেক সময় যুক্তিবাদী মানুষকে যুক্তিহীন করে দেয়, আর যুক্তিহীন মানুষকেও যুক্তিবাদী করে তোলে।

দিদারো

১১১. ভালোবাসার কোনো অর্থ নেই, কোনো পরিমাপ নেই।

–সেন্ট জিরোখি

১১২. ভালোবাসা যত শীঘ্র উত্তপ্ত হয়, তত শীঘ্র শীতল হয়।

–এলিজাবেথ মারবুরি

১১৩. ভালোবাসার ক্ষেত্রে সে-ই জ্ঞানী, যে ভালোবাসে বেশি কিন্তু প্রকাশ করে কম।

–জর্জ ডেভিডসন

১১৪. মেয়েমানুষের ভালোবাসা সবুর করতে পারে না, বিধাতা তার হাতে সে অবসর দেননি। পুরুষ অনেক ঠেকে ঘা খেয়ে তারপর ভালোবাসতে শেখে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৫. যাকে সত্যিকার ভালোবাসা যায় সে অতি অপমান, আঘাত করলে, হাজার ব্যথা দিলেও তাকে ভোলা যায় না।

কাজী নজরুল ইসলাম

১১৬. ব্যতিক্রমই বোধহয় মানুষকে আকর্ষণ করে বেশি।

সমরেশ বসু

১১৭. যাহাকে ভালোবাস তাহাকে চোখের অন্তরাল করিও না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১১৮. ভালোবাসা যে পেল না, আর ভালোবাসা যে কাউকে দিতে পারল না, সংসারে তার মতো দুর্ভাগা আর নেই।

–কীটস

১১৯. অন্ধভাবে কাউকে ভালোবেসো না, তার ফল শুভ হবে না।

কার্লাইল

১২০. ভালোবাসতে শেখো, ভালোবাসা দিতে শেখো, তা হলে তোমার জীবনে ভালোবাসার অভাব হবে না।

–টমাস ফুলার

১২১. প্রেম হল জ্বলন্ত সিগারেটের মতো, যার শুরু আগুন দিয়ে আর পরিণতি ছাইয়ে।

–জর্জ বার্নার্ড শ

১২২. ভালোবাসা যখন পরিতৃপ্ত হয়, তখন তার মাধুর্য অনেক কমে আসে।

আব্রাহাম কাওলে

১২৩. ভালোবাসাকে যে অবমাননা করে সেও জীবনে আর ভালোবাসা পায় না, তখন তার জীবন বড় দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।

কাজী নজরুল ইসলাম

১২৪. ভালোবাসা তালাবদ্ধ হৃদয়ের দুয়ার মুহূর্তে খুলে দেয়।

–টমাস মিডলটন

১২৫. যে ভালোবাসা দুজনের দেহকে দুদিক থেকে আকর্ষণ করে মিলিয়ে দেয় সে ভালোবাসা নয়, সেটা অন্য কিছু বা মোহ আর কামনা।

কাজী নজরুল ইসলাম

১২৬. ভালোবাসা অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হয়, সেক্ষেত্রে ভাষার প্রয়োজন হয় না।

–পুসকিন

১২৭. ভালাবাসা সুখকে হত্যা করে আর সুখ ভালোবাসাকে হত্যা করে।

জর্জ গ্রানভিলার

১২৮. ভালোবাসা দিয়েই একমাত্র ভালোবাসার মূল্য পরিশোধ করা যায়।

–আলেকজান্ডার ব্রাকলে

১২৯. আমরা যাহাকে ভালোবাসি কেবল তাহারই মধ্যে অনন্তের পরিচয় পাই। এমনকি জীবনের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করিবার অন্য নাম ভালোবাসা।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩০. প্রেম ভীষণ এক মানসিক ব্যাধি।

–প্লেটো

১৩১. ভালোবাসার কোনো অর্থ নেই, কোনো পরিমাপ নেই।

–সেন্ট জিরোথি

১৩২. ভালোবাসা বদ্ধ হৃদয়ের দরজা খুলে দেয়।

–টমাস মিডলটন

১৩৩. যে-ভালোবাসা মানসিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতারিত করে না, সেই ভালবাসাই প্রকৃত ভালোবাসা।

–অনরৈ দ্য বালজাক

১৩৪. পৃথিবীতে ভয়কে যদি কেহ সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে, বিপদকে তুচ্ছ করিতে পারে, ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করিতে পারে, তবে তাহা প্রেম।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৫. সবার চেয়ে মধুর জেনো
প্রেমিক জনের দীর্ঘশ্বাস,
তার তুলনা তুচ্ছ অতি
ভক্ত হৃদয়ের মুক্তির আশ।

–ওমর খৈয়াম

১৩৬. কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।

তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।

চণ্ডীদাস

১৩৭. দুটি বস্তু মেয়েদের দ্বিতীয় জন্ম দেয়, সুন্দর পোশাক এবং প্রেমপত্র।

–বালজাক

১৩৮. এও কি বুঝতে হয়
প্রেম যদি নাহি হয়,
হাসিয়া সোহাগ করা।
শুধু অপমান?

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৯. সই কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরীত করিয়া
কান্দিতে জনম গেল।

–দ্বিজ চণ্ডীদাস

১৪০ খ্যাতি এবং ভালোবাসা একে অন্যের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে।

–শেলি

১৪১. বৃথাই দেওয়া হিত উপদেশ
পৌঁছাবে না তা আমার কানে
সত্যিকারের প্রেমিক বধির
উপদেশের হয় না মানে।

–আবু শরফুদ্দিন

১৪২. দোহাই তোদের একটুকু চুপ কর
ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৩. সে কেবল ছিল ভালবাসা
তুমি জানো আমি জানি
ছিল দুটি থরো থরো মন,
ভালোবাসি তবু কেউ বলিনি তখন
ভুলে গেছি পৃথিবীর ভাষা।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

১৪৪. তাই তো শরীর ছুঁতে ইচ্ছে হয়,
এসো শরীর তোমায় আদর করি।
এসো শরীর তোমায় ছাপার অক্ষরের মতো স্পষ্টভাবে চুম্বন করি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

১৪৫. এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া।

দ্বিজ চণ্ডীদাস

১৪৬. যে ঘৃণা করতে জানে, সে ভালোবাসতেও জানে।

কনজার্ড

১৪৭. প্রেম হচ্ছে বন্ধুত্বের জীবন এবং চিঠি হচ্ছে প্রেমের জীবন।

–জেমস হাওয়েল

১৪৮. চুমু হল সেই জিনিসটা যা কানে কানে বলা যেত–না বলে ঠোঁটে ঠোঁট রেখে বলা।

–এডমন্ড রোস্ট্যান্ড

১৪৮. অধরের কোণে যেন অধরের ভাষা,
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে,
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর সঙ্গমে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৯. চুমু খেলে কোনো কোনো মেয়ে লাল হয়ে ওঠে, কেউ কেউ পুলিশ ডাকে, কেউ কেউ গালাগালি করে, কেউ কামড়ে দেয়। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ তারাই যারা হোহো করে হেসে ওঠে।

–উইলিয়াম বাই

১৫০. মুখের চুমু সবসময় হৃদয় ছুঁতে পারে না।

জন বিলিং

১৫১. প্রাণ যদি মোর দেয় ফিরি সে
তুর্কি সওয়ার মনচোরা
পিয়ার মোহন চাঁদ কপোল
একটি কালো তিলের তরে
দিই বিলিয়ে সমরকন্দ ও রত্নখচা
এই বোখারা।

হাফিজ

১৫২. আমি আমার ভালবাসায় যে দুঃখ কুড়োই তার নাম তুমি।

দাউদ হায়দার

১৫৩. শক্তিসাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন, প্রেমের সাধনা করি। কিন্তু যেখানে শক্তি নেই সেখানে প্রেমও থাকে না, সংকীর্ণতা ক্ষুদ্রতা আসে; ক্ষুদ্র সংকীর্ণ মনে প্রেমের স্থান নেই।

–অরবিন্দ

১৫৪. রাত ফুরোলেই মাতাল চেতনা ফিরে পায়, কিন্তু প্রেমের নেশা প্রাণ থাকতে কাটে না।

–শেখ সাদি

১৫৫. কিছু-কিছু গোপনীয়তা রক্ষা না করলে কোনো বন্ধুত্বই অটুট থাকে না।

–ডব্লিউ এস ল্যান্ডার

১৫৬. মিলনে আছিল বাধা
শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা।
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে,

তোমরে দেখিতে পাই
সর্বত্র চাহিয়ে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৭. নারী জাতি যুক্তি বোঝে না, ওরা সর্বক্ষেত্রে কেঁদে জিততে চায়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৮. এ যে সখি হৃদয়ের প্রেম
সুখ-দুঃখ বেদনার আদি অন্ত নাহি কর
চির দৈন্য চির পূর্ণ হেম
নব নব ব্যাকুলতা জাগে দিবারাত
তাই আমি না পারি বুঝিতে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৯. রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে
পরান পুতুলি মোর স্থির নাহি বান্ধে।

জ্ঞানদাস

১৬০. আমার তৃষ্ণা, তোমার সুধা,
তোমার তৃপ্তি, আমার ক্ষুধা।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬১. সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।

জ্ঞানদাস

১৬২. আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল
প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয় উৎস হতে।

আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহ মধুর নয়ন সলিলে
বিমল মধুর লাজে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬৩. হৃদয়টা মশালের মতো নয়, যা দিয়ে তুমি সকল মানুষের মন আলোকিত করবে।

–ওসেমফোর্ড

১৬৪. প্রেমের আকাঙ্ক্ষা আনন্দ, জীবনের আকাঙ্ক্ষা শান্তি আর আত্মার আকাঙ্ক্ষা স্বর্গ।

–উইলিয়াম শার্প

১৬৫. প্রেম প্রাণের মতোই, একবার গেলে আর আসে না।

সন্তোষকুমার ঘোষ

১৬৬. স্ত্রী অথবা মা হিসেবে অল্পবয়স্কা একজন তরুণী কোনোটাতেই ভালো নয়।

–জন অ্যাডামস

১৬৭. যে প্রেম সম্মুখ পানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতে ছিল
নিজ সিংহাসন।
তার বিলাপের সম্ভাষণ
পথের ধুলার মতো জড়ায়ে
ধরেছে তব পায়ে.....।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬৮. সব মেয়ের কাছে সব পুরুষ ছেলেমানুষ, যাদের তারা ভালবাসে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬৯. তোমার হৃদয়ের যতটা আমাকে দিতে পার, তার বেশি তো আমি চাইতে পারি না।

ফিওদর দস্তয়েভস্কি

১৭০. চাওয়াই হচ্ছে পাওয়ার প্রথম ও প্রধান শর্ত।

বুদ্ধদেব বসু

১৭১. দুনিয়ায় লক্ষ-কোটি মানুষ, কিন্তু ভালোবাসার মানুষ একটি, দুটি।

মনোজ বসু

১৭২. সেইসব মেয়েরাই ভাগ্যবতী, যাদের একজন বাল্যপ্রেমিক থাকে, কিন্তু তার সঙ্গে বিয়ে হয় না, বিয়ে হয় একজন বেশ স্বাস্থ্যবান, সচ্ছল, নির্ভরযোগ্য মানুষের সঙ্গে, তারপর বাকি জীবন সেই বাল্যপ্রেমিকটির সঙ্গে কাছাকাছি বা দূরত্বের মধুর সম্মান থেকে যায়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

১৭৩. সে চুম্বন, আলিঙ্গন, প্রেম-সম্ভাষণ,
অতৃপ্ত হৃদয় মূলে
ভীষণ ঝটিকা তুলে,
উন্মত্ততা, মাদকতা ভরা অনুক্ষণ,
মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুম্বন।

কায়কোবাদ

১৭৪. আমাকে চুমো খেলে
দেহর স্বাদ পেলে,
নরম লাল ঠোঁটে
কি কথা কেঁপে ওঠে।

–ওমর আলী

১৭৫. মিলন হইতে দেবী বরঞ্চ বিরহ ভাল,
দেখিব বলিয়া আশা থাকে চিরকাল।

–গোবিন্দচন্দ্র দাস

১৭৬. গোপনে চুমো খাওয়াই সবচেয়ে মিষ্টি।

–লেইফ হান্ট

১৭৭. একজন মেয়ের পক্ষে অবশ্যই বিয়ে করা উচিত প্রেমের জন্য। এবং যতদিন সে সেই প্রেম না পায় ততদিন তার একের পর এক বিয়ে করে যাওয়া উচিত।

সা সা গ্যাবর

১৭৮. কোনো মেয়ের কাছে প্রেম করার অর্থ হচ্ছে পুরুষকে এটি আবিষ্কার করতে সাহায্য করা যে, সে তাকে (মেয়েটিকে) বিয়ে করতে যাচ্ছে।

চার্লিন মিল্টন

১৭৯. আমি মনে করি, প্রেমের জন্য রহস্যময়তা, গোপনীয়তা ও নৈঃশব্দের প্রয়োজন রয়েছে।

–ব্রিজিত বার্দোত

১৮০. শ্বেত মিথ্যারা লাল গোলাপের মতো : রোমাঞ্চের জন্য দুটোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

–সোফিয়া লোরেন

১৮১. প্রেম হল অন্ধ। প্রেমিকরা তাদের প্রিয়জনের দোষগুলো দেখতে পায় না, অথচ তারা নিজেরাই এমন দোষ করে থাকে।

১৮২. তোমার প্রেম যে বইতে পারি
এমন সাধ্য নাই।
এ সংসারে তোমার আমার
মাঝখানেতে তাই।
কৃপা করে রেখেছে নাথ
অনেক ব্যবধান
দুঃখ সুখের অনেক বেড়া
ধন জন মান।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৩. ভালোবাসাটা হচ্ছে একধরনের প্রতিজ্ঞা।

–কৃষণ চন্দর

১৮৪. পুরুষেরা সর্বদাই চায় নারীর প্রেমাস্পদ হতে আর নারী হতে চায় পুরুষের শেষ প্রণয়িনী।

–অস্কার ওয়াইল্ড

১৮৫নারী তাকে ভালোবাসার জন্য পুরুষকে ঘৃণা করে, যদি-না সে তার ভালোবাসা ফিরিয়ে দিতে পারে।

–এলিজাবেথ স্টান্ডার্ড

১৮৬. নারীরা সুন্দরী, লাবণ্যময়ী বা বুদ্ধিমতী কিংবা উচ্চবংশীয়, এ-সমস্ত কারণে নয়–নারীরা নারী বলেই ভালোবাসা পেতে চায়।

হেনরি ফ্রেডারিক আমিয়েল

১৮৭. নারীর সাহচর্যে পুরুষেরা চিন্তাশীলতা ও সচেতনতায় নবসমাজের নির্মাণে সুদৃঢ় হতে পারে।

–লেনিন

১৮৮. ভগবানের এই এক আশ্চর্য আর নিষ্ঠুর বিধান যে আমাদের মন, বা আত্মা বা যাই হোক না, যে চায় আকাশ, অসীম অমৃত ইত্যাদি অনেক কিছু–সেই মন যখন ভালোবাসে তখন তার যন্ত্র হিসেবে, ভাষা হিসেবে, উপায় হিসেবে বেছে নেয় এই শরীরটাকেই, এই ছোট নোংরা বুড়ো হওয়া ঘেন্নায় ভরা শরীরটা।

–বুদ্ধদেব বসু

১৮৯. প্রেম চোখ দিয়ে দেখে না, হৃদয় দিয়ে অনুভব করে।

শেক্সপীয়ার

১৯০. চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরান সহিতে মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির
মন্মথ-স্বরে ভোর।

চণ্ডীদাস

১৯১. কিছুসংখ্যক ডাক্তারের মতে প্রেম স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা ছাড়া কিছু নয়।

–অজ্ঞাত

১৯২. যে-নারীকে আমি ভালোবাসি তার সাহায্য-সমর্থন ছাড়া আমি যেমনটি চাই তেমনিভাবে নৃপতিরূপে আমার দায়িত্বের গুরুভার বহন এবং আমার কর্তব্যপালন আমার সাধ্যের অতীত বলে আমার মনে হয়েছে।

অষ্টম এডওয়ার্ড

১৯৩. প্রেম ব্যথা দারুণ
ঔষধে না যায় কখন
যায় বেড়ে দিনে দিনে
যতই বেশি লও যতন।

হাফিজ

১৯৪. শারীরিক ক্ষুধার তাড়নাই পুরুষকে নারীর প্রতি আকর্ষণ করে, এই আকর্ষণ নারী বিশেষের প্রতি নয়—নারী সাধারণের প্রতি। ক্ষুধার সময় মৃগমাংস ও মেষমাংস যেরূপ সমান, প্রিয় নারী সম্বন্ধেও তাহাই। কোনও প্রভেদ নাই। কেবল সুস্বাদু-খাদ্য দেখিয়া যেরূপ লোকে লুব্ধ হয়, সুন্দরী নারী দেখিয়াও সেইরূপে লালায়িত হয়। এই লালসাকে প্রেম বলিতে চাও বলিতে পার, কিন্তু তাহা ভ্রম। বস্তুতঃ প্রেম বলিয়া কিছু নাই, মানুষ বংশানুক্রমে আত্ম-প্রতারণা করিয়া এই প্রেমরূপ সংস্কারের উদ্ভব করিয়াছে।

শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়

১৯৫. প্রেম নিষ্কপট হোক। যা মন্দ তা নিতান্তই ঘৃণা করো, যা ভালো তাতে আসক্ত হও। ভ্রাতৃপ্রেমে স্নেহশীল হও, সমাদরে একজন অন্যজনকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করো।

—বাইবেল

১৯৬. প্রেমের মাঝে এক অনন্ত অসীমতা আছে। একমাত্র প্রকৃত প্রেমিকই সেই অনন্তের সন্ধান পায়।

ড্রাইডেন

১৯৭. যোগাযোগ না থাকলে তো আকর্ষণ থাকে না। লাটাইয়ে বাঁধা ঘুড়ি। ঘুড়ি মাটিতে পড়ে লাটাইও মাটিতে পড়ে—টানটা কোথায়? টান থাকলে ঘুড়ি বোঝে লাটাই আমার আপনজন, লাটাইও বোঝে ঘুড়িই আমায় টানছে, ওই আমার স্নেহের ধন।

—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৮. পাপ করি ভাল লাগে যে পাপ,
নাই অনুবিলাপ,
প্রেম শুধু ফাঁকি প্রলাপ,
দৈহিক প্রয়োজন।

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৯৯. অলস লোকেদের কাছে প্রেম হচ্ছে একটি জরুরি কাজ, কিন্তু যোদ্ধার জীবনে প্রেম আনে ধ্বংস আর রাজন্যের সার্বভৌমত্বে সৃষ্টি করে প্রস্তরবৎ বাধা।

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট

২০০. ভালোবাসা মানে এই যে, তুমি কখনো দুঃখিত হবে না।

–এরিখ সেগাল

২০১. বয়সের ক্ষেত্রে প্রবীণ্য আসুক, কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে যেন পরিপূর্ণতা না। আসে।

–অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

২০২. প্রেম আর হত্যা কখনো লুকিয়ে রাখা যায় না।

কনকর্ড

২০৩. মেয়ের মধ্যে ফরাসিরা চোখ দেখে, ইংরেজরা পা দেখে, আমেরিকানরা বুক দেখে, রাশিয়ানরা হাত দেখে, ইতালিয়ানরা গায়ের রঙ দেখে, নরোয়েজিয়ানরা দাঁত দেখে, আর আমরা আমরা মাল দেখি।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

২০৪. মেয়েমানুষ চিনেছেন বলে অহংকার করবেন না। কেননা আপনি জানেন না, আর একটি মেয়ে আপনাকে কী শিক্ষা দেবে।

–জিলেন বাগেস

২০৫. নারী হেসে ওঠার আগ পর্যন্ত পৃথিবী ছিল বিষণ্ণ, বাগান হয়েছিল জঙ্গল আর পুরুষ ছিল সন্ন্যাসী।

ক্যাম্পবেল

২০৬. মেয়েদের সান্নিধ্য সমাজজীবনের একটি প্রয়োজনীয় অপ্রীতিকর ব্যাপার, যতটুকু সম্ভব এদের এড়িয়ে চলো।

–লিও টলস্টয়

২০৭. সবাই কহয়ে পিরীত কাহিনী
কে বলে পিরীতি ভাল।
কানুর পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
পাঁজর ধ্বসিয়া গেল।

জ্ঞানদাস

২০৮. ছোট ছোট বিচ্ছেদ প্রেমকে গভীর করে আর দীর্ঘ বিচ্ছেদ প্রেমকে হত্যা করে।

–মিরবো

২০৯. নারীর প্রেম হল পেশা, নরের প্রেম হল নেশা। ভালোবাসার মধ্যে নারীর আছে দেহ-মন জীবনের খোরাক; পুরুষের আছে ক্ষণিকের স্মৃতি, ক্ষণিকের উন্মাদনা–ক্ষণিকের তুষ্টি ক্ষণিকের বিস্মৃতি।

–নৃপেন্দ্রকুমার বসু

২১০. পুরুষের প্রেম নারীকে কাঁদায়, আর নারীর প্রেম পুরুষকে করে উন্নত। যে পুরুষ নারীর প্রেরণা পায়নি, সে কোনোদিন উন্নতি করতে পারে না। –আলিম, ২১১. যে দিন তাজমহল তৈরি শেষ হল সেইদিন মমতাজের মৃত্যুর জন্য শাহজাহান খুশি হয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্নকে অমর করবার জন্য শাহজাহান খুশি হয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্নকে অমর করবার জন্য এ মৃত্যুর দরকার ছিল। এই মৃত্যুই মমতাজের সবচাইতে বড়, প্রেমের দান। তাজমহলে শাহজাহানের শোক প্রকাশ পায়নি, তাঁর আনন্দ, রূপ ধরেছে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১২. শ্যাম বঁধু, আমার পরান তুমি
কোন শুভদিনে দেখা তোমা সনে
পাশরিতে পারি আমি।
যখন দেখিয়ে ও চাঁদ বদনে
ধৈরজ ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আনচান দণ্ডে দশবার মরি।

–সৈয়দ মর্তুজা

২১৩. বধূ তোমার গরবে গরবিনী নাম
রূপসী তোমার রূপে

হেন মনে হয় ও দুটি চরণ
সদা নিয়ে রাখি বুকে।

জ্ঞানদাস

২১৪. প্রেমহীন হৃদয় কী পদবাচ্য? মরুভূমিকে কি নন্দনকানন বলা উচিত?

নজম নদভি

২১৫. এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে
আঙিনায় বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরান ফাটে।
সই কি আর বলিব তোরে।

–চণ্ডীদাস

২১৬. যখন রাত আসে তখন ঘুম আসে, যখন ঘুম আসে তখন স্বপ্ন আসে, যখন স্বপ্ন আসে তখন তুমি আসো–যখন তুমি আসো তখন ঘুমও আসে না, স্বপ্নও আসে না।

নিমাই ভট্টাচার্য

২১৭. জেলাস মেয়েরা খুব ভালো বউ আর মা হয়।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

২১৮. অল্প বয়সে এক ধরনের মন থাকে, চনমনে চাঙ্গা থাকে অব্যবহৃত শরীর, হঠাৎ একজনের সবকিছুই ভালো লেগে যায়, অন্যসব মানুষ থেকে আলাদা করে নিই তাকে, মনে হয় তাকে পেলে আর কিছু চাই না–কিন্তু যখন তাকে পাওয়া গেলো, ধরা যাক তারই সঙ্গে বিয়ে হলো যখন, তখন সেই মোহাচ্ছন্ন ভাবটা এক গ্রীষ্মেই ঝরে পরে, এক বর্ষার জলেই ধুয়ে যায়।

–বুদ্ধদেব বসু

২১৯. ধোয়া, টাকা আর প্রেম কিছুতেই চেপে রাখা যায় না। ঠিক ফুটে বেরুবেই।

–শংকর

২২০. প্রেমে পড়া বিয়ে কখনোই দীর্ঘস্থায়ী শুভ পরিণাম আনতে পারে না, যদিনা পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সেটা গড়ে ওঠে; যেখানে প্রেম নেই সেখানে বিবাহ একটা আনুষ্ঠানিকতা।

নিষ্প্রাণ আয়োজনের মধ্যেই শেষ হয়। এবং নিছক ভণ্ডামির মতোই ঈশ্বরের কাছে নিরানন্দময়, অপ্রীতিকর বস্তু।

–মিল্টন

২২১. পরিণয় দুটি হৃদয়কে মিলিয়ে দেয় কিন্তু এই মিলন আবিষ্কার করবার জন্যই চলে সারাজীবন জুড়ে তীব্র সংগ্রাম।

অজ্ঞাত

২২২. একমাত্র প্রেমই বিবাহকে পবিত্র করতে পারে। আর একমাত্র অকৃত্রিম বিবাহ হচ্ছে সেটা যেটা প্রেমের দ্বারা পবিত্র।

লিও টলস্টয়

২২৩. এ জীবনের আঁধার পথে
পাও যদি কেউ এমন প্রাণ,
যে তোমাকেই ভালোবেসে
আপন হৃদয় করবে দান,
প্রাণ খুলে তায় ভালোবাসা
জড়িয়ে ধরো বক্ষে তাকে,
ত্যাগ করে সব তার খাতিরে
তুচ্ছ করো জগতটাকে।

–ওমর খৈয়াম

২২৪. ভালোবাসা এমনি একটা প্ল্যাটফরম যেখানে সবশ্রেণীর লোকই দাঁড়াতে পারে।

–টমাস মিডল্টন

২২৫. যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,
শুধু থাক এক বিন্দু নয়নের জল,
কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২৬. ভালো লাগা ভালোবাসা নয়।

–প্রবোধকুমার সান্যাল

২২৭. ভালোবাসায় আশা এবং আনন্দ চেহারায় এক অনুপম দীপ্তি আনে।

–মেনেন্ডার

২২৮. ভালোবাসা নিজেই তার ক্ষেত্রবিচারের পথ করে নেয়।

–টমাস মিডল্টন

২২৯. ভালোবাসার চোখকে ফাঁকি দেয়া যায় না।

জন ক্রাউন

২৩০. আমার অভাব যদি তুমি বুঝতে না পার তবে তোমার সঙ্গে আমার বন্ধন কখনো দৃঢ় হবে না।

–কালস্যান্ডবার্গ

২৩১. মেয়েদের চরিত্রের মাধুর্য পাওয়া যায় কুমারী অবস্থায়।

–প্রবোধকুমার সান্যাল

২৩২. যে পুরুষ অসংশয়ে অকুণ্ঠিতভাবে নিজেকে প্রচার করিতে পারে–সেই সমর্থ পুরুষ সহজেই নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩৩. একজন পুরুষ সর্বদা অর্থ উপার্জনের ধান্ধায় থাকে, আর একজন মহিলা তার দেহগঠন নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

–বাটলার

২৩৪. শুধু পরনারীর সঙ্গ নিয়ে সারা জীবন কাটানো যায় না।

যাযাবর

২৩৫. পুরুষ শেষ অবধি চায় না মেয়ের মধ্যে পুরুষের অনুকরণ, যেমন মেয়ে চায় না মেয়েলি পুরুষ।

–প্রবোধকুমার সান্যাল

২৩৬. যে-পুরুষ কখনো দুঃখকষ্ট ভোগ করেনি এবং পোড়-খাওয়া মানুষ নয়, মেয়েদের কাছে সে তেমন বাঞ্ছনীয় হয় না। কারণ দুঃখকষ্ট পুরুষকে দরদি ও সহনশীল করে তোলে।

–ডেনিস রবিনস

২৩৭. একজন দরিদ্র লোকও ভালোবাসতে এবং ভালো থাকার জন্যে প্রার্থনা করতে পারে।

কোলরিজ

২৩৮. আত্মপ্রেম অন্যায় নয়। সূর্যের আলোর মতো শাশ্বত, উজ্জ্বল এবং সত্য। নিজেকে কে না ভালোবাসে?

–জর্জ ব্রো

২৩৯. ভালোবাসা রঙিন প্রজপতির মতো উড়ে উড়ে ছন্দ তুলে যায়। কিন্তু চলে যাওয়া মাত্রই সেখানে এক বিবর্ণ বিষণ্ণতা নেমে আসে।

জন ম্যান্সফিল্ড

২৪০. ভালোবাসাহীন জীবন বোঝাস্বরূপ। একে বয়ে নিয়ে যাওয়া দুর্বিষহ।

–জর্জ গ্যাবি

২৪১. আমি খ্যাতির পেছনে দ্রুত ছুটতে গিয়ে ভালোবাসা হারিয়ে ফেলেছি।

–এডমন্ড গুজ

২৪২. ভালোবাসাহীন কর্তব্যপালনে আনন্দ নেই।

–জন ফ্লোরিও

২৪৩. কোনো জেল জুলুমই কোনোদিন আমাকে টলাতে পারেনি, কিন্তু মানুষের ভারোবাসাই আমাকে বিব্রত করে তুলেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

২৪৪. একমাত্র ভালোবাসাই সারাতে পারে সমস্ত রোগ। ভালোবাসার আকাশেই জ্বলে হৃদয়ের শুকতারা। প্রেম জীবনে ধ্রুবতারা।

–গ্যেটে

২৪৫. আশীর্বাদ কীরকম উজ্জ্বল হয়ে ওঠে হারিয়ে যাবার কালে।

–এডওয়ার্ড ইয়ং

২৪৬. ভালোবাসা হারানোই সবচেয়ে খারাপ, যারা বলে মৃত্যু আরও খারাপ তারা মিছে বলে।

–কাউন্টি কালেন

২৪৭. সোনায় যেমন একটু পানি মিশিয়ে না নিলে গহনা মজবুত হয় না, সেইরকম ভালোবাসার সঙ্গে একটু শ্রদ্ধা, ভক্তি না মিশালে সে ভালোবাসাও দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

–নিমাই ভট্টাচার্য

২৪৮. লুকোচুরিই তো প্রেমের রোমান্স। প্রেম যেদিন স্বীকৃতি পেয়ে যায় সেদিন থেকেই প্রেমের মজাও নষ্ট হয়ে যায়।

–আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

২৪৯. স্বার্থসিদ্ধির চরমতম অভিব্যক্তি প্রেম।

ব্রুক জ্যাকসন

২৫০. ভালোবাসা দীন ভিখারিকেও রাজা করে।

নিমাই ভট্টাচার্য

২৫১. প্রেম একটি লাল গোলাপ।

রশীদ করিম

২৫২. চিঠি লেখার প্রতিভা সবচেয়ে বিকশিত হয় প্রেমে পড়লে। প্রেমপত্র তাই সবদেশে এত আদরের।

–শংকর

২৫৩. যৌবনে যার জীবনে প্রেম হল না তার জীবন বৃথা।

–শংকর

২৫৪. একটি মহৎ হৃদয় যার আছে, তিনি অতুলনীয় ঐশ্বর্যের অধিকারী।

নিকোলাস রাড

২৫৫. একটি মহৎ হৃদয়ই হচ্ছে আমার প্রিয় উপাসনালয়।

–পি. জি. বেইলি

২৫৬. পবিত্র প্রেমের সৌগন্ধ অনন্ত অসীমতার পানে ধায়।

বিষ্ণু দে

১২. নারী ও পুরুষ

বাণী চিরন্তন – সম্পাদনা : ভবেশ রায় / মিলন নাথ ১২. নারী ও পুরুষ

নারী ও পুরুষ

১. নারী হচ্ছে একটা আনন্দদায়ক বাদ্যযন্ত্র, প্রেম যার ছড় আর নর শিল্পী।

স্টেনডাল

২. একজন নারী হয় ভালোবাসে অথবা ঘৃণা করে, এ ছাড়া জানে না তৃতীয় কোনো পন্থা।

পিউবিলিয়াসসিরাস

৩. প্রাণকে নারী পূর্ণতা দেয়, এইজন্যই নারী মৃত্যুকেও মহীয়ান করতে পারে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪. মেয়েমানুষের কান্নার পেছনে সবসময় কারণ বা যুক্তি থাকে না।

–হোমার

৫. কর্মরতা নারীকে ঈশ্বর রক্ষা করেন।

এডগার স্মিথ

৬. ছলনা ও অভিনয়ে মেয়েদের কাছে পুরুষ কখনোই পারে না।

বালজাক

৭. নারীকে প্রকৃতি সর্বপ্রথম সৌন্দর্য দিয়ে মণ্ডিত করে এবং সবচেয়ে আগে তা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়।

–মেরে

৮. মেয়েদের ছায়ার সাথে তুলনা করা যায়–তাকে যদি অনুসরণ করা যায় সে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াবে, আর যদি তার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াও সে তোমাকে অনুসরণ করবে।

–চেম্পফোর্ড

৯. মেয়েদের সম্মান মেয়েদের কাছেই সবচেয়ে কম।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০. মেয়েরা সব ব্যাপারে খুব ভালো অভিনয় করতে পারে।

বালজাক

১১. সুন্দরী মেয়ে বহু পাওয়া যায় কিন্তু সঠিক মেয়ে পাওয়া কষ্টকর।

–ভিক্টর হুগো

১২. যে-মহিলা তার বয়স প্রকাশ করে তার আর কিছুই অপ্রকাশিত থাকে না।

–অস্কার ওয়াইল্ড

১৩. যে-নারীকে ভালোবাসি তার জন্য জীবন দেয়া যত সহজ, তার সঙ্গে ঘর করা তত সহজ নয়।

বায়রন

১৪. মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত মেয়েদের দৌড় বাপের বাড়ি পর্যন্ত।

প্রবাদ

১৫. অর্থের অস্তিত্বটা নারীর কাছে যথেষ্ট নয়, তাই প্রমাণটা যথোচিত পরিমাণে পরিস্ফুট না হলে তার তৃপ্তি নেই। তাই জড়োয়া গহনা সিন্দুকে থাকলেই মেয়েরা খুশি নয়, নিজের সর্বাঙ্গে ঐশ্বর্যের বিজ্ঞপ্তি বহন করে, আপন ধনসম্ভারের প্রচারকার্যে তাদের দুর্জয় আসক্তি।

যাযাবর

১৬. দুষ্টু মেয়েমানুষের মতো আর অশুভ কিছু নেই এবং সৎ মেয়েমানুষের মতো ঈশ্বর আর কিছু সৃষ্টি করতে পারেননি।

ইউরিপিডিস

১৭. পুরুষমানুষ বেদনা সহ্য করে অবাঞ্ছিত শাস্তি হিসেবে, আর স্ত্রীলোক বেদনাকে গ্রহণ করে স্বাভাবিক উত্তরাধিকার হিসেবে।

অজ্ঞাত

১৮. পুরুষের বুদ্ধি খড়গের মতো; শান বেশি না দিলেও কেরল ভারে অনেক কাজ করতে পারে। মেয়েদের বুদ্ধি কলম-কাটা ছুরির মতো; যতই ধার দাওনা কেন, তাতে বৃহৎ কাজ চলে না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯. সৎ পুরুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি।

–পোল

২০. পুরুষ পরিবেশের দাস নয়, পরিবেশই পুরুষের দাস।

ডিজরেইলি

২১. রমণী অনর্থক হাসে ..... তাহা দেখিয়া অনেক পুরুষ অনর্থক কাঁদে, অনেক পুরুষ ছন্দ মিলাইতে বসে, অনেক পুরুষ গলায় দড়ি দিয়া মরে। –রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২. মেয়েরা যা অনুমান করে, তা পুরুষদের নিশ্চয়তার চেয়ে অনেক বেশি ঠিক।

–কিপলিং

২৩. পুরুষেরা সবসময় চায় নারীর প্রথম প্রেমাস্পদ হতে। এটা হচ্ছে তাদের একটা দুর্বোধ্য অহংকার। আমাদের (নারীদের) এ বিষয়ে আরও সূক্ষ্মসহজাত ধারণা রয়েছে। আমরা (নারীরা) হতে চাই পুরুষের শেষ প্রণয়িনী।

–অস্কার ওয়াইল্ড

২৪. দেশের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হলে সম্ভাবনা নেই, একপক্ষ পক্ষীর উত্থান সম্ভব নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ

২৫. নারীর শরীরই তার নিয়তি, দৈহিক ও মানসিক উভয় প্রয়োজনেই পুরুষের উপর অবলম্বন করা ব্যতীত উপায় নেই।

–ফ্রয়েড

২৬. দুনিয়ার সবচেয়ে বড় হেঁয়ালি হচ্ছে মেয়েদের মন।

কাজী নজরুল ইসলাম

২৭. একজন ভালো স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোভাবে গড়ে নিতে পারে।

রবার্ট বার্টন

২৮. মেয়েরা লেখাপড়া শিখে যত উঁচুতে উঠুক, প্রেমের চেয়ে অলংকার উপহার বা টাকাপয়সাই তারা চেনে বেশি।

–আবু জাফর

২৯. পুরুষমানুষের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাবার অধিকার মেয়েদের নেই। তাদের উপযুক্ত স্থান হচ্ছে ঘরের মধ্যে রান্নাঘরে।

বায়রন

৩০. নারীর গতি মিলনের পথে, পুরুষের গতি বিরহলোকে। নারী চলেছে পরমপুরুষের পায়ে আত্মদান করতে, পুরুষ চলেছে জ্যোতির্ময়ীকে আবিষ্কার করতে। মিলনের আনন্দে নারী অতিক্রম

করে নিজেকে, আবিষ্কারের আনন্দে পুরুষ অতিক্রম করে জীবনকে। নারী সৃজন করেছে প্রেমে সুকোমল মতলোক, পুরুষ সৃষ্টি করেছে বিরহের সুদূর স্বর্গলোক। নারীর তপস্যা আনন্দময় বন্ধন, পুরুষের দুঃখময় মুক্তি।

–প্রবোধকুমার সান্যাল

৩১. পুরুষের প্রেম নারীকে কাঁদায়, নারীর প্রেম পুরুষকে উন্নত করে। যে পুরুষ জীবনে উন্নতি করিতে পারে নাই, তাহার জীবনে নারীর প্রেমের প্রেরণার অভাব। নারী তাহার আসক্তিকে তৃপ্ত করিয়াছে, হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করে নাই। নারী পুরুষের জীবনে সর্বক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চার করে তাই নারীর নাম শক্তি। সকল ঐশ্বর্য আহরণের মূলে নারীর প্রেরণা, নারীর উৎসাহ লইয়া যাহারা যুদ্ধে যাত্রা করে, তাহারা হয় যুদ্ধে প্রাণ দেয়, নয়তো যুদ্ধে জয় করিয়া আসে। যে জাতির নারীশক্তি জাগ্রত হয় নাই, সে জাতির পুরুষগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুদূরপরাহত। নারীর কার্যকলাপ জাতীয় স্বাস্থ্য ও শক্তির পরিচায়ক।

–প্রবোধকুমার সান্যাল

৩২. অলঙ্কার মাত্রই অত্যুক্তি। সে তো বিধাতার তৈরি নয়। মানুষের বানানো। পশুর চেয়ে মানুষের এইখানে শ্রেষ্ঠত্ব, আবার পুরুষের চেয়ে মেয়েদের শ্রেষ্ঠতাও এইখানে– মেয়েদেরই বিস্তর অলংকার সাজে এবং বিস্তর মিথ্যাও মানায়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৩. পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই তো নারীর সাজগোজ, সৌন্দর্যচর্চা।

দিব্যেন্দু পালিত

৩৪. নারী পুরুষের জননী, ভগিনী ও অর্ধাঙ্গিনী। সে বিপদে বন্ধু, সম্পদে সুখ, গৃহে শান্তিরক্ষাকত্রী।

–আল-হাদিস

৩৫. যদি ইন্দ্রিয় দমন করিতে না পারে, তবে বিবাহ করুক–কেননা আগুনে জ্বলা অপেক্ষা বরং বিবাহ করা ভালো।

বাইবেল

৩৬. মেয়েরা ভালো করেই জানে যে তারা যতবেশি আজ্ঞাপালন করবে ততবেশি আজ্ঞাদানের ক্ষমতা তারা লাভ করবে।

–মিচিলেট

৩৭. আল্লাহ তোমাদের চেহারা দিয়েছে একরকম, তোমরা তাকে বানিয়েছ আরেক রকম।

–শেক্সপীয়ার

৩৮. নারীকে নিয়ন্ত্রণে রেখে পুরুষ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার চায়–এর চেয়ে স্ববিরোধিতা হয় না।

বেগম সুফিয়া কামাল

৩৯. মহিলাদের কৌতূহল সাধারণত কিছু-কিছু জায়গাতেই সীমাবদ্ধ থাকে।

–জন পোল

৪০. একমাত্র নারী ছাড়া জগতে সকলেরই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আছে। নারীর স্বাধীনতা পুরুষ কখনোই অনুমোদন করতে চায় না।

সমীরণ মজুমদার

৪১. নারী যখন আপন প্রতিষ্ঠা থেকে ভ্রষ্ট হয়, তখন সংসারে সে ভয়ংকর বিপদ হয়ে দেখা দেয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪২. বেশির ভাগ পুরুষই এমন কুমারীকে কামনা করে, যারা বেশ্যার মতো।

–এডোয়ার্ড ড্যালবার্গ

৪৩. ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন বিরক্তিকর একঘেয়েমিতে অতিষ্ঠ হয়ে। আদম যখন দেখল একা থাকা বিরক্তিকর, তখন সে চাইল হাওয়াকে। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বিরক্ত হল, তখন খেলো তারা নিষিদ্ধ ফল। সেই থেকে বিরক্তি নিরন্তর তাড়া করে বেড়াচ্ছে আমাদের।

–কিয়ের্কেগার্ড

৪৪. পুরুষ হইল শৌর্য, নারী হইল সৌন্দর্য। পুরুষের বৈশিষ্ট হইল বিচার ও শক্তি এবং ইহার দ্বারাই সে সবকিছুর পরিচালনা করে। নারীর বৈশিষ্ট হইল ঘরের সামঞ্জস্যবিধান এবং পুরুষের বিচারবুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করা।

বেদ

৪৫. সুন্দর মেয়ে বহু পাওয়া যায় কিন্তু সঠিক মেয়ে পাওয়া কষ্টকর।

ভিক্টর হুগো

৪৬. সাধারণত স্ত্রীজাতি কাঁচা আম, ঝাল, লঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালোবাসে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৭. মানবদেহে যেমন দুই চোখ, দুই হাত, দুই পা, সমাজদেহে তেমনি নর ও নারী। যে-দেহে এক চোখ কানা, এক হাত নুলা, এক পা খোঁড়া সে দেহ বিকলাঙ্গ। নারীজাতির সুষ্ঠু উন্নতি ব্যতীত সমাজকে সমুন্নত বলা যায় না।

–ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

৪৮. এক লোককে বলতে শুনেছি দস্যুরা অর্থ অথবা জীবন যে-কোনো একটা দাবি করে মেয়েদের প্রয়োজন দুটোই।

বাটলার

৪৯. মেয়েরা আমাদের সেই মহৎ স্বপ্নে অনুপ্রাণিত করে যা বাস্তবায়নে তারা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

দুমা

৫০. নারীর আশ্চর্য মেধা থাকলেও প্রতিভা থাকে না। প্রতিভা অর্থাৎ সৃষ্টি করার ক্ষমতা। কারণ সবসময়ই তারা অন্তর্মুখী থেকে যায়।

–শোপেনহাওয়ার

৫১. এ দেশের পুরুষ রমণীকে হাত-পা বাঁধিয়া ঠেঙায়, সে বেচারি নড়িতে চড়িতে পারে না। তাই পুরুষ বাহিরে আস্ফালন করিয়া বলিতে পারে, এ দেশের নারীর মত সহিষ্ণু জীব জগতে আর কোথাও আছে?

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫২. আশ্চর্য, নারগর্ভজাত পুরুষ চিরদিনই চরম অসম্মান করে এল এই নারীকে; তার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল স্ত্রীলোককে মায়ের জাতি বলে খোঁটা দেওয়া।

–প্রবোধকুমার সান্যাল

৫৩. বিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোকদের তাদের অনুপস্থিতিতে প্রশংসা করো–কিন্তু মেয়েদের প্রশংসা করতে হলে তাদের মুখের ওপর তা করতে হবে।

–বালজাক

৫৪. মেয়েরা অল্প কারণে কাঁদতে জানে এবং বিনা কারণে হাসতে পারে–কারণ ব্যতীত কার্য হয় না, জগতের এই কড়া নিয়মটা কেবল পুরুষের পক্ষেই খাটে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫. নারীর ব্যবস্থা না থাকলে কেউ স্বর্গেও যেতে চাইত না।

ট্রিপার

৫৬. নারীর এক জাতীয় রূপ আছে যাহাকে যৌবনের অপর প্রান্তে না পৌঁছিয়া পুরুষ কোনদিন দেখিতে পারে না।

–শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫৭. একজন বিদুষী ও প্রেমময়ী নারী তার সংসারকে স্বর্গে পরিণত করতে এবং স্বামীকে স্বর্গবাসী করে তুলতে পারে।

সাদাত হাসান মিন্টো

৫৮. পুরুষের বুদ্ধি খোলে ঘরের বাইরে তার কর্মক্ষেত্রে ও কারখানায়। নারীর বুদ্ধি থাকে ঘরের ভেতরে, তাই তারা পুরুষের মতো সংগঠনধর্মী কোনো কাজ করতে সক্ষম নয়। তাদের সমিতি বা লাইব্রেরি একটি হাস্যাস্পদ ব্যাপার।

আসওয়ার্ড সোয়ার্জ

৫৯. যুগে যুগে নারীর প্রেমসিক্ত রসধারা পুরুষের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কে সাড়া জাগিয়ে তার সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলেছে। তারই ফলে অনেক বড় বড় সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

এইচ. জি. লরেন্স

৬০. মেয়েমানুষের কান্নার পিছনে সবসময় কারণ বা যুক্তি থাকে না।

–হোমার

৬১. কোনো মেয়ে যখন পনেরো বছর বয়স অতিক্রম করে এবং সে যদি স্বাস্থ্যবতী হয়, তবে সে চাইবে যে কেউ তাকে চুম্বন করুক, সঙ্গে নিয়ে ঘুরুক।

–ম্যাক্সিম গোর্কি

৬২. মেয়েরা পুরুষের হৃদয় এক নিমিষেই চিনে নিতে পারে, এটি বিধাতার দেওয়া শক্তি এদের। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার ওরা নিজেদের হৃদয় নিজেরা চিনতে পারে না। যেমন মানুষ নিজের মুখ নিজে দেখতে পায় না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৬৩. জগতের চার অভিশাপ।
সাগর, আগুন, নারী, সাপ।

–গ্রীক প্রবাদ

৬৪. নারীর হৃদয় সাপের, বুদ্ধি গাধার।
রূপটা দেবীর, চোখ ধাঁধার।

জার্মান প্রবাদ

৬৫. তলোয়ার ঘোড়া আর মেয়েমানুষে,
বিশ্বাস নেই এই তিন জিনিসে।

কাবুলি প্রবাদ

৬৬. আমার পরিচিত মেয়েরা চৌষট্টি কলার কতগুলো কলার অধিকারী, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমি মেয়েদের বন্ধু হিসাবেই দেখতে চাই।

–সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

৬৭. প্রেম অক্ষুণ্ণ রাখে সৌন্দর্য। আর ফুল যেমন খাদ্য যোগায় মৌমাছিকে, তেমনি নারীদেহকে খাদ্য যোগায় সোহাগ।

–আনাতোল ফ্রাঁস

৬৮. একই বয়সের একজন কুমারী নারী অপেক্ষা একজন বিধবাই উত্তম।

–এডিসন

৬৯. অনিষ্টকর চিন্তায় স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর তীক্ষ্ণ।

ডেমোক্রিটাস

৭০. তার সর্বোত্তম পোশাকে সুসজ্জিতা একজন শালীন নারীই হচ্ছে সৃষ্টির পরম সামগ্রী।

–গোল্ডস্মিথ

৭১. আমি কখনো কোনো সতী নারী দেখিনি যৌনসম্ভোগ যাদের আরও উত্তম করেনি। বিবাহিত নারীরা এজন্যেই কুমারী মেয়েদের চেয়ে বেশি সুস্বভাবের হয়, যদিও প্রকৃত সতী নারীদের প্রাপ্তিস্থান একটিই–গোরস্থান।

–ব্রিশ

৭২. মেয়েরা সাধারণত এত খারাপ যে, ভালো এবং মন্দ মেয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যায় না।

টলস্টয়

৭৩. ইস! আমি ভেবে অস্থির–মেয়েমানুষ না থাকলে পৃথিবীতে পুরুষের বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে উঠত।

–ইমারসন

৭৪. মেয়েমানুষ না থাকলে আমরা জীবনের প্রারম্ভে অসহায়, মধ্যভাগে নিরানন্দ এবং শেষভাগে সান্ত্বনাহীন।

–দ্য জোই

৭৫. মেয়েদের সাথে যত পার কথা বলো। বক্তৃতা শেখার এটাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়। এখানেই অনর্গলতা অর্জন করতে হয়, কারণ কী বললে তা নিয়ে এখানে কিছু ভাবার দরকার নেই।

–ডিজরেইলি

৭৬. ভারতীয় নারীর বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে মাতার আদর্শই শ্রেষ্ঠ স্ত্রী অপেক্ষাও তাহার স্থান উচ্চে। স্ত্রী-পুত্র হয়তো পুরুষকে কখনো ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু মা কখনো তা পারে না। সে-অবস্থায়ও মায়ের স্নেহ-ভালোবাসা একই রূপ থাকে এবং হয়তো একটু বর্ধিত হয়। মায়ের ভালোবাসার জোয়ার-ভাঁটা নাই, কেনা-বেচা নাই, জরা-মরণ নাই।

–অজ্ঞাত

৭৭. পুরুষেরা মেয়েদের সম্বন্ধে খুশিমতো কথা বলে, মেয়েরা পুরুষদের নিয়ে খুশিমতো কাজ করে।

–সেন্ট জেরোম

৭৮. নারী বন্ধু ও সহকর্মী বিবেচনা করার পরিবর্তে পুরুষরা নিজেদের তাদের প্রভু মনে করেছেন। নারীদের অবস্থাটা অনেকটা প্রাচীনকালের ক্রীতদাসের মতো যারা জানত না যে তারা কোনোদিন স্বাধীন হতে পারে।

মহাত্মা গান্ধী

৭৯. নারী এমন সব প্রথা ও আইনের পীড়নে নিগৃহীত হয়েছে, যা রচনায় তার কোনো হাত ছিল না। এর জন্য দায়ী পুরুষ।

মহাত্মা গান্ধী

৮০. মেয়েদের সবচেয়ে দুটো প্রিয় বস্তু **to lie** এবং **to lie in bed.** অর্থাৎ মিথ্যে কথা বলা আর বিছানায় শোয়া।

–শাচীন ভৌমিক

৮১. পুরুষের অন্ধ অনুকরণ করে বা তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নারী পৃথিবীকে কিছু দিতে পারবে না। প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশ্য করতে পারে। তবে পুরুষের অন্ধ অনুকরণ করলে তার যতটা উপরে ওঠার যোগ্যতা আছে তা উঠতে পারবে না। নারীকে পুরুষের পরিপূরক হতে হবে।

মহাত্মা গান্ধী

৮২. পুরুষকে বুঝতে হবে যে নারী তার সাথি এবং জীবনসঙ্গিনী, তার কাম চরিতার্থ করার যন্ত্রমাত্র নয়।

মহাত্মা গান্ধী

৮৩. মেয়েরা কথা বলে না, শোনে। পুরুষের মুখে ওদের ভাষা, ওরা পুরুষের গ্রামোফোন।

–প্রবোধকুমার সান্যাল

৮৪. স্ত্রীলোকদিগের উপর যেরূপ কঠিন শাসন, পুরুষদিগের উপর সেরূপ কিছুই নাই। কথায় কিছু হয় না, ভ্রষ্ট পুরুষের কোন সামজিক দণ্ড নাই। একজন স্ত্রী সতীত্ব সম্বন্ধে কোন দোষ করিলে সে আর মুখ দেখাইতে পারে না, হয়তো আত্মীয়স্বজন তাহাকে বিষ প্রদান করেন, আর একজন পুরুষ প্রকাশ্যে সেইরূপ কার্য করিয়া, রোশনাই করিয়া, জুড়ি হাঁকাইয়া রাত্রিশেষে পত্নীকে চরণরেণু স্পর্শ করাইয়া আসেন, পত্নী পুলকিত হয়েন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৮৫. নারীর প্রেম পুরুষকে পূর্ণ শক্তিতে জাগ্রত করতে পারে। কিন্তু সে প্রেম যদি শুক্লপক্ষের না হয়ে কৃষ্ণপক্ষের হয় তবে তার মালিন্যের আর তুলনা নেই।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৬. একখণ্ড রুটির ভুখাকে যদি অনবরত অনাহারে রাখা হয় তা হলে অনন্যোপায় হয়ে সে অপরের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবে। পুরুষকে যদি নারীদর্শন থেকে বিরত রাখা হয়, তখন সম্ভবত সে সমগোত্রের পুরুষ অথবা পশুর মাঝে নারীর প্রতিচ্ছবী দেখার ব্যর্থ চেষ্টা করবে।

সাদাত হাসান মান্টো

৮৭. রাজনৈতিক ভিত্তিতে একটি দেশ দ্বিখণ্ডিত করা যায়, ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে একটিকে অন্য থেকে পৃথক করা যায়, একই আইনে জমির মালিকানা হাতছাড়া হতে পারে, কিন্তু কোনো রাজনীতি, বিশ্বাস বা আইনের দ্বারা নারী-পুরুষকে এককে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

সাদাত হাসান মিন্টো

৮৮. পুরুষমানুষ কাজ করে, চিন্তা করে, আর মেয়েরা অনুভব করে।

ক্রিস্টিনা রসেটি

৮৯. যে পুরুষমানুষের পৌরুষ নেই, নারীর কাছে সে সবচেয়ে ব্যর্থ। সে পুরুষের উপর নারী নির্ভর করতে পারে না–নির্ভরতা বাইরের দিকে শুধু নয়, তার মনের বিশ্বাসের, তার আশা-আকাঙ্ক্ষার নির্ভরতা নারীর জীবনে সে পুরুষ অভিশাপ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৯০. নারীর প্রেম তার জীবন, আর পুরুষ সেই জীবনকে উপভোগ করার উপলক্ষ।

ক্রাফ্‌ট

৯১. যে-পুরুষ একটি নারীকে বুঝতে পারে, সে পৃথীতে যে-কোনো জিনিস বুঝতে পারার গৌরব করতে পারে।

–জে. বি. ইয়েটস

৯২. আজকের যুগে আমেরিকান বা রাশিয়ান আর্মির গোপনতম খবর সংগ্রহ করা সম্ভব, কিন্তু পুরুষের মাইনে বা মেয়েদের বয়স জানা প্রায় অসম্ভবই থেকে গেছে। যে পুরুষ বিন্দুমাত্র সংকোচ না করে নিজের মাইনে বলতে পারে, তার চাইতে সরল পাওয়া দুষ্কর।

নিমাই ভট্টাচার্য

৯৩. কোনো পুরুষের সহায়তা ব্যতিরেকে কোনো নারী বিপথে যায় না।

–আব্রাহাম লিঙ্কন

৯৪. যে-নারী পুরুষের, যে-পুরুষ নারীর সঙ্গ-সাহচর্য-সহবাস থেকে বঞ্চিত, সেই নারী বা পুরুষের জীবন ও বেঁচে থাকা অর্থহীন।

–এলিস

৯৫. মেয়েরা তাত্ত্বিক হয় পুরুষ-সংসর্গের ঠিক আগে। পুরুষ তাত্ত্বিক হয় নারী সংসর্গের ঠিক পরে। মেয়েদের চরিত্রের মাধুর্য পাওয়া যায় কুমারী অবস্থায়।

–প্রবোধকুমার সান্যাল

৯৬. দেহ ছাড়া মেয়েদের যে আর কিছু আছে, এই জ্ঞান কমবয়সি বাঙালি পুরুষদের আগেও ছিল না, এখনও হচ্ছে না।

–শংকর

৯৭. পুরুষের বিবর্তন হয়েছে সমাজ-বিকাশের পথ ধরে। নারীর বিবর্তন ঘটেছে। বিবর্তিত পুরুষের প্রয়োজনের অনুষঙ্গ হিসেবে। তাই ধর্মশাস্ত্র-সাহিত্য-শিল্পকলা কোথাও নারীর নিজস্ব কোনো চরিত্র নেই।

সমীরণ মজুমদার

৯৮. প্রাণ বিনা দেহ যেমন, জল বিনা নদী যেমন, নারী ছাড়া পুরুষও তেমনি।

–তুলসীদাস

৯৯. নারী ছাড়া পুরুষের জীবন মরুভূমি, পুরষ ছাড়া নারীজীবন অচল অসহায়, অথচ এদের দুদলের লড়াই চিরকালীন! একে অপরের বিরুদ্ধে সদা খড়গহস্ত। জীবনের কী বিচিত্র পরিহাস! কী বিচিত্র বৈপরীত্য!

–শিবরাম চক্রবর্তী

১০০. মেয়েদের মুখে অসভ্য কথাটার মতো এত বড় কমপ্লিমেন্ট আর হয় না।

বুদ্ধদেব গুহ

১০১. অসাধারণের প্রতি নারী চিরকাল পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে এসেছে।

–প্রবোধকুমার সান্যাল

১০২. অলংকারমাত্রই অত্যুক্তি। সে তো বিধাতার তৈরি নয়। মানুষের বানানো। পশুর চেয়ে মানুষের এইখানে শ্রেষ্ঠত্ব, আবার পুরুষের চেয়ে মেয়েদের শ্রেষ্ঠতাও এইখানে–মেয়েদেরই বিস্তর অলংকার সাজে এবং বিস্তর মিথ্যাও মানায়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৩. বললে স্ত্রীদের কাছে তারা পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হতো।

–এলিসি

১০৪. পুরুষমানুষ পরিবেশের দাস নয়, পরিবেশই পুরুষের দাস।

–ডিজরেইলি

১০৫. পুরুষমানুষ বড় অতৃপ্ত। এই পৃথিবীর সমস্ত নারীকে পেলেও তার তৃষ্ণা মেটে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

১০৬. পুরুষ যেখানে অসাধারণ সেখানে সে নিরতিশয় একলা, নিদারুণ তার নিঃসঙ্গতা, কেননা তাকে যেতে হয় যেখানে কেউ পৌঁছায় নি।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৭. যাহা দুরূহ তাহা অসাধ্য নহে, এই বিশ্বাসে কাজ করিয়া যাওয়াই পৌরুষ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৮. আমি পারব, পারি, প্রমাণও উপস্থিত করতে সমর্থ–সেটাই তো পৌরুষ।

–শচীন ভৌমিক

১০৯. মেয়েরা ব্যয় এবং অপব্যয় দুটোতেই সিদ্ধহস্ত।

ফ্রান্সিস বেকন

১১০. নারীর প্রসাধনের প্রয়োজন আছে সত্যি, কিন্তু প্রসাধনের পিছনে তারা যে-সময় ও অর্থ ব্যয় করে, তা বাঁচানো গেলে পৃথিবীর অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।

বালজাক

১১১. একমাত্র নারী ছাড়া জগতে সকলেরই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আছে। নারীর স্বাধীনতার পুরুষ কখনোই অনুমোদন করতে চায় না।

সমীরণ মজুমদার

১১২. নারী পুরুষের ভোগের জিনিস নহে, তাহার আদরের পুতুল নহে, পুরুষ কায়ার ছায়া নহে। জীবনযুদ্ধে নারী পুরুষের সহযোগিনী, জীবনের লক্ষ্যপথে নারী পুরুষের সহযাত্রিণী। নারী যদি পুরষের দাসী হয়, পুরুষও নারীর দাস। ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর এইরূপ সম্পর্ক স্বীকার করে। পুরুষের আত্মগ্রাসী নীতির ফলে নারীর স্বত্ব খর্বীকৃত হইয়াছে।

–ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

১১৩. গালে কবিতার রং মাখা, ঠোঁটের রেখায় পুরুষের বুকের রক্তমাখা, মুখে মাখা মদনভস্ম, কাঁধকাটা জামা, গলার কাছে তিন কাঠা জমি অনাবৃত রাখা, রঙিন পেটিকোট ব্যবহারের দ্বারা কলেজের ছাত্রের দৃষ্টি উত্তম অধম বাদ দিয়ে মধ্যমে আনা, সকল প্রসাধনে আধুনিক তরুণীরা পতিতাগণকে পরাজিত করেছেন।

প্রবোধকুমার সান্যাল

১১৪. সব পুরুষই একরকম। কেবল তাদের মুখের ভূগোল আলাদা, তাই তাদের পৃথক করে চেনা যায়।

–অজ্ঞাত

১১৫. বাঙালি পুরুষের আদর কেবল আপন অন্তঃপুরের মধ্যে। সেখানে তিনি কেবলমাত্র প্রভু নহেন, দেবতা।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৬. নারীচরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তার যদি কখনো দোষ হয়, হলে পরে বরং হাজার রকমের আদর দিয়ে সে-দোষলন করতে সে রাজি থাকবে। তবুও ধরিয়ে দিলে সেই মুহূর্তে দোষ স্বীকার করে কখনো মাপ চাইবে না।

দস্তয়েভস্কি

১১৭. একমাত্র নারীই বিধাতার অন্যতম রহস্যময় কীর্তি।

–এম. নাথ

১১৮. শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী
পুরুষ গড়েছে তোমা সৌন্দর্য সঞ্চারী
আপন অন্তর হতে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৯. পুরুষ এনেছে দিবসের জ্বালা তপ্ত রৌদ্র দাহ
কামিনী এনেছে যামিনী শান্তি, সমীরণ বারিবাহ।
দিবসে দিয়াছে শক্তি-সাহস, নিশীথে হয়েছে বধূ
পুরুষ এসেছে মরুতৃষ্ণা লয়ে,
নারী যোগায়েছে মধু।

কাজী নজরুল ইসলাম

১২০. কোনকাল একা হয়নিকো জয়ী
পুরুষের তরবারি
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়াছে,
বিজয়লক্ষ্মী নারী।

কাজী নজরুল ইসলাম

১২১. একনারী নানরূপে করে বিরচিত
সংসার সুখে সমুদয়;
সৃষ্টি পুষ্টি জননীর,
প্রিয় চিন্তা ভগিনীর,
কন্যার সেবা, জায়ার বিহার,
অতুলতা দান যাঁর কুমারী কুমার।

–সুরেন্দ্রনাথ

১২২. আঁধার হারেমে বন্দিনী হলো
সহসা আলোর মেয়ে
সেই দিন হতে ইসলাম গেল
গ্লানির কালিতে ছেয়ে।

কাজী নজরুল ইসলাম

১২৩. নারীর বচনে শুধু হৃদয়েতে হলাহল,
অধরে পিয়ার সুধা চিত্তে দাবানল।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৪. নারী বিধাতার ছায়া,
সে নহে কামিনী।
নহে সে যে, সৃষ্টি,
তারে স্রষ্টা অনুমানী।

–মওলানা রুমি

১২৫. এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে নাকি বাঁধিয়া লইতে দৃঢ়বলে
ক্ষুদ্র নারীর হৃদয়?

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৬. ওগো নারী, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তুমি অবনীর,
গোলাপে গঠিত যেন ভিতর বাহির।
মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে তাই মনে হয়
তুমি তো গোলাপ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

–ওমর খৈয়াম

১২৭. বলে না কোরআন, বলে না হাদিস, ইসলামী ইতিহাস,
নারী নয় দাসী, বন্দিনী রবে হেরেমেতে বারো মাস।

হাদিস-কোরআন লয়ে যারা করিছে ব্যবসাদারী,
মানে নাকো তারা কোরআনের বাণী সমান নর ও নারী।
শাস্ত্র ছাঁকিয়া নিজেদের যত সুবিধা বাছাই করে
নারীদের বেলা গুম হয়ে রয় গুমরাহ যত চোরে।

কাজী নজরুল ইসলাম

১২৮. সাবধান ভাই সাবধান তোমাদের পুরনারী
পূর্ণ শপথে বরিয়া লয়েছে মহাদান বিধাতারই
তাহাদের 'পরে তোমা সবাকার দিয়েছে বিধাতা
যেই অধিকার,
তোমাদের পরে সেই অধিকারে তাহারাও অধিকারী।

–আল-হাদিস

১২৯. এ কথা হয়নি মনে আগে, আমি বীর
পুরুষ পুরুষসিংহ, জয়-লক্ষ্মী শ্রীর
স্নেহের দুলাল আমি; আমারেও নারী
ভালবাসে, ভালবাসে রক্ত তরবারি
ফুল মালা চেয়ে। চাহে তারা নর
অটল পৌরুষ বীর্যন্ত শক্তিধর।

অজ্ঞাত

১৩০. বাল্যবয়সের বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হলে মেয়েদের আর স্বামীপুত্র সংসার কিছুই খেয়াল থাকে না।

–শংকর

১৩১. মেয়েদের মধ্যে অনেক সুন্দরী মেয়েলোক পাওয়া যায়, কিন্তু নির্ভুল মেয়েমানুষ পাওয়া কঠিন।

–ভিক্টর হুগো

১৩২. দুটি বস্তু মেয়েদের দ্বিতীয় জন্ম দেয়, একটি সুন্দর পোশাক আর অন্যটি হল প্রেমপত্র।

বালজাক

১৩৩. তোমরা পুরুষমানুষ দুঃখের সঙ্গে লড়াই কর, মেয়েরা যুগে যুগে দুঃখ কেবল সহ্যই করে। চোখের জল আর ধৈর্য এ ছাড়া আর তো কিছু সম্বল নেই তাদের।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৪. তোমাকে দেখার আগে তুমি আলো ছিলে। প্রেম আসার আগে তুমি ভালোবাসা ছিলে। যখন আমার চুমু তোমায় অভিভূত করল? তখনই তুমি হলে নারী।

–ওডেসিউস এলিটিস

১৩৫. পৃথিবীতে বা সমুদ্রে যত হিংস্র প্রাণী আছে সবচেয়ে বৃহত্তম প্রাণী হল মেয়েরা।

–মেনানডার

১৩৬. কমবয়েসী মেয়েমানুষ হলো রসগোল্লার মতো, যেখানে রাখবে সেখানেই পিঁপড়ে ধরবে।

–শংকর

১৩৭. মেয়েমানুষ যদি ভক্তিতে কেঁদে গড়াগড়ি দেয়, তবুও কোনোমতে তাকে বিশ্বাস করবে না।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

১৩৮. সেন্টের মতো মেয়েদের আকর্ষণও ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ তাদের রাখা হয় আত্মমর্যাদার আঁধারে আবদ্ধ করে। শিশির মুখ খুলে দিলেই সেন্ট উড়ে যায়। এটা পুরুষের পৃথিবী। এখানে সেন্ট আর মেয়েমানুষের এক মূল্য।

কৃষণ চন্দর

১৩৯. কর্তব্যবোধকে যারা অত্যন্ত সামলে চলে, মেয়েরা তাদের পায়ের ধুলো নেয়। আর যে সব দুর্দম দুরন্তের কোনো বালাই নেই ন্যায়-অন্যায়ের, মেয়েরা তাদের বাহুবন্ধনে বাঁধে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪০. মেয়েরা হচ্ছে বিধাতার এক আজব সৃষ্টি।

–অবধূত

১৪১. মানুষের জীবনের মধ্যবয়সটা সেই সময় যখন তার দিবাস্বপ্ন আবর্তিত হয় কোনো মেয়েকে ঘিরে নয়, কোনো ব্যাঙ্কারকে ঘিরে।

–জেন ফন্ডা

১৪২. আদমের (পুরুষ) আছে দৃষ্টি, আর হাওয়ার (নারী) আছে অন্তদৃষ্টি।

ভিক্টর হুগো

১৪৩. যে-মহিলা খুব বেশি ফ্যাশনদুরস্ত ও ফ্যাশনপ্রিয় তিনি সর্বদা নিজের প্রেমে মত্ত।

–না রোচি ফুসকো

১৪৪. পলায়নেই প্রেমের বিজয়।

নেপোলিয়ন

১৪৫. ধর্মপরায়ণা নারী সাংসারিক পদার্থ নহে, পারলৌকিক সৌভাগ্যের একটি উপকরণ।

হযরত আবু সোলায়মান দারাজি (রা.)

১৪৬. ইহা খোদার আদেশ যে তোমরা রমণীজাতিকে সম্মান করবে। কারণ তাহারাই তোমাদের জননী, ভগ্নি এবং ফুপু।

–আল-হাদিস

১৪৭. নারীবুদ্ধি ভয়ংকরী।

–শংকর

১৪৮. আমরা নারী, এতটুকুতেই যত কেঁদে ভাসিয়ে দিতে পারি, পুরুষরা তো তা পারে না। তাদের বুকে যেন সব সময়ে কিসের পাথর চাপা। তাই যখন অনেক বেদনায় এই সংযমী পুরুষদের দুটি ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে তখন তা দেখে না কেঁদে থাকতে পারে এমন নারী তো আমি দেখি না।

–কাজী নজরুল ইসলাম

১৪৯. ঈশ্বর নারীর প্রতিভাকে স্থাপন করেছেন তার হৃদয়ে, কারণ এই প্রতিভার সৃষ্টিকর্ম হচ্ছে সর্বদাই প্রেমেরই সৃষ্টিকর্ম।

–লা মারটিন

১৫০. গুণে গরিমায় আমাদের নারী
আদর্শ দুনিয়ায়

রূপলাবণ্য মাধুরী ও শ্রীতে
হুর-পরী লাজ পায়।

কাজী নজরুল ইসলাম

১৫১. মাথার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেল নারী
ভেঙ্গে ফেল ও শিকল।
যে ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু,
ওড়াও সে আবরণ,
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন
যেথা যত আভরণ।

কাজী নজরুল ইসলাম

১৫২. নারীর মধ্যে রয়েছে একটি রসের প্রকৃতি, হলাদিনী শক্তি, সে শক্তি পুরুষের মধ্যে স্ফুরিত করে আনন্দ, অনুপ্রেরণা, মন্দিরের নিদ্রিত দেবতার কানে কানে বলে জাগরণী গান। যেমন—নদীপথে নামে বর্ষার ঢল, তার সর্বাঙ্গে আনে বেগ, তোলে জোয়ার, তাকে সক্রিয় করে, ছুটিয়ে নিয়ে চলে পরম লক্ষ্যের দিকে।

প্রবোধকুমার সান্যাল

১৫৩. আজ মেয়েদের শক্তি জাগ্রত হোক, ধর্মের নব আলোকে সকল দ্বন্দ্বকে ঘুচাইয়া মেয়েরা আজ বিশ্বসভায় আসন লাভ করুক। আজ মিথ্যাকে দূর করিয়া মেয়েরা সত্যের উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত করুক, মেয়েদের জীবন সত্য হইলেই দেশের সাধনা সত্য হইবে, দেশের অপমানের বোঝা নামিয়া যাইবে।

হেমলতা দেবী

১৫৪. মেয়েরা যথার্থ নিষ্ঠুর হাতে জানে, পুরুষ তেমনি জানে না, কেননা কর্মবুদ্ধি পুরুষকে দুর্বল করে দেয়, মেয়েরা সর্বনাশ করতে পারে অনায়াসে,পুরুষও পারে, কিন্তু তাদের মনে চিন্তার দ্বিধা এসে পড়ে, মেয়েরা ঝড়ের মতো অন্যায় করতে পারে, সে অন্যায় ভয়ংকর সুন্দর, পুরুষের অন্যায় কুশ্রী, কেননা তার ভিতর ন্যায়বুদ্ধির পীড়া আছে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৫. নীরবতা মেয়েদের প্রধান ভূষণ, যদিও মেয়েরা তা পালন করে না।

—জন উইলসন

১৫৬. স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুত্বে আমি বিশ্বাস করিনে। সে হয় বাড়তে বাড়তে অনুরাগের কোঠায় পৌঁছায়, নয় তো কমতে কমতে পরিচয়ের পর্যায়ে নামে। অনাত্মীয় নরনারীর মধ্যে মাত্র দুটি সম্পর্ক সম্ভব। হয় দ্রতার, নয় তো প্রেমের।

যাযাবর

১৫৭. দেহের শুচিতা স্ত্রীলোকের পক্ষে সকলের বড় কথা। এই শুচিতাকে অকলঙ্ক রাখাই মেয়েদের জীবননীতি। দেহের এই শুচিতা হইতেই তাহাদের সামাজিক অধিকার, সম্মান, প্রতিপত্তি, গৃহশ্রী ও কল্যাণ। ইহা বিনষ্ট হইলে তাহারা জঞ্জাল।

–প্রবোধকুমার সান্যাল

১৫৮. নীরবতা এক ধরনের সুন্দর অলংকার যা একমাত্র মহিলাদের শোভনীয়।

হেনরি জেমস

১৫৯. আমি তেমন পুরুষকেই পছন্দ করি যার ভবিষ্যৎ আছে, আর তেমন মহিলাকেই পছন্দ করি যার অতীত আছে।

অস্কার ওয়াইল্ড

১৬০. নারীগণ তোমাদের পুরুষগণের জন্য বসনস্বরূপ এবং তোমরা পুরুষগণ নারীদের জন্য বসনস্বরূপ।

–আল-কোরআন

১৬১. একটি পরিবর্তনকে স্ত্রীলোকেরাই সহজে মেনে নিতে পারে, একজন পুরুষ এত সহজে তা পারে না।

–ডিজরেইলি

১৬২. পুরুষের জীবনের চার আশ্রমের চার অধিদেবতা। বাল্যে মা, যৌবনে স্ত্রী; প্রৌঢ়ত্বে কন্যা, পুত্রবধূ; বার্ধক্যে নাতনী, নাত-বউ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬৩. ধ্বংসের মধ্যে দাঁড়িয়ে যে জয়ের কথা বলতে পারে, সে-ই তো সত্যিকার অর্থে তেজোদীপ্ত পুরুষ।

–হেনরি বাগসন

১৬৪. যে-পুরুষ অফিসে তড়পায় বেশি, জানবেন বড়িতে সে ভিজে বেড়াল।

অজ্ঞাত

১৬৫. পুরষেরা যেখানে দুর্বল মেয়েরা সেখানে তাদের খুব ভালো করেই চেনে কিন্তু পুরুষেরা যেখানে খাঁটি পুরুষ মেয়েরা সেখানকার রহস্য ঠিক ভেদ করতে পারে না। আসল কথা, পুরুষ মেয়েদের কাছে রহস্য আর মেয়েরা পুরুষের কাছে রহস্য। এই যদি না হবে তা হলে এই দুটো জাতের ভেদ জিনিসটা প্রকৃতির পক্ষে নেহাত একটা অপব্যয় হত।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬৬. পুরুষমানুষ কাজ করে, চিন্তা করে, আর মহিলারা সবকিছু অনুভব করে।

–ক্রিস্টিনা রসেটি

১৬৭. সুরা এবং নারী অনেক প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটায়।

–জন রে

১৬৮. প্রাচ্যের নারী প্রধানত অবলা অবগুন্ঠিতা, সহধর্মিণী। যৌবনে সে সতীসাধ্বী পতিপ্রাণা, বৈধব্যে কৃতাময়ী সাধনাব্রতী। বাৎসল্য, প্রীতি-ভক্তি, ধর্মভীরুতা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

–আহমদ নজীর

১৬৯. বর শুনলেই সকল নারীর মন কিশোরী হয়ে যায়।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৭০. নারীমুক্তি আন্দোলন পুরুষ ও নারীর মধ্যকার সুসম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

ইন্দিরা গান্ধী

১৭১. বিবাহ পুরুষকে দেয় স্থৈর্য, নারীকে দেয় প্রতিষ্ঠা। স্বামীর বাড়ায় দায়। স্ত্রীর বাড়ায় দাম। সে দাম নারীর নিজস্ব নয়। কানের উপর পাউডার এবং নখের উপর রঙের মতো সেটা প্রক্ষিপ্ত।

যারাবর

১৭২. তুমি যদি একজন অসুন্দর মহিলাকে বিবাহ কর তবে সে তোমার হবে এবং · যদি একজন সুন্দরী মহিলাকে বিবাহ কর তবে তুমি তার হবে।

বিয়ন

১৭৩. মেয়েরা বিয়ের আগে কান্নাকাটি করে, আর পুরুষেরা বিয়ের পর।

–পোলিশ প্রবাদ

১৭৪. বিয়েটাই একমাত্র বস্তু যেটাকে সব ছেলে এড়াতে চায়, আর সব মেয়েছেলে আগ্রহসহকারে ঘটাতে চায়।

–ওয়াইড

১৭৫. মেয়েদের লক্ষ রাখতে হবে যত তাড়াতাড়ি তারা বিয়ে বসতে পারে আর পুরুষের লক্ষ রাখতে হবে যত বেশিদিন তারা অবিবাহিত জীবনযাপন করতে পারে।

–জর্জ বার্নার্ড শ

১৭৬. বিয়ে দীর্ঘমেয়াদি বেশ্যাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। বিবাহরূপ দীর্ঘমেয়াদি বেশ্যাবৃত্তিতে মেয়েরা তাদের যৌন-সম্পদের বিনিময় করে আজীবন ভরণপোষণের সঙ্গে।

ইংরেজি প্রবাদ

১৭৭. কর্মবিমুখ মেয়েরাই ধনীর ছেলে বিয়ে করতে চায়।

হেলেন বাউল্যান্ড

১৭৮. কুমারী মেয়ে আর বিধবা মেয়ে দুজনেরই স্বামী নেই। কিন্তু তফাত যে কী একমাত্র বিধবাই বোঝে।

শংকর

১৭৯. মেয়েরা ভাগ্যে বিশ্বাস করে আর পুরুষেরা ভাগ্য তৈরি করে।

এমিলি গাবেরিয়াক

১৮০. একজন মহিলার সুন্দর হওয়ার চেয়ে ভালো হওয়ার বেশি প্রয়োজন।

–লংফেলো

১৮১. পুরুষ ভুল করে কারণ তারা স্বার্থপর। আর স্ত্রীলোক ভুল করে কারণ তারা দুর্বল।

–ম্যাডাম ডি স্টোইন

১৮২. মেয়েমানুষের মন কচুপাতার উপর জলবিন্দুর মতোই ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ সচরাচর এরা একটা জিনিস নিয়ে বেশি ভাববার আয়াস স্বীকার করতে চায় না, যেখানে আরাম আছে সেখানেই এদের পক্ষপাতিত্ব। বিশেষ নিত্যনতুন এক্সপিরিয়েন্স লাভ করার ইচ্ছে এদের প্রবল।

–আবু জাফর

১৮৩. নারী জননী না হলে আপনাকে চিনতে পারে না। কৌমার্য ও জননীর মধ্যে নারীর আসল রূপ লুকানো থাকে, তাই সন্তান আসে পিতা ও মাতার প্রেমের নিরিখ হয়ে।

শেলি

১৮৪. মেয়েরা অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সেতু, পুরুষেরা বর্তমানে সঙ্গে ভবিষ্যতের।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৫. যুবতী কিছু জানে না,
শুধু প্রেমের কথা বলে
দেহ আমার সাজিয়েছিল প্রাচীন বল্কলে।
আমিও পরিবর্তে তার রেখেছি সব কথা
শরীর ভরে ঢেলে দিয়েছি আগুন প্রবণতা।

–শঙ্খ ঘোষ

১৮৬. শিঙে শান দিবার জন্য হরিণ শক্ত পাছের গুঁড়ি খোঁজে, কলাগাছে তাহার শিঙ ঘষিবার সুখ হয় না। নর-নারীর ভেদ হওয়া অবধি স্ত্রীলোক দুরন্ত পুরুষকে নানা কৌশলে ভুলাইয়া বশ করিবার বিদ্যাচর্চা করিয়া আসিতেছে। যে স্বামী আপনি বশ হইয়া বসিয়া থাকে তাহার স্ত্রী বেচারা একেবারেই বেকার।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৭. উদাসীন লোকের স্ত্রী প্রায় বিধবার মতোই জীবনযাপন করে।

হাঙ্গেরীয় প্রবাদ

১৮৮. স্বামী মানে আসামী।

–শংকর

১৮৯. বক্তা স্বামীর চেয়ে শ্রোতা স্বামী ঢের ভাল।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯০. যে-স্বামী তার স্ত্রীকে প্রহার করে, জানবে তার বীরত্ব প্রকাশের জায়গা আর কোথাও নেই।

–জে.বি. ক্যারল

১৯১. যে-জাতি মেয়েদের মর্যাদা দেবে না, সে-জাতি বিশ্বে কোনোদিন মর্যাদা পাবে।

সুইনবার্ন

১৯২. মেয়েচরিত্রই হচ্ছে তাই, যখন আমরা ভলোবাসতে যাই তখন তারা ভালোবাসে না, যখন প্রেম জানাতে আসে তখন আমরা তাদের ভালোবাসি না।

–কার্ভেন্টিস

১৯৩. মেয়েদের 'হ্যাঁ' বা 'না' জবাবের মধ্যে আমি সামান্য পরিমাণও পার্থক্য দেখি না। কারণ ঐ দুটো অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

–কার্ভেন্টিস

১৯৪. বিড়াল, পাখি এবং মেয়েরা এই ধরনের প্রাণী যারা নিজেদের প্রসাধনের উপর সর্বাধিক সময় নষ্ট করে থাকে।

চার্লস নডায়ার

১৯৫. পুরুষেরা মেয়েদের খেলার সামগ্রী আর মেয়েরা শয়তানের খেলার সামগ্রী।

ভিক্টর হগো

১৯৬. তোমার মধ্যে নিষ্ঠুরতা ছিল
এনভেলাপে ভুল ঠিকানা তাই
তোমার মধ্যে ভালোবাসাও ছিল
তারই আগুন জ্বালাচ্ছে দেশলাই।
তোমার মধ্যে ভালোবাসাও ছিল
লাল হয়েছে ছুরির নীল ধার

তোমার মধ্যে নিষ্ঠুরতাও ছিল
উপড়ে দুলে টেলিফোনের তার।

–পুর্ণেন্দু পত্রী

১৯৭. গরিব লোক যদি ধনী নারী বিয়ে করে তা হলে সে স্ত্রী পায় না, পায় একজন শাসক।

–আলেকজেনডিডেস

১৯৮. মেয়েলোক হল একটি নলখাগড়ার ডাটার মতো যা সামান্য বাতাসেই হেলে পড়ে, কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়েও ভাঙে না।

–হোয়াটলে

১৯৯. একজন মহিলার ব্যবহার যদি মাধুর্যহীন হয় তাবে সে-গৃহ নিঃসন্দেহে শ্রীহীন।

–বেন জনসন

২০০. তার ঠোঁটে হাসি আর চোখে কান্না, তাই সে এত সুন্দর।

স্যামুয়েল লাভার

২০১. মেয়েদের বাইরে কাজ থাকলে চলবে না। আমাদের দেশের প্রত্যেক মহিলাকে গৃহিণী ও জননী হতে হবে।

হিটলার

২০২. কেউ দিদি ডাকলে মেয়েরা একটু চিন্তিত হয়। দাদা সম্বন্ধটা এদেশে তত নিরাপদ নয়।

–শংকর

২০৩. ঈশ্বরের সেবা করবে পুরুষ, আর পুরুষের সেবা করবে নারী।

পোপ পল

২০৪. পুরুষের যত অর্থ, অন্য যত গুণই থাক, মেয়েদের মনকে জয় করতে শরীরেরও প্রয়োজন।

–শংকর

২০৫. মেয়েরা ম্যানেজিং ডিরেক্টর হোক আর যাই হোক ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারে তারা বড়ই অসহায়।

–শংকর

২০৬. নারীর ভালোবাসা আত্মা থেকে উদ্ভূত হয়ে দেহের মাঝে ছড়িয়ে পড়তে চায়।

–এলেন কী

২০৭. আদর্শ পুরুষের চাইতে আদর্শ নারী মানবজাতির উচ্চস্তরের বিকাশ।

–নিৎসে

২০৮. অন্যের কাছ থেকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা পাওয়াই তো একজন রমণীর সেরা প্রার্থনা।

–গ্যেটে

২০৯. সুন্দরী মহিলা স্বাগত অতিথি।

যাযাবর

২১০. যে-পর্যন্ত একজন মহিলা নিজেকে কন্যার চেয়ে দশ বছর ছোট করে দেখতে পান, ততদিনই তিনি পরিপূর্ণ তৃপ্ত থাকেন।

–অস্কার ওয়াইল্ড

২১১. মেয়েরা শিল্পকলায় আকৃষ্ট হয় না, আকৃষ্ট হয় শিল্পকলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের কচকচানিতে।

–আন্তন চেখভ

২১২. নারীরা ভালোবসার জন্য, জানার জন্য নয়।

–অস্কার ওয়াইল্ড

২১৩. পুরুষরা মেয়েদের সম্বন্ধে খুশিমতো কথা বলে, মেয়েরা পুরুষদের নিয়ে খুশিমতো কাজ করে।

–সেন্ট জেরাম

২১৪. মেয়েরা সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বৈ আর কিছু নয়।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

২১৫. মেয়েরা বিয়ে করে সমাজে প্রবেশের জন্য, পুরুষ বিয়ে করে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য।

–তাইপে

২১৬. দেহের সুখে মেয়েদের প্রায়ই সায় থাকে না। স্বামীর কাছে যে তারা যায়, তাও কর্তব্যের তাগিদে, দেহের তাগিদে নয়।

বার্ট্রান্ড রাসেল

২১৭. পুরুষের সমস্ত কাজ নারী করিতে পারে না, নারীর সমস্ত কাজও পুরুষ করিতে পারে না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২১৮. যাদের রূপ নেই, কুরূপা–তারাই বেশি প্রসাধনী ব্যবহার করে।

সঞ্জীব চেট্টোপাধ্যায়

২১৯. অনিষ্টকর চিন্তায় স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর তীক্ষ্ণ।

–ডিমোক্রিটাস

২২০. পুরুষমানুষ কাজ করে, চিন্তা করে, আর মেয়েরা সবকিছু অনুভব করে।

–ক্রিস্টিনা রসেটি

২২১. নারীর শরীরই তার নিয়তি, দৈহিক ও মানসিক উভয় প্রয়োজনেই পুরুষের উপর অবলম্বন করা ব্যতীত উপায় নেই।

২২২. দুনিয়ার সবচেয়ে মস্ত হেঁয়ালি হচ্ছে মেয়েদের মন।

–কাজী নজরুল ইসলাম

২২৩. ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ অবদান নারী।

–লেসিভ

২২৪. মেয়েরা হচ্ছে আধুনিক আর্টের মতো, যা বোঝা যায় না বলে সবাই হাততালি দেয়।

লুৎফর রহমান সরকার

২২৫. মেয়েমানুষ যতো বপেরোয়াই হোক, অবলম্বন একটা খোঁজেই।

প্রবোধকুমার সান্যাল

২২৬. রমণীর চোখ পতঙ্গের মতো; আভরণের দীপ্তিতে সকলের আগে ছুটে এসে পড়ে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩. দম্পতি ও দাম্পত্যজীবন

বাণী চিরন্তন – সম্পাদনা : ভবেশ রায় / মিলন নাথ ১৩. দম্পতি ও দাম্পত্যজীবন

দম্পতি ও দাম্পত্যজীবন

১. একজন সম্রাট তাঁর স্ত্রীর চোখে শুধুমাত্র একজন স্বামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

বায়রন

২. স্ত্রীর ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত যে তার স্বামীর কিছু দোষ রয়েছে। দোষত্রটিশূন্য স্বামীর নজর বড় কড়া।

লর্ড হালিফার

৩. যেমন বোটার সঙ্গে ফুল, তেমনি ধনের সঙ্গে স্ত্রী। অর্থাৎ ধন থাকলে স্ত্রীকে গ্রহণ করার সুবিধা হয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪. একজন আদর্শ পত্নী হচ্ছে সেই নারী, যার রয়েছে আদর্শ পতি।

বুথ টারকিংটন

৫. বিয়ে দুটি হৃদয়ের মিলন ঘটায়, কিন্তু এই মিলন আবিষ্কারের জন্যে চলতে থাকে আজীবন তীব্র সংগ্রাম।

অজ্ঞাত

৬. স্ত্রীর যদি অন্তহীন চাহিদা থাকে, তবে স্বামীর জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে।

–কাউপার

৭. যে স্ত্রীর কাছ থেকে যৌতুক গ্রহণ করে সে স্ত্রীর নিকট বিক্রি হয়ে যায়।

–ডগলাস জের

৮. বিয়ে মানেই যন্ত্রণা, যদিও সেই উৎসবের দিনে কোনো দুঃখের রেশ থাকে না।

স্যামুয়েল জনসন

৯. বিবাহ জিনিসটা মিষ্টান্ন দিয়াই শুরু হয়, কিন্তু সকল মধুরেণ সমাপ্ত হয় না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০. বিবাহ হচ্ছে একটা ভেষজ যা উত্তম পুরুষ ও উত্তম নারীর ওপর বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে। সে (নারী) তাকে যথেষ্ট ভালোবাসে না, তার প্রতিকার, বিবাহ। সে (পুরুষ)তাকে একটু বেশিই ভালোবাসে–তারও প্রতিকার, বিবাহ।

চার্লস রিড

১১. বিয়েটা একটা রোমঞ্চকর উপন্যাস, যার প্রথম পরিচ্ছেদেই নায়কের মৃত্যু হয়ে থাকে।

–অজ্ঞাত

১২. বাঙালি জাতির এটি পরম সৌভাগ্য,
হেন লোক নাই যার নাই বৌভাগ্য।

—প্রমথ চৌধুরী

১৩. বিয়ে হওয়ার এক বছর পরেই পুরুষের বয়স সাত বছর বেড়ে যায়। বেকন ১৪. বিয়ে করা হয়।

—জন বে

১৬. সংকীর্ণ সেতু পার হবার সময় দুজন চালকের একজন যেমন গতি মন্থর করে, অনুরূপভাবে দাম্পত্যজীবনের কলহও এড়ানো যায়।

—অ্যানন

১৭. ভালো স্বামী কখনো আগে ঘুমায় না বা সকালে সবার পরে পাত্রোত্থান করে না।

—বালজাক

১৮. দাও, হেন স্বামী যে আমার পানে
চাহিবে সহজ সুখে—
যে চোখে শ্যামল প্রান্তর চায়
ঊষার অরুণ মুখে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১৯. আপন স্ত্রীকে ঘৃণা করা মুসলমানের কোনোক্রমেই উচিত নহে। যদি তাহার স্ত্রীর। কোনো অসৎগুণে অসন্তুষ্ট থাকে তবে তাহার অন্য কোনো সদ্‌গুণ স্মরণ করিয়া সে সন্তুষ্ট হউক।

—আল-হাদিস

২০. ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যায় রয়েছে সতীসাধ্বী স্ত্রী। কারণ তার আয়ু দ্বিগুণ বর্ধিত হবে। সতীসাধ্বী স্ত্রী তার দয়িতকে দেয় আনন্দ এবং সে তার আয়ুষ্কাল শান্তিতে সম্পূর্ণ করে। উত্তম স্ত্রী হচ্ছে একটি উৎকৃষ্ট ওষুধ।

—বাইবেল

২১. যে তার স্ত্রীকে সবকিছু বলে থাকে, সে খুব অল্পই জানে।

টমাস ফুলার

২২. জঞ্জাল ফেলবার সবচেয়ে ভাল ঝুড়ি হচ্ছে বিবাহ।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩. দগ্ধ হওয়ার চেয়ে বিয়ে করা ভলো।

–অস্কার ওয়াইল্ড

২৪. আল্লাহর চোখে সকলই সমান। নারীজাতির কথা ভুলিও না। নারীর উপর পুরুষের যেরূপ অধিকার আছে, পুরুষের উপরও নারীর সেইরূপ অধিকার আছে। তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিও না। আল্লাহকে সাক্ষী রাখিয়া তোমারা তোমাদের স্ত্রীদিগকে গ্রহণ করিয়াছ।

–আল-হাদিস

২৫. তীর্থের অর্থপিশাচ পাণ্ডা পূজার জন্য কাড়াকাড়ি করে, কেননা সে পূজনীয় নয়। পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ, তারাই স্ত্রীর পূজা দাবি করে থাকে; তাতে পূজারি ও পূজিত দুয়েরই অপমানের একশেষ হয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬. সকল অশান্তির বাড়া হল দাম্পত্য অশান্তি।

প্লুটাস

২৭. উত্তম স্ত্রী এবং উত্তম স্বাস্থ্য পুরুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

–জন রে

২৮. একজন ভালো স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোভাবে গড়ে নিতে পারে।

রবার্ট বার্টন

২৯. ঘরের বাইরে স্ত্রীকে হতে হবে দেবী। অর্থাৎ তার মনে থাকবে না নোংরামি, অসংযত হাবভাব। মন্দিরে গির্জায় হবে শ্রদ্ধাময়ী। গৃহে চঞ্চলা হরিণী, নিষ্ঠাবতী গৃহিণী। স্বামীর শয্যায় হতে হবে রঙ্গিণী নায়িকা।

–লোশিয়া ফির্ডিগা

৩০. স্ত্রীর কাছে মান রাখতে সকলেরই সাধ যায়, এমনকি সেজন্যে মনু বলে গেছেন স্ত্রীর কাছে মিথ্যে বলতে পাপ নেই।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১. মোরা ছিনু একেলা হইনু দু'জন
সুন্দরতর হল নিখিল ভুবন।
আজি কপোত কপোতী শ্রবণে কুহরে
বীণা বেণু বাজে বন মর্মরে।
নির্জর-ধারে সুধা চোখে মুখে ঝরে
নতুন জগৎ মোরা করেছি সৃজন।

কাজী নজরুল ইসলাম

৩২. সুন্দরী স্ত্রী এবং পিছনের দরোজা–যে-কোনো মুহূর্তে একজন ধনী লোককে ভিখারি করে দিতে পারে।

টি. এল. পিকক

৩৩. নিয়তি আমাদের যা দান করে তার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য দান হল স্ত্রী।

পোপ

৩৪. স্ত্রীকে নিরুপায়ভাবে স্বামীবাধ্য করতে সমাজে হাজার রকম যন্ত্র ও যন্ত্রণার সৃষ্টি করা হয়েছে, অথচ সেই শক্তিহীন স্ত্রীকে স্বামীর উপদ্রব থেকে বাঁচাবার জন্যে কোনো আবশ্যিক পন্থা রাখা হয় নি।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৫. পুরুষ রাগান্বিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীও যদি সমপরিমাণে রেগে যায়, তবে সে গৃহে শয়তান প্রবেশ করে মাঝখানে অবস্থান করতে থাকে।

লুলহাম

৩৬. কায়াহীন ছায়া আর নারীহীন সংসার একই। নারীর মাহাত্মও এখানেই।

–আশুতোষ মুখোপাধায়

৩৭. স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর স্বভাবের অমিল থাকলেই মিল ভালো হয়, শুকনো মাটির সঙ্গে জলধারার মতো।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৮. বোবার শত্রু নেই যে বলেছিল, সে নিশ্চয় ছিল অবিবাহিত।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৯. আমার জীবনসঙ্গিনী যদি ভালো না হয়, তবে আমার ভালো গৃহ দিয়ে কী হবে?

–এডনা লিয়েন

৪০. প্রিয়তমা তরুণীর সঙ্গে দশ মাইল হেঁটে গেলেও কিছু মনে হবে না, অথচ বিরক্তিকর স্ত্রীর সঙ্গে দশ পা হাঁটতে কষ্ট হবে।

—ডেল কার্নেগি

৪১. যে-সংসারে স্বামী-স্ত্রীতে নিয়মিত কলহ হয়, সেই সংসারে নরকের আবহাওয়া বয়।

–কিপলিং

৪২. দাম্পত্যজীবনে স্ত্রী স্বামীর, স্বামী স্ত্রীর অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তাই স্ত্রী কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি গেলে স্বামী অস্থির হয়ে ওঠে। স্বামীবিরহেও নারী কাতর বিরহিণীর দিন কাটায়।

–সৈয়দ শামসুল হক

৪৩. স্ত্রীলোককে স্পর্শ না করা মানুষের পক্ষে শ্রেয়, কিন্তু ব্যভিচার নিবারণের জন্য প্রত্যেক পুরুষের নিজের নিজের স্ত্রী থাকুক এবং প্রত্যেক স্ত্রীর নিজের নিজের স্বামী থাকুক। স্বামী স্ত্রীকে তাহার প্রাপ্য দিক। আর সেইরূপ স্ত্রীও স্বামীকে দিক। নিজ দেহের উপর স্ত্রীর কর্তৃত্ব নাই, কিন্তু স্বামীর আছে, আর সেইরূপ নিজ দেহের উপরে স্বামীর কর্তৃত্ব নাই, কিন্তু স্ত্রীর আছে। তোমরা একজন অন্যজনকে বঞ্চিত করিও না।

বাইবেল

৪৪. যদি ভালো স্ত্রী পাও, তা হলে তোমার নিজের লাভ। কারণ তখন তুমি সুখী হতে পারবে। কিন্তু যদি খারাপ স্ত্রী পাও তা হলে দেশের লাভ, কারণ তখন তুমি দার্শনিক হতে পারবে।

–অজ্ঞাত মনীষী

৪৫. পৃথিবীর সবকিছুই সম্পদ। এই পার্থিব সম্পদের মধ্যে উৎকৃষ্ট সম্পদ হল সাধ্বী স্ত্রী।

–আল-হাদিস

৪৬. বিধিসম্মত অপ্রীতিকর কাজগুলোর মধ্যে তালাকই খোদাতালার নিকট অন্যতম।

–আল-হাদিস

৪৭. যে-রমণী বিনা কারণে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করতে চায়, বেহেশতের সুঘ্রাণ তার জন্য নিষিদ্ধ।

–আল-হাদিস

৪৮. তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার এতটা অধিকার আছে যে যেরূপ সুন্দর সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া সুখী হও, সেইরূপ তাহার সহিত বাস করিয়া তাহার সৌন্দর্য ও সঙ্গসুখ ভোগ করো। তাহাকে তোমার দাসী ও গৃহরক্ষিকা করিবার তোমার অধিকার নাই।

–হযরত আলি (রা.)

৪৯. একজন লোক সৎ বা অসৎ থাকা পুরোপুরিভাবে তার স্ত্রীর উপর নির্ভর করে।

–রর্বাট হ্যারিক

৫০. আমি যেহেতু বিবহিত মানুষ সেজন্য আমার যন্ত্রণার ও বেদনার শেষ নেই।

রিচার্ড ডিউক

৫১. বিবাহে পূর্ণ স্বাধীনতা কেবলমাত্র তখনই ব্যাপকভাবে কার্যকর হতে পারে যখন পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার বিলোপ এবং তার ফলে সৃষ্ট সম্পত্তির সম্পর্ক এখানকার জীবনসাথি বেছে নেয়ার ব্যাপারে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তারকারী গৌণ অর্থনৈতিক কারণগুলোকে দূর করে দেবে, তখন পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ছাড়া আর কোনো মতলব থাকবে না।

–এঙ্গেলস

৫২. বিয়ের অনেক জ্বালা, কিন্তু চিরকৌমার্যে কোনো সুখ নেই।

–ড. জনসন

৫৩. নিয়তি আমাদের যা দান করেন, তার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য দান হল স্ত্রী।

পোপ

৫৪. মনেরমতো স্ত্রী আর সংসার হলে জীবনের সব দুঃখ, সব ব্যর্থতা, সব সমস্যার মোকবিলা করা যায়।

–নিমাই ভট্টাচার্য

৫৫. মেয়েটি যে-ছেলেকে ভালোবাসে তাকে বিয়ে করার চেয়ে ছেলেটি যে মেয়েকে ভালোবাসে তাকে বিয়ে করাই শ্রেয়।

আরবি প্রবাদ

৫৬. পুরুষ বিয়ে করে কারণ সে পরিশ্রান্ত। মেয়েরা বিয়ে করে কারণ তারা উৎসুক, কিন্তু বিয়ের পর তারা উভয়েই হতাশ হয়।

অস্কার ওয়াইল্ড

৫৭. যিনি সম্পদের লোভে বিয়ে করেন, তিনি নিজের সত্তাকে বিকিয়ে দেন।

–টমাস ফুলার

৫৮. যখন কোনো ব্যক্তি বিবাহ করিল তখন তাহার ধর্মকর্ম অর্ধেক সম্পাদিত হইল।

–আল-হাদিস

৫৯. বিয়ে করার জন্য কাউকে বাধ্য করা হচ্ছে না। কিন্তু কেউ বিয়ে করলে তাকে অবশ্যই বিয়ের নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে।

কার্ল মার্কস

৬০. বিবাহপ্রথার প্রায় শুরুর কাল থেকেই বিবাহবিচ্ছেদেরও শুরু; আমার মনে হয় বিবাহ-প্রথা মাত্র কয়েক সপ্তাহ বেশি প্রাচীন।

ভলতেয়ার

৬১. হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহ কোনো সম্পাদিত দলিল মোতাবেক চুক্তি না, এটি নারী ও পুরুষের আদি ও প্রাকৃতিক পবিত্র বন্ধনবিশেষ যার বিচ্ছেদ ঘটানো যায় না।

বি. সি. রায়

৬২. তাড়াহুড়ো করে বিবাহ করলে পরে অনুতপ্ত হতে হয়।

কংগ্রিভ

৬৩. প্রেমের অভাবে নয়, বরং বন্ধুত্বের অভাবেই বিবাহ অসুখের হয়।

–ফ্রেডরিক নিৎসে

৬৪. পাপে নয়, পতি পুণ্যে সুমতি
থাকে যেন, হয়ো পতির সারথি।
পতি যদি হয় অন্ধ, হে সতী
বেঁধো না নয়নে আবরণ,
অন্ধ পতিরে আঁখি দেয় যেন
তোমার সত্য আচরণ।

কাজী নজরুল ইসলাম

৬৫. থাকুক আমার বিয়া,
বিবাহ যে কি পদার্থ।
বোঝে না যে অপদার্থ
অর্থ লোভে পুরুষার্থ
যে ফেলে বেচিয়া।
অমন শিক্ষায় ধিক
শত দর্শনে সে অন্ধ অধিক
বিজ্ঞানে তার জ্ঞান নাই মোটে–
ময়না শালিক টিয়া।

–গোবিন্দচন্দ্র দাস

৬৬. ইমানের পর চরিত্রবান স্ত্রীলাভ একটি বিরাট নিয়ামত।

হযরত ওমর ফারুক (রা.)

৬৭. স্বামী যদি কোনো পাপ ও অন্যায় কাজে রত হয়ে যান, যদি তিনি নীচ ও হীন প্রকৃতির লোক হন, তা হলে স্ত্রীর যে কিভাবে তার সঙ্গে চলতে হবে তা বলাই শক্ত। সর্বদা মিষ্ট কথায় স্নেহমায়ায় স্বামীকে উন্নত করতে চেষ্টা করবে। তাঁকে সাধু পবিত্র ও পর-দুঃখে কাতর হতে উদ্বুদ্ধ করবে। দরিদ্র হওয়া ভাল, তবুও পাপের পথে, অন্যায়ের পথে হাঁটা কর্তব্য নয়, এই কথা স্বামীকে বার বার শোনাবে। স্ত্রীর মঙ্গল শক্তিতে স্বামীর চিত্ত মহত্বে ভরে উঠতে পারে।

–ডা. লুৎফর রহমান

৬৮. বুদ্ধিমান পুরুষ তার বিবাহ সম্পর্কে একটু খতিয়ে চিন্তা করলে বেশ বুঝতে পারে, এটা হল প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কে সে হল ভৃত্য।

–অজ্ঞাত

৬৯. বিবাহের সময় বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখে ভুলো না, অন্তরের সৌন্দর্যের সন্ধান নাও।

আর. বি. ল্যান্ডস

৭০. বিবাহের অব্যবহিত পরে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মনই উদ্দাম আবেগপূর্ণ হয়ে ওঠে। স্ত্রীর ইচ্ছে হয় সব সময় স্বামীর সঙ্গে গল্প করেন। ঘরের মধ্যে স্বামীর সঙ্গে হাসাহাসি ও আলাপ করেন। একটু পুরনো হলে অর্থাৎ বিয়ের দু'এক বৎসব পর এ আবেগ থাকে ন।

–ডা. লুৎফর রহমান

৭১. নারী স্বামীর কাছে হবে একখানা মূর্তিমতী কবিতা, সেখানে জ্ঞান ও আনন্দ, দুই-ই পাওয়া যায়।

–ডা. লুৎফর রহমান

৭২. একবার বিয়ে করাটা কর্তব্য, দুবার বিয়ে করাটা একটা বোকামি ও ভুল। তৃতীয়বার বিয়ে করাটা পাগলামি।

–ওলন্দাজ প্রবাদ

৭৩. স্বামীর গৌরবেই স্ত্রীলোকের গৌরব। স্বামীকে বাদ দিয়ে মেয়েমানুষের কিসের গৌরব?.স্বামীকে বাতাস করতে তার লজ্জা, কষ্ট বা অপমান বোধ হয় না, তিনি স্বামীর পা ধুইয়ে দিতে আনন্দ বোধ করেন, দাসীরূপে নয়–বন্ধুরূপে।

–ডা. লুৎফর রহমান

৭৪. বিবাহিত পুরুষদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মেরুদণ্ড সোজা রাখা সম্ভব হয় না।

–লেনিন

৭৫. প্রণয়সাপেক্ষে পরিণয়ই আমাদের দেশের ঘৃণিত পণপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারে।

–আবুল হাসানা

৭৬. সত্যিকার বিয়ের একটিমাত্র শর্ত থাকবে যারা পরস্পরকে ভালোবাসে তারাই স্বামী-স্ত্রী।

–এলেন কী

৭৭. বিয়ে হচ্ছে দুই বিপরীত স্নায়ুতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। এমিল ব্রুটকি ৭৮. অবিবাহিতরা প্রায়ই বন্ধু হিসেবে এবং ভৃত্য হিসেবে সর্বোত্তম।ফ্রান্সিস বেকন

৭৯. যতক্ষণ নরনারীর হৃদয়ের মধ্যে সত্যিকার প্রেমের যোগ থাকে, ততক্ষণই বিবাহ সার্থক ও সত্য। যে-মুহূর্তে প্রেমের মৃত্যু, সেই মুহূর্তেই উদ্বাহু-বন্ধন উদ্বন্ধন (ফাস) হইয়া উঠে।

অজ্ঞাত

৮০. যে নারী স্বামীর সাধন-পথের সহায়ক না হয়ে অন্তরায় হয়েছেন, তিনি তাঁর নারীজীবনকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

–ডা. লুৎফর রহমান

৮১. নারীর সৌন্দর্য এবং নরের ঐশ্বর্য দাম্পত্য সুখের সহায়। কিন্তু কুরূপা স্ত্রী বুদ্ধিমতী হলে নিশ্চয় নিজেকে সুন্দরীশ্রেষ্ঠ মনে করে না, এবং দরিদ্রতম পুরুষও জানে কোথায় তার দুর্বলতা। তবু একে অপরের মুগ্ধদৃষ্টি কামনা করে। কারণ, সেরা না হলেও বিশেষ হতে বাধা নেই। প্রকৃতি সকলকেই কিছু-না-কিছু বিশেষত্ব দিয়ে গড়েছে। এই যুক্তিসঙ্গত চাহিদাটুকু পূরণ না হলে সুখের সংসার কেবল গল্পকথা।

–আবদুর রহমান শাদাব

৮২. দাম্পত্য-দ্বন্দ্ব কোনো মানুষই এড়াতে পারে না। সংসারে আপোস করতেই হয়। দীর্ঘস্থায়ী দাম্পত্য অসন্তোষ সংসারে ভাঙন ডেকে আনে।

ডরোথি কার্নেগি

৮৩. জন্তু-জানোয়াররাই প্রভুর ইচ্ছামতো সঙ্গীসাথি পেয়ে থাকে, মানুষেরই রুচি ও ভালোলাগার প্রশ্ন।

লিও টলস্টয়

৮৪. ভালোবাসাহীন বিয়ে একটা বিয়েই নয়, ভালোবাসাই বিয়েকে পবিত্র করে, আর ভালোবাসা দ্বারা যে-বিয়ে পবিত্র হয়, সেটাই আসল বিয়ে।

লিও টলস্টয়

৮৫. সারা জীবন ধরে একটি পুরুষ বা নারীকে ভালোবাসা—আরে, সে তো একটিমাত্র মোমবাতি সারা জীবন ধরে জ্বলবে—এমনটা আশা করারই শামিল।

—লিও টলস্টয়

৮৬. আধ্যাত্মিক মিলন! ভাবের ঐক্য! তা হলে তো একসঙ্গে ঘুমোবার কোনো কারণই থাকে না। ভাবের ঐক্যের বশে মানুষ একসঙ্গে ঘুমুতে গেছে, এমন কথা কে কবে শুনেছে!

—লিও টলস্টয়

৮৭. ভালোবাসা স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

—লিও টলস্টয়

৮৮. স্ত্রীরা স্বামীদের কাছে সর্বদা তাদের রূপের, রান্নার ও গুণের প্রশংসা শুনতে চায়, কিন্তু ভুলেও কখনো তারা স্বামীকে অক্ষম অপদার্থ বলতে ক্ষান্ত দেয় না।

—শিশির ভট্টাচার্য

৮৯. অন্যকে নয়, আমাদের নিজেদের পরিতৃপ্ত রাখার জন্যই আমরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হই।

—আইজ্যাক বিকারস্টাফ

৯০. বিয়ে করার অর্থ হচ্ছে নিজের অধিকারকে অর্ধেক করে নেওয়া এবং কর্তব্যকে দ্বিগুণ করা।

—শোপেনহাওয়ার

৯১. বিয়ে করার অনেক যন্ত্রণা, কিন্তু চিরকুমার ব্রতে কোনো সুখ নেই।

—ড. জনসন

৯২. মেয়েরা বিয়ের আগে কান্নাকাটি করে আর ছেলেরা বিয়ের পারে।

—পোলিশ প্রবাদ

৯৩. মেয়েরা যাকে গাল দেয় তাকেও বিয়ে করতে পারে, কিন্তু যাকে বিদ্রূপ করে তাকে নৈব নৈব চ।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৪. সকল সংস্কারকই অবিবাহিত ছিলেন।

–জর্জ মুর

৯৫. স্ত্রী-পুরুষের শারীরিক সম্বন্ধে যেখানে অসত্য এবং অশান্তির যোগ সেইখানেই সেটা ব্যভিচার–যেখানে সেই আশঙ্কা নেই সেখানে সন্ন্যাসীর কথায় কান দেবার প্রয়োজন দেখি নে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৬. স্ত্রীর সঙ্গে বীরত্ব করে লাভ কী। আঘাত করলেও কষ্ট, আঘাত পেলেও কষ্ট।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৭. যৌন ইচ্ছা কোনো পাপের পরিণতি নয়। তা হল জীবনের স্বাভাবিক সুন্দর বহিঃপ্রকাশ।

— ফ্রয়েড

৯৮. স্ত্রী হচ্ছে যুবক স্বামীর রক্ষিতা, প্রৌঢ় স্বামীর সঙ্গিনী এবং বৃদ্ধ স্বামীর সেবিকা।

–ফ্রান্সিস বেকন

৯৯. যে-স্বামী স্ত্রীর ড্রেসিংরুমে প্রবেশ করে, হয় সে দার্শনিক, নয় মূর্খ।

–বালজাক

১০০. বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গড়ে নেওয়ার ফাঁক পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথ টাকুর

১০১. অন্যকে নয়, আমাদের নিজেদের পরিতৃপ্ত রাখার জন্যই আমরা বিয়ে করি।

–আইজাক বিকার স্টাফ

১০২. বিয়ে করলে বড় কাজ করার ক্ষমতা থাকে না, প্রতিদিন তাকে ভাতের চিন্তা করতে হয়।

–বেকন

১০৩. বিয়ে না করলে যদি চলত তা হলে কোনো পুরুষই নারীকে বিয়ে করত না।

বালজাক

১০৪. মানুষের একটা বয়স আছে যখন সে চিন্তা না করেও বিবাহ করতে পারে। সে বয়স পেরোলে বিবাহ করতে দুঃসাহসিকতার দরকার হয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৫. স্ত্রীরা কেবল পুরুষের আজ্ঞাপালন করবে, এজন্য তাদের সৃষ্টি হয়নি। যারা স্ত্রীকে আজ্ঞাবাহী দাসী মনে করে তারা বর্বর।

উইলিয়াম বেনেট

১০৬. স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণ যোগাবার ক্ষমতা অর্জনের আগে বিয়ে কোরো না।

–এডমন্ড বার্ক

১০৭. বিয়ের সময় বাইরের সৌন্দর্য দেখে ভুলো না, অন্তরের সৌন্দর্যের সন্ধান করো।

–আর বিদ্যাভাস

১০৮. পরস্পর পরস্পরের জুলুম ঘাড় পেতে বহন করবে, এজন্যই তো বিবাহ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৯. বিয়ে করা মানে তোমার অধিকারকে অর্ধেক করে নেয়া এবং কত্যর্বকে দ্বিগুণ করা।

–শোপেনহাওয়ার

১১০. প্রেম বিয়ের সূর্যোদয় এবং বিয়ে প্রেমের সূর্যাস্ত।

ফরাসি প্রবাদ

১১১. বিয়ে একটা জুয়াখেলা–পুরুষ বাজি রাখে স্বাধীনতা, আর নারী বাজি রাখে সুখ।

মাদামোয়াজেল

১১২. সাম্যের গান গাই–
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা-কিছু মহান-সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,
অর্ধেক তার আনিয়াছে নারী, অর্ধেক নর।

বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি,
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।

কাজী নজরুল ইসলাম

১১৩. অবিবাহিত মানুষের মূল্য ততটুকু কখনই নহে, যতটুকু বিবাহিত দম্পতির মিলনের মধ্যে পাওয়া যায়। অবিবাহিত জীবন একটি অসম্পূর্ণ জীবন এবং জীবনকে কাঁচির দুইটি অংশের মধ্যে শুধু একটি অংশের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

–ফ্রাঙ্কলিন

১৪. ঘর-সংসার

ঘর-সংসার

১. বিধাতা তাকেই অধিক পছন্দ করেন, যে তার নিজের ঘরকে ভালোবাসে।

–কার্ভেন্টিস

২. রাজাই হোক আর চাষাই হোক, সে-ই সুখী যে তার গৃহে শান্তি খুঁজে পায়।

–গ্যেটে

৩. গৃহে যদি সুখ থাকে তবে বাইরের জগৎকে সে দ্বিগুণ উৎসাহে কাছে টেনে নিতে সক্ষম হবে।

স্কট

৪. গৃহই আমাদের দেশের সমাজের ভিত্তি, গৃহকে যদি আমরা সহজ না করি, মঙ্গল করি, তাহাকে ত্যাগের দ্বারা নির্মল না করি, তবে অর্থোপার্জনের সহস্র নতুন পথ আবিষ্কৃত হইলেও দুর্গতি হইতে আমাদের নিষ্কৃতি নাই।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫. শিশুদের অত্যধিক শাসন করা অমানবিক এবং গুরুতর অপরাধ।

–উইলিয়াম বেন

৬. সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।

–প্রচলিত প্রবাদ

৭. যে-গৃহে হাসি আছে, সে-গৃহের রং উজ্জ্বল রূপালি।

বেন জনসন

৮. ভেবে দেখ ওরে মন এ সংসার পান্থশালা।
একদল আসে হায়
অন্যদল চলে যায়।
স্বার্থপূর্ণ এ জীবন দুদিনের খেলা।

কায়কোবাদ

৯. সংসারে যারা সবকিছুকে মেনে নেবার চেষ্টা করে, তাদের দুঃখ নেই।

–সুইফট

১০. যারা সন্ন্যাসী হয়েছেন–সংসারের বন্ধন হতে আপনি মুক্ত হয়েছেন তাঁরা বনে গিয়ে ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত হন, এটা বিচিত্র কথা নয়। কিন্তু যারা স্ত্রী-পুত্র-পরিবার পিতামাতার সমস্ত কাজ করে মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে পারে–তাদের প্রতি ভগবানের অধিক কৃপা প্রকাশ পেয়ে থাকে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

১১. সংসার সাগরে
দুঃখ তরঙ্গের খেলা
আশা তার একমাত্র ভেলা।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১২. অসতী স্ত্রীলোক বাপ-মা ও সমস্ত পরিবারের ভেতর থেকেও সংসারের কাজকর্ম করে, কিন্তু তার মন পড়ে থাকে সেই উপপতির প্রতি। হে সংসারী জীব, মন ঈশ্বরে রেখে তুমিও বাপ-মা পরিবারের কাজ কোরো।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

১৩. সংসার মানে ব্যর্থ বাসনা, বেদনার জলাভূমি,
সংসার মানে সংসার ভাঙা, সংসার মানে তুমি।

–নির্মলেন্দু গুণ

১৪. সংসারিক কর্তব্যপালনই প্রকৃতপক্ষে ধর্মকার্য। দুনিয়া চোখের সামনেই তো পড়ে রয়েছে। কেতাবের চেয়ে দুনিয়া থেকে মানুষের শেখবার আছে বেশি।

–আলমগির

১৫. সংসার যে কি ভয়ানক জায়গা দুঃখেকষ্টে না পড়লে বোঝা যায় না। দুঃখীকে কেউ দয়া করে না, সবাই ঘৃণা করে।

বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬. প্রত্যেক অতিথি একে অপরকে অপছন্দ করে আর অতিথিসেবক সবাইকে অপছন্দ করে থাকে।

আলবেনীয় প্রবাদ

১৭. যত প্রকার বন্ধন আছে তার মধ্যে সবচেয়ে মধুর বন্ধনই হলো অতিথি আর অতিথিসেবকের মধ্যে।

জর্জ ডব্লিউ রাসেল

১৮. প্রথম দিন যিনি অতিথি, দ্বিতীয় দিনে তিনি বোঝা এবং তৃতীয় দিনে তিনি বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ান।

ল্যাবোলাই

১৯. যিনি কারও বাড়িতে দীর্ঘদিন আতিথ্য গ্রহণ করেন, তিনি শুধু নির্বোধই নন, চূড়ান্তরূপে অসামাজিকও।

–সৈয়দ সব্যসাচী

২০. কারও বা থাকে দাবি, কারও থাকে দায়; এই দুই নিয়ে সংসার।

– –রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১. হাসিখুশি প্রাণবন্ত গৃহের অনেক শত্রু থাকে।

–অ্যারন বার

২২. সেই গৃহই ভালো যে-গৃহে নিরাপত্তা আছে।

–জর্জ কোলম্যান

২৩. দূরত্ব কখনো রক্তের সম্বন্ধ ভাঙতে পারে না–তাই ভাই সবসময় ভাই থাকে।

–কেবলে

২৪. ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের রক্তের সম্পর্ক। যতই মনোমালিন্য আর শত্রুতা হোক ভাইয়ের বিপদে ভাই চুপ করে বসে থাকতে পারে না।

–সৈয়দ সব্যসাচী

২৫. একজন ভাই প্রকৃতিপ্রদত্ত বন্ধু।

–জে. বি. লিগয়

২৬. মানুষেরা সবাই একে অপরের ভাই।

–জাঁ পল সার্জ

২৭. যার কোনো ঋণ নেই এবং ঘরে সুখ আছে, দরিদ্র হলেও তিনিই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা সুখী ব্যক্তি।

–বি. সি. রায়

২৮. জগতের দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯. যত দীনই হোক না, গৃহের মতো আশ্রয় কোথাও নেই।

–পেনে

৩০. সংসার কেমন? যেমন–আমড়া। শাঁসের সঙ্গে খোঁজ নেই। কেবল আঁটি আর চামড়া–খেলে হয় অম্লশূল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

৩১. সংসারী যদি জীবন্মুক্ত হয়, সে মনে করলে অনায়াসেই সংসারে থাকতে পারে। যার জ্ঞানলাভ হয়েছে, তার এখানে-সেখানে নেই, তার সব সমান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

৩২. আকৃতি ভিন্ন ধরনের হলেও গৃহ গৃহই।

এন্ডি উল্যাং

৩৩. বিচিত্র সংসার। এখানে পাপের প্রলোভন, শোকের হুতাশন, কুসংসর্গের মাদকতা, লালসার প্রবণতা এবং ইন্দ্রিয়গণের উত্তেজনায় নিত্যই মানুষের পদস্খলন ঘটিতেছে, নিত্যই আমরা ধনের লোভে আকাক্ষার তাড়নায় সম্মানের আশায় পাপপঙ্কে ডুবিতেছি। এই পরীক্ষা পারাবার উত্তীর্ণ হতে অতি বড় বীরপুরুষ কম্পিত হন, অনেক সময়ই মানুষ লক্ষ্যহারা হইয়া কষ্ট পায়, আত্মনাশ করে।

শেখ ফজলল করিম

৩৪. স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার পিছনে কামনা আছে, ছেলের প্রতি ভালোবাসার পিছনে আমাদের উচ্চাশা আছে, কিন্তু মেয়ের প্রতি ভালোবাসার পিছনে কিছুই নেই।

শংকর

৩৫. ভালোবাসা দিয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে জয় করা যায়।

এডিসন

৩৬. যে-মেয়ের কর্তব্যজ্ঞান নেই, সে কখনো সুগৃহিণী হতে পারে না।

–বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন

৩৭. সংসারের শান্তির জন্য স্বামীকে বধির এবং স্ত্রীকে অবশ্যই অন্ধ হতে হবে।

উরিয়ানো

৩৮. সংসার একটি বিশাল যুদ্ধক্ষেত্র। এখানে আমাদের প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হয়।

বি. সি. রায়

৩৯. নিজের সংসারে সুশাসন যদি প্রতিষ্ঠা করা যায়, তবে দেশের তথা বিশ্বের সুশাসন আপনা থেকেই প্রতিষ্ঠিত হবে।

–ভবেশ রায়

৪০. মানুষের সংসারযাত্রা ক্ষণিক, অদ্ভুত, বৈচিত্র্যময়। কাঁটায় ঘেরা পোলাপ পাপড়ি। সারা সংসার যেন জাল, সংসারের মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো এই জাল পরিক্রমণ করছে। কেউ বিপাকে পড়ে, কেউ দাঁড়িয়ে দেখে, কেউ জড়িয়ে তলিয়ে যায়।

কাজী আফসারউদ্দিন আহমদ

৪১. নিজের গৃহ, নিজের গৃহ বলে চিৎকার করার কিছু নেই। কারণ তোমার ঘরেই তুমি অতিথি।

সি. এস. কালভারলি

৪২. যারা সংসারকে মায়ার খেলা বলে প্রচার করে তারা নিঃসন্দেহে হতাশাবাদীদের দলভুক্ত।

বি. সি. রায়

৪৩. দুঃখদৈন্য থাকা সত্ত্বেও গৃহই মানুষকে নিয়ত হাতছানি দেয়।

–আফরা বেন

৪৪. গৃহগঠন এবং গৃহবিচ্ছেদ স্ত্রীলোকই করে থাকে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৫. তেমনভাবে দেখতে গেলে পৃথিবীর সবাই একা। কাউকে দেখা যায় না। পাশে কাউকে পেতে চায় না। হয় অন্ধের মতো আগের লোকের লাঠি ধরতে হয়, নাহয় পিছনের লোকের হাত। একেই বলে সঙ্গতি। সভ্য মানুষের জীবনের সবটাই সঙ্গতি। এই সঙ্গতিকেই বলে সংসার।

–বিমল কর

৪৬. দুঃখদৈন্য থাকা সত্ত্বেও গৃহই একমাত্র শান্তির স্থল।

উইল কারলটিন

৪৭. যারা সংসার-বন্ধন কেটে পালাতে পারে তারাই মুক্ত জীব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

৪৮. সংসার কি ছাড়তে হয়? সংসারে থেকে সাধনা করতে করতে সংসার আপনিই ছেড়ে পালায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

৪৯. আমাদের গৃহ ছিল স্বর্গে আর তার উত্তরাধিকারীদের গৃহই তাদের জন্য স্বর্গ।

–হেয়ার

৫০. দুঃখ ঘৃণা এবং ভয়কে পরিহার করতে পারলে সংসারে অশান্তি দূর হয়।

–জেফারসন

৫১. বাপ-মা উভয়েই হইয়া উঠিলে ছেলের পক্ষে সুবিধা হয় না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫২. গৃহের শান্তি স্বর্গের চেয়ে কম নয়।

–গোল্ডস্মিথ

৫৩. গৃহে শুয়ে থাকার নিরাপত্তা বেশি আর গাছের নিচে শুয়ে থাকার আনন্দ বেশি।

ভিকটর হুগো

৫৪. সংসারীর জ্ঞান আর সর্বত্যাগীর জ্ঞানে অনেক তফাত। সংসারীর জ্ঞান দীপের আলোর মতো; ঘরের ভিতরটাই আলো হয়, নিজের ঘরকন্না ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারে না। কিন্তু সর্বত্যাগীর জ্ঞান আলোর মতো। সে-আলোকে ঘরের ভেতর সব দেখা যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

৫৫. যে গৃহকে ভালোবাসে না সে দেশকেও ভালোবাসতে পারে না।

কোলরিজ

৫৬. গৃহ ছেড়ে বাইরে সুখ-শান্তি প্রেম-ভালোবাসার অন্বেষণ করাটা নেহাত বোকামি।

অজ্ঞাত

৫৭. সংসার মানুষকে পোদ্দারের মতো বাজাইয়া লয়, শোকের ঘা, ক্ষতির ঘা, মুক্তির লোভের ঘা দিয়া। যাদের সুর দুর্বল পোদ্দার তাহাদিগকে টান মারিয়া ফেলিয়া দেয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৮. প্রত্যেক মানুষই এই সংসারে অভিশাপ নিয়ে জন্মায়। কিসে অভিশাপ? যা সে হতে চায় না তাই তাকে হয়, যা সে হতে চায় তা সে কোনোদিনই হতে পারে না।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৫৯. গৃহকে আনন্দময় করিবার দায়িত্ব প্রধানত নারীর হইলেও এ কার্যে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের সহযোগিতা নিতান্ত প্রয়োজন। বাসগৃহ ও শস্যাদি পরিপাটি রাখা, খাদ্যদ্রব্য রুচিকর করিয়া রান্না করা, শৃঙ্খলা ও মিতব্যয়িতার সহিত সংসার পরিচালনা করা, নিজের দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদকে সুশ্রী ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি কার্য স্ত্রী সামান্য চেষ্টাতে নিজেই সম্পাদন করিতে পারে। সাধ্যমত প্রসাধনক্রিয়াদি দ্বারা নিজের রূপ যৌবনকে স্বামীর চক্ষে লোভনীয় রাখিবার চেষ্টা করা প্রত্যেক স্ত্রীর উচিত।

–আবুল হাসনাত

৬০. মানুষের বাসগৃহ তা যত বড়ই হোক না কেন তা মূলত গৃহই।

–কিথ প্রিক্টন

৬১. তুমি বাইরে বেরিয়ে এসো। সকলের মাঝখানে। চেয়ে দেখো কী কঠোর সংসার। তোমার চারদিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, চারদিকে তোমার বিভিন্ন শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত। এই জয়-পরাজয়ের

জুয়াখেলায় তুমি আপন সংকল্পে স্থির হয়ে নিজের পথ বার করবে। মনে রেখো, এ সংসারে দুর্বলের ঠাঁই নেই, অযোগ্যকে ক্ষমা করে না কেউ। তুমি যদি নৈরাশ্য কিংবা বৈরাগ্য নিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াও—সবাই তোমাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে।

—প্রবোধকুমার সান্যাল

৬২. আগে গৃহের প্রত্যেকের মন জয় করো। বাইরে সবার সাথে মধুর ব্যবহার করবে আর গৃহে অসন্তোষের আগুন জ্বালাবে এটা ঠিক নয়।

লুসিয়াস

৬৩. বেশি বয়সেই বিচিত্র বৃহৎ সংসারে তরঙ্গদোলার মধ্যেই স্ত্রী-পুরুষের যথার্থ স্থায়ী গভীর সংযত নিঃশব্দ প্রীতির লীলা আরম্ভ হয়—নিজের সংসার বৃদ্ধির সঙ্গে বাইরের জগৎ ক্রমেই বেশি বাইরে চলে যায় সেইজন্যই সংসার বৃদ্ধি হলে এক হিসাবে সংসারের নির্জনতা বেড়ে ওঠে এবং ঘনিষ্ঠতার বন্ধনগুলি চারদিক থেকে দুজনকে জড়িয়ে আনে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৪. সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। সমগ্র সৃষ্টির ভিতর আল্লাহর নিকট অধিকতর প্রিয় সেই ব্যক্তি, যে তার নিজের পরিবারের প্রতি দয়ালু।

—আল-হাদিস

৬৫. বুঝে পড়ে দেখিলাম করি তালিকা
সবচেয়ে সুমধুর ছোট শ্যালিকা।

—গোলাম মোস্তফা

৬৬. প্রত্যেকটি মানুষই এই সংসারে অভিশাপ নিয়ে জন্মায়। কিসের অভিশাপ? যা যে হতে চায় না তাই তাকে হতে হয়, যা সে হতে চায় তা সে কোনদিনই হতে পারে না।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

১৫. পরিবার-পরিজন

পরিবার-পরিজন

১. প্রকৃতির প্রথম ও প্রধান আইন হচ্ছে মাতাপিতাকে মান্য করা।

জ্যাকুইল মিলার

২. সংগ্রামী পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করতে শেখো।

–টমাস গোল্ড

৩. কথায়বার্তায় যে অন্তরঙ্গ হতে পারে, সে-ই বেশি আপন হয়।

–টমাস কেন

৪. বন্ধু কী? দুটি দেহের মধ্যে অভিন্ন একটি হৃদয়।

–অজ্ঞাত

৫. মোটা পণ লালসায় মন ভরো না।
শালী যেথা নেই সেথা বিয়ে করো না।

গোলাম মোস্তফা

৬. যে-স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য আচরণ করে, স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য ইচ্ছা করে, সে একজন শঠ।

–আল-হাদিস

৭. স্ত্রীর কাছে কেউ ভদ্র হতে পারে না।

হাবিবুল্লাহ্

৮. বউ আট আনা শালী সাত আনা
শালা আছে যতসব আধ আনা।
এক এক পাই শ্বশুর-শাশুড়ি
যত আছে বুড়ি সব কানাকড়ি
জামায়ের প্রেমে বিভাগ এই।

–পরশুরাম

৯. স্ত্রীর কাছে মানুষ খাটো হতে চায় না।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১০. নতুন প্রেমে নতুন বধূ
আগাগোড়া কেবল মধূ,
পুরাতন অম্ল-মধুর
একটুকু ঝাঁঝালো।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১. লোকে ভুলে যায় দাম্পত্যটা একটা আর্ট, প্রতিদিন ওকে নূতন করে সৃষ্টি করা চাই।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২. জন্মদাতা ও জন্মদাত্রী হওয়া সহজ, কিন্তু পিতা-মাতা হওয়া কঠিন। উইলিস্কি ১৩. মা সকল ক্ষেত্রে সকল পরিবেশেই মা।

লেডি বার্নার্ড

১৪. যে গৃহে মা নেই, স্নেহের শীতল হাতের স্পর্শ সেই গৃহে নেই।

–জন অস্টিন

১৫. পুত্রের কাছে পিতার গৌরবের চেয়ে অথবা পিতার কাছে পুত্রের সম্মানজনক চরিত্রের চেয়ে বড় অলঙ্কার আর কী থাকতে পারে?

সফোক্লেস

১৬. একটি ছেলে আসিয়া মাকে পৃথিবীর সকল ছেলের মা করিয়া দেয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭. মা নাহি ঘরেতে যার, ছেলে কোলে নাই যার
যত কিছু সব তার মিছে।

–গিরীন্দ্রমোহিনী দাস

১৮. স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং সজ্জন প্রতিবেশীই মানুষের প্রকৃত আপনজন।

সমরেশ বসু

১৯. সব মানুষের মধ্যে আদমই একমাত্র সবচেয়ে সুখী মানব ছিলেন, কেননা তাঁর কোনো শাশুড়ি ছিল না।

–পল পারফেইট

২০. শাশুড়িরা ভুলে যায় যে, তারা এককালে বধূ ছিল, তাদের মেয়েরা কোনো-না কোনো ঘরের গৃহবধূ।

–মালেকা বেগম

২১. মায়ের চোখে আকাশের চাঁদ আর তাঁর কোলের চাদে কোন তফাত নেই।

–আবুল ফজল

২২. তোমার হাত পা এবং তোমার সন্তানই জীবনের দুর্যোগময় মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি আপন।

–জর্জ মেরিডিথ

২৩. নহ প্রৌঢ়া, নহ বৃদ্ধা, নহ শিশু
নহ নাবলিকা

হে তরুণী রূপসী শ্যালিকা
ওষ্ঠে যবে আলতা দিয়া ভালে পর
খয়েরের টিপ,
চাহিয়া তোমার পানে বুক মোর
করে ঢিপ ঢিপ্
মনে হয় কেন আমি হলাম না
দিল্লীর বাদশাহ
অথবা কুলীন পুত্র, গুষ্টি সুদ্ধ
করিয়া বিবাহ
জীবন নির্বাহ
করিতাম মহানন্দে
কুসুমে কুসুমে পরিমল চুমে...

–শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

২৪. অবিবাহিত মানুষের মূল্য এতটুকু কখনোই নহে, যতটুকু বিবাহিত দম্পতির মিলনের মধ্যে পাওয়া যায়। অবিবাহিত জীবন একটি অসম্পূর্ণ জীবন এবং এই জীবনকে কাঁচির দুটি অংশের মধ্যে শুধু একটি অংশের সাথে তুলনা করা চলে।

–ফ্রাংকলিন

২৫. জ্ঞানী পুত্র বানিয়ে তোলে একজন সুখী পিতা, বোকা ছেলে হয়ে থাকে মাতার যন্ত্রণা।

বাইবেল

২৬. কোনো কোনো ছেলে একেবারে তাদের বাবার মতো। বেশিরভাগই তারা বাজে; হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র ভালো।

–হোমার

২৭. স্ত্রী যত মহৎ হবে, স্বামীর মনের কলুষতা তত কমবে।

কুইন ক্রিস্টিনা

২৮. সন্তানের শুভাশুভ সমস্ত পিতার উপর নির্ভর করিতেছে, এইজন্য স্বভাবতই পিতার স্নেহের সহিত শাসন আছে এবং পুত্রের ভক্তির সহিত ভয় আছে; পদে পদে কঠোর কর্তব্যপথে সন্তানকে নিয়োগ করিবার জন্য পিতার আদেশ করিতে হয় এবং পুত্রের তাহা পালন করিতে হয়। এইজন্য পিতাপুত্রের মধ্যে আচরণের শৈথিল্য শোভা পায়

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯. পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্ব চিরন্তন; একজন চায় ক্ষমতা, অন্যজন স্বাধীনতা।

স্যামুয়েল জনসন

৩০. জীবনে সঙ্গীর প্রয়োজন অপরিসীম। কিন্তু এমন সঙ্গী চাই না, যে জীবনকে দুঃসহ করে তুলবে।

–উইলিয়াম মরিস

৩১. কোনো ব্যক্তির ব্যয়কৃত অর্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তা-ই, যা সে তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয় করে।

–আল-হাদিস

৩২. বিপদগ্রস্ত তুমি? বন্ধুবান্ধব ও প্রকৃত স্বজনদের সঙ্গে তুমি আলোচনা করো, সুরাহা একটা-না-একটা হবেই।

হুইটম্যান

৩৩. আত্মীয়স্বজনরাই মানুষের শ্রেষ্ঠতম বন্ধু, সহায় এবং সহায়তাকারী।

বার্নার্ড শ

৩৪. আত্মীয়রূপী পর হচ্ছে কুঁজো মানুষের কুঁজ। পিছনে লেগেই থাকে, কেটেও ফেলা যায় না, বহন করাও দুঃখ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৫. আত্মীয়রা কখনো ককনো যেমন আশীর্বাদস্বরূপ, তেমনি কখনো কখনো আপদস্বরূপও।

–হোমার

৩৬. আত্মীয়দের সঙ্গে বিবাদ মঙ্গলজনক নয়। তাদের সঙ্গে বিবাদ দীর্ঘস্থায়ী মানসিক পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আত্মীয়স্বজনের ভুলত্রুটি সহজেই বিস্মৃত হওয়া উচিত।

–ডা. লুৎফর রহমান

৩৭. আত্মীয়তায় ছোটকে বড়ো করে তোলে বটে, তেমনি বড়োকেও ছোট করে আনে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৮. আপনজন কে? আপনজন সে-ই যার সঙ্গে আমার ও আমার আদর্শের মিল আছে। আপনজন সে-ই যে অন্তরের আকুলতা আর্তি-আর্তনাদ উপলব্ধি করতে সক্ষম। দুঃখের দিনে এবং বিপদে যে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে সে-ই মানুষের আপনজন।

–জন হে

৩৯. সর্বাপেক্ষা দুর্বল ব্যক্তি সে যার কোনো বন্ধু নেই, অথবা বন্ধু জুটলেও তারা তাকে পরিত্যাগ করে চলে যায়।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)

১৬. কামনা-বাসনা

বাণী চিরন্তন – সম্পাদনা : ভবেশ রায় / মিলন নাথ ১৬. কামনা-বাসনা

কামনা-বাসনা

১. যৌবনকলটা মাধুর্যে ভরা অথচ এই সময়েই সবচেয়ে বেশি সাবধানি হতে হয়।

প্রিন্সেস এমিলিয়া

২. অতৃপ্তিই হচ্ছে একটি দেশ বা মানুষের জীবনের অগ্রগতির প্রথম পদক্ষেপ।

রবার্ট হেনরিক

৩. মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত, আকাঙ্ক্ষা অনন্ত।

অ্যালেন সিজার

৪. আকাঙ্ক্ষাকে দীর্ঘ করার অর্থ নিজ হাতে চরিত্র বিনষ্ট করা।

–হযরত আলি (রা.)

৫. আশা যতই বড়ো, ততই বড়ো তার বাধা ভিতরে বাইরে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬. আগুনে ঘি দিলে যেমন বেশি জ্বলে ওঠে, তেমনি উপভোগের দ্বারা কামনা বাড়ে বই কোনোদিন কমে না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপধ্যায়

৭. প্রবৃত্তিকে তোমার অধীন করো, অন্যথায় প্রবৃত্তিই তোমাকে তার অধীন করে ফেলবে।

বুসতি

৮. কামনা হইতে ভ্রান্তি জন্মে, ভ্রান্তি হইতে অধর্ম জন্মে।

বঙ্কিমচন্দ্র

৯. স্বার্থপর লোকেরা যা দেয় তার চেয়ে বেশি আশা করে।

–জর্জ ক্যানিং

১০. আশা নিয়ে পথ চলা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর চেয়ে উত্তম।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১. প্রায় সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই চান (১) স্বাস্থ্য ও সুন্দর জীবন (২) খাদ্য (৩) ঘুম অর্থ এবং অর্থ দ্বারা ক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদি (8) পরকালের জীবন (৫) যৌন আনন্দ (৬) ছেলেমেয়েদের কল্যাণ (৭) গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মর্যাদা। ত্বপূর্ণ ব্যক্তির মযাদা।

–ডেল কার্নেগি

১২. ধন্য আশা কুহকিনী
তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন,
মুগ্ধ ত্রিভুবন।

নবীনচন্দ্র সেন

১৩. বহুদিন মনে ছিল আশা
প্রাণের গভীর ক্ষুধা
পাবে তার শেষ সুধা–
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা
করেছিনু আশা।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪. অ যেমন বর্ণমালার আরম্ভ এবং সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত, অসন্তোষ ও অতৃপ্তি সেইরূপ সৃজনের আরম্ভে বর্তমান এবং সমস্ত মানব প্রকৃতির সহিত নিয়ত সংযুক্ত।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫. আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যবোধ, ক্ষুধা ও কামনা-বাসনা সবই অভ্যাসের সাথে বেড়ে চলে।

–থিওডো ড্রাইজার

১৬. আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে ধায়,
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না। একি দায়!

মাইকেল মধুসূধন দত্ত

১৭. ওরে ভয় নাই, স্নেহ মোহ বন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮. আমরা বাল্যকাল থেকেই কেবল নিজের ইচ্ছে চরিতার্থ করার দিকেই মন দিয়েছি–তার ফলে বড়ো আইডিয়া আদর্শের চেয়ে, মনুষ্যত্বের চেয়ে–এমন কি প্রেম মঙ্গলের চেয়েও আমাদের ক্ষুদ্রতম ইচ্ছাগুলোকে বড়ো করে দেখি। নিজের ইচ্ছাকে এরূপ জয়ী হতে দেখা এটা বস্তুত নিজেকেই পরাস্ত করা, নিজের উচ্চতম মনুষ্যত্বকে নিজের দীনতার কাছেই বলি দেওয়া। এতে যথার্থ সুখ নেই, কেবল গর্ব মাত্র আছে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯. ভভিষ্যতের লক্ষ আশা
মোদের মাঝে সন্তরে
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা
সব শিশুদের অন্তরে।

–গোলাম মোস্তফা

২০. আশাকে ত্যাগ করলেও সে প্রগল্ভা নারীর মতো ফিরে ফিরে আসে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১. আশার দুয়ারে প্রতিটি মানুষই অতিথি।

লর্ড হ্যালিফাক্স

২২. উচ্চাকাঙ্ক্ষা এমন এক বাহন–যাতে আরোহণ করার পরিণাম সীমাহীন ক্লান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। লোভ-লালসা, অহংকার এবং পরশ্রীকাতরতা মানুষকে অসীম পাপের পথে ঠেলে দেয়। যারা জীবনে সাফল্য কামনা করে, তাদের উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

–হযরত আলি (রা.)

২৩. কামনাকে জয় করার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে তা তৃপ্ত করা।

–সমারসেট মম

২৪. কিন্তু হায়, এমন পাওয়ায়
বরিতে চাহে না প্রাণ,
যত পায়, ততই সে চায়।
অসীম মানব প্রাণ!
অসীমের মাঝে তাই সে যে সীমার সন্ধান।

–গোলাম মোস্তফা

২৫. যে তৃষ্ণার্ত, সে নীরবে জলপান করে।

–গ্রীক প্রবাদ

২৬. কুয়াশা আস্তে আস্তে কেটে গিয়ে আলো ঝলমল ভোর দেখা দেয়, কাজেই অল্পতেই ভেঙে পড়া সঙ্গত নয়।

রবার্ট ব্যাটন

২৭. চাওয়া এবং পাওয়া উভয়ের মধ্যেই সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন।

জন ফিলিপ

২৮. যদি তোমার পরিতৃপ্ত মন থাকে তবে তুমি জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারবে।

–পুটাস

২৯. উচ্চাভিলাষ নিয়ে যদি মাথা না ঘামাত, তবে অধিকাংশ লোকই সামান্য সফলতা লাভ করত।

–মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০. উচ্চাভিলাষী লোকেরা অসুখী হবেই।

উইল কার্লটন

৩১. উচ্চাশা যেখানে শেষ হয়, সেখান থেকেই শান্তির শুরু হয়।

–ইয়ং

৩২. আশার আলোক দেখায়ে আমায়
গভীর তিমিরে ডুবায়ো না,
ক্ষীণ আলো-রেখা রেখো আগু করি
তবু আশা দিয়ে চলিও না।

–সুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ

৩৩. শৃঙখল বাঁধিয়া রাখে এই জানে সবে,
আশার শৃঙ্খল অদ্ভুত এ ভবে।
সে যাহারে বাঁধে সেই ঘুরে মরে পাকে,
সে বন্ধন ছাড়ে যারে স্থির হয়ে থাকে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪. বুভুক্ষু প্রাণের তলে তবু আশা জাগে
প্রভাত আসিবে দিক ভরি রক্ত রাগে।

–আজিজুল হাকিম

৩৫. এ-জগতে প্রতিটি পদে যেন চলেছে চাওয়া আর পাওয়ার লুকোচুরি। এটা চাই, সেটা চাই, নানা কিছু চাই। চাই অর্থ, চাই প্রতিপত্তি, চাই পরমায়ু, চাই আরও নাম, যশ,খ্যাতি। পাইও ঠিক ওগুলোই, তবু যেন আশা মেটে না। আজ যা চাই, সে-চাওয়া না মিটতেই কোথা থেকে আসে আরও আকাঙ্ক্ষা, আরও পিপাসা, আরও পাওয়ার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা আর আকাঙ্ক্ষাই তো সকলের জীবনের মূল কথা। উচ্চাশার মাদকতার মধ্যেই জীবনের সব রসবোধ, সব ছন্দ। হে অন্তহীন আশা, আর কেন নিত্যনতুন পথে মানুষের জীবনকে পরিচালিত করবে?

–রবার্ট ব্রাউনিং

৩৬. ওরে আশা, আছে তোর অপূর্ব দক্ষতা,
তোমারে স্মরণ করে, তবে লোক প্রাণ ধরে।
দুঃখেতেও হরষিত, ঘুচে বিকলতা,
মনের মাঝারে আশা, না হলে তোমার বাসা
বাচিত মানব, লয়ে কার সহায়তা।

–মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়

৩৭. বিলাসিতারও একটি সীমা থাকা দরকার।

উইলিয়াম উইভহাম

৩৮. জীবনে দুটি দুঃখ আছে। একটি হল–তোমার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকা, অন্যটি হল–ইচ্ছাপূরণ হলে আরেকটির প্রত্যাশা করা।

জর্জ বার্নার্ড শ

৩৯. যেখানে আকাঙ্ক্ষা নেই, সেখানে উন্নতিও নেই।

–সি. এ. বারটল

৪০. আমার ইচ্ছা কেবলই আমার
মনের উৎপন্ন পদার্থ নয়,
অনেকের ইচ্ছা আমার মধ্যে
ইচ্ছিত হয়ে ওঠে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪১. মানুষ সর্বোচ্চ পর্বতচূড়ায় আরোহণ করতে পারে; কিন্তু সেখানে বেশিক্ষণ বাস করতে পারে না।

জর্জ বার্নার্ড শ

৪২. মানুষ সর্বোচ্চ পর্বতশিখরে আরোহণ করতে পারে; কিন্তু আশার সর্বোচ্চ শিখরে কেউ উঠতে পারে না।

বি. সি. রায়

৪৩. বিরাট উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকলে অধিকাংশ লোকই ছোটখাটো ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করতে পারে।

লঙফোলো

৪৪. মানুষ যা চায় তা-ই যদি পায় তবে তার চাহিদাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।

জর্জ হার্বার্ট

৪৫. জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা একটা প্রশ্ন নিয়েই বিরত থাকি, তা হচ্ছে আমরা কী পেলাম? আমরা কী করলাম তা নয়।

–কার্লাইল

৪৬. সাধরণ লোকের চাহিদাও অতি সাধারণ।

–ভার্জিল

৪৭. যে শুধু পেতেই চায়, তার কাছে হারানোর বেদনা মর্মান্তিক।

–জন হেউড

৪৮. মানুষ যা চায় সবকিছু পাওয়া তাদের পক্ষে অনুচিত।

হেরাক্লিটাস

৪৯. চাহিদার অন্ত নেই, কিন্তু জীবনের সব চাহিদাই যে পূরণ হতে হবে তার কোনো অর্থ নেই।

–জর্জ ম্যাকডোনাল্ড

৫০. না চেয়ে পাওয়াতে কোনো আনন্দ নেই, চাওয়া এবং পাওয়া এ দুটোর মিলনেই আছে যথার্থ আনন্দ।

জুলিয়াস সীজার

৫১. যা পাবে না তার জন্যে হাত বাড়িও না।

–টমাস জেফারসন

৫২. যা পেয়েছ তা যদি অপর্যাপ্ত মনে কর তা হলে সারাটা পৃথিবী পেলেও তোমার দুঃখ ঘুচবে না।

–সেনেকো

৩. যে সাহায্য করে আনন্দ পায়, তাকে না-পাওয়ার বেদনা স্পর্শ করে না।

–স্যার উইলিয়াম

৫৪. যে না চেয়েই পায়, সে পাওয়ার আনন্দকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারে

হ্যারিসন

৫৫. সংসারে সবাই কী পায়নি তার হিসেব করে; কিন্তু কী পেল তার হিসেব কেউ করতে চায় না।

–চার্লস কিংসলে

৫৬. সব পেয়েও মাঝে মাঝে মনে হয় কিছুই পাইনি।

রিচার্ড বটে

৫৭. কোনোকিছু না হারিয়েই যে সব পেয়েছে তার সে-পাওয়ায় কোনো কৃতিত্ব নেই।

সাইরাস

৫৮. এই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা দুর্বল সেই ব্যক্তি, যে তার প্রবৃত্তির উপর জয়ী হতে পারে না।

রোদবারি

৫৯. প্রবৃত্তিকে তোমার অধীন করো, অন্যথায় প্রবৃত্তিই তোমাকে তার অধীন করে ফেলবে।

–বুশতি

৬০. যার লক্ষ্য চিরন্তন জীবন প্রবৃত্তির লালসা তার ত্যাগ করা উচিত। প্রবৃত্তিকে পরাভূত করে যে-কাজ করা হয়, তা-ই সর্বোত্তম কাজ।

–হযরত আলি (রা.)

৬১. ভোগ হচ্ছে লক্ষ ফণা সাপ; তাকে আমাদের পদদলিত করতে হবে। আমরা ভোগ ত্যাগ করে অগ্রসর হতে লাগলাম। কিছুই না পেয়ে হয়তো আমাদের নৈরাশ্য এল; কিন্তু লেগে থাকো, লেগে থাকো–কখনোই ছেড়ো না।

–স্বামী বিবেকানন্দ

৬২. মানুষের দুর্ভাগ্য এই যে, উপলক্ষের দ্বারা লক্ষ্য প্রায়ই চাপা পড়ে; সে গান শিখিতে চায়, ওস্তাদি শিখিয়া বসে, ধনী হইতে চায়, টাকা জমাইয়া কৃপাপাত্র হইয়া ওঠে, দেশের হিত চায়, কমিটিতে রেজোলুশন পাশ করিয়াই নিজেকে কৃতার্থ মনে করে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৩. কামনা জিনিসটাই যে নিছক শারীরিক তা নয়। তার পিছনে মন আছেই আছে। ভালবাসা মনের জিনিস তাই থেকে শরীরের কামনা।

–বুদ্ধদেব বসু

৬৪. যিনি দুঃখে বিচলিত হন না এবং সুখলাভের আকাঙ্ক্ষাও যাহার নাই, যাহার মনে আসক্তি, ভয় বা ক্রোধ কিছুই নাই, সেইরূপ ব্যক্তির বুদ্ধি স্থির হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগীতা

৬৫. বিষয়ের (ভোগ্যবস্তুর) কথা ভাবিতে ভাবিতে মানুষের সেই সকল বিষয়ে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনা এবং কামনা হইতে (বাধা পাইলে) ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ হইতে মোহ জন্মে, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ (শাস্ত্রের উপদেশ ইত্যাদি ভুলিয়া যাওয়া) এবং স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ হয়; বুদ্ধিনাশ হইলে মানুষ অধঃপতনে যায়।

শ্রীশ্রীগীতা

৬৬. সম্পদ বৃদ্ধি না করে যেমন তা গ্রাস করার অধিকার আমাদের নেই, তেমনি সুখ বৃদ্ধি না করে তাও গ্রাস করার অধিকার আমাদের নেই।

–জর্জ বার্নার্ড শ

৬৭. যারে বাধি ধরে তার মাঝে
আর রাগিণী খুঁজিয়া পাই না,
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৮. আশা মানুষকে মহৎ করে; কিন্তু লালসা মানুষের মনুষ্যত্বকে হরণ করে।

বি. সি. রায় ৬৯. দুনিয়ায় লালসায় মত্ত ব্যক্তি সেই পিপাসিত লোকের ন্যায়, যে সমুদ্রের পানি দ্বারা পিপাসা মেটাতে চায়। তার পিপাসা শেষ পর্যন্ত মেটে না, বরং লোনা পানি পান করে তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে।

ইবনে রুশদ

৭০. লোভ হতে কাম, ক্রোধ
মোহ, মৃত্যু হয়।
পাপের কারণ লোভ,
নাই সংশয়।

–চাণক্য পণ্ডিত

৭১. লোভ শান্তির শত্রু, যতক্ষণ এই লোভ আছে, ততক্ষণ জগতে শান্তি আনে পীস কনফারেন্স **(Peace conference)-**এর এমন শক্তি নেই।

স্যার উইলিয়াম জোনস

৭২. ধন্য আশা কুহকিনী, তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন।

নবীনচন্দ্র সেন

৭৩. অন্যের জীবনের সঙ্গে তুলনা না করে আপনার নিজের জীবনকে উপভোগ করুন।

কনডোর সেট

৭৪. যারা কিছুই আশা করে না, তাদের কোনোকিছুর জন্যে নিরাশ হতে হয় না।

পোপ

৭৫. কম আশা করো, বেশি প্রাপ্তির সুখে সুখী হতে পারবে বেশি, আশা করে কম পেলে তার দুঃখ গম্ভীর হয়।

–সৈয়দ সব্যসাচী

৭৬. লোভ-লালসা পরিত্যাগ করো এবং রাজার সম্মানে চলো। কেননা নির্লোভ মানুষ সর্বদা উচ্চশির থাকে।

অজ্ঞাত

৭৭. জীবনে হতাশা, ব্যর্থতা ও বেদনা আছে বলেই মানুষ সুখের কাঙাল ও সহানুভূতির প্রত্যাশী। এইজন্যে মানুষ অন্য মানুষকে বিশ্বাস করে, ভালবেসে তার উপর ভরসা রেখে বাঁচতে চায়।

–ড. আহমদ শরীফ

৭৮. প্রেম কিংবা পীড়ন, লোভ কিংবা অসূয়া, ক্রোধ কিংবা সহিষ্ণুতা, ক্ষমা কিংবা প্রতিহিংসা, আনুগত্য কিংবা কৃতঘ্নতা প্রভৃতি জৈব বৃত্তি-প্রবৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেশভেদে আলাদা হয় না, ব্যক্তিভেদে মাত্রার তারতম্য ঘটে কেবল।

–ড. আহমদ শরীফ

৭৯. আছে বহু যার তবু
আশা তার আরো লভিবার
সে মহাভিখারী, তার মত
দুঃখী কেবা আছে আর।

হযরত ইব্রাহিম আদহাম **(**রহ.**)**

৮০. কলে তৈরি শান্তিকে বিশ্বাস করি নে। শ্রমিক ধনীদের মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ। এক রাজ্য অন্য রাজ্যের মধ্য যে অশান্তি তারও কারণ লোভ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮১. লালসা অন্তরে ঠাঁই দিও না, কেননা, তোমার শক্তি অন্যের চাইতে বেশি নয়।

–অ্যারিস্টটল

৮২. জীবন ক্ষণস্থায়ী, কাজেই উপার্জনের পাশাপাশি তা ভোগ করে যাওয়া উচিত।

–স্যামুয়েল জনসন।

৮৩. যার লোভ নেই, যে চায় না,তাকে সাহায্য করতে যাওয়ার মতো বিড়ম্বনা সংসারে আর নেই।

–শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৮৪. লোভ না করলেই যে শেষ পর্যন্ত লাভ হবার আশা থাকে এটা মানুষেরা বুঝতে চায় না।

–শংকর

৮৫. ধূপ আপনারে বিলাইতে চাহে গন্ধে
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে
সুর আপনাকে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া যেতে চায় সুরে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৬. মানুষজাতি তাদের কল্পনা দ্বারা শাসিত হয়ে থাক।

নেপোলিয়ন

৮৭. অপ্রয়োজনীয় দুরাশার পিছনে ঘুরে জীবনপাতকারী ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।

–হযরত আলি (রা.)

৮৮. কল্পনার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে বাস্তবের মুখোমুখি হও। কারণ বাস্তব বড় কঠিন। কল্পনা সেখানে কল্পনাই থেকে যায়।

সি. সি. বলটন

৮৯. জীবনে আশা সূর্যকিরণের মতো বারবার ফিরে আসে।

অজ্ঞাত

৯০. যৌনক্ষুধা পৃথিবীতে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষুধা।.এই ক্ষুধার আবেগ দমন করা মানুষের অসাধ্য। এই ক্ষুধার তীব্রতা এমনই সর্বগ্রাসী যে মানুষ অনেক সময় অপমানসহ যে-কোনো ধরনের কঠিন শাস্তি, এমনকি মৃত্যুকে পর্যন্ত মেনে নিতে রাজি থাকে।

–ডি. এইচ. লরেন্স

৯১. যৌনতার ব্যাপারে প্রতিটি নারী-পুরুষের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা থাকা উচিত। যাকে ভালোলাগে তার সঙ্গে বিছানায় যেতে না পারার মতো দুঃখ আর নেই।

আগাথা ক্রিস্টি

৯২. রতিকর্মে যত বেশি বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা থাকবে পুরুষ তত বেশি নারীকে কামনা-বাসনায় সন্তুষ্ট করতে পারবে।

বালজাক

৯৩. খাদ্যের মতো কামও শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অপরিহার্য। বাৎসায়ন

৯৪. কামান-বাসনা মনুষ্যজীবনে বিধাতাপ্রদত্ত এক অপরিহার্য ও আনস্বীকার্য অনুভূতি। ধর্ম বিধাতার অজুহাত দেখিয়ে এই মানবিক অপরিহার্য অনুভূতিকে অস্বীকার করে অথবা লজ্জাকর বা নিন্দনীয় বলে পরিত্যাজ্য বলে যারা ঘোষণা দিতে চায়–তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করা উচিত।

সিগমন্ড ফ্রয়েড

৯৫. মানুষের দেহে যৌনাঙ্গের মতো এমন স্পর্শকতার অঙ্গ আর একটিও নেই।

–শংকর

৯৬. পুরুষ অপেক্ষা নারীর যৌনক্ষুধা বেশি। কিন্তু তারা তা প্রকাশ করেন। চেপে রাখে স্বাভাবিক লজ্জাশীলতার কারণে।

ফ্রয়েড

৯৭. খিদে তেষ্টা আছে। খিদের জালায় উদরপূর্তির অভাবে আমি তো প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি। যৌনতৃপ্তির অভাবে আমি যদি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি সে-ই কি আমার অপরাধ?

–ডি. এইচ. লরেন্স

৯৮. আদিকাল থেকে চলছে নারী-পুরুষের এই যৌনযুদ্ধ। নারীকেই হার মানতে হয়। পুরুষ প্রসন্ন হয়, কিন্তু মিথ্যা এই আত্মপ্রসাদ। তারা জানে না মেয়েরা হেরেও জেতে। তাদের যৌন-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছে পুরুষ অসহায় গৃহপালিত পশুর মতো।

ডি. এইচ. লরেন্স

৯৯. দেহে রূপ, রূপে কাম, কামে প্রেম আর প্রেমেই আত্মার মুক্তি।

–ড. আহমদ শরীফ

১০০. লোভানু ব্যক্তি কেবল ধন দেখতে পায়, কামানু ব্যক্তি কেবল কামিনীগণকেই দেখে।

উপনিষদ

১০১. একজন লোভী মানুষকে আমরা সবাই ঘৃণা করি।

–জন রে

১০২. প্রতিটি মানুষ তার সহজাত রিপুর তাড়নায় বহু শনিধন ও বহু নারীসঙ্গমে ইচ্ছুক হয়ে থাকে।

শচীন ভৌমিক

১০৩. একটি পুরুষ যখন একটি নারীকে কামনা করে, একটি নারী যখন একটি পুরুষকে আকাঙ্ক্ষা করে–তখন তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে প্রেম। প্রেমের সাথে কামনার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

–প্রবোধকুমার সান্যাল

১০৪. সব জন্তুরই আছে সঙ্গমঋতু; বছরের বাকি সময়টা তারা সংযম পালন করে। সংযম নেই কেবল মানুষের, কোনো ঋতুই তারা বাদ দেয় না। সমাজপতিরাও নয়, দুর্নীতি সংঘের আচার্যগণও নয়।

–প্রবোধকুমার সান্যাল

১০৫. জীবন এক অন্তহীন আশ্চর্য অভিসার–যৌনতা এক চিরন্তন শরীরী তৃষ্ণা।

ফ্রয়েড

১০৬. যখন তুমি কোনো অশ্লীল কৌতুক বুঝে ফ্যালো, সে-সময়টায় নিশ্চিত থাকতে পার যে একটা সূক্ষ্ম আর আধ্যাত্মিক বোধও পেয়ে গেছ তুমি।

–জি কে চেস্টারটন

১০৭. যতক্ষণ অন্যের ক্ষেত্রে ঘটছে, সে-সময় পর্যন্ত সবকিছুই হাস্যকর।

–উইল রজার্স

১০৮. সংসার সাগরে দুঃখ তরঙ্গের খেলা
আশা তায় একমাত্র ভেলা

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১০৯. আশা সবাই করে, কিন্তু দুরাশা বোকারাই করে।

–এডমন্ড বার্ক

১১০. আশা না থাকলে মানুষের জীবনে সকাল হত না।

নাদিম গর্ডিমার

১১১. মানুষ যদি যুক্তিযুক্ত আশা করে, তদনুযায়ী কাজ করলে অবশ্যই সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

ফ্রাঙ্কলিন

১১২. অল্প আকাঙ্ক্ষা অনাবিল প্রশান্তি আনে।

–টমাস উইলসন

১১৩. যার আকাঙ্ক্ষা নেই, তার পাওয়ার আনন্দে তৃপ্তি নেই।

–জর্জ মুর

১১৪. অতিরিক্ত উচ্চাশা যেখানে, অশান্তি সেখানে।

রবার্ট ফ্রক

১১৫. উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক মহৎ জিনিস বিনষ্ট করেছে।

জন ওয়েবস্টার

১১৬. যার আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা মরে গেছে, কামনা-বাসনায় তাড়িত হয় না যে– সে তো মৃত।

বার্ট্রান্ড রাসেল

১১৭. আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাকে। মৃতের কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনা থাকে না।

বুদ্ধদেব গুহ

১১৮. ইচ্ছার সমাপ্তি ঘটলে শান্তির যাত্রা শুরু হয়।

উইলিয়াম শার্প

১১৯. সবকিছুই মূল উৎস আসে আকাঙ্ক্ষা থেকে আর প্রত্যেকটি আন্তরিক প্রার্থনাই ঈশ্বর মঞ্জুর করে থাকেন।

—ডেল কার্নেগি

১২০. আমার ইচ্ছা কেবলই আমার মনের উৎপন্ন পদার্থ নয়, অনেকের ইচ্ছা আমার মধ্যে ইচ্ছিত হয়ে ওঠে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২১. বাসনার লক্ষ্য যেমন বাইরের বিষয়ে, ইচ্ছার লক্ষ্য তেমনি ভিতরের অভিপ্রায়ে। উদ্দেশ্য জিনিসটা অন্তরের জিনিস। ইচ্ছা আমাদের বাসনার পথে পথে যেমন তেমন করে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে দেয় না–সমস্ত চঞ্চল বাসনাকে সে একটা কোনো আন্তরিক উদ্দেশ্যের চারদিকে বেঁধে ফেলে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২২. ভীরু মানুষের উচ্চাখাচ্চা আর রাতে-দেখা স্বপ্নের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

–শেক্সপীয়ার

১২৩. যদি সর্বোচ্চ আসন পেতে চাও, তা হলে সর্বনিম্ন স্থান থেকে শুরু করো।

সাইরাস

১২৪. আশা ভালো, উচ্চাশা নয়।

–হোরেস

১২৫. বোকারাই কেবল উচ্চাশা করে।

মিজনার

১২৬. আশা থাকলে একদিন উদ্দীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।

প্রমথনাথ বিশি

১২৭. ঈর্ষার বাসনা আত্মগোপন করে থাকে। সুযোগ্য স্ত্রীর অযোগ্য স্বামী অন্য পুরুষের চক্ষুশূল।

আব্দুর রহমান শাদাব

১২৮. কামনা আর প্রেম দুটো হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা। কামনা একটা প্রবল সাময়িক উত্তেজনা আর প্রেম হচ্ছে ধীর, প্রশান্ত ও চিরন্তন।

কাজী নজরুল ইসলাম

১২৯. লোভী মানুষকে বিধাতাও ঘৃণা করেন।

–জন রে

১৭. রূপ-সৌন্দর্য

বাণী চিরন্তন – সম্পাদনা : ভবেশ রায় / মিলন নাথ ১৭. রূপ-সৌন্দর্য

রূপ-সৌন্দর্য

১. রূপ জিনিসটার এমন একটা আকর্ষণীয় শক্তি আছে যে, স্ত্রী-পুরুষ, ফল-পুষ্প, জন্তু-জানোয়ার, আকাশ-সমুদ্র যেখানেই তাহার আবির্ভাব ঘটুক না কেন তাহা মানুষকে মুগ্ধ করে।

–বনফুল

২. রূপে চক্ষু জুড়ায়, কিন্তু গুণ হৃদয় জয় করে।

–পোপ

৩. রূপ মানুষকে অভিভূত করে ফেলে সত্য কিন্তু রূপের পাশে যদি গুণ না থাকে, নারীর রূপ যদি পুরুষের মনকে অধঃপতিত করে, তার রুচি ও মনুষ্যত্বকে খর্ব করে দেয়, তবে সে রূপকে বাদ দিতে হবে।

–ডা. লুৎফর রহমান

৪. একটি সুন্দর মুখ হল একটি উত্তম সুপারিশপত্রের মতো।

–রানি এলিজাবেথ

৫. রূপেরে কহিনু ডাকি
হায় রূপ! তুমি কেন চলে যাও,
তুমি কেন একখানে
স্থির হয়ে রহিতে না পাও।

–জসীমউদ্দীন

৬. ধনীর ঘরে রূপের বাসা।

অজ্ঞাত

৭. প্রকৃতিতে যাহা সৌন্দর্য, মহৎ এবং গুণী লোকে তাহাই প্রতিভা এবং নারীতে তাহাই শ্রী, তাহাই নারীত্ব।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮. সুন্দুরী মহিলা স্বাগত অতিথি।

বায়রন

৯. সৌন্দর্য হচ্ছে গ্রীষ্মের ফলের মতো; চর্চার মাধ্যমে যার শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো যায়, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী করা যায় না।

–ব্রিয়ান্ট

১০. মনের সৌন্দর্যকে যে অগ্রাধিকার দেয়, সংসারে সে-ই জয়লাভ করে।

শেক্সপীয়ার

১১. মানুষ যখনই বোঝে রূপের মধ্যে প্রেম, সহানুভূতি ও সুরুচিত পরশ নেই তখন সে সড়ে পরে। ক্ষণিক আমোদের জন্য মানুষ সে রূপ তুলে নেয় না।

–ডা. লুৎফর রহমান

১২. রূপ আসিয়াছে শুধু কবিদের প্রাণের খোরাক লাগি
আসে নাই সে ত দুনিয়ার প্রয়োজনে
কবি তাই যে গো রূপ-মাধুরীর চিরদিন অনুরাগী
রূপও ফিরে তাই কবির অন্বেষণে।

–গোলাম মোস্তফা।

১৩. বিদ্যার সৌন্দর্য অধিক দান করা, আর দানের সৌন্দর্য হচ্ছে অধিক প্রচার না করা।

–হযরত আলি (রা.)

১৪. ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোল
মদন মুরছা পায়।

–গোবিন্দ দাস

১৫. সৌন্দর্য এমন একটা জিনিস, সময় যার কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

–অস্কার ওয়াইল্ড

১৬. সুন্দরের কোনো জাত নাই।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭. সৌন্দর্য, যৌবন এবং সৌভাগ্য কখনো একসাথে বসে সভা করে না, তাই সুশৃঙ্খলভাবে এরা মানুষের জীবনে আসতে পারে না।

–উইলিয়াম জিনিং

১৮. চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য অতি দূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা।

সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে,
‘এতোদিন কোথায় ছিলেন?’
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

জীবনানন্দ দাশ

১৯. অলংকারের সাহায্যে সৌন্দর্যবৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে প্রকৃত সৌন্দর্যকে লুকিয়ে রাখ।

–এডিলা মরগ্যান
২০. রূপে কিবা কাজ বলো গুণ নাহি রয়
কুচরিত্র হলে তার কুলমান ক্ষয়।

চাণক্য পণ্ডিত

২১. সৌন্দর্যবোধটা কৃষ্টি এবং সভ্যতার দিকে দিয়ে জাতির একটা মস্ত বড় গুণ। যে জাত সুন্দরকে উপাসনা করে না, সভ্যতার মাপকাঠিতে সে জাত অনেক পিছনে আছে।

–অক্ষয়কুমার বড়াল

২২. সুন্দর জিনিস চিরকালের আনন্দ।

–কীটস্

২৩. সৌন্দর্যই সত্য এবং সত্যই সৌন্দর্য।

কীটস্

২৪. যদি তাকিয়ে দেখ তবে দেখবে সব সুন্দরই দুঃখের শোভায় সুন্দর।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫. সুকোমল বিম্বৌষ্ঠের ভিতর হইতে তীক্ষ্ণ হাসি টুকটুকে মখমলের খাপের ভতরকার ঝকঝকে ছোরার মতো।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬. সৌন্দর্য হচ্ছে প্রকৃতির মুদ্রা, যা কখনো মজুত করে রাখা যায় না।

মিল্টন

২৭. সৌন্দর্য প্রত্যেকের মধ্যে আছে, কিন্তু সবাই তা দেখতে পায় না।

কনফুসিয়াস

২৮. সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী।

সক্রেটিস

২৯. সত্যিকারের সৌন্দর্য মনের চোখ দিয়েই দেখা যায়।

–জবার্ট

৩০. আত্মার কার্য আত্মীয়তা করা, ইহা হইতেই সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১. অনুসন্ধানে সুন্দরকে পাওয়া যায় না, তবে অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধীরে ধীরে মনের স্তর তৈরি হতে থাকে–আমাদের অজ্ঞাতে, সম্পূর্ণ অলক্ষে অন্তরে গড়ে উঠতে থাকে এক রস সৃষ্টি–তাতে সকলেরই প্রতি প্রীতিতে মন অভিষিক্ত হয়ে যায়। বিশ্বরচনার মধ্যে সুন্দর আছে, অসুন্দরও আছে, পৃথকভাবে তাদের দেখলেই তারা সুন্দর ও অসুন্দর দেখে।

মুহম্মদ আব্দুল হাই

৩২. সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।

রানি এলিজাবেথ

৩৩. আত্মার সৌন্দর্য মানুষকে পরিপূর্ণতা দান করে।

টমাস ফুলার

৩৪. ভাগ্যহীনা মহিলারা কোনো অবস্থাতেই সুন্দর নয়।

–ডরোথি ডু

৩৫. এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর।
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর
সুন্দর হে সুন্দর।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬. তুমি যদি সাধারণ সৌন্দর্য পেয়ে থাক তা হলে তুমি ঈশ্বরের সৃষ্টির সবচেয়ে ভালো জিনিসটাই পেয়েছ।

রবার্ট ব্রাউনিং

৩৭. সৌন্দর্যের জন্য সুখের তুল্য কোনো প্রসাধন নেই।

লেডি ব্রোসন্টন

৩৮. আকাশের চাঁদ, উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি, শ্যামল বৃক্ষ কত সুন্দর, তুমিও সুন্দর হও, তোমার অন্তরের সৌন্দর্যকে বিকশিত করো।

মিল্টন

৩৯. সুখ আর শান্তিই হচ্ছে সৌন্দর্যবৃদ্ধির অন্যতম প্রসাধনী।

বেনসন

৪০. সুন্দরের পূজা করা আর নিজের জীবনে সুন্দরের প্রকাশ ঘটানো দুটো ভিন্ন

–স্যার রিচার্ড বার্টন

৪১. যা-কিছু মানুষকে মানুষের সঙ্গে একপ্রাণ হয়ে মিলতে সাহায্য করে তা-ই সুন্দরের দান। যা-কিছু ভেদের সৃষ্টি করে তা-ই অসুন্দর।

স্টলস্টয়

৪২. সৌন্দর্যকে আমাদের বাসনা হইতে, লোভ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া না দেখিতে পাইলে তাহাকে পূর্ণভাবে দেখা হয় না। সেই অশিক্ষিত অসংযত অসম্পূর্ণ দেখায় আমরা যা দেখি, তাহাতে আমাদিগকে তৃপ্তি দেয় না, তৃষ্ণাই দেয়, খাদ্য দেয় না, মদ খাওয়াইয়া . আহারের স্বাস্থ্যকর অভিরুচি পর্যন্ত নষ্ট করিতে থাকে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৩. সত্য জ্ঞানের জন্য বিদ্যমান থাকে আর সৌন্দর্য মানুষের অন্তরের পরিপূর্ণতা আনে।

শিলার

৪৪. সুন্দর সবসময়েই ভালো এবং যা ভালো তা শীঘ্রই সুন্দর হবে।

স্যাস্কো

৪৫. সেটাই হল সৌন্দর্যের উত্তম অংশ যে-অংশটার ছবি এঁকে প্রকাশ করা যায় না।

বেকন।

৪৬. নারীর রূপ তথা দৈহিক সৌন্দর্য নিঃসন্দেহে বিরাট এবং মনোহর এক ঐশ্বর্য, কিন্তু তাদের অন্তরের সৌন্দর্য আরও বেশি মূল্যবান।

গিলবার্ট

৪৭. কাছের সুন্দরীর চেয়ে দূরের সুন্দরীকে বেশি লোভনীয় বলে মনে হয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৮. সাধারণ সৌন্দর্যবোধ থেকে প্রেমের সৃষ্টি হয়, আর পরিচ্ছন্নতাই তাকে রক্ষা করে।

–এডিসন

৪৯. যে-ব্যক্তির বেশভূষার মধ্যে শৃঙ্খলা নেই, সে মানসিকভাবে অসুস্থ।

–বেন জনসন

৫০. যে-পোশাক পরে নিজের মন তুষ্ট হয় না, তা যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন তা পরিধান করা উচিত নয়।

–হেনরি ব্রাড শ

৫১. আগুনের ধর্মই পোড়ানো, রূপের ধর্মও তাই।

–হেজলিট

৫২. নতুন জিনিসের আকর্ষণে চমক থাকবেই, কিন্তু তাই বলে পুরাতনকে অবহেলা কোরো না।

–মেনেন্ডার

৫৩. তোমার সৌন্দর্য নিয়ে অহংকার কোরো না–এটা মূল্যহীন ও ক্ষণস্থায়ী জিনিস।

–আলফ্রেড জ্যাক

৫৪. সৌন্দর্য হচ্ছে ভালোবাসার সন্তান।

উইলিয়ামস

৫৫. তোমার সৌন্দর্য নিয়ে অহংকার কোরো না–এটা মূল্যহীন ও ক্ষণস্থায়ী জিনিস।

–আলফ্রেড জ্যাক

৫৬. সৌন্দর্য হচ্ছে ভালোবাসার সন্তান।

উইলিয়ামস

৫৭. সৌন্দর্য যে ক্ষণস্থায়ী ফুলকে দেখে তা উপলব্ধি করা যায়।

হেলেন হান্ট

৫৮. নির্মল সৌন্দর্য-বোধকে যতক্ষণ উগ্র ভোগপ্রবৃত্তি আচ্ছন্ন করিয়া রাখে ততক্ষণ পূর্ণ সৌন্দর্য উপলব্ধি হয় না। নারীদেহের বিকশিত অপরূপ সৌন্দর্যকে ভোগ-লালসায় তাড়িত হইয়া উপভোগ করিতে গেলে উহাকে পাওয়া যায় না।

উপন্দ্রেনাথ ভট্টাচার্য

৫৯. দৈহিক সৌন্দর্যের মধ্যে যদি বুদ্ধিমত্তা না থাকে, তবে সে সৌন্দর্য পশুত্ববিশেষ।

–ডেমোক্রিটাস ৬০. ঠোঁট যতই সুন্দর হোক, হাসতে না জানলে সে-ঠোঁটের সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যাবে।

ম্যানিঞ্জার

৬১. বিধাতার নিজ হাতে আঁটা দেওয়া ফাঁকটার।
কিছু চুল দুপাশেতে ফুটপাত আছে পেতে
মাঝে বড়ো রাস্তাটা বুক জুড়ে টাকটার।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬২. কুঁচবরণ কন্যা তোমার
মেঘ বরণ চুল,

চুলগুলো সব ঝরেই গেল,
গুজবো কোথা ফুল।

–আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

৬৩. আগে রূপ বিচারি তারপর গুণ নিহারি।

প্রবাদ

৬৪. কোনো কোনো মুখকে চাঁদমুখ বলা যায়, কিন্তু সে-চাঁদমুখে চাঁদের মতো কলঙ্ক থাকুক সেটা কেউ চায় না।

–ইয়াসমুক

৬৫. সৌন্দর্য গর্বিত ওগো রানী!
তোমার এ কমনীয় রম্য দেহখানি,
এই তব যৌবনের অনিন্দ্য আধার,
জানো কিগো নহে তা তোমার?

–ওমর খৈয়াম

৬৬. মানুষ ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে পারে, কিন্তু ইচ্ছা অনুযায়ী ইচ্ছা করতে পারে না।

–শোপেনহাওয়ার

১৮. ভালো-মন্দ

ভালো-মন্দ

১. ভালো-মন্দ বলে কিছু নেই; আমাদের চিন্তাই ভালো বা মন্দ সৃষ্টি করে।

শেক্সপীয়ার

২. তা-ই ভালো যা দ্বারা কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

আলেকজান্ডার

৩. ভালোর বিপরীত শব্দ অবশ্যই খারাপ হবে।

অ্যারিস্টটল

৪. সংসারে সবাই খারাপ নয়, খুঁজে দেখো, তাদের মধ্যেও হয়তো দুর্লভ কোনো গুণের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

টলস্টয়

৫. এ-জগতে একজন সৎ লোকই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব।

–পোপ

৬. সরল সাধুতা হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের সত্য ও সুন্দর। এটা মানসিক আচরণের সত্য এবং সুন্দর।

–এইচ. এ, ওভারস্ট্রিট

৭. যার কাছে সবই খারাপ তার জন্য ভালো কিছু নেই।

বালতাসার গ্রাসিয়া

৮. আইনের চেয়ে অধিকার অনেক ভালো।

স্যার লিউস মরিস

৯. যে-কাজ করলে লোকের অনুতাপ করতে হয় না এবং যার ফল আনন্দ ও প্রফুল্ল মনে ভোগ করতে পারা যায়, সে-কর্ম করা ভালো।

–ত্রিপিটক

১০. খল আর মশকেতে
ভেদ কোথা হয়?
প্রথমে পড়িবে পায়ে,
তার পরে। পঠে কামড়ায়।
কানের নিকট করি
কতনা গুঞ্জন
ফাঁক বুঝি অতর্কিতে
হুলটি ফুটায়।

চাণক্য পণ্ডিত

১১. শুভ আর অশুভকে না জানা পর্যন্ত নিজেদের জন্য স্বাধীনতা ও বিবেচনার সঙ্গে সঠিক কিছুই আমরা গ্রহণ করতে পারি না।

–হেলেন কেলার

১২. উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩. অন্যকে ভালো কাজে উৎসাহ প্রকাশ করে সে-কাজে আনন্দের স্বাদ ঘরে বসে গ্রহণ করা যায়।

–উইলিয়াম লিথগো

১৪. তুমি মন্দের দ্বারা পরাজিত হইও না, কিন্তু উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাজিত করো।

বাইবেল

১৫. উত্তম অধম হইতে পারে, অধমও উত্তম হইতে পারে। মানুষের হৃদয় ও নৈতিক বলই হইল আসল কথা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১৬. অন্যের ভালো কাজ দেখে প্রসংশা করলে চলবে না, নিজেকেও ভালো কাজ করতে হবে।

ইয়ং

১৭. বাধা অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে।

–এডমন্ড বার্ক

১৮. যাহারা অধম প্রকৃতির তাহারা বিঘ্নের ভয়ে কোনো নতুন কর্ম আরম্ভ করিতেই সাহস করে না। যাহারা মধ্যম প্রকৃতির তাহারা কর্ম আরম্ভ করিলেও বিঘ্ন দেখিলে মধ্যপথে বিরত হয়। কিন্তু যাহারা উত্তম প্রকৃতির তাহারা পুনঃ পুনঃ বিঘ্ন দ্বারা প্রতিহত হইলেও প্রারদ্ধ কর্ম কিছুতেই পরিত্যাগ করে না।

বিশাখ দত্ত

১৯. শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং শ্রেষ্ঠ সত্য সবসময়ই সরল হয়ে থাকে।

–এ. ডব্লিউ. হেয়ার

২০. যারা বিচারক হতে চায়, তাদের করেও দেখাতে হবে।

আরিস্তোক্লেস

২১. সমালোচকরা হলেন মহৎ মানুষদের ধোপা।

ফ্রান্সিস বেকন

২২. কে তোমার অমঙ্গল করল তুমি কার মঙ্গল করলে দুটিই ভুলে যাও।

অ্যারিস্টটল

২৩. অসৎ ব্যক্তিরা হচ্ছে উঁচু পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া পাথরের টুকরোর মতো।

জন হান্টার

২৪. উৎকৃষ্ট বীজ থেকেই উত্তম বৃক্ষ জন্ম নেয়।

জন গে

২৫. একজন সৎ ব্যক্তি সকল পক্ষ কর্তৃক সম্মানিত হয়ে থাকেন।

–উইলিয়াম হ্যাজলিট

২৬. হৃদয় এবং মস্তিষ্কের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব জাগে, তখন তুমি হৃদয়কেই গ্রহণ কর। কারণ বুদ্ধিমান মানুষের চেয়ে হৃদয়বান মানুষ অনেক শ্রেয়ঃ। বুদ্ধিমান বুদ্ধি দিয়ে ভালও করতে পারে, মন্দও করতে পারে, কিন্তু হৃদয়বান কেবল ভালই করবে।

–স্বামী বিবেকানন্দ

২৭. যে-সমালোচক একের পর এক সমস্ত জিনিসকে ভালো বলে যান, তিনি আসলে ওগুলোর কোনোটাই পছন্দ করতে পারেন না।

ম্যাক্স বিয়ারবোম

২৮. সমালোচনা শ্যাম্পেনের মতো : বাজে হলে এর চেয়ে জঘন্য কিছু নেই। আর ভালো হলে সবার সেরা।

–চার্লস কালেব কন্টন

২৯. কাগজের ফুলই শুধু বৃষ্টিকে ভয় পায়। এখন আমরা ভয় পাচ্ছি সমালোচনার মহান বর্ষণকে। কেননা এটি জাগিয়ে তুলবে সঙ্গীতের মনোলোভন বাগান।

কনস্তান্তিন দাস্কেভিচ

৩০. পাঁচটি জিনিস অতি খারাপ–
(ক) আলেমের খারাপ কাজ। (খ) শাসকের লালসাবৃত্তি। (গ) বৃদ্ধের জেনাকারিত্ব। (ঘ) ধনীর কৃপণতা। (ঙ) নারীর নির্লজ্জতা।

–হযরত আলি (রা.)

৩১. যে-ব্যক্তি পাপের মতো পুণ্যকেও গোপন রাখে সে-ই খাঁটি লোক।

সুফি ইয়াকুব

৩২. যে খারাপ তার মধ্যে খারাপ হওয়ার যন্ত্রণাও আছে।

–আর. এইচ. বারহাম

৩৩. স্বস্থানে সকল জিনিসই ভালো, অস্থানে পতিত ভালো জিনিসও জঞ্জাল। চোখের কাজল গায়ে লেপিলে লজ্জার বিষয় হইয়া ওঠে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪. এই তিনটিকে পবিত্র রাখুন–শরীর, পোশাক ও আত্মা।

মওলানা নোমানি

৩৫. তুমি কোথাও কোনো ভালো কাজ করো, উপকার করো, তবেই লোক তোমার বদনাম করবে। আমগাছে ফল ধরে বলে লোকে ঢিল মারে, ফজলি আম গাছে আরও বেশি মারে, শেওড়া গাছে কেউ ঢিল মারে না।

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক

৩৬. তোমার যা ভালো লাগে; তা-ই জগৎকে দান করো। বিনিময়ে তুমিও অনেক ভালো জিনিস লাভ করবে।

–হযরত আলি (রা.)

৩৭. তোমার ভালোর জন্য তুমিই পথ খুঁজে বের করো।

টরেন্স

৩৮. পরের ভাল করেন যিনি করে নিজের ক্ষতি,
পরকে যিনি আপন ভাবেন তিনিই বড় অতি।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৯. ভালো যে করিতে পারে ফেরে দ্বারে এসে
ভালো যে বাসিতে পারে সর্বত্র প্রবেশে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪০. আমাদের পুড়িয়ে ফেলায় সমর্থ দাউদাউ আগুনের চেয়ে উষ্ণ রাখার মতো মিটিমিটি আগুন ভালো।

টমাস ফুলার

৪১. মোটা মুরগি ডিম দেয় কম।

জার্মান প্রবাদ

৪২. শয়তান ভালো থাকে তখনই যখন সে শয়তানি করার সুযোগ পায়।

সুইফট

৪৩. ভালো করিবার যার বিষম ব্যস্ততা
ভালো হইবার তার অবসর কোথা?

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৪. একটি ভালো কাজ কখনো হারিয়ে যায় না।

ব্যাসিল

৪৫. যাদের জীবনে কোনোকিছুই ঘটে না, বুঝতেই পারে না তারা ঘটনা কেমন অর্থহীন।

টি. এস এলিয়ট

৪৬. লোকে-লোকে ঘটনা বেড়ে যায়।

–এমারসন

৪৭. সাধারণ বুদ্ধির শত্রু ধারণা নয়, ঘটনার পরম্পরা।

–জন কেনেথ গলব্রেইথ

৪৮. একজন ভালো মানুষই ভালো কিছু সৃষ্টি করতে পারে।

–মেনান্ডার।

৪৯. মন্দ লোকের সঙ্গে যার ওঠাবসা, সে কখনো কল্যাণের মুখ দেখবে না।

শেখ সাদি

৫০. অনেক সময় ভালোকে ভালো বলার জন্য সৎসাহসের প্রয়োজন হয়।

দান্তে

৫১. আমাকে যদি সত্য ও সুন্দরের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলা হয়, আমি কোনো দ্বিধা করব না; আমি সুন্দরকেই বরণ করে নেব এই দৃঢ় প্রত্যয়ে যে সুন্দরের মধ্যে রয়েছে এমন সত্য যা স্বয়ং সত্যের চেয়ে মহত্তর ও গভীরতর।

–আনাতোল ফ্রাস

৫২. আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জন করা যাহাদের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে—কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কষ্টহরণ যাহার স্বভাব, সে পুনর্বার পরের কষ্টহরণে যাইবে। তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫৩. যারা বন্ধুদের অপমান করে, বন্ধুদের অপমানিত হতে দেখে কাপুরুষের মতো নীরব থাকে—তাদের সঙ্গে সংসর্গ কোরো না।

এসিনেকা

৫৪. যদি তুমি ভালো হতে চাও, তবে তোমাকে মনে রাখতে হবে, তুমি খুব ভালো প্রকৃতির লোক নও।

ইপিকটেটাস

৫৫. যে-গরু ভালো দুধ দেয়, সেই গরু মাটিতে ঘনঘন লাথি মারে।

—ওয়ার্ডসওয়ার্থ

৫৬. একজন মন্দলোক ভালো হাতে গেলে অনেক সাধনার ব্যাপার; কিন্তু একজন ভালো লোক মন্দ হতে কোনো চেষ্টারই প্রয়োজন হয় না।

বি. সি. রায়

৫৭. তুমি যদি ভালো থাকতে ইচ্ছা কর তবে চেষ্টা করলেই তা পারবে।

—জেমস এ. গারফিল্ড

৫৮. তুমি যদি ভালো কিছু করে থাক তবে তার ফল খারাপ হতে পারে না।

—মেরি কারলিন ডেভিস

৫৯. দশজন শুভাকাঙ্ক্ষী যতখানি ভালো করতে পারবে, একজন শত্রু তার চেয়েও বেশি ক্ষতিসাধন করতে পারবে।

—ফ্রেডরিক রেনল্ড

৬০. ভালো কাজ করতে নামলে সকলকে খুশি রাখা সম্ভব হয় না।

মার্থা গ্রীন

৬১. ভালো আইন এগোয় আরও ভালো আইন গড়ার দিকে, খারাপ আইন টেনে আনে আরও খারাপটাকে।

রুশো

৬২. একটি ফুল দিয়ে কখনো মালা গাঁথা যায় না, তেমনি একটি ভালো কাজ করে জীবনকে সুন্দর করা যায় না।

–জর্জ হার্বার্ট

৬৩. মহত্তম ঘটনা আমাদের উচ্চকিত ব্যাপারগুলো নয়, স্তব্ধ মুহূর্তগুলো।

–নিৎসে

৬৪. ঘটনার দ্বারা তাড়িত হওয়া এক ব্যাপার, আর তার দ্বারা চালিত হওয়া অন্য ব্যাপার।

র‍্যালফ ডব্লিউ সকম্যান

৬৫. যখন তুমি অন্যের কাছে ভালো হও, তখন তুমি নিজের কাছে হও সবচেয়ে বড়।

বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন

৬৬. প্রকৃতপক্ষে যিনি ভালো মানুষ তিনি অন্যকে ঘৃণা করতে পারেন না।

–ডন মারকুইজ

৬৭. শেষ ভালো যার সব ভালো তার।

–শেক্সপীয়ার

৬৮. একটি ভালো জিনিসের পরিবর্তে একটি অধিকতর ভালো জিনিস গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু একটি মন্দ জিনিসের বদলি দিয়ে অধিকতর মন্দ জিনিস গ্রহণ করা যায় না।

বি. সি. রায়

৬৯. পৃথিবীতে ভয়ের মতো আর কিছু মানুষের এত ক্ষতি করে না।

ইমারসন

৭০. সন্দেহ জ্ঞানের নিচে নয়, বরং ওপরে।

–অ্যালেইন

৭১. নিরপেক্ষভাবে যা পরীক্ষা করে দেখা হয়নি, তা আসলে পরীক্ষাই করা হয়নি ভালো করে। অর্থাৎ সংশয়বাদই হলো সত্যের দিকে প্রথম ধাপ।

–ফেনিস দিদেরা

৭২. সমালোচনার উপাদান সন্দেহ, আর সমালোচনার প্রবণতা নিঃসন্দেহেই সন্দেহপূর্ণ।

–বেঞ্জামিন ডিজরেইলি

৭৩. কুসংস্কার মানুষকে বানায় বোকা, আর সন্দেহ তাকে করে পাগল।

টমাস ফুলার

৭৪. যিনি সন্দেহ করেন তিনি সংশয়বাদী নন। তিনিই সংশয়বাদী যিনি খোঁজেন, নিরীক্ষা করেন। সংশয়বাদী দাঁড়ান সেই লোকের বিপরীত যিনি কোনো বিষয়ে নিশ্চয়তা দেন এবং ভাবেন, খুঁজে পেয়েছেন।

মিগুয়েল দে উনামুনো

৭৫. (ক) কাজকে ভালোবাসো। (খ) নিন্দুকের প্রতি কর্ণপাত কোরো না। (গ) অন্যের সংশোধনে সহানুভূতি প্রদর্শন করো। (ঘ) সহজ কথাকে কখনো জটিল কোরো না। (ঙ) ত্রুটিপূর্ণ লোকের সাথে বেশি মেলামেশা কোরো না। (চ) চিন্তাকে সম্পূর্ণ করো। (ছ) তোমার হৃদয়ের দুয়ার প্রশস্ত রাখো। (জ) কাজ করে যাও হে অভ্যাগত।

–মারকাস অরেলিয়াস (প্রাচীন রোমক রাজন্য)

৭৬. চাঁদের আলোয় তোমাকে যতখানি ভালো লাগে, দিনের আলোয় ততখানি লাগে না।

জ্যাক এলিন

৭৭. ভালোভাবে আরম্ভ কাজ অর্ধেক সম্পন্ন হয়।

–হোরেস

৭৮. একজন ভালো মানুষের ক্ষতি করা যেমন সহজ তেমনি আবার কঠিন।

মাইকেল জেমস

৭৯. সিদ্ধান্তগ্রহণে যে বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না, সে জীবনে উন্নতি করতে পারে না।

–ডেভিড হিউম

৮০. ভালো কাজের আলো আছে, যা ভালো কাজ করার পথ দেখায়।

হার্বার্ট স্পোর

৮১. নিজের পক্ষে যার কোনো যুক্তি নেই, সে-ই দেয় কুযুক্তি।

রিচি রিড

৮২. প্রমাণ মানে না যে যুক্তি সেই তো কু-যুক্তি।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৩. কৌতূহলের একটা প্রধান অঙ্গ নূতনত্বের লালসা–কৌতুকেরও একটা প্রধান উপাদান নূতনত্ব। অসঙ্গতের মধ্যে যেমন নিছক বিশুদ্ধ নূতনত্ব আছে, সঙ্গতের মধ্যে তেমন নাই।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৪. যে ওজর তৈরি করার ব্যাপারে খুব পটু, সে অন্য কাজ করার ব্যাপারে কদাচিৎ ভালো হয়ে থাকে।

ফ্রাঙ্কলিন

৮৫. মিথ্যা ওজর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধরা পড়ে যায় এবং লজ্জার কারণ হয়ে ওঠে।

–ডেল কার্নেগি

৮৬. না চাইতে যে ওজর দেওয়া যায় তা পাপস্বীকৃতির শামিল। এস. সিমসন ৮৭. সমস্ত তুচ্ছ জিনিসের মধ্যে ওজর হল নিকৃষ্টতম।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৮. সত্য কথা খুব স্পষ্ট করে বলো–যাতে অসাধুরা ভয় পায়।

বেন জনসন

৮৯. মন্দ লোকেরা নিজরাই নিজেদের নরক তৈরি করে।

মিডল্টন

৯০. যে স্বল্প জেনেও সেই জানাটাকে যথাযথ প্রয়োগ করতে পারে, সে নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান।

ডি. জি. রসেটি

৯১. নীতিবানদের রাজ্যে রাজনীতি অচল।

–ফিলিপস্

৯২. উন্নতি চান, খ্যাতি চান, মানুষের কল্যাণ করতে চান–নিষ্ঠার সাথে লেগে থাকুন।

–জোনস্

৯৩. দুঃসংবাদ সুসংবাদ সবরকম খবরের জন্য মানসিকভাবে প্রত্যেকের প্রস্তুত থাকা উচিত।

—ডেল কার্নেগি

৯৪. যারা সর্বদা দুঃসংবাদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে নিঃসন্দেহে তারা বিচক্ষণ এবং সত্য যে, জীবনে তারাই বেশি সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়।

ড্রাইডেন

৯৫. খারাপ খবরের বিষয়বস্তু বক্তাকেও বিচলিত করে।

ইউরিপিডিস

৯৬. আমাদের সম্পর্কে ভালো বলতে মানুষকে বাধ্য করার একমাত্র পথ হচ্ছে ভালো কাজ করা।

–ভলতেয়ার

৯৭. সাহস আর সুযোগের অভাবই চরিত্র।

বার্নার্ড শ

৯৮. ভালো-মন্দ বলে কিছু নেই, আমাদের চিন্তাই ভালো বা মন্দ সৃষ্টি করে থাকে।

শেক্সপীয়ার

৯৯. কলুষময় দৃষ্টির অধিকারী হওয়ার চেয়ে অন্ধ হওয়া ভালো।

–কিং স্ট্রং

১০০. যে নিজের আত্মীয়-পরিজনের কাছে ভালো, সে-ই যথার্থ ভালো।

–ডেভিড. বি. হিল

১০১. পাপাত্মা ঐ ব্যক্তি যে মানুষের মন্দ কাজ প্রকাশ করে আর ভালো কাজ গোপন করে রাখে।

–প্লেটো

১০২. ভালোলোকের সংস্পর্শে থাকো। তোমার বুদ্ধি না থাকলেও তারা সময়মতো ভালো পরামর্শ দেবে।

–টমাস ফুলার

১০৩. বদলোকরা একে অন্যকে ঘৃণা করলেও দুষ্কর্মের সময় কীভাবে যেন এক হয়ে মিলে যায়, এটিই তাদের শক্তির মূল কারণ। অন্যদিকে সজ্জনেরা কিছুতেই একত্রিত হতে পারে না–এটাই তাদের দুর্বলতা।

জেবটুসেঙ্কা

১০৪. ভালোমানুষেরাই সংসারে পদে-পদে ঠকে বেশি। এটা তাদের ভালোমানুষের খ্যাতির ক্ষতিপূরণ।

–সৈয়দ সব্যসাচী

১০৫. ভালোলোকের উপকার করার চইতে মন্দ লোকের উপকার করা বিপজ্জনক।

–পুটাস

১০৬. কর্জ করা ভিক্ষাবৃত্তির চাইতে কম নিকৃষ্ট কর্ম নয়।

–লেসিং

১০৭. প্রতিভাবান ব্যক্তিরাই ধৈর্যধারণ করতে পারে।

–স্টেডম্যান

১০৮. ধৈর্যশীল লোকেরা খারাপ দিনকে জয় করতে পারে। এডমন্ড বার্ক ১০৯. ধৈর্য হচ্ছে সকল প্রকার দুঃখ-যন্ত্রণার একমাত্র প্রতিকার।

–পুটাস

১১০. যে চেষ্টা করে এবং ধৈর্যধারণ করতে জানে, তার কাছে সবকিছুই আসে।

–রাবেলস্

১১১. তুমি যদি ভালো কাজ কর তবে তার ফল খারাপ হতে পারে না।

ডেভিস

১১২. একটি ভালো কাজ কখনো হারিয়ে যায় না।

ব্যাসিল

১১৩. যা মিলন আর ঐক্যের কারণ হয়, তারই নাম ভালো আর যা বিচ্ছেদ ঘটায় তারই নাম মন্দ।

–আলডুস হাক্সলি

১১৪. যে সম্পদ-লোভী বা সম্পদের দাস, সে কখনো সৎ হতে পারে না।

–ডেমোক্রিটাস

১১৫. অসৎ মানুষের বদান্যতার কোনো মূল্য নেই।

–পি. জি. বেইলি

১১৬. অসৎলোকেরা কাউকে সৎ ভাবতে পারে না। নিজেকে দিয়ে তারা অন্যকে বিচার করে।

–এইচ. জি. ভন

১১৭. সৎ লোকেরা আলোতে যেমন উজ্জ্বল, অন্ধকারে তেমনি উদ্বেগহীন।

–টমাস ফুলার

১১৮. একমাত্র সৎ ব্যক্তিরাই অন্যকে কঠোরভাবে তিরস্কার করার সাহস রাখে।

–জর্জ মেরিডিথ

১১৯. যার শুরু ভালো তার শেষ ভালো।

প্রবাদ

১২০. পৃথিবীতে এত ধনসম্পদ নেই যার বিনিময়ে একজন সৎ লোকের ভোট কেনা যেতে পারে।

–গ্রেগরি

১২১. কেউ মূল্য না দিক, তুমি সৎ কাজ করবে।

–হযরত আলি (রা.)

১২২. তুমি প্রতিদিন কী খাও আমাকে বলবে, তা হলেই আমি বলতে পারব তুমি কী প্রকৃতির লোক।

ইরাসমুস

১৯. ক্ষুধা ও খাদ্য

বাণী চিরন্তন – সম্পাদনা : ভবেশ রায় / মিলন নাথ ১৯. ক্ষুধা ও খাদ্য

ক্ষুধা ও খাদ্য

১. উপযুক্ত আহার ওষুধের চেয়েও বেশি উপকারী।

–জন রে

২. যত বেশি করে আহার করবে তত বেশি ওষুধের প্রয়োজন হবে।–ফ্রান্সিস বেকন ৩. যে অকারণে বারবার আহার করে, সে কখনো উপবাস সহ্য করতে পারে না।

–এডওয়ার্ড মার্কহাম

৪. কাঁটাচামচ দিয়ে খেতে গিয়ে তোমরা খাওয়ার একটা আনন্দ থেকে বঞ্চিত হও। যারা ঘটকের হাত দিয়ে বিয়ে করে তারা কোর্টশিপের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। হাত দিয়ে স্পর্শ করেই খাবারের সঙ্গে কোর্টশিপ, আঙুলের ডগা দিয়েই স্বাদ গ্রহণের শুরু।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫. নিজহস্তের কর্ম দ্বারা যে-ব্যক্তি খাদ্য সংগ্রহ করে, তার চেয়ে উত্তম খাদ্য আর কখনো কেউ গ্রহণ করে না।

–আল-হাদিস

৬. বেশি খাওয়া এবং বেশি কথা বলা দুটোই ক্ষতিকর।

জন লিলি

৭. ভালো ভোজন বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ ও কোমল করে।

ডোরান

৮. আনন্দসহকারে পরিমাপ করে খাও।

৯. শুধু খাবারই খেয়ো না, তার সঙ্গে পরিমাণমতো জলও পান করো।

হেনরি টেলর

১০. খাদ্য খাওয়া ও খাওয়ানোর চেয়ে খাদ্য উৎপাদনই মহত্তর কাজ।

তাবিব

১১. কোনো ব্যক্তির জন্য উত্তম থেকে উত্তম এবং ভালো থেকেও ভালো খাদ্য হল নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য। হযরত দাউদ (আ.) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।

–আল-হাদিস

১২. জীবনধারণের জন্য খাদ্যের অপরিহার্য প্রয়োজন। খাদ্য দু উপায়েই সংগ্রহ করা যায়–হালাল ও হারাম। হালাল খাদ্য সংগ্রহ ও তা হালালরূপে গ্রহণে সর্বদা সতর্কতার সাথে জীবনযাপন করতে হয়। যেমন–তোমার গাভীর দুগ্ধ হালাল, তোমার উপার্জিত অর্থে বা পরিশ্রমে যদি গাভী প্রতিপালিত হয়ে দুগ্ধ প্রদান করে, তবে তা তোমার জন্য হালাল, আর যদি তোমার গাভী অন্যের খেয়ে দুগ্ধ দান করে তবে তা হারাম।

–আল-হাদিস

১৩. প্রকৃতপক্ষে খাদ্যের চিন্তাই বর্তমানে চিন্তার খাদ্য।

কাশতকার

১৪. তুমি বেঁচে থাকার জন্য খাবে, খাওয়ার জন্য বেঁচে থাকবে না।

সিসেরো

১৫. চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল উপদেশ হল ভবিষ্যতে বেশি খেতে চাইলে বর্তমানে কম খাও. ভবিষ্যতে কম খেতে চাইলে বর্তমানে বেশি খাও।

অজ্ঞাত

১৬. পৃথিবীতে অস্ত্র দ্বারা যত মানুষ মরে, তার চেয়ে অধিকসংখ্যক মানুষ মরে অতিরিক্ত পরিমাণ আহার ও পানক্রিয়া দ্বারা।

-উইলিয়াম ওসলার

১৭. খাও, পান করো, আনন্দ করো। আগীকাল হয়তো তোমাকে আহার নিয়ন্ত্রণ করে চলতে হতে পারে।

–গিলমোর বেইমার

১৮. ভোজনপর্বে যত উপাদেয় খাদ্যদ্রব্যই থাকুক না কেন, সঙ্গী ভালো না হলে তা সুস্বাদু মনে হবে না।

–জেমস হুইটম্ব

১৯. গুণময় হইলেই মানে সব ঠাঁই।
গুণহীনে সমাদর কোনোখানে নাই।

–ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

২০. গুণকে গৌরব ছায়ার মতো অনুসরণ করে।

–সিসেরো

২১. খাবারের প্রতি মানুষের যতটা আন্তরিক ভালোবাসা থাকে অন্য কোনোকিছুর প্রতি ততটা নয়।

বার্নার্ড শ

২২. ক্ষুদার অগ্নিপ্রবাহ আণবিক অস্ত্র অপেক্ষাও ভয়ংকর।

ভ্যান ল্যান্সকট

২৩. যার পেটে ক্ষুধা, সে কখনো রাজনৈতিক উপদেষ্টা হতে পারে না।

আইনস্টাইন

২৪. ক্ষুধার্ত জনগণকে যতই স্বাধীনতা দেওয়া হোক না কেন, তারা পরিতৃপ্ত হবে।

—লেনিন

২৫. ক্ষুধা সকল শিল্পের শিক্ষক, সকল আবিষ্কারের আবিষ্কারকর্তা।

পার্সিউস

২৬. ক্ষুধা একাধারে মানুষের বন্ধু এবং শত্রু। ক্ষুধার তৃপ্তির জন্য মানুষ বাঁচে আবার ক্ষুধার তাড়নায়ই মানুষ সকল প্রকার দুষ্কর্মে নিয়োজিত হয়।

বার্নার্ড শ

২৭. দুর্ভিক্ষের সবকিছুই ভালো।

স্টমাস ফুলার

২৮. ক্ষুধাই বিশ্বকে চালায়।

বার্ট্রান্ড রাসেল

২৯. ক্ষুধা বহু কাজের ব্যাখ্যা দিতে পারে। বলা যেতে পারে, ক্ষুধাকে সন্তুষ্ট করতেই সমস্ত খারাপ কাজ করা হয়।

—ম্যাক্সিম গোর্কি

৩০. ক্ষুধার চেয়ে বড় যন্ত্রণা আর নেই।

—হেনরি মিলার

৩১. একজন মানুষ যখন খিদেয় কাতর তখন তার কাছে প্রেম, ব্যবসা, পরিবার, ধর্ম আর শিল্পকলা সবকিছুই শুধুমাত্র কথার খেলা।

–ও হেনরি

৩২. যার নিজের পেটের দিকে কোনো খেয়াল নেই, তার কোনোকিছুতেই খেয়াল নেই।

স্যামুয়েল

৩৩. অন্যেরা খাওয়ার জন্যে বাঁচে আর আমি বাঁচার জন্যে খাই।

সক্রেটিস

৩৪. কিছুটা পেট খালি রেখে খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত জরুরি। যারা পেট পুরে খায়, হজমের গোলমাল তাদের যায় না কোনোদিন।

ল্যান্সার

৩৫. অধিকাংশ মানুষ এমনভাবে খায় যেন তারা নিজেদেরকে বাজারে বিক্রিত হবার মতো চর্বিদার করার তালে আছে।

–ই. ডব্লিউ. হাই

৩৬. জঠর যন্ত্রটার মতো প্যাচাল জিনিস আর নেই। যত রোগ, যত যুদ্ধবিগ্রহ, যত চুরি-ডাকাতির মূল কারণ তার নাড়িতে নাড়িতে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৭. চুরি করে যে খাবার খাওয়া হয়, তা অত্যধিক সুস্বাদু হয়।

টমাস র‍্যান্ডলপ

৩৮. ভোজনবিলাসীরা আহারের বিনিময়ে নিজেদের পদমর্যাদাকে খর্ব করতেও দ্বিধাবোধ করেন না।

রুডিয়ার্ড কিপলিং

৩৯. রান্না যদি ভালো হয় তবে তার প্রশংসা দশ বছর পরেও হয়ে থাকে।

জেমস ফাফহিল

৪০. ঈশ্বর মাংস পাঠিয়েছেন এবং বঁধুনি পাঠিয়েছে শয়তান।

–জন টেইলার

৪১. রান্নাবান্নার কাজ এক সুচারু কলাবিদ্যায় পরিণত হয়েছে, এটা এক মহান বিজ্ঞান, আর পাঁচকরা ভদ্রলোক।

রবার্ট বার্টন

৪২. ক্ষুধার অগ্নিপ্রবাহ আণবিক অস্ত্র অপেক্ষাও ভয়ংকর।

ভ্যানল্যান্স কট

৪৩. ক্ষুধার্তরা তীক্ষ্ণ তলোয়ারের চেয়েও বেশি ধারালো। উইল রজার ৪৪. যেখানে কাকের আগমন বেশি বুঝতে হবে সে স্থান নোংরা। প্লিনি ৪৫. মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মানুষ ক্ষুধার্ত থাকে।

বিশপ জন পিয়ারসন

৪৬. ভিক্ষার দ্বারা জাতীয় সম্মানে সবচেয়ে বড় আঘাত হানা হয়। তাই সর্বপ্রথম দেশকে খাদ্যসংকটের রাহুগ্রাস হতে উদ্ধার করতে হবে।

কাশতকার

৪৭. কোনো দেশে গিয়ে যদি তুমি নিজের খাবারই খাও, তা হলে তুমি যেন সেদেশে যাওয়া মাত্র অর্ধেক রাস্তা অতিক্রম করেছ।

ডিউক অব এডিনবরা

৪৮. আমরা এদিকে খিদেয় মরে যাচ্ছি
আর তোমরা ফিরে আসছ বিজয়ীর মতো
দেখাচ্ছ কি জয় করছ
এক টুকরো রুটি

–ব্রেটোল্ট ব্রেশট

৪৯. প্রাণিকুলের একমাত্র মৌলিক চাহিদা খাদ্য প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানুষের বেলাতে কথাটি প্রযোজ্য। মানুষ উলঙ্গ হয়েও বাঁচতে পারে–অতীতে বেঁচেছে, কিন্তু না খেয়ে বাঁচতে পারেনি।

বি. সি. রায়

৫০. পৃথিবীতে অস্ত্র দ্বারা যত মানুষ নিহত হয়, তার চেয়ে অধিকসংখ্যক নিহত হয় অতিরিক্ত পরিমাণে ভোজন ও পানক্রিয়া দ্বারা।

স্যার উইলিয়াম ওসলার

৫১. এক মুঠো ভাতের জন্য মানুষ সবকিছু করতে পারে। একজনকে অনায়াসে খুন করতে পারে, পারে নিজের যথাসর্বস্ব তথা ইজ্জত পর্যন্ত বিকিয়ে দিতে।

বি. সি. রায়

৫২. পশুকে খাওয়াতে হয়, মানুষ খাদ্য গ্রহণ করে, আর বুদ্ধিমান মানুষই কেবল জানে কীভাবে খেতে হয়।

বিলাত সাভারিন

৫৩. মাংসে মাংস বৃদ্ধি ঘৃতে বৃদ্ধি বল,
দুধে রক্ত বৃদ্ধি শাকে বৃদ্ধি মল।।

খনার বচন

৫৪. প্রফুল্ল উল্লসিত চাহনির দ্বারা যে-কোনো সাধারণ খাদ্যসামগ্রী ভোজের উপাদেয় খাবারে রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

হার্বার্ট

৫৫. এক কণা স্বর্ণ কালিফোর্নিয়ার ভূমিতে নিক্ষেপ করো; ওটি সেখানে অনন্তকাল অপরিবর্তিত থাকবে। আমাদের এক কণা আশীর্বাদ স্বর্ণ (গম) ভূমিতে নিক্ষেপ করো এবং দ্যাখো কী এক রহস্যজনক ব্যাপার ঘটে।

–এডওয়ার্ড এভারেস্ট

৫৬. আত্মতৃপ্তির জন্য আহার করো এবং পরতৃপ্তির জন্য পরিধান করো।

ফ্রাংকলিন

৫৭, সচেতনভাবে খাদ্য গ্রহণ করতে জানলে নিরোগ স্বাস্থ্য লাভ করা যায়।

ডব্লিউ টি. হেলমুর

৫৮. খাও, পান করো; কিন্তু অপচয় কোরো না।

–আল-কোরআন

৫৯. খাদ্যের প্রশ্ন দুনিয়ার সকলের প্রশ্ন। এর সমাধান সকলে মিলেই করতে হবে।

কাশতকার

৬০. দুপুরের খাবারের পর বিশ্রাম নাও এবং রাত্রের খাবারের পর হাঁটো।

–জন রে

৬১. তুমি বেঁচে থাকার জন্যই খাবে, খাওয়ার জন্য বেঁচে থাকবে না।

এসিসেরো

৬২. মানবসমাজে যে-সকল কারণে অশান্তি দেখা দেয় তার মধ্যে খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ দুটো প্রধান কারণ। দুনিয়ায় স্থায়ী শান্তি কায়েম করতে হলে উৎপাদন ও সুষ্ঠু বন্টনের স্থায়ী বন্দোবস্ত করতে হবে।

কাশতকার

৬৩. একটি দিনের মধ্যে তিনবার উদরপূর্তি করে ভোজন করার কাজটি নিকৃষ্ট প্রকারের জীবনযাপনের নামান্তর।

ফ্রাংকলিন

৬৪. আমরা যে-কোনো মুহূর্তে মরে যেতে পারি–এই চিন্তা করে প্রচুর খাওয়া উচিত নয়। কারণ তাতে বাঁচার সম্ভাবনা একেবারেই লোপ পাবে।

–ফ্রিরি লরেন্স

৬৫. আহার প্রয়োজনীয় বটে; কিন্তু রসিকজনের মতে আহার করা আর্ট।

–বশফুকোল

৬৬. আমি খাওযার সময় হাসি না, কারণ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

ডি. জি. রসেটি

৬৭. উৎকৃষ্ট খাবারের সঙ্গে উৎকৃষ্ট বন্ধুর প্রয়োজন।

–এমিলি ডিকেনসন

৬৮. ঠোঁট যত লাল টুকটুকেই হোক না কেন, তাকে খাওয়াতে হবে।

–এ. বি. ডিলায়েন্স

৬৯. একজন ধনীলোকের মস্তক যেরূপই থাকুক না কেন, পাকস্থলী ভালো হওয়া। চাই।

–সেনেকা

৭০. জ্ঞানী বা বিজ্ঞ লোকের জন্য পানিই একমাত্র পানীয়।

–থোবে

৭১. হৃদয়টা যা-হোক পেটটা ছোট নয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭২. ভালো ভোজ বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করে ও নরম করে।

–ডোরান

৭৩. আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, মনুষ্যজাতিই খুব বেশি খাদ্য ভক্ষণ করে থাকে।

সিডনি স্মিথ

৭৪. যে-বিবাহভোজে দরিদ্রদের পরিত্যাগ করে শুধু ধনী ব্যক্তিদেরই আমন্ত্রিত করা হয়, তা সর্বনিকৃষ্ট ভোজ।

–আল-হাদিস

৭৫. হুইস্কির মধ্যে ভীরু সাহস খোঁজে, দুর্বল শক্তি খোঁজে, দুখি সুখ খোঁজে, কিন্তু অধঃপতন ছাড়া আর কিছুই পায় না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৬. রান্নাঘরে পাঁচক ডাক্তারের চেয়েও দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

চীনা প্রবাদ

৭৭. পৃথিবীতে যত ব্যাধি আছে, তার মধ্যে ক্ষুধাই হল সবচেয়ে বড় ব্যাধি এবং এই ব্যাধির একমাত্র ওষুধ হল অন্ন। অর্থাৎ ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্যই খাবে, ক্ষুধাহীন অবস্থায় খাবে

শৈব সংহতি

৭৮. একমাত্র ক্ষুধাই খাদ্যবস্তুকে পরিপূর্ণরূপে সুস্বাদু করতে পারে।

কুসতি

৭৯. একজন ক্ষুধার্ত মানুষ স্বাভাবিকভাবেই একজন রাগান্বিত মানুষ।

–জেমস হোওয়ের।

৮০. আমরা বন্ধুবিহীন বা বইবিহীন জীবনযাপন করতে পারি, কিন্তু সভ্য মানুষ রাধুনি বা বাবুর্চিহীন জীবনযাপন করতে পারে না।

বুলওয়ের লাইটন

৮১. পেটকে খাবার দ্বারা পূর্ণ করার ব্যাপারটি জরুরি বিষয়, আর সবই জীবনের বিলাস।

চীনা প্রবাদ

৮২. ভোজ ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ মসৃণ করতে সাহায্য করে।

সেন্টওয়েল

৮৩. তাদের রন্ধনঘর হল তাদের পবিত্রতম দেবালয়, পাঁচক হল তাদের পুরোহিত, সেখানকার টেবিলগুলো তাদের বেদি এবং তাদের পেট হল তাদের ঈশ্বর।

বাচ

৮৪. প্রথম পেয়ালায় মানুষ মদ খায়, দ্বিতীয় পেয়ালায় মদ মদকে খায় এবং তৃতীয় পেয়ালায় সময় মদ মানুষকে খায়।

–অজ্ঞাত

৮৫. একজন ভালো পাঁচককে সর্বপ্রথম নিজে খেয়ে তার স্বাদ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হয়।

স্যার জন হ্যারিংটন

৮৬. চা খাদ্য নয়, এটা মাদকদ্রব্য, এটা উত্তেজক গুণবিশিষ্ট।

ডা. জন ফিসার

৮৭. স্মরণ রেখো, হালাল হারামের সাথে মিলে গেলে সমস্তই হারাম হয়ে যায়। সেই হারাম খাদ্য ভক্ষণে যে শক্তি সঞ্চয়, জীবন গঠিত হয়, তা আল্লাহর প্রকৃত ইবাদতের অযোগ্য।

–আল-হাদিস

৮৮. তোমরা খাও এবং পশুদের খাইতে দাও।

–আল-কোরআন

৮৯. মহৎ চিন্তা পেটের ভেতর থেকে আসে।

–ভোভানার্গ

৯০. প্রকৃতিদত্ত বুদ্ধিবৃত্তি উত্তম কর্মে নিযুক্ত করবে এবং বুদ্ধিমানের মতো পরিপাটি আহার করবে।

এপিকুর

৯১. কোনো বিবেকসম্পন্ন মানুষ সুন্দর প্রভাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে যদি আঙুল দিয়ে গুনতে শুরু করে কী কী জিনিস তার জীবনে আনন্দ দান করে তা হলে সে দেখতে পাবে তার তালিকায় প্রথম স্থানটি অধিকার করেছে খাদ্য।

লিন ইয়ুটাং

৯২. মাংসাশী প্রাণী–যেমন সিংহ, এক আঘাত করেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে; সহিষ্ণু বলদ সারাদিন চলেছে। চলতে চলতেই সে খেয়ে ও ঘুমিয়ে নিচ্ছে। চঞ্চল সদাক্রিয়াশীল ইয়াংকি (মার্কিন) ভাতখেকো চীনে কুলির সঙ্গে পেরে ওঠে না। যতদিন ক্ষাত্রশক্তির প্রাধ্যন্য থাকবে, ততদিন মাংসভোজন প্রচলিত থাকবে। কিন্তু যখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ কমে যাবে, তখন নিরামিষাশীর দল প্রবল হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

৯৩. এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে একজন চিকিৎসক আমাকে জানিয়েছিলেন, যদি আমি মাংস ভক্ষণ না করি তা হলে আমাকে পুষ্টির অভাবে প্রাণ হারাতে হবে।

জর্জ বার্নার্ড শ

৯৪. খাওয়ার ব্যাপারে পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ ভরতে হবে খাদ্য দ্বারা, এক তৃতীয়াংশ পানির দ্বারা এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ রাখতে হবে খালি।

তালমুদ

৯৫. যারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার্য দ্বারা পেট পূর্তি করে তারা জঘন্যতম লোক। মানুষের জন্য ঠিক ততটুকু খাবারই যথেষ্ট যা তাকে সবল ও কর্মক্ষম রাখতে পারে।

–আল-হাদিস

৯৬. যদি প্রয়োজনের অধিক খাদ্য গ্রহণ কর, তবে তা তোমাকে আলস্যে ডুবিয়ে দেবে এবং জ্ঞানচর্চায় অমনোযোগী করে তুলবে।

ইমাম গাজ্জালি (রহ.)

৯৭. মধ্যপানে মাতাল হওয়া ক্ষণিকের জন্য আত্মহত্যার সমতুল্য, যেটুকু সুখ এ দ্বারা লাভ হয় তা সচরাচর অবিদ্য মানবতাসূচক সুখ, ক্ষণিকের জন্য দুঃখকষ্টকে থামিয়ে রাখে মাত্র।

বার্ট্রান্ড রাসেল

৯৮. যে পেটের দাসত্ব করে থাকে, সে কদাচিৎ খোদার প্রার্থনা করে।

–শেখ সাদি

৯৯. খাবারের প্রতি মানুষের যতটা আন্তরিক ভালবাসা থাকে অন্য কোন কিছুর প্রতি ততটা থাকে না।

–বার্নর্ড শ

১০০. ক্ষুধা কেবলমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ পাঁচকই নয়, সে সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকও বটে –পিটারসন এলটেনবার্গ

২০. দোষ-গুণ

দোষ-গুণ

১. অপরের দোষ অপেক্ষা নিজের দোষ যাচাই করা উত্তম।

ডেমোক্রিটাস

২. দোষী লোকদের মধ্যে সন্দেহ সবসময় প্রখরভাবে বিরাজ করে।

কার্ভেন্টিস

৩. তোমার চরিত্র যদি নির্মল হয় এবং যদি তুমি সুশিক্ষিত হও তবে নিজেকে নিয়ে তুমি গর্ব করতে পার।

ডিজরেইলি

৪. ভালো কাপড় আড়াল তৈরি করতে পারে কিন্তু বোকা কথায় তার বোকামি প্রকাশ করে দেয়।

–ঈশপ

৫. চরিত্রের মধ্যে যদি সত্যের শিখা দীপ্ত না হয়, তবে জ্ঞান, গৌরব, আভিজাত্য, শক্তি সবই বৃথা।

মওলানা রুমি (র.)

৬. সবচাইতে পূর্ণ ইমানদার সেই ব্যক্তি যার ‘এক্সষ্চভভঞ্চঞ্জ আযসদ্দস্ফধজ্ঞখ;ক আখলাখ’ (চরিত্র) সবচাইতে ভালো।

–আল-হাদিস

৭. মনের অলসতা চরিত্র নষ্ট করবার কারণ।

মানকুমারী বসু

৮. কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ক্ষমতা সহজে হয় না। বাজে লোকের কাছ থেকে তা প্রত্যাশা করা অন্যায়।

স্যামুয়েল জনসন

৯. যে-ব্যক্তি অপরের দোষের কথা তোমার নিকট প্রকাশ করে সে নিশ্চয়ই তোমার দোষের কথাও অপরের নিকট প্রকাশ করে থাকে।

হাসান বসরি **(র.)**

১০. চন্দ্রের যা কলঙ্ক সেটা কেবল মুখের উপরে, তার জ্যোৎস্নায় কোনো দাগ পড়ে

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১. নিজের চিন্তা, মতামত এবং কাজকর্মকে সর্বাপেক্ষা উত্তম মনে করা এবং অন্যের সবকিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করার নামই আত্মপ্রশস্তি এবং ইহা একটি মারাত্মক চারিত্রিক দোষ।

ইমাম গাজ্জালি

১২. ঔদ্ধত্য মানুষের জীবনে দুঃখ আনে।

–টমাস ক্যাম্বেল

১৩. সৌন্দর্য যেমন দেহের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে তেমনি দেহের উৎকর্ষ আবার মনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

ইমারসন

১৪. অযোগ্য লোককে দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া চরম দায়িত্বহীনতা।

–শেখ সাদি

১৫. অভ্যাস উৎকৃষ্ট চাকরের মতো, নতুবা নিকৃষ্ট মনিবের মতো হয়ে থাকে।

ইমনোস

১৬. অহংকার এমন এক আবরণ যা মানুষের সকল মহত্ব আবৃত করে ফেলে।

জাহাবি

১৭. মাটি হতে হে মানব তোমার জন্ম,
আগুনের মত কেন হও হে গরম?
এত অহংকার সমুচিত নয়।
মাটিসম রহ ঠাণ্ডা সকল সময়।

–শেখ সাদি

১৮. প্রৌঢ়ত্ব এবং দুঃখ যত তাড়াতড়ি আমাদের রক্ত শুকিয়ে ফেলে অধৈর্যতা তার চেয়েও কম সময় নিয়ে থাকে।

সিলোন

১৯. দুষ্টু প্রকৃতির লোকেরা সবসময়ই অকৃতজ্ঞ।

কার্ভেন্টিস

২০. কৃতজ্ঞ কুকুর অকৃতজ্ঞ মানুষের চেয়ে শ্রেয়।

–শেখ সাদি

২১. মনের সংকীর্ণতা ও কৃপণতাকে যাহারা অতিক্রম করিতে পারিয়াছে, কেবল তাহারাই সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করিতে পারে।

–আল-কোরআন

২২. যার চরিত্রে সংযম আছে, সে নিঃসন্দেহে কষ্টসহিষ্ণু।

জন লিলি

২৩. বিশ্বাস হচ্ছে বরফের মতো, খুব শীঘ্রই তা গলে যেতে পারে।

রবার্ট ফ্রস্ট

২৪. যাদের লজ্জা কম, তাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধও কম। আর. এইচ. বারহাম ২৫. একটি কৃতজ্ঞ হৃদয়ের চেয়ে সম্মানজনক জিনিস আর কিছু নেই।

–সেনেকা

২৬. নীরবতাই অনেক সময় সত্যিকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বাহন হয়ে দাঁড়ায়।

থিওডোর পার্কার

২৭. চরিত্রকে পুনরুদ্ধারের চেয়ে নির্মল রাখার চেষ্টা করা অনেক সহজ।

টমাস পেইন

২৮. আমি যদি নিজ চরিত্র সম্বন্ধে যত্নবান হই তা হলে আমার খ্যাতি আপনা থেকেই আসবে।

ডি. এল. মুডি

২৯. কথায় ও কাজে সততাই চরিত্রের মেরুদণ্ড।

স্মাইলস

৩০. মানুষ প্রশংসা করার তুলনায় তোষামোদ করা সহজ মনে করে।

রিচটার

৩১. যদি তুমি নোংরা কিছু বল তা হলে কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনতে পাবে আর একটি বাজে কথা, তোমার বিষয়ে।

–হেমিয়ড

৩২. রটনার রথ লাগে না।

রুশ প্রবাদ

৩৩. তাকে কখনোই বন্ধু ভেবো না যে তোমার গোপন কথা জগতে ঢোল পিটিয়ে দেয়।

–পাবলিলিয়াস সাইরাস

৩৪. তোমাকে যে নিন্দা শোনায়, তোমারও সে নিন্দা করে।

হিস্পানি প্রবাদ

৩৫. গপ্পো করার চেয়ে আরও বাজে ব্যাপার আছে পৃথিবীতে, গপ্পো না করা।

অস্কার ওয়াইল্ড

৩৬. দোষী লোকদের মধ্যে সন্দেহপ্রবণতা বেশিমাত্রায় বিরাজ করে।

কাভেন্টিস

৩৭. তুমি যদি অন্যের দোষ সহ্য করতে না পার তবে তাকে ভালোবাসতে পারবে না।

জন গে

৩৮. যারা তাদের সন্তানদের দোষত্রুটি দেখতে পায় না, তাদের সন্তানদের দোষত্রুটির সংশোধন কোনোদিন হয় না।

উইলিয়াম মরিস

৩৯. একজন ভালো লোক সহজে অন্যের দোষ খুঁজে পায় না।

ই. এইচ. স্পারজন

৪০. দোষীকে ক্ষমা করা মহত্বের লক্ষণ। কিন্তু এমন দোষী রয়েছে যাদের ক্ষমা করা মহত্বের লক্ষণ নয়।

–জ্যাকসন

৪১. নৈতিকতা হল একটা ব্যক্তিগত দুর্মূল্য ধরনের বাবুগিরি।

হেনরি অ্যাডামস

৪২. নৈতিকতাবর্জিত একজন মুক্ত মানুষের চেয়ে নৈতিকতাসম্পন্ন একজন ক্রীতদাসও অনেক শ্রেষ্ঠ।

–সেনেকা

৪৩. বিনয়ের সঙ্গে অতি মধুর বচনে,
সতত করিবে তুষ্ট ছোট বড় জনে।
হইবে জগত জন বান্ধব তোমার,
ভালবাসিবেক সবে অন্তরে অপার।

মোজাম্মেল হক

৪৪. একটিমাত্র বই পড়া লোকের কাছ থেকে সাবধান।

–সেন্ট টমাস এ্যাকুইনাস

৪৫. যিনি কেবল নিজের দিকটাই জানেন, তিনি জানেন অল্প।

–জন স্টুয়ার্ট মিল

৪৬. শুভের দারিদ্র্য সহজেই শুশ্রূষা করা যায়, কিন্তু আত্মার দারিদ্র্য শোধন করা যায়

–মতেইন

৪৭. বোকারা কখনো বেহেশতে যাবে না, চিরদিন তাকে পবিত্র থাকতে দাও।

উইলিয়াম ব্রেক

৪৮. ব্যক্তির অস্তিত্ব যদি ছোট বা বড় কোনো কামরার মতো ধরে নেয়া যায়, তা হলে প্রায় সত্য বলে মনে হয় যে প্রত্যেকেই জানতে পারে কামরার একটিমাত্র কোণ, জানালার পাশে একটা জায়গা, মেঝের একটা অংশ যেখানে তারা হাঁটাচলা করে।

রাইনে মারিয়া রিলকে

৪৯. বিনয়ী লোকেরা সবসময়েই সম্মান পায়।

–মনালডার

৫০. বিনয় এমন এক সম্পদ, যা দেখে কেউ হিংসা করতে পারে না।

–ইমাম শাফেয়ি (রহ.)

৫১. অহংকার মানুষের পতন ঘটায়, কিন্তু বিনয় মানুষের মাথায় সম্মানের মুকুট পরায়।

রাজা সলোমান

৫২. শরীর ও অধিকার দ্বারা মানুষ শান্তি খুঁজে পায় না, বরং সততা ও জ্ঞানের মাধ্যমেই শান্তি পাওয়া যায়।

–ডেমোক্রিটাস

৫৩. কথা ও কাজে সততাই চরিত্রের মেরুদণ্ড।

স্কাইলাস

৫৪. সততাই সর্বোত্কৃষ্ট পন্থা।

ফ্রাংকলিন

৫৫. সত্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতি কোনোদিনই জয়ী হতে পারে না।

শেক্সপীয়ার

৫৬. অর্থ হতে সদ্গুণ জন্মে না বরং অর্থ ও অন্যান্য কাম্য বিষয় সদ্‌গুণ থেকেই গ্রহণ করে।

সক্রেটিস

৫৭. সদিচ্ছা নিয়ে যারা কাজে নামে, তাদের কোনো কাজই অসম্ভব বলে মনে হবে।

জন হেউড

৫৮. আমার জীবনের গত ৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, একমাত্র সততা ও ভালোবাসা দ্বারা পৃথিবীকে জয় করা যায়।

–মহাত্মা গান্ধী

৫৯. বিনয় উন্নতি পথে প্রধান সোপান,
বিনয়ে মানব হয় মহামহীয়ান।
মধুর ভাষায় কাজ হইবে সফল,
তিক্তভাষী পাবে মনে বেদনা কেবল।

–শেখ সাদি

৬০. বিনয়ী লোক কখনো নিজের কথা বলে না।

লাইয়ের

৬১. একজন মানুষ যত প্রকার দোষী হতে পারে তার সবগুলো দোষকে এক কথায় প্রকাশ করতে হলে তাকে অকৃতজ্ঞ বলে গালি দেয়াই যথেষ্ট।

সুইফট

৬২. তিনটি অভ্যাসের নির্ধারিত তিনটি পুরস্কার রয়েছে, মৌনতার পুরস্কার শান্তি, খোদাভীরুতার পুরস্কার মর্যাদাপ্রাপ্তি এবং সেবার পুরস্কার নেতৃত্বলাভ।

–নিজামুল মূলক

৬৩. জগতের কল্যাণ হেতু নরের সৃজন
নরের কল্যাণ নিত্য যে ধর্ম পালন

–হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

৬৪. তিল তিল করে মানুষের কল্যাণসাধনে দ্রুত হৃদয়কে তৈরি করতে হবে। তা হলে একদিন দেখবে তুমি জাতির সবচেয়ে সৎ কর্মময় মুহূর্তে হয়তো সবচেয়ে বেশি কল্যাণ-সাধনে সফল হয়েছ।

টলস্টয়

৬৫. মানুষের কল্যাণ করা বিধাতাকে সন্তুষ্ট করবার একমাত্র উপায়।

ফ্রাংকলিন

৬৬. তুমি যে-সেতুর উপর দিয়ে হাঁটছ, সেই সেতুর প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

বিশপ জন পিয়ারসন

৬৭. চরিত্রের উৎকর্ষানুযায়ী খোদাতা'আলা উন্নাতি দান করিয়া থাকেন।

–আল-হাদিস

৬৮. অর্থের প্রয়োজন নেই, পদমর্যাদার প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন আছে শুধু চরিত্রের, যা মানুষের জীবনে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

রাকি

৬৯. টাকায় কিছু হয় না, নাম যশে কিছু হয় না, বিদ্যায় কিছু হয় না, চরিত্রই বাধা বিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করতে পারে।

–স্বামী বিবেকানন্দ

৭০. সুসামঞ্জস্য চরিত্রের লোক সুসামঞ্জস্য জীবনযাপন করে।

ডেমোক্রিটাস

৭১. আমরা বলব না যে প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজের ভাগ্যের স্থপতি; কিন্তু আমরা আবশ্যই বলব যে, সকলে যার যার চরিত্রের স্থপতি।

জি. ডি. বোর্ডম্যান

৭২. তোমরা উত্তম চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও। নিজেদের মানসিক প্রবণতা বা ভাবোচ্ছাসকে সংযত করো। সকর্মী হও। পবিত্র জীবনযাপন করো। আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথা পেতে দাও।

–আবদান গাউস

৭৩. তোমাদের সদা সৎ আচরণই তোমাদিগকে বেহেস্ত কিংবা দোজখের দিকে লইয়া যাইবে। তখন ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, সেই বেহেস্ত বা দোজখই তোমাদের লেখা ছিল।

–আল-হাদিস

৭৪. সে-ই সত্যিকারের মানুষ যে অন্যের দোষত্রুটি নিজেকে দিয়ে বিবেচনা করে।

লর্ড হালিফাক্স

৭৫. বিখ্যাত লোকদের দোষগুলো বেওকুব লোকদের একমাত্র সান্ত্বনা।

ডিজরেইলি

৭৬. তোমার নিজের মধ্যে যেসব দোষ রয়েছে, অন্যের মধ্যে সেসব দোষ দেখে সমালোচনা করা সবচেয়ে বড় দোষ।

–হযরত আলি (রা.)

৭৭. যদি তুমি একটি লোকের দোষ খুঁজতে চাও, তবে তার সাথে যার সদ্ভাব নেই, তার কাছে যাও।

–টেন গার

৭৮. সম্মুখে যাকেই দেখ তাকেই তোমার চেয়ে উত্তম মনে করার নামই প্রকৃত বিনয়।

–হযররত ওসমান হারুনি (রা.) ৭৯. কষ্ট ও ক্ষতির পর মানুষ বিনয়ী ও জ্ঞানী হয়।

ফ্রাংকলিন

৮০. কথাবার্তায় বিনয় ভালো; কিন্তু চরিত্রের দৃঢ়তা থাকতে হবে। থ্যাচার ৮১. দলের সততাই দলের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে।

–এডমন্ড বার্ক

৮২. মানুষের স্বভাবেই রয়েছে আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মপ্রসারের আকাঙ্ক্ষা। এ কারো চরিত্রে থাকে সুপ্ত, আর কারো জীবনে হয় প্রকট।

ড. আহমদ শরীফ

৮৩. প্রতিভাবান ব্যক্তিরাই ধৈর্যধারণ করতে পারে।

ইসি, স্টেডম্যান

৮৪. ধৈর্য তিক্ত, কিন্তু তার ফল মধুর।

রুশো

৮৫. শক্তির চেয়ে ধৈর্যই মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশি সফলতা আনতে পারে।

–এডমন্ড বার্ক

৮৬. সব সমস্যারই প্রতিকার হচ্ছে ধৈর্য।

–পুটাস

৮৭. ধৈর্য এবং শিষ্টতা হচ্ছে শক্তি।

–লে হান্ট

৮৮. আকাঙ্ক্ষিত জিনিস তিনিই পান যিনি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেন।

স্মিথ

৮৯. ধৈর্য বিষের মতো মনে হয়।
পরে কিন্তু তার ফল বেশ মধুময়।
রাজার চেয়ে সুখী কত দীন-দুখি জন,
সন্তোষ সুধায় ভরা যাহাদের মন।

–শেখ সাদি

৯০. ধৈর্য ও স্থিরচিত্ততা মানবচরিত্রকে সুষমামণ্ডিত করে তোলে।

হযরত ইমাম হোসেন (রা)

৯১. যার ধৈর্য আছে সে যা ইচ্ছা তা-ই পেতে পারে।

ফ্রাংকলিন

৯২. ঝানু চোরেরা মরে না, তারা স্রেফ চুরি হয়ে যায়।

–গ্লেন থিলব্রেথ

৯৩. চোরের বিশ্বাস সকলেই চোর।

–এডগার ওয়াটসন হার্ড

৯৪. আচার-বৈয়ামে হাত ঢোকালে কনুই পর্যন্ত ডুবিয়ে দাও।

মালয়ী প্রবাদ

৯৫. সকল চুরিই আপেক্ষিক। চূড়ান্ত বিচারে, কে চুরি করে না? ইমারসন ৯৬. সুযোগই তৈরি করে চোর।

–ইংরেজি প্রবাদ

৯৭. চোরের ভুলগুলোই বণিকের গুণ।

জর্জ বার্নার্ড শ

৯৮. ডিমচোরাই কালে কালে হয়ে ওঠে উটচোর।

পারস্য প্রবাদ

৯৯. সর্ব বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করার অভ্যাস গড়ে তোলো। মানুষের মস্তকের সাথে শরীরের যে-সম্পর্ক, ইমানের পথে ধৈর্যেরও সম্পর্ক সেরূপ। মাথা ব্যতীত দেহের যেমন কোনো মূল্য নেই, ধৈর্য ছাড়া ইমানেরও দ্রুপ কোনো মূল্য নেই।

–হযরত আলি (রা.)

১০০. আমাদের প্রকৃত আশীর্বাদগুলো প্রায়শই যন্ত্রণা, ক্ষতি ও নৈরাশ্যের আকারে দেখা দেয়; কিন্তু আমরা যদি ধৈর্য ধারণ করি তবে আমরা শীঘ্রই সেগুলোকে তাদের সঠিক রূপে দেখতে পাব।

এডিসন

১০১. যে ধৈর্য ধরতে জানে, তার জন্য আনন্দঘন প্রশান্তি অপেক্ষা করে।

–জন লিলি

১০২. সকল বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করো; প্রধানত তোমার নিজের বিষয়ে। তোমার নিজের ত্রুটিগুলো বিবেচনা করতে গিয়ে সাহস হারিয়ে ফেলো না; বরং সেগুলো তৎক্ষণাৎ সংশোধন করতে আরম্ভ করো—প্রতিদিন এ-কাজ নতুন করে শুরু করো।

—সেন্ট ফ্রান্সিস দ্য সেলস

১০৩. দারিদ্র পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ।

ইন্দিরা গান্ধী

১০৪. তুমি যদি জীবনে কিছু করতে চাও; তবে এখনই নিজের মতো করে জীবনটা গড়ে নাও।

হ্যারল্ড লাসকি

১০৫. রূপ চোখ জুড়ায়, কিন্তু গুণ হৃদয় জয় করে থাকে।

পোপ

১০৬. দক্ষ ব্যক্তির চাকরি হারাবার বা পাবার জন্য চিন্তা করতে হয় না।

—সিমেন্স

১০৭. মানুষের দক্ষতা অসীম। এইসব দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারলে যে-কোনো জাতির উন্নতি অবধারিত।

১০৮. দুর্নীতি গাছের শাখা-প্রশাখার মতো। খুব সহজেই এর বিস্তার ঘটে।

উইলিয়াম পিট

১০৯. দুর্নীতিপূর্ণ স্বাধীন মানুষ দাসেরও অধম।

—গ্যারিক

১১০. যে-লোক আমার দোষত্রুটি অপরের নিকট ব্যক্ত করে সে আমার গুরু। এমনকি সে যদি আমার দাসও হয়, তবুও। প্রকৃতপক্ষে মানুষের ত্রুটিই মানুষকে মনোরম করে।

—গ্যেটে

১১১. আমাকে ভালোবাসতে হলে আমার গুণকে যেমন ভালোবাসবে তেমনি দোষত্রটিগুলিকেও ধৈর্যের সঙ্গে সংশোধন করতে সাহায্য করবে।

এনড্রিউ মার্ভেল

১১২. আমাদের দোষত্রুটিগুলো যখন শুধু আমাদের কাছে জানা থাকে, তখন আমরা সহজেই তা ভুলে যাই।

–লা রোচি ফুঁকো

১১৩. অপরের দোষ অপেক্ষা নিজের দোষ যাচাই করা উত্তম।

ডেমোক্রিটাস

১১৪. ধৈর্যশীল লোকদের জন্যই সুন্দর দিন আসে।

স্যামুয়েল লাভার

১১৫. বিশ্বাসের প্রধান অংশই হচ্ছে ধৈর্য।

ক্রিস্টিনা রসেটি

১১৬. ভিক্ষাবৃত্তি পতিতাবৃত্তির চেয়েও খারাপ।

—লেনিন

১১৭. যিনি বিনাশ্রমে অন্যের অর্থ গ্রহণ করেন, তিনিই ভিক্ষুক।

–সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ

১১৮. ভুল বা অন্যায় করে যে স্বীকার করে না বা তার জন্য অনুতপ্ত হয় না–তাকে কখনো ক্ষমা করা যায় না।

–ইয়ং

১১৯. মানুষ কখনো কখনো এমন ভুল করে–যার ফলে তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব সৌন্দর্য ও সুকীর্তি ম্লান হয়ে যায়।

–জেমস্ মন্টোগোমারি

১২০. ভুলভ্রান্তি নিয়েই মানুষের জীবন। সেই ভুলকে প্রাধান্য দিয়ে বাকি জীবনে অশান্তি ডেকে আনার কোনো মানে হয় না।

লাওলে

১২১. বোকার সঙ্গে যদি কথা বল বুদ্ধি করে, উলটো তোমকে সে গালি দেবে থোকা।

ইউরিপিডিস

১২২. প্রত্যেকের পোশাকের ভেতরে আছে একজন করে বোকা।

টমাস ফুলার

১২৩. বোকারা পৃথিবী শাসন করে না, তার মানে এই নয় যে তারা সংখ্যালঘু।

–এডগার ওয়াটসন হাউ

১২৪. চূড়ান্ত বোকা মেয়েরাও চালাক লোককে কাবু করে ফেলতে পারে। কিন্তু বোকা লোককে সামাল দিতে চালাক মেয়েরও জান বেরিয়ে যায়।

রুডিয়ার্ড কিপলিং

১২৫. বয়সি বোকারা জোয়ান বোকাঁদের চেয়ে বেশি বোকা।

–লা রনফুঁকো

১২৬. যার জীবনে যত ভুল তার জীবন তত মঙ্গলময় হতে পারে। তার কারণ অন্ধকার অলিগলি পার হয়েই মানুষ আলোকবর্তিকার সন্ধান পায়।

–ডেল কার্নেগি

১২৭. গুণকে গৌরব ছায়ার মতো অনুসরণ করে থাকে।

সিসেরো

১২৮. গুণীর মান গুণবানেই দিতে পারেন। গুণাগুণের নিরপেক্ষ বিচার করার ক্ষমতা যার নেই, তার সমাদর ভক্তিমূলক। ভক্তি চটে গেলে শিষ্য গুরুর মাথায় লাঠি মারতেও কুণ্ঠিত হয় না।

আবদুর রহমান শাদাব

১২৯. ফলবান বৃক্ষ আর গুণবান লোক আপনা থেকেই নত হয়। শুকনো কাঠ আর মূর্খ ভেঙে দুমড়ে যায়, কিন্তু নত হয় না।

–ভবভূতি

১৩০. ম্রতা এবং ভদ্রতা গুণ দুটো মানুষের জীবনের পুরাতন ঐশ্বর্য।

–জন স্টুয়ার্ট মিল

১৩১. শিশু এবং মূর্খ সবকিছুই চায়, কারণ, গুণাগুণ বিচারের বুদ্ধি তাদের নেই।

সাভাইল

১৩২. বোকারাই আত্মপ্রশংসা করে।

দ্য জোই

১৩৩. যারা আত্মপ্রশংসা করে ঈশ্বর তাদের ঘৃণা করেন।

সেন্ট ক্লিমেন্ট

১৩৪. যার প্রশংসাকারী নেই, সে-ই আত্মপ্রশংসা করে।

ডরোথি

১৩৫. প্রতারণা হচ্ছে বিষাক্ত জলের মতো, যেদিক দিয়ে যাবে সেদিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

–নিকোলাস রাউ

১৩৬. পিতার আত্মনিয়ন্ত্রণই ছেলেমেয়েদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

–ডেমোক্রিটাস

১৩৭. মুচি ভালো জুতা বানাতে পারে, কেননা সে আর কিছুই বানাতে পারে না।

–ইমারসন

১৩৮. যে শূন্যগর্ভ বর্তমানে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল অতীতের অহঙ্কার করে–সে নিঃসন্দেহে নির্বোধ।

–শওকত ওসমান

১৩৯. আমি অনেক কিছুই জানি না, কিন্তু মনে করি অনেক কিছুই জানি–এটা নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ।

১৪০. কুসংস্কার মানুষের শত্রু বটে, কিন্তু সঙ্কীর্ণতা তার চাইতে বড় শত্রু।

স্বামী বিবেকানন্দ

১৪১. কথা বেশি বলাটা গর্বের কিছু নয়। এমন কথা বলা উচিত যাতে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

–টমাস ফুলার

১৪২. যারা সবসময় পান করে তারা স্বাদ গ্রহণ করে না, আর যারা সর্বদা কথা বলে তারা চিন্তা করে না।

প্রাইসর

১৪৩. যে প্রায়ই অবাস্তব কথা বলে, প্রয়োজনের সময় তার যথার্থ মূল্যবান কথারও বিন্দুমাত্র মূল্য থাকে না।

–ভন স্মিথ

১৪৪. ধৈর্যহীনতা সাফল্যের শত্রু। অধৈর্য অস্থিরমতি ব্যক্তিরা জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারে না।

–জন ব্রে

১৪৫. প্রৌঢ়ত্ব এবং দুঃখ যত শীঘ্র আমাদের রক্ত শুকিয়ে ফেলে অধৈর্যতা তার চেয়ে কম সময় নিয়ে থাকে।

সিলোন ১৪৬.

অলস ব্যক্তিরা জীবনে কখনো আলোর সন্ধান পায় না। –ডেল কার্নেগি ১৪৭. মারাত্মক সব ভুলের জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অহঙ্কার দায়ী থাকে।

সিডনি ডোবেল

১৪৮. স্বাস্থ্য এবং টাকা দুটোই ক্ষণস্থায়ী–এ দুটো নিয়ে কখনোই অহঙ্কার করা উচিত নয়।

চার্লস ফার্গুসন

১৪৯. খুব বেশি আত্মগরিমা খুব সহজেই সাংঘাতিক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

–গ্যেটে

১৫০. অহমিকাবোধ আমাদের অনেক মুল্যবান সাহচর্য থেকে বঞ্চিত করে।

–আর. এইচ. নিওয়েল

১৫১. নিজেকে উচ্চ মনে করা এবং অন্যকে তুচ্ছ মনে করার নামই অহমিকা।

অজ্ঞাত

১৫২. অন্যের উপদেশ অসহ্য হওয়ার নামই অহঙ্কার হচ্ছে মারাত্মক ব্যাধি।

অজ্ঞাত

১৫৩. গর্ব কালো, গৌরব আলো। গর্বের নিন্দা করলেও গৌরবহীন কাউকে মনে ধরেন না। সাধারণের এই মানসিকতার সুযোগ নিয়ে গৌরবান্বিত ব্যক্তি উদ্ধত হন। তিনি ভুলে যান যে চাটুকার ছাড়া ঔদ্ধত্যকে কেউ ক্ষমা করে না।

আবদুর রহমান শাদাব

১৫৪. আদর্শের সংঘাত বাধলে অপনজনকেও দূরে ঠেলে দাও। আদর্শের ক্ষেত্রে কোনোমতেই আপোস চলে না।

হেররিক

১৫৫. যে নিজের ওপর আস্থা রাখতে পারে না, সে কখনো প্রকৃতপক্ষে অন্য কারও ওপর আস্থা রাখতে পারে না।

কাদিনল দ্য য়েটজ

১৫৬. আদর্শবান লোকের বন্ধুর সংখ্যা কম থাকে।

ডগলাস জেরড

১৫৭. আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ভয়।

–ফেরোরিনাস

১৫৮. আলস্য মানুষের প্রধানতম শত্রু। এই শত্রুকে পরাজিত করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

১৫৯. মহৎ আশা মহৎ লোকের সৃষ্টি করে। মষ্টি করে।

টমাস ফুলার

১৬০. বুদ্ধিমানের জন্য একটি ইশারাই যথেষ্ট।

টেরেন্স

১৬১. সন্দেহপরায়ণাতকে বেশি প্রশ্রয় দিলে দুনিয়ায় কোনো বন্ধু খুঁজে পাবে না।

লোকমান হাকিম

১৬২. সহনশীলতা এমন একটি গুণ যা থেকে সাফল্য আসবেই।

জুভেনাল

১৬৩. নিজে সহনশীল না হয়ে অন্যের কাছে সহনশীলতা আশা করা অন্যায়।

–সৈয়দ সব্যসাচী

১৬৪. যারা ধর্মান্ধ, তাদের কাছে সহনশীলতা আশা করা দুরাশা মাত্র।

সাদাত হাসান মিন্টো

১৬৫. সাহসী ব্যক্তিরা জয় করতে, ক্ষমা করতে, ভালোবাসতে, এবং আনন্দ দিতে জানে।

স্যারিডান

১৬৬. অজ্ঞ ও বোকা লোকের সাহস বেশি থাকে, কিন্তু সে-সাহসের পরিণাম সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই থাকে না।

–সিসেরো

১৬৭. সন্দেহ সংসারের সকল শান্তি বিনষ্ট করে।

–অল্টার মেলন

১৬৮. সকল সমস্যার প্রতিকার হচ্ছে ধৈর্য।

–পুটাস

১৬৯. প্রত্যেক কথা ধৈর্য ঘরে শোনা একটি ভালো অভ্যাস।

লুসি লারকম

১৭০. গোড়ায় গলদ থাকলে আগায়ও গলদ থাকে।

সমরেশ বসু

১৭১. মিতব্যয় জীবিকার অর্ধেক, লোকজনকে ভালোবাসা জ্ঞানের অর্ধেক এবং উত্তম প্রশ্ন শিক্ষার অর্ধেক।

–আল-হাদিস

১৭২. যাকে কোনোমতেই অপসারণ করা যায় না ধৈর্যের মাধ্যমে করলে তা-ও লঘু হয়।

–হোরেস।

২১. ন্যায়-অন্যায় ও আইন

বাণী চিরন্তন – সম্পাদনা : ভবেশ রায় / মিলন নাথ ২১. ন্যায়-অন্যায় ও আইন

ন্যায়-অন্যায় ও আইন

১. সন্তানকে প্রতিদিন একবার করে পেটাও; কেন, তা তুমি না জানলেও তোমার সন্তান ঠিকই জানে।

চীনা প্রবাদ

২. যা করা উচিত তা করা ন্যায়, আর করতে অপরাগ হওয়া বা একদিকে সরিয়ে রাখা অন্যায়।

–ডেমোক্রিটাস

৩. ন্যায়বিচার হচ্ছে প্রত্যেককে তার প্রাপ্য প্রদান করার দৃঢ় ও বিরামহীন আকাঙ্ক্ষা।

জাসটিনিয়ান

৪. যে যুক্তিতর্কের বা বিচারবুদ্ধির মধ্যে যাবে না, তাকে নিজ মত ও বিশ্বাসের প্রতি অন্ধ অনুরাগী বলা যায়; যার বিচারবুদ্ধি নেই সে হল বোকা এবং যে বিচারবুদ্ধি বা যুক্তিতর্কের মধ্যে যেতে সাহস করে না সে হল ক্রীতদাস।

উইলিয়াম ডুমেন্ট

৫. চারটি জিনিস বিচারকের নিজস্ব থাকতে হবে : বিনয়সহকারে শোনা, জ্ঞানীর মতো উত্তর দেয়া, সংযত হয়ে বিবেচনা করা, কোনোদিকে পক্ষপাতিত্ব না করে বিচার করা।

সক্রেটিস

৬. কাউকে লাথি মারলে সেও ফিরতি লাথি মারবে তোমাকে। কাজেই অন্যায়ভাবে কাউকে আঘাত কোরো না।

–বেটেন্টি ব্রেখট

৭. বিচারে দেরি করার অর্থ অচিবার করা।

লেন্ডর

৮. কথা আইনসম্মত হলেও কখনো কখনো তা কারুর জন্য নির্মম হয়ে দাঁড়ায়।

সুইনবার্ন

৯. বিনষ্ট কোরো না এবং অতিরিক্ত চেয়ো না–এটাই প্রকৃতির আইন।

জন প্লান্ট

১০. খোলাখুলিভাবে অপরাধ স্বীকারের মধ্যে অপরাধ না করার সমতুল্য নিষ্পপতা রয়েছে।

সাইরাস

১১. ন্যায়বিচারের রূপ একটি আর অন্যায় বিচারের শতরূপ। এই কারণেই ন্যায়বিচার করা অপেক্ষা অন্যায় বিচার করা সহজ।

প্লেটো

১২. আমাকে দেখে নয়, জেনে আমার বিচার করো।

বিয়ন

১৩. যখন আইন থাকে না, তখনও তো বিবেক থাকে।

সাইরাস

১৪. দলিলে সাক্ষ্যের সঙ্গে উকিলের ব্যাখ্যা জড়িত হয়ে যে জিনিসটা দাঁড়ায় সেটাকে প্রমাণ বলে গণ্য করা চলে না। কেননা অন্য পক্ষের উকিলও সেই একই দলিলকে বিপরীত কথা বলিয়ে থাকেন; তার কারণ, বাছাই করা বাক্যের বিশেষ অর্থ নির্ভর করে বিশেষরূপে বাছাই করার উপরেই।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫. শীতল নিরপেক্ষতাই একজন পক্ষপাতিত্ববিহীন বিচারকের ধর্ম।

–এডমন্ড বার্ক

১৬. বিবেকহীন মানুষকে অস্বীকার করে যে কাজ করে, খুব শীগ্রই সে বিবেকের কাছে নতি স্বীকার করে।

–এড্রিউ কলিন্স

১৭. মিথ্যে কথা শেষ পর্যন্ত কারো ক্ষতি করতে পারেন।

সুবোধ ঘোষ

১৮. মিথ্যাবাদীর শাস্তি এই নয় যে, তাকে কেউ বিশ্বাস করে না, সে নিজেই কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না।

জর্জ বার্নার্ড শ

১৯. নরহত্যা করিও না, ব্যভিচার করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, প্রবঞ্চনা করিও না, তোমার পিতামাতাকে সমাদর করিও।

বাইবেল

২০. অন্যায় নরক আর সততা স্বর্গ তৈরি করে।

মেরি বেকার

২১. অন্যায় করে লজ্জিত না হওয়া আর এক অন্যায়।

সক্রেটিস

২২. যে-ব্যক্তি অন্যায় করে, সে না পায় সুখ, না পায় শান্তি।

জুভেনাল

২৩. আমার অধিকার স্বীকার না করলে তোমার অধিকারও স্বীকার করবো না– একথার মধ্যে কোনো অন্যায় গোয়ার্তুমি নেই।।

ড. আহমদ শরীফ

২৪. অধিকারসচেতন অথচ দায়িত্ব বোঝে না, এমন মানুষ মূঢ়।

প্রতিভা বসু

২৫. সমাজসেবার নামে মানুষকে ঠকিয়ো না। এর চেয়ে বড় অপরাথ আর নেই।

অলস্টন

২৬. সঙ্গীসাথিরা খারাপ হলে অপরাধপ্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

–আর. ই. শেরউড

২৭. ভালো আইন মান্য না হলে তা ভালো সরকারকেও অক্ষম করে তোলে।

অ্যারিস্টটল

২৮. কৌশলের মধ্যে দিয়ে মিথ্যা যেন না জয়ী হয়।

ইস্কিলাস

২৯. অকর্মা আইন দরকারি আইনকে দুর্বল করে ফ্যালে।

মঁতেস্কু

৩০. ভালো আইন এগোয় আরও ভালো গড়ার দিকে। খারাপ আইন টেনে আনে আরও খারাপটাকে।

রুশো

৩১. যেখানে আইনের শেষ, সেখানে স্বৈরতন্ত্রের শুরু।

জন লক

৩২. যারা আইন তৈরি করেছে আইন মেনে চলায় তাদের চেয়ে বেশি পবিত্র দায় আর কারও নেই।

–অজ্ঞাত

৩৩. মামলাকারী সেই ব্যক্তি যে তার হাড়গুলো বাঁচানোর আশায় গায়ের চামড়া দান করে।

অ্যামব্রোস বিয়ার্স

৩৪. অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের অন্তরে যে-বিদ্বেষাগ্নির জন্ম হয়, তা অত্যাচারীকে ভস্ম করেই ক্ষান্ত হয় না, সে-আগুনের শিখায় অনেককিছুই দগ্ধীভূত হয়।

–হযরত আলি (রা.)

৩৫. কিছু-কিছু আইন লিপিবদ্ধ হয়নি, কিন্তু লিখিত আইনের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়।

–সেনেকা

৩৬. আইন মাকড়সার জালের মতো, খুদে কেউ পড়লে যায় আটকে, বড়রা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে।

সলোন

৩৭. একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে ভোগানোর চেয়ে দশজন দোষী ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়া ভালো।

ব্ল্যাক স্টোন

৩৮. চাবুক তত বেশি আঘাত করে না, যতটা করে অনুশোচনা।

–এডগার ওয়াটসন হাউ

৩৯. ছেলেপিলেদের আরও ভীরু আর ও ন্যুজ করে তোলা ছাড়া চাবুকের অন্য কোনো প্রতিক্রিয়া আমি দেখিনি।

মতেইন

৪০. সাধারণভাবে বলতে গেলে, শাস্তি করে তোলে কঠিন আর অসাড়, তৈরি করে মনোযোগ, ধারালো করে একাকীত্বের বোধ, বাড়িয়ে দেয় প্রতিরোধের সামর্থ্য।

নিৎসে

৪১. শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪২. যারা আইনের শাসনের কথা বলে বেশি তারাই আইন মান্য করে না। তারাই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রধান প্রতিবন্ধক।

ড. আহমদ শরীফ

৪৩. যে আইনের মধ্যে বাস করে, তার জন্য সব জায়গাই নিরাপদ।

হেনরি জর্জ

৪৪. যে-আইন জনগণকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দান করবে, সেটাই সর্বোচ্চ আইন।

–এরন মুর

৪৫. আইনের প্রতি যে চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করছে, জানবে তার দুর্ভোগ অত্যান্ন।

–বেন জনসন

৪৬. বিনষ্ট কোরো না, অতিরিক্ত চেয়ো না–এটাই প্রকৃতির আইন।

জন প্লন্ট

৪৭. উগ্রতা আইনকে অত্যাচারের পর্যায়ে নিয়ে যায়।

টমাস ফুলার

৪৮. যে-মানুষ অন্যায় করে না, সে আইনের প্রয়োজন বোঝে না।

রবার্ট বার্টন

৪৯. যে-আইন প্রকৃতির বিরুদ্ধে, সে-আইন জাতির বিরুদ্ধে।

–মিলটন

৫০. আইনের আশ্রয় নেওয়ার অর্থ হল একটি বিড়ালের জন্য একটি গরু হারানো।

চীনা প্রবাদ

৫১. মানুষের ইচ্ছাই সবচেয়ে বড় আইন।

–উইলিয়াম এস গ্রান্ট

৫২. তুমি আমাকে আইনসম্মতভাবে মারো তাতে আমার কিছু বলার থাকবে না।

–জন সেলডেন

৫৩. আইন মান্য করতে না জানলে আইন ভাঙাটা সমীচীন নয়।

জর্জ ইলিয়ট

৫৪. আত্মরক্ষা করা প্রকৃতির প্রথম আইন।

বাটলার

৫৫. দেশে যত বেশি অনাচার দেখা দেয় তত বেশি আইনও দেখা দেয়।

–টেসিটাস

৫৬. স্বভাবতই আইন শক্তিমানের সহায়।

ডেমোক্রিটাস

৫৭. সভ্যসমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্ম হয় আইন থেকে।

–জেমস স্মিথ

৫৮. আইন জানি না—আইন মানতে না পারার পক্ষে এটা কোনো যুক্তি নয়। ধরে নিতে হবে আইন সবাই জানে। আইন জানতাম না—এ-কথা আদালতে গ্রাহ্য হয় না।

—গাজী শামছুর রহমান

৫৯. আইন হল ইঁদুর মারার কলের মতো, এর শরণাপন্ন হওয়া খুব সহজ, কিন্তু এর থেকে বের হওয়া তত সহজ নয়।

বালফোর

৬০. পারস্পরিক ন্যায়বিচারই আইনের নিশ্চয়তা।

ডেমোক্রিটাস

৬১. জনগণের নিরাপত্তাই হচ্ছে সর্বোচ্চ আইন।

সিসেরো

৬২. অন্যায় আদেশ পালন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়। সৎ লোক কখনো অন্যায় আদেশ পালন করে না।

—গোল্ডস্মিথ

৬৩. যার আত্মবিশ্লেষণী শক্তি আছে, সে কখনো অন্যায় করতে পারে না। তার সাফল্য সম্মান অবশ্যম্ভাবী।

পানিন

৬৪. দুষ্কর্মের প্রকৃত অনুতাপকারী এবং যে কখনো দুষ্কর্ম করে নাই ইহাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই।

—আল-হাদিস

৬৫. নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হলেই দোষমুক্ত হওয়া যায়।

কল্টন

৬৬. রবি শশী তারা প্রভাত সন্ধ্যা
তোমার আদেশ কহে—
এই দিবারাতি আকাশ বাতাস

নহে একা কারো নহে।
এই ধরণীর যা সম্বল–
বাসে-ভরা ফুল, রসে-ভরা ফল–
সুস্নিগ্ধ মাটি, সুধাসম জল
পাখীর কন্ঠ গান–
সকলের এতে সম অধিকার,
এই তার ফরমান।

কাজী নজরুল ইসলাম

৬৭. অন্যায় যে করে
আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন
তৃণ সম দহে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৮. বিচারের ভয়ে যে পালিয়ে বেড়ায় সে তার নিজের অপরাধ স্বীকার করে।

সাইরাস

৬৯. তারাই বড় অপরাধী যারা মারণাস্ত্র বিক্রি করে বা কিনে ব্যবহার করে।

রবার্ট ই. শেরউড

৭০. আমার অপরাধের শক্তি যত, ক্ষমার শক্তি তোমার আরো অনেক গুণ বড়ো।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭১. অবিচার করার চেয়ে অবিচার সহ্য করা অধিক অসম্মানজনক।

প্লেটো

৭২. অবিচারের শিকার হওয়া ভালো; কিন্তু অবিচার করা ভালো নয়।

লংফেলো

৭৩. রেখে দাও তব আপনার রচা
আইন-কানুন তাকে,

ভঙ্গুর যে তাহা, যদি সে আইনের
ধর্ম নাহিকো থাকে।

আবু বকর

৭৪. কোনো পাপী যদি সুখী হয়, তবে বুঝতে হবে তার মধ্যে অপরাধপ্রবণতা নেই।

–বেন জনসন

৭৫. লোকদের ইচ্ছাই সবচেয়ে বড় আইন।

ইউলিসাস এস. গ্রান্ট

৭৬. কোনো শুভ যখন মহত্তর কোনো শুভের উপভোগে বাধা দেয়, সত্যি করে বলতে গেলে, সেটি অশুভ।

–স্পিনোজা

৭৭. যদি দেখ সকল অশুভই বেরিয়ে আসছে শুভ থেকে, তখন আর কী করা!

লুইগি পিরান্দেল্লো

৭৮. শুভ আর অশুভ যাক জড়িয়ে। চরিত্রের শৈল্পিক কোনো ঐক্য খুঁজো না।

লর্ড এক্কন

৭৯. শুভ আর অশুভ কিংবা শুভতর আর অশুভতরের মানে সহজভাবে বোঝায় সাহায্য বা আঘাত করা।

ইমারসন

৮০. আইন ভাঙার জন্যই আইন তৈরি হয়।

জন উইলসন

৮১. আইন বড়ই নির্মম। সেখানে মা নেই, সন্তান নেই, প্রেম নেই, মমতা নেই, প্রীতি নেই–আইন আইনই।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

৮২. আইন পাপকে তুলে ধরতে পারে; কিন্তু পাপ রোধ করতে পারে না।

–জেরিমি টেলর

৮৩. অপ্রয়োজনীয় আইন ভালো নয়; এগুলো কখনো কখনো টাকা রোজগারের ফাঁদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

রিচার্ড বেন্টলি

৮৪. আইনের মাধ্যমে অত্যাচার করার চেয়ে বড় অত্যাচার আর নেই।

বেকন

৮৫. আদালতে যত বেশি লোকের সমাগম হয়, তত বেশি অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হয়।

জর্জ হার্বার্ট

৮৬. উকিল ও কোকিল হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীর জীব–যদিও উভয়েই বাচাল। এর এককে দিয়ে অপরের কাজ করানো যায় না।

–প্রমথ চৌধুরী

৮৭. পারস্পরিক ন্যায়বিচারই আইনের নিশ্চয়তা।

–ডেমোক্রিটাস

৮৮. যে-দেশে মন্দ লোক নেই, সে-দেশে ভালো উকিলও নেই।

চার্লস ডিকেন্স

৮৯. আদালত হল অভিজ্ঞ এবং বিশিষ্ট ভিক্ষুকদের সমাবেশালয়।

স্ট্যালির্যান্ড

৯০. সামাজিক নিরাপত্তার অভাব মানুষকে চোর বানায়।

–জন ফ্লেবল

৯১. চুরি করলে হাত কেটে দেওয়ার আগে চোরের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে

আবুল ফজল

৯২. যেখানে অধিকাংশ চোর, সেখানে সততা নিশ্চয়ই দণ্ডনীয় বিবেচিত হয়।

–এমিল ক্রটকি

৯৩. চোরকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় না। যে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে তাকেই ফাঁসিতে যেতে হয়।

–চেকোস্লাভ প্রবাদ

৯৪. অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ করাই প্রকৃত ন্যায়ধর্ম।

–ড. আহমদ শরীফ

৯৫. সূর্য এবং চন্দ্র যেমন কখনো কুপির আলোকে ভয় পায় না, তেমনি সত্য কখনো মিথ্যাকে ভয় পায় না।

–আবুল ফজল

৯৬. উকিলের শরণাপন্ন হলেই মামালায় জিতে যাবে–নির্বোধেরা এমনটা আশা করে।

–টেরেন্স

৯৭. নৈতিকতা মানুষের জন্য সৃষ্ট, মানুষ নৈতিকতার জন্য সৃষ্ট নয়।

জ্যাঙ্ক উইল

৯৮. পৃথিবীতে ধর্ম অনেকগুলো, কিন্তু নৈতিকতা একটিই।

–রাসকিন

৯৯. যে ন্যায়ের পক্ষে, সে সত্যেরও পক্ষে।

–রাহুল সংকৃত্যায়ন

১০০. যেটাকে ন্যায় মনে করবে, সেটাতেই স্থির থাকবে। ন্যায়ের পক্ষে যে, তার জয় হবেই।

–গুন্টার গ্রাস

১০১. যেখানে ন্যায়বিচার রাজত্ব করে, সেখানে আজ্ঞা পালন করাই স্বাধীনতা।

–জেমস মন্টোগোমারি

১০২. ন্যায়বিচারের মতো প্রকৃত মহৎ ও ঈশ্বরতুল্য সদর্ণ আর নেই।

এডিসন

১০৩. পক্ষপাতহীন বিচারকই ন্যায়বিচার করতে পারে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১০৪. অন্য মানুষের পাপ দর্শনে ও বর্ণনে বিরত থাকো, উহা তোমাদের মধ্যেও আছে।

–আল-হাদিস

১০৫. সৎস্বভাব ও সুন্দর আচরণই পুণ্য আর যে বিষয় সম্পর্কে তোমার মনে দ্বিধা জাগে এবং লোকসমাজে যা প্রকাশ হওয়া তুমি অপছন্দ কর, তা-ই পাপ।

–আল-হাদিস

১০৬. পাপকে ঠেকাবার জন্য কিছু না করাই তো পাপ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৭. সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করার মানসেই মানুষ উকিলদের কাছে যায়। তাতে উকিলদের দুটো পয়সা হয়।

জরাসন্ধ

১০৮. সবাইকে বিশ্বাস করা একটি নৈতিক অপরাধ, সমপরিমাণ নৈতিক অপরাধ হচ্ছে কাউকে বিশ্বাস না করা।

–সিনেকা

১০৯. উত্তেজিত অবস্থায় কোনো সিন্ধান্ত গ্রহণ সঙ্গত নয়। উত্তেজনা শীতল হলে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে ভেবেচিন্তে অগ্রসর হওয়া ভালো।

–বিল বিশার

১১০. দুই উকিলের মধ্যে একটি গ্রাম্য লোককে দুই বিড়ালের মধ্যে একটি মাছের সাথে তুলনা করা যায়।

ফ্রাংকলিন

১১১. বৃহত্তম অভিশাপের অন্যতম হচ্ছে-ঘুষ ও দুর্নীতি। এটা বিসদৃশ; বজ্রকঠিন হস্তে আমরা এটা দমন করব।

–এম. এ. জিন্নাহ্

১১২. জীবন নিজে শুভ বা অশুভ নয়; এটি শুভ বা অশুভের দৃশ্যপট, যেভাবে একে সাজাও।

–মতেইন

১১৩. অতি নির্বোধও অত্যাচারের প্রতিবাদ করে।

সুইনবার্ন

১১৪. অন্যায়ের প্রতি বিদ্রূপ করা অপেক্ষা মহৎ কাজের জন্য সংগ্রাম করা ভালো।

–টেনিসন

১১৫. অন্যায়কারী অন্যায় কৃতের চাইতে অধিক দুর্ভাগা।

ডেমোক্রিটাস

১১৬. যদি কেহ তব মন্দ বলে,
তুমি কিছু বোলো নাকো।
অন্যায় যদি কেহ করে তব–
চুপ করে সয়ে থাকো।
চেষ্টা নাও অন্যায় হতে
মানুষেরে ফিরাবার।
নাও তুমি ভাই অপরাধীর
যতেক ক্ষমার ভার।

মির্জা গালিব

১১৭. মন্দ লোকেরা তাদের অপরাধগুলো লুকোতে এবং ভালো লোকেরা সেগুলো পরিত্যাগ করতে সচেষ্ট থাকে।

স্যামুয়েল জনসন

১১৮. ঈশ্বর আমাদের পাপকে ক্ষমা করলেও বিবেকের কাছে আমরা অপরাধী।

–উইলিয়াম জেমস

১১৯. ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজপুরুষের অত্যাচার ও বিচারাসনে বসিয়া বিচারকের অবিচারের মতো মন্দ কর্ম আর নেই।

–হযরত আলি (রা.)

১২০. সকল বিষয়েই আমার কর্মপন্থা থাকবে সুপারিশ করার মতো কিছু, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্যকর করার জন্য একটাও না।

–উইলসন এস. গ্রান্ট

১২১. সংসারের শ্রেষ্ঠ জিনিস মাত্রেই নিজের নিয়ম নিজেই সৃষ্টি করে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২২. যারা নিজেদের নিয়ে ভাবতে পারেন মন্থর আর আরামদায়কভাবে এবং হতে পারেন তাঁদের নিজের বিচারক, তাঁরা আইন মেনে চলেন। অন্যেরা নিজেদের ভেতরেই নিজেদের আইন টের পায়।

হেরমান হেসে

১২৩. অকর্মা আইন দরকারি আইনকেও দুর্বল করে ফেলে।

১২৪. অজ্ঞ মানুষেরা নিয়ম মেনে চলে, আর জ্ঞানীরা নিয়ম সৃষ্টি করে। ক্লাউডিয়ান ১২৫. নিষ্ঠুর লোক ঈশ্বরের দুশমন।

টমাস ফুলার

১২৬. তুমি যত নিষ্ঠুর হবে মানুষের কাছে তত রহস্যময় হয়ে উঠবে।

ই. বি. ব্রাউনিং

১২৭. যুক্তিতে না পারলে শক্তিতে দেখে নেব, এটাই বর্বর নীতি।

–শেখ সাদি

১২৮. নীরবতা মঙ্গল না করলেও ক্ষতি করে না।

জর্জ রিচার্ড

১২৯. জালেমকে শাস্তি দাও, মজলুমকে রক্ষা করো ও আদর্শের তরবারি ধরো, প্রয়োজন হইলে মরো; কিন্তু ইসলামের তরকারি নিরপরাধকে আঘাত করিবার জন্য নয়।

–আল-হাদিস

১৩০. সারাজীবন ভগবানের নাম করে মানুষ যে-সুফল পায় না, একটা মুহূর্তের ন্যায় কাজে হয়তো তুমি তা পাবে।

পারস্য প্রবাদ

১৩১. সূর্যের আলো যেমন সকলকে সমান উত্তাপ দেয়, ন্যায়বিচারও তেমনিভাবে সবার জন্য অপেক্ষা করে।

স্যার টমাস মুর

১৩২. ন্যায়বিচারের মতো এমন প্রকৃত মহৎ ও ঈশ্বরতুল্য সদ্‌গুণ আর নেই।

–এডিসন

১৩৩. আইনজ্ঞ আর চিত্রকরেরাই পারেন সাদাকে দ্রুত কালো করে ফেলতে।

–ডেনিস প্রবচন

১৩৪. লোকে বলে আইন,বোঝে সম্পত্তি।

–ইমারসন

১৩৫. যত বেশি আইন, তত কম ন্যায়।

জার্মান প্রবচন

১৩৬. আপনি কৌসুলি, আপনার দায়িত্ব মিথ্যে বলা, লুকিয়ে ফেলা, যে কোনোকিছুকে বিকৃত করা আর সবাইকে কাত করে ফেলা।

জাঁ জিরাদু

১৩৭. প্রতিটি নতুন সময়ই তার আইন জন্ম দেয়।

ম্যাক্সিম গোর্কি

১৩৮. মানুষের উচিত তাদের আইনের জন্যে লড়াই করা, যেমন উচিত তাদের নগরপ্রাচীরের জন্যে।

হেরাক্লিটাস

১৩৯. বিচারালয় খোদার দরবার, বিচারের মালিক খোদা। মানুষ তাহার প্রতিনিধি হিসাবে বিচারাসনে বলে। সেখানে মিথ্যার স্থান নাই।

–এ. কে. ফজলুল হক

১৪০. প্রভু, দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার; যার তরে প্রাণ
কোনো ব্যথা নাহি পায় তারে দণ্ডদান
প্রবলের অত্যাচার।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪১. বাঁচো এবং বাঁচতে দাও–এই হল সাধারণ বিচারের কথা।

রোজার এল. ডাটেন্স

১৪২. পণ্ডিতদের অনেকে বলেন পাপ-পুণ্য মানসিক বিচার–এ-পৃথিবীতে পাপ-পুণ্য বলে কোনোকিছুর অস্তিত্ব নেই, মানুষের সুবিধার জন্য, সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য পাপ-পুণ্য, ধর্ম, অধর্ম, সত্য-অসত্য–এই কথাগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এর উত্তরে আমি বলব, আমরা যখন কোনো কাজে অগ্রসর হই তখন কখনো পাই বিবেক আর মনের সমর্থন, আবার কখনো মনের মধ্য থেকেই আসে বাধা। আমি এটাকে শুধু সংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে চাই না–তা হলে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীতে ধর্ম আর সত্যের জয়ধ্বজা উড়ত না।

–জি, কে, চেস্টারটন

১৪৩. শিশু এবং বোকারা মিথ্যা বলে না।

জন হেউড

১৪৪. সত্যিকারের সমতা পৃথিবীতে কোনোদিন আসেনি এবং আসবে না। কিভাবে আমরা এখানে সকলে সমান হতে পারি? মানুষে যে ভেদাভেদ তা মস্তিষ্কের পার্থক্য। একমাত্র পাগল ব্যতীত কেউ বলবে না যে, আমরা সকলে একই মস্তিষ্কের শক্তি নিয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি।

–স্বামী বিবেকানন্দ

১৪৫. অধিকারলাভের যে মর্যাদা আছে, সে মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে অধিকার প্রয়োগকে সংযত করিতে হয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৬. মানুষের বড় পুণ্য হচ্ছে–যতই মূল্য দিতে হোক না কেন, অন্যায়ের সাথে যুদ্ধ করা।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু

১৪৭. অন্যায়কারী তার দুষ্কর্মের রশিতেই বাঁধা পড়বে এবং একদিন-না-একদিন তাকে কৃতকর্মের ফলভোগ করতেই হবে।

হযরত সোলায়মান (আ.)

১৪৮. আমার মনে হয়, অন্যায় করার চেয়ে অন্যায় সহ্য করাটা ভালো।

ইমারসন

১৪৯. কৃত অপরাধ স্বীকার না করার অর্থ অপরাধটি দুবার করা।

টমাস ফুলার

১৫০. একজন আহত ব্যক্তি তার ক্ষতস্থানের ব্যথা যত শীঘ্র ভুলতে পারে, একজন অপমানিত ব্যক্তি তার অপমানের জ্বালা তত সহজে ভুলতে পারে না।

–লর্ড চেস্টারফিল্ড

১৫১. আমাদের সমস্ত নিয়মকানুন আমাদের মঙ্গল কামনাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে।

থিওডোর পার্কার

১৫২. নীতিবানদের রাজ্যে রাজনীতি অচল।

ওয়েনডেল ফিলিপাস

১৫৩. নীতিবোধ কিংবা আরো স্পষ্ট করে বললে চারিত্রিক মূল্যবোধ সমাজ সংগঠনের প্রধান শক্তি।

–মোঃ মোর্তজা

১৫৪. যারা নীতিতে বিশ্বাসী নয়, বিশ্বাসী একমাত্র স্বার্থে, তাদের উন্নতি হয় বটে, কিন্তু পতনও আসে অপ্রতিরোধ্য গতিতে।

–লর্ড আর্থার

১৫৫. যেখানে বিচার আছে, সেখানে স্বাধীনতাও আছে।

টাস

১৫৬. যেদেশে বিচার নেই, সেদেশে সমস্যার কোনো সমাধান নেই। ম্যাসিঞ্জার ১৫৭. যে দুর্বল, সে সুবিচার করতে সাহস করে না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৮. আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে বিচার করার সময় আমরা ভবিষ্যতে কী করতে পারব তা ধরে নিজেদের বিচার করি। অন্যেরা যখন আমাদের সম্বন্ধে ভাবে বা বিচার করে তখন তারা আমাদের শুধু অতীত কার্যাবলির উপর দৃষ্টি রেখে বিচার করে থাকে।

লংফোলো

১৫৯. কৌশলের মধ্য দিয়ে মিথ্যে যেন না জেতে।

ইস্কিলাস

১৬০. যারা আইন তৈরি করেছে আইন মেনে চলায় তাদের চেয়ে বেশি পবিত্র দায় আর কারও নেই।

–জা আনুই

১৬১. ভালো আইন মানা না হলে তা ভালো সরকারকেও অক্ষম করে তোলে।

অ্যারিস্টটল

১৬২. আইন ভালো যদি আইনগতভাবে মানুষ একে মানে।

বাইবেল

১৬৩. আইন কেবলমাত্র তাদের জন্যেই তৈরি করা হয় যারা আইন বোঝে না, অথবা তাদের জন্যে যারা নগ্ন প্রয়োজনে তাকে মেনে চলে না।

–বের্টোল্ড ব্রেখট

১৬৪. আমি মানুষকে চোখ দিয়ে বিচার করি না, বিচার করি মন দিয়ে এবং আমার মনে হয় এটাই বিচারের সর্বোত্তম পথ।

–সেনেকা

১৬৫. অপরাধীর বিবেক সর্বদাই আতঙ্কের শিকার।

ন্যাথানিয়েল লী

১৬৬. মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতিটাই হলো বিবেক।

সুইডেন বোর্গ

১৬৭. বিবেকই হল মানুষের সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসী বন্ধু।

–ক্রাবি

১৬৮. মিথ্যাবাদী বলি যারে
সকলেই জানে,
তার সত্য, সত্য বলি
কেহই না মানে।
দুঃখের পিছনে সুখ,
ভাল অতিশয়,
আগে সুখ পরে দুঃখ
সহনীয় নয়।

–শেখ সাদি

১৬৯. হাকিম খুব জবরদস্ত, আইন খুব কঠিন, শাসন খুব কড়াকড়ি, কিন্তু এমন করিয়া স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হয় কি না সন্দেহ। এমন করিয়া যেখানে বিরোধ নাই সেখানে বিরোধ ওঠে, যেখানে বিদ্বেষের বীজমাত্র আছে, সেখানে তাহা অঙ্কুরিত ও প্লাবিত হইয়া উঠিতে থাকে। প্রবল প্রতাপে শান্তি স্থাপন করিতে গিয়া মহাসমারোহে অশান্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলা হয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭০. কোনো মিথ্যাই পুরানো হয় না।

–ও. ডব্লিউ. হোমস

১৭১. স্বচ্ছ বিবেক এমন একটা আয়না, যার মধ্যে তুমি তোমার সকল কর্মের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে। বিবেকের চাইতে বড় উপদেষ্টা কেউ নেই। অন্যের মধ্যে যে আচরণ দেখলে তোমার অন্তরে ঘৃণা বা বিরক্তি উৎপাদন হয়, তোমার নিজের সংশোধনের জন্য সেগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করাই যথেষ্ট।

–হযরত আলি (রা.)

১৭২. ক্রোধের বশে মানুষ মানুষকে হত্যা করে–সে হয়তো মানুষের ভুল, তার মধ্যে গভীর আক্ষেপ আছে স্বীকার করতে হয়; কিন্তু এই যে মানুষ মানুষের বিচার করে প্রাণদণ্ডের বিধান দেয়–এর মধ্যে যে চরম দীনতা, তার চেয়ে দুর্ভাগ্য বোধ করি মানুষের আর কিছু নেই। সমান অন্যায় করে অপরের কৃত অন্যায়ের প্রতিকারতার নাম ন্যায়।

–তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭৩. বিবেক সম্পূর্ণরূপে সুশিক্ষিত এবং এর কথায় যে কর্ণপাত না করে অচিরেই সে তার নিকট কোনোকিছু বলা বন্ধ করে।

স্যামুয়েল বাটলার

১৭৪. ন্যায়বিচার অত্যাচারীর জন্য জাহান্নামতুল্য।

–হযরত আলি (রা.)

১৭৫. আইনের চেয়ে অধিকার অনেক ভালো।

–স্যার লিউস মরিস

১৭৬. আমার হাত প্রত্যেকের জন্য এবং অন্যের হাত আমার জন্য।

টমাস পিকক

১৭৭. যে-আইন প্রকৃতির বিরুদ্ধে সে-আইন জাতির বিরুদ্ধে।

–মিল্টন

১৭৮. পাপ করে অনুতপ্ত না হওয়া এমন এক রোগ যার কোনো চিকিৎসা নেই।

–ইবনে আরবি

১৭৯. অসৎ মানুষের হৃদয়ের উত্তাপ পেয়ে পুলকিত হয়ো না।

জন ফ্লোরিও

১৮০. প্রতারণা হচ্ছে বিষাক্ত জলের মতো, যেদিকে যাবে সেদিকেই ক্ষতি করবে।

নিকোলাস রাউ

১৮১. যে মনকে সংযত করতে জানে সে-ই পাপ হতে দূরে থাকতে পারে।

ব্রান্টন

১৮২. অনায়ের প্রতি বিদ্রূপ করা অপেক্ষা মহৎ কাজের জন্য সংগ্রাম করা ভালো।

–টেনিসন

১৮৩. অন্যায় করে লজ্জিত না হওয়া আরেক অন্যায়।

সক্রেটিস

১৮৪. খারাপ লোকেরা তার অন্যায় কাজকে বারবার ক্ষমা করে, আর ভাল লোকেরা তা পরিত্যাগ করে।

–বেন জনসন

১৮৫. আমি দোষ বর্জিত মানুষ নই, আমিও অন্যায় করতে পারি এ চিন্তা সর্বক্ষণ করতে হবে।

ডাব্লিউ জি বেনহাম

২২. সময় ও কাল

সময় ও কাল

১. পৃথিবীতে থাকুক না সংখ্যাতীত কমপাস, লক্ষ্য একটাই আর সময়ই তার একমাত্র মাপকাঠি।

টম স্টর্পাড

২. সময় একটা বৃত্তের মতো আমাদের চারদিকে ঘোরে।

–জন হেউড

৩. মানব জাতির প্রতি বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে মহামূল্য সময়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

৪. সময় মানুষকে পরিপক্ক করে, কোনো মানুষ জ্ঞানী হয়ে জন্মলাভ করে না।

কার্ভেন্টিস

৫. বৃদ্ধ বয়স যদিও ঐশ্বর্যমণ্ডিত, তবু দুঃখ বয়ে আনে।

–জন ক্লার্ক

৬. হারানো সময় কখনো আর ফিরে আসে না।

অগহে

৭. বড় হতে হলে সর্বপ্রথম সময়ের মূল্য দিতে হবে।

চার্লস ডিকেন্স

৮. সময় তো চলে যায় সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন,
শেষ হয় তীরে গিয়ে; জীবন ফুরিয়ে যায় ঠিক
এমনি যখন প্রতি মুহূর্তের অতীতে গমন।

–ওমর আলী

৯. নতুন জিনিসের আকর্ষণে চমক থাকবেই কিন্তু তাই বলে পুরাতনকে অবহেলা কোরো না।

–মেনেন্ডার

১০. নতুন দিনই নতুন চাহিদা এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ঘটায়।

–জন লিডগেট

১১. আজকের সাথে গতকালের পার্থক্য থাকবেই।

আলেকজান্ডার স্মিথ

১২. আমি নষ্ট করেছি সময়, এখন সময় নষ্ট করছে আমায়।

শেক্সপীয়ার

১৩. বয়স চেহারার চেয়ে মগজে বেশি বলিরেখা সৃষ্টি করে।

–মতেইন

১৪. সময় ও পরিবেশ মানুষের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে। অ্যা

লবার্ট হারবার্ট

১৫. জীবনের গৌরবময় একটি ঘন্টা অর্থহীন দীর্ঘকালের চেয়ে শ্রেয়।

স্কট

১৬. বহু নববর্ষের পুনরাবৃত্তি বার্ধক্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

–এমিল ক্রটকি

১৭. বার্ধক্য ও যৌবনকাল একসঙ্গে বাঁচতে পারে না।

–শেক্সপীয়ার

১৮. উন্নতি হচ্ছে বর্তমানের কাজ এবং ভবিষ্যতের দৃঢ় প্রত্যয়। ইমারসন ১৯. সময় হল অনন্তের প্রতিবিম্ব।

ল্যারটিয়াস

২০. কেউ ভোলে না কেউ ভোলে
অতীত দিনের স্মৃতি।
কেউ দুঃখ লয়ে কাঁদে,
কেউ ভুলিতে গায় গীতি।

কাজী নজরুল ইসলাম

২১. যে দিনটা আসিয়া আমাদের প্রতিদিনকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয়, সেই দিন আমাদের আনন্দ। অন্য দিনগুলো বুদ্ধিমানের দিন, সাবধানের দিন, আর এক একটা দিন পুরা পাগলামির কাজে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করা।

রাবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২. বর্তমান মুহূর্তকে উপভোগ করো এবং অতীতের প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করো।

মার্শাল

২৩. কাল যে জীবনযাপন করবে তা অনেক দূরে, আজকের দিনটা বাঁচতে চেষ্ট করো।

হার্শাল

২৪. মনোহর মূর্তি হেরে ওহে জীব অন্ধকারে
ভবিষ্যতে করো না নির্ভর,
অতীতে সুখের দিনে পুনঃ আর ডেকে এনে
চিন্তা করে হয়ো না কাতর।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২৫. ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবাই হল জ্ঞানীর কাজ। পিঁপড়ে-মৌমাছি যখন ভবিষ্যতের জন্য ব্যতিব্যস্ত, তখন মানুষের কথা বলাই বাহুল্য।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

২৬. ভবিষ্যৎ ভেবে কেবা বর্তমানে মরে,
প্রসবের ভয় তবু পতিসঙ্গ করে।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

২৭. শুভদিন শুভকর্মেরই ফল, তাই সার্থক কর্মবহুল জীবনে শুভদিন অনেক আসে।

স্যামুয়েল রাওল্যান্ডসি

২৮. অল্পবয়সিও ঘন্টা হিসেবে বড় হতে পারে, যদি সে সময় নষ্ট না করে থাকে।

বেকন

২৯. প্রতিটি মুহূর্তের একটি নিজস্ব অর্থ আছে।

–এডমন্ড বার্ক

৩০. সকাল যেমন দিনের পূর্বাভাস, শৈশব তেমনি মানুষের পূর্বাভাস।

–মিল্টন

৩১. শৈশবরে প্রতিটি সুন্দর দিন এত বড় ছিল যে, তা বর্তমানের বিশ দিনের সমান।

–ওয়ার্ডসওয়ার্থ

৩২. সম্ভব হলে মানুষ শৈশবেই ফিরে যেতে চাইত। কেননা শৈশব একমাত্র দায়হীন কাল।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩৩. প্রাচীনের প্রতি শদ্ধাবোধ থাকার অর্থ নিজের অস্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা।

জন ব্রাইট

৩৪. সময় তাদের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে, যারা তার সদ্ব্যবহার করে।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

৩৫. সময় প্রত্যুষে আসে এবং রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকে। লংফেলো ৩৬. সময়ের অপব্যয় হল সব চেয়ে মূল্যবান ও অপচয়ী ধরনের ব্যয়।

থিওফারাসটাস

৩৭. বড় হতে হলে সর্বাগ্রে সময়ের মূল্য দিতে হবে।

–ডিকেন্স

৩৮. সময় হইলে গত কিন্তু একবার,
পার কি কিনতে দেহ ক্ষণামাত্র তার?
রাশি রাশি ধন দাও অমূল্য সময়
একবার গেলে আর আসিবার নয়।
নিতান্ত নির্বোধ যেই শুধু সেই জন
অমূল্য সময় করে বৃথায় যাপন।

যদুগোপাল

৩৯. নদীর স্রোত আর কালের স্রোতের মধ্যে মূল পার্থক্য এই যে, নদীর স্রোত ইচ্ছে করলে থামিয়ে দেয়া যায়, তার গতি পরিবর্তনও করা যায়; কিন্তু কালের স্রোতের উপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণক্ষমতা নেই।

–বি. সি. রায়

৪০. আজি হতে শত বর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি, আমার কবিতাখানি
কৌতূহল ভরে
আজি হতে শতবর্ষ পরে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪১. একটি দিন যা দিচ্ছে অপর দিন তা গ্রহণ করছে।

–জর্জ হার্বার্ট

৪২. স্মরণীয় দিনগুলোর পরিধি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

টমাস কেন

৪৩. ভবিষ্যতে কী হবে সে-চিন্তা করে মুষড়ে পড়া কল্যাণকর নয়; বরং বর্তমান থেকে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিতে হবে।

–এইচ. জি. ওয়েলস

৪৪. আজি মানবের নাইকো অতীত, নাইকো ভবিষ্যৎ
আছে শুধু তার ক্ষুধিত বর্তমান।
গাহিতে চাহিলে হাহাকারে মোর রোধে কন্ঠের পথ
সেতারে ঢিলা তারে বাজে নাকো তান।

কালিদাস রায়

৪৫. যার আশা নেই এবং ভয় নেই–তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

স্যার জন ডেভিস

৪৬. আমি ভভিষ্যৎকে বিচার করার কোনো পন্থাই জানি না, একমাত্র অতীত দিয়ে তার বিচার করে থাকি।

প্যাট্রিক হেনরি

৪৭. টাকাপয়সার অপব্যবহার করলে লোকে অমিতব্যয়ী লক্ষ্মীছাড়া বলে, সময়ের অপব্যবহার যে করে সেও অমিতব্যয়ী। সময়ের সদ্ব্যবহার করো, সময়ের আর এক নাম সম্পদ।

–ডা. লুৎফর রহমান

৪৮. সবচেয়ে বড় অপচয় আমরা যা করে থাকি, তা হল সময়।

ভলতেয়ার

৪৯. বাস্তবিক উপেক্ষিত হলে কালও মানুষকে ভয়ানক উপেক্ষা করে। তার জীবনকে ঘোর মরুভূমির ব্যর্থতায় ডুবিয়ে দেয়।

–আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

৫০. এই পৃথিবীতে প্রত্যেক কাজের একটা উদ্দেশ্য, একটা কাল ও একটা সময় আছে। জন্মাবার একটা সময় আছে, মরবারও একটা সময় আছে। গাছ রোপণ করার একটা সময় আছে আর রোপিত গাছ উপড়ে ফেলারও একটা সময় আছে।

বাইবেল

৫১. সময় চলে যায় না আমরা যাই, আর সময় থাকে।

অস্টিন ডকসন

৫২. সময় চলে যাচ্ছে বলে তুমি আহা আহা করছ; কিন্তু সময়কে কাজে লাগাচ্ছ

–জর্জ লিলিও

৫৩. সময়ের যথার্থ মূল্য কী তা আমি জানি, যেমন করে পার, সময় ছিনিয়ে নাও, অবরোধ করো এবং এর প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাও, উপভোগ করো। কখনোই যা আজ করতে পার তা কালের জন্য তুলে রেখো না।

–চোর ফিল্ড ৫৪. সময়ের মাঝে কাজের সময়ই সবচেয়ে কম। সময়ের অপচয়ের মানে হবে। পাপ করছ।

–আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

৫৫. দিন যায়, ক্ষণ যায় সময় কাহারো নয়
বেগে যায়, নাহি রয় স্থির,
সহায় সম্পদ বল সকলি ঘুচায় কাল
আয়ু যেন শৈবালের নীর।

–হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৬. জ্ঞানী যারা, তাঁরা নিরন্তর সময়ের প্রান্তর হতে মণিমুক্তা কুড়িয়ে নিচ্ছেন। তুমি আমি সুযোগের আশায় 'সময় নাই' বলে বা দারিদ্রের মিথ্যা অজুহাতে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকি।

–ডা. লুৎফর রহমান

৫৭. আমি অস্ট্রিয়ানদের পরাজিত করেছি, তার প্রধান কারণ হল তারা পাঁচ মিনিট সময়ের মূল্য অনুধাবন করতে পারেনি।

–নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

৫৮. একটা দিন চলে যাওয়া মানে জীবন থেকে একটা দিন ঝরে যাওয়া।

–রবার্ট ব্রাউনিং

৫৯. আগে সময় সম্বন্ধে সচেতন হও, তারপর কাজ করো।

–সিন্ডেলা

৬০. সময় যে-কোনো অবস্থার সম্মুখীন হয়, সময়ই বিগত ইতিহাস ঐতিহ্য ধারণ করে আগামী সময়কে সুন্দর করে।

হেনরি বার্গসন

৬১. মুহূর্ত বিলম্ব না করে জীবন শুরু করুন এবং প্রত্যেকটি দিনকে গণ্য করুন এক-একটি পৃথক জীবনসত্তারূপে।

–সেনেকা

৬২. সময়ের সমুদ্রে আছি, কিন্তু এক মুহূর্ত সময় নেই।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৩. জীবনে কিছু সময় হাসার জন্য, কিছু সময় গান করার জন্য এবং কিছু সময় প্রিয়জনকে ভালোবাসার জন্য রেখে দাও।

–ফিলিপ মাসটন

৬৪. আজি হতে শতবর্ষ আগে
হে কবি, স্মরণ তুমি করেছিলে আমাদের
শত অনুরাগে
আজি হতে শতবর্ষ আগে।

কাজী নজরুল ইসলাম

৬৫. স্মৃতির রোমন্থন অনেকটা চলচ্চিত্রের মতো, অন্ধকার না হলে ছবিগুলো স্পষ্ট হয় না।

শংকর

৬৬. জীবন ছোট এবং সময় দ্রুতগতিসম্পন্ন। ফুল ঝরে পড়ে এবং ছায়া শীঘ্রই সরে যায়।

ইলিয়ট

৬৭. পরবর্তী দিন কখনো সুখের হবে না বিগত দিনের চেয়ে।

–মিল্টন

৬৮. শেষ কহে, একদিন সব শেষ হবে
হে আরম্ভ, বৃথা তব অহংকার তবে।
আরম্ভ কহিল, ভাই যেথা শেষ হয়
সেইখানে পুনরায় আরম্ভ-উদয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৯. আজকার এই নবীন উষা কিছুকাল পরে অতীতের স্বপ্ন বলে মনে হবে। এই অসময়ে তোমার যাত্রা শুরু হোক। নিজেকে বিশ্বাস করো, এই তুচ্ছ দিনগুলি তোমাকে কত সম্পদ দান করে, তা তুমি পরে দেখে নিও। জীবনের দিনগুলি কি অপব্যবহার করা যায়? এই সাধের মানবজন্ম কি আর পাওয়া যাবে? তুমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক দিন হতে মণিরত্ন কুড়িয়ে নিতে পার। অর্থ সঞ্চয় করা আর সময়ের সদ্ব্যবহার করা একই কথা।

–ডা. লুৎফর রহমান

৭০. নিশ্চলের যে ভয়ংকর চলা তাহার রুদ্র বেগ যদি দেখিতে চাও তবে দেখো ওই নক্ষত্রমণ্ডলীর আবর্তনে, দেখো যুগ যুগান্তরের তাণ্ডব নৃত্যে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭১. প্রেমের মতন আমি শৈশবের স্মৃতি-তীর্থে বেড়ালাম ঘুরে
মনে হল ধন্য যেন অন্তহীন মরু–
প্রিয় যারা তাদের দেখা পেতে যেতে হবে পার হয়ে
বহু বহু দূরে
কেউ তারা ছেড়ে গেছে জীবনের পরপারে কেউ,
কেউ নিয়ে গেছে আরো কোনো জনে বিগত সবাই
পুরাতন পরিচিত মুখ গিয়েছে হারিয়ে।

–চার্লস ল্যাম

৭২. পিছনের অন্ধকার আবরণ তলে
নির্লিপ্ত নির্বাক তুমি বসিয়া বিরলে।
কত ফুল ঝরে গেল, রাজ্য ভাঙাগড়া
কত হলো তব বক্ষে হে অতীত মরা।

–আজিজুল হাকিম

৭৩. প্রতিদিন কোলাহল, প্রতিদিন চিতানল,
প্রতিদিন জগতের উদয় বিলয়।
এই যে অসংখ্য তারা অজর অমর পারা,
এরাও কি বিনাশের বশীভূত নয়?

–বিহারীলাল চক্রবর্তী

৭৪. দুদিনের জন্যই তো আমাদের জীবন, এই সামান্য সময়টুকু আমরা যেন ঘৃণ্যতার পায়ে বিকিয়ে না দিই।

–ভলতেয়ার

৭৫. যারা সময়ের সদ্ব্যবহার করে তারাই জীবনে সফলতা লাভ করে। যারা সময়মতো অর্থ সঞ্চয় করে, তারাও কোনোদিন অর্থকষ্টে পড়ে না।

–হযরত আলি (রা.)

৭৬. অর্থসম্পদ হারালে তা ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্বারা পূরণ করা যায়, জ্ঞানের অভাব হলে তা অধ্যয়ন দ্বারা লাভ করা যায়, স্বাস্থ্য নষ্ট হলে সংযম বা ওষুধ দ্বারা পুনরুদ্ধার করা যায়; কিন্তু সময়ের সদ্ব্যবহার না করলে তা চিরদিনের জন্যই চলে গেল।

–স্মাইলস

৭৭. বর্তমানের একটি দিন ভবিষ্যতের আগামী দুটি দিনের সমান।

ফ্রাংকলিন

৭৮. ফুরায় যা দেরে ফুরাতে।
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাসনেকো কুড়াতে
বুঝি নাই যাহা, চাই না বুঝিতে,
জুটিল না যাহা, চাই না খুঁজিতে,
পুরিল না যাহা কে রবে বুঝিতে তারি গহ্বর পুরাতে।
যখন যা পাস মিটায়ে নে আশ ফুরাইলে দিস ফুরাতে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৯. আহা পাত্র ভরে নাও, পায়ের তলা দিয়ে যে সময় চলে যাচ্ছে! আগামীকালের জন্ম হয়নি এবং গতকাল মৃত। এদের নিয়ে ছটফট করে লাভ নেই, যদি আজকের দিনটি মধুর হয়। এই ভগ্নস্তূপের

মধ্যে তো একটি মুহূর্তে জীবনউৎসে সুধাপানের জন্য একটিবারই হাত বাড়াতে পারা যায়। নক্ষত্রগুলি অস্তমিত হয়ে আসছে, নিরর্থক উষার দিকে স্বার্থবহ এগিয়ে চলেছে, তরান্বিত হও।

–ওমর খৈয়াম

৮০. আমি তোমাদের বলছি যে তোমরা মিনিটগুলির খেয়াল রাখো, তা হলেই দেখবে যে ঘন্টাগুলিও আপনা থেকেই নিজেদের খেয়াল রেখেছে।

চেস্টারফিল্ড

৮১. সময়ে যা সুন্দর, অসময়ে তা আবেদনহীন।

–এঞ্জেলা মরগ্যান

৮২. যা তুমি আজ করতে পার, তা কখনো কালকের জন্য ফেলে রাখবে না।

ফ্রাংকলিন

৮৩. জীবন ছোট এবং সময় দ্রুতগতিসম্পন্ন। ফুল ঝরে পড়ে এবং ছায়া শীঘ্রই সরে যায়।

ইলিয়ট

৮৪. জীবনের প্রতি ঘন্টা গত হলে সেই ক্ষণের নিরূপিত কর্ম আর হবে না। ঠাণ্ডা লোহার ওপর অসময়ের হাতুড়ির ঘা পড়লে কোনো লাভ নেই।

রাসকিন

৮৫. আমি সর্বদাই আমার কাজে যাওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের ১৫ মিনিট আগেই আমার কাজে উপস্থিত হয়েছি এবং এটাই আমাকে সত্যিকারের মানুষ হতে সাহায্য করেছে।

নেলসন

৮৬. বর্তমান বলে কিছু নেই, যে-মুহূর্তে যাকে বর্তমান বলি, সেই মুহূর্তেই তা অতীত হয়ে যায়–অতএব কালের মধ্যে আছে কেবল অতীত ও ভবিষ্যৎ–আর তাদের মধ্যে হাইফেন হয়ে আছে পরিস্থিতিহীন বিন্দুমাত্র বর্তমান, যা থেকেও নেই, যা এক মুহূর্তে থেকে সেই মুহূর্তেই নেই হয়ে যায়, রিক্ত; তাতে কোনো আবর্জনা কলুষ লাগাতে পারে না, তাই পবিত্র।

–বেগাস

৮৭. আজকের এই অল্প সময়ের মধ্যেই আছে জীবনের পূর্ণতা। কারণ গতকাল তো স্বপ্ন। আগামীকাল অনাগত; কিন্তু আজ যদি ভালো করে বাঁচা যায় তা হলে গতকালগুলো সুখের স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয় আর আগামীকালগুলো আশায় ভরে ওঠে। কালিদাস

৮৮. বর্তমানটাকেই ভালো সময় হিসেবে বিবেচনা করো এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হও।

–এনডিউ উলাং

৮৯. নগদ যা পাও হাত পেতে নাও
বাকির খাতায় শূন্য থাক,
দূরের বাদ্য কাজ কি শুনে
মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।

–ওমর খৈয়াম

৯০. চলো, খাই এবং আনন্দ করি, কারণ আগামীকাল নাও বাঁচতে পারি।

–ডর‍্যেথি পার্কার

৯১. গতদিনের সঙ্গে আগামীদিনের পার্থক্য থাকবেই।

আলেকজান্ডার স্মিথ

৯২. যখন সবকিছু হারিয়ে যায় ভবিষ্যৎ তখন থাকে।

বোভি

৯৩. জীবনকে তুমি যদি ভালোবাস তবে সময়ের অপচয় কোরো না। কারণ জীবনটা সময়েরই সমষ্টি দ্বারা তৈরি।

ফ্রাংকলিন

৯৪. হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে
মুখর দিনের চপলতা মাঝে স্থির হয়ে তুমি রও।
হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে কথা কও, কথা কও।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৫. পূর্বনির্ধারিত বন্দোবস্তক্রমে কারও সাথে সাক্ষাৎকার না করায় যে বিশ্বাসঘাতকতা রয়েছে তা পুরোপুরিভাবে অসাধুতার পরিচয়। কারণ তুমি মানুষের নিকট হতে টাকাপয়সা ধার নিতে পার, ঠিক তেমনি তার সময়ও ধার নিয়ে থাক।–হোরেসম্যান

৯৬. ভবিষ্যৎকে জানার জন্যই আমাদের অতীত জানা উচিত।

–জন ল্যাংকহন

৯৭. বর্তমান কাল ছুটিতেছে বলিয়াই স্তব্ধ অতীত কালের এত মূল্য। অতীত কালের প্রবল বেগ প্রচণ্ড গতি সংহত হইয়া যেন স্থির আকার ধারণ করিয়াছে। কালকে ঠাহর করিতে হইলে অতীতের দিকে চাহিতে হয়। অতীত বিলুপ্ত হইলেও বর্তমান কাল কেহ-বা চিনিতে পারে, কেহ-বা বিশ্বাস করে, তাহাকে সামলায় কাহার সাধ্য! কেননা, চিনিতে পারিলে জানিতে পারিলে তবে বশ করা যায়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৮. সব বুলি মিছা; শুনহ গোপনে একটি বচন সত্য সার
যে ফুল নিশায় পড়িছে ঝরিয়া সে নাহি কখন ফুটিবে আর।

ওমর খৈয়াম

২৩. প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

বাণী চিরন্তন – সম্পাদনা : ভবেশ রায় / মিলন নাথ ২৩. প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

১. প্রকৃতি এমন একটা পুস্তক খণ্ড যার সম্পাদক এবং প্রকাশক স্বয়ং বিধাতা।

ডব্লিউ. হেনলি

২. বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ভাব করার একটা মস্ত সুবিধা এই যে, সে আনন্দ দেয় কিন্তু কিছু দাবি করে না, সে তার বন্ধুত্বকে ফাঁসের মতো বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করে না, সে মানুষকে মুক্তি দেয়, তাকে দখল করে নিতে চায় না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩. তোমাতে আমাতে আছে মিল এই মাত্র
ঠকিতে যদিও শিখি, শিখিনি ঠকামি।
জীবনে জ্যাঠামি আর সাহিত্যে ন্যাকামি।
দেখে শুধু, জ্বলে যায় আমাদের গাত্র,
কারো গুরু নই, মোরা, প্রকৃতির ছাত্র,
আজো তাই কাঁচা আছি, শিখিনি পাকামি।

–প্রমথ চৌধুরী

৪. সুন্দর তুমি কতভাবে রূপে প্রকাশিছ আপনারে,
আকাশের নীল সাগরের জলে শ্যামল শস্যভারে।

–আ. ন. ম. বজলুর রশীদ

৫. আষাঢ় আকাশে আঁধার ঘনিয়ে আসে
জহুরী চাপায় সুরভী হাওয়ায় ভাসে,
আজি আমি নাই শুধু আমার প্রিয়ার পাশে।

করুণানিধি বন্দ্যোপাধ্যায়

৬. বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর; অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দোয়েল পাখি। চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম বট কাঁঠালের হিজলের-অশ্বত্থেরা করে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল–বট–তমালের নীল ছায়া বাংলার অনুরূপ রূপ দেখেছিলো;

জীবনানন্দ দাশ

৭. ঝড়কে আমরা সবাই ভয় পাই কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত–ঝড় আছে। বলেই শক্তিকে আমরা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারি।

টমাস ক্যাম্পবেল

৮. কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের ভেলা;
কাঁচা বাতাবীর মতো সবুজ ঘাস–তেমনি সুঘ্রাণ
হরিণের দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে।
আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের এই ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে-গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
এই ঘাসের শরীর ছানি–চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

জীবনানন্দ দাশ

৯. বরষার ভরা নদী জল থই থই
নদী তীরে একা বসে শুধু চেয়ে রই
কলকল অবিরল
কোথা যায় এত জল
খরতর ধারা ছুটে–দেখে ভীত হই।
ঢেউগুলো নাচে তার দুই কিনারায়
বৈকালী রোদ লেগে রূপ ঝলকায়
ওই দিক সীমানায়
যত দূর চোখ যায়
জল বিনে আর কিছু চোখে পড়ে কই?

বি. সি. রায়

১০. আমার ঘরের আশেপাশে যেসব আমার বোবা-বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছাল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজন্তুর আদি ভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছায় প্রাণের স্তরে, হাজার হাজার বৎসরের ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে নাড়া ওঠে সেও এই গাছের ভাষায়–তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই অথচ তার মধ্যে বহু যুগ-যুগান্তর গুনগুনিয়ে ওঠে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১. পলে পলে আলোকে পুলকে;
ভরি উঠে গোলাপ ঊষার,

স্ফুরিত পাপড়ি, দিকে দিকে,
কচি ঠোঁটে কি বলিতে চায়?

–সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১২. চৈত্র যে যায় পত্র ঝরা,
গাছের তলায় আঁচল বিছায়
ক্লান্তি অলস বসুন্ধরা।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩. শিউলি ফুলের নিশ্বাস বয়
ভিজে ঘাসের ‘পরে,
তপস্বিনী উষার পরা পুজোর চেলির
গন্ধ যেন
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪. মাটি যে আমাদের কত বড় আশ্রয়স্থল সমুদ্রের উপর অসহায়ভাবে ভাসমান না হলে হৃদয়ঙ্গম হয় না। সমুদ্রের কুলে বসে সমুদ্রকে দেখে এক মহান ভাবে আপুত হই; কিন্তু দিনের পর দিন যখন দশ দিকের নয় দিক কেবল সমুদ্রই দেখি আর দশম দিকে দেখি সমুদ্র দিগ্বলয়িত আকাশ তখন ভয়ে প্রাণ যায়।

অন্নদাশঙ্কর রায়

১৫. সাগরের প্রশংসা করো, কিন্তু স্থলে অবস্থান করো

হার্বার্ট

১৬. দিনান্তের মৌন সাজে নিষ্প্রভ সবিতা
সহসা মিশিল কোন অস্ত পারাবারে।
বিষাদে আবরে মুখ গাঢ় অন্ধকারে
সন্ধ্যারানী বক্ষে তার জ্বলে রক্ত চিতা।

কে. এম. শমসের আলী

১৭. হে মোর সন্ধ্যা, যাহা কিছু ছিল সাথে
রাখিনু তোমার অঞ্চল-তলে ঢাকি।

আঁধারের সাথী, তোমার করুণ হাতে
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখি।

–প্রবোধকুমার সান্যাল

১৮. দিনের আলোক রেখা মিলিয়ে দূরে।

নেমে আসে সন্ধ্যা ধীরে ধরণীর পুরে। তিমির ফেলেছে ছায়া, ঘিরে আসে কালোমায়া, প্রান্তর-কানন গিরি পল্লী মাঠঘাট একাকার হয়ে আসে আকাশ বিরাট।

শাহাদাত হোসেন

১৯. আকাশে সোনার মেঘ
কত ছবি আঁকে আপনার নাম তবু লিখে নাহি রাখে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০. মাটিকে ভালোবাসো, মাটি তোমাকে ভালোবাসবে।

ইবনে আহমদ

২১. রবি কিরণের চুম্বনে আনে ক্ষমা–
পাখির কাকলি দিয়ে আনন্দ জমা।
বাগিচার মাঝে স্রষ্টার নৈকট্য যত।
ধরণীতে আর বুঝি কোথা নেই তত।

ডরোথি ফ্রান্সিস গালি

২২. তারি সঙ্গে মনে পড়ে
মেঘলা দিনের গান
“বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদেয় এল বান।”

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩. রাত্র ফোঁটায় তারা আর নারীকে আরও উজ্জ্বলতায়।

বায়রন

২৪. রাত আমাদের সমস্যাগুলোকে না মিটিয়ে বরং আরও উজ্জ্বল করে তোলে।

–সেনেকা

২৫. রাত–যখন মিলিয়ে যায় শব্দ আর জ্যান্ত হয়ে ওঠে বস্তু। যখন সম্পন্ন হয় দিনের ধ্বংসাত্মক বিশ্লেষণ, আর যা-কিছু সত্যি সত্যি গুরুত্বপূর্ণ, হয়ে যায় ফের পূর্ণ এবং সমর্থ। যখন মানুষ জোড়া দেয় নিজের টুকরো-টাকরাগুলোকে, আর বেড়ে ওঠে গাছের মতো শান্ত।

সাঁ এক্সপেরি

২৬. কোনো মুসলমান কোনো ফসলের গাছ বা বাগিচা লাগাইলে বা ক্ষেতে শস্যের বীজ বপন করিলে তাহা হইতে যদি কোনো মানুষ বা পশুপাখি খায়, এমনকি যদি চোর চুরি করিয়াও নিয়া যায় তবে ঐ বাগানওয়ালা এবং ক্ষেত্রওয়ালা ছদগার সওয়াব পাইবে।

–আল-হাদিস

২৭. ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে
ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে,
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮. আমি বর্ষা, আসিলাম গ্রীষ্মের প্রদাহ শেষ করি,
মায়ার কাজল চোখে, মমতায় বর্মপুট ভরি।

–বেগম সুফিয়া কামাল

২৯. ওগো ও কর্ণফুলী!
তোমার সলিলে পড়েছিল কবে কার কানফুল খুলি;
তোমার স্রোতের উজান ঠেলিয়া কোন তরুণী কে জানে,
সাম্পান নায়ে ফিরেছিল তার দয়িতের সন্ধানে।
আনমনা তার খুলে গেল খোঁপা, কানফুল গেল খুলি,
সে ফুল যতনে পড়িয়া কর্ণে হলে কি কর্ণফুলী?

কাজী নজরুল ইসলাম

৩০. গাছগুলি যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওদের মধ্যে যেন একটা না-জানা ভাব আছে। সেই ভাবনায় বর্ষার মেঘের ছায়ায় নিবিড় হয়ে শীতের সকালের রৌদ্রে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই না-জানা ভাবনার ভাষায় কচি পাতায় ওদের ডালে বকুনি জাগে, গান ওঠে ফুলের মঞ্জুরিতে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১. ভিজে হয়ে আসে মেঘে এ দুপুর–চিল একা নদীটির পাশে
জারুল গাছের ডালে বসে বসে চেয়ে থাকে ওপারের দিকে;
পায়রা গিয়েছে উড়ে তবু চরে, খোপ তার; শসালতাটিকে
ছেড়ে গিয়ে মৌমাছি;–কালো মেঘ জমিয়াছে মাঘের আকাশে,
মরা প্রজাপতিটির পাখার নরম রেণু ফেলে দিয়ে ঘাসে
পিঁপড়েরা চলে যায়,দুই দণ্ড আম গাছে শালিখে শালিখে
ঝুটোপুটি, কোলাহলবউ কথা কও আর রাঙা বউটিকে
ডাকে নাকো–হলুদ পাখনা তার কোন যেন কাঁঠাল পলাশে।

জীবনানন্দ দাশ

৩২. এই মাঠে–এই ঘাসেফলসা এ ক্ষীরুয়ে যে গন্ধ লেগে আছে
আজো তার; যখন তুলিতে যাই টেকিশাক দুপুরের রোদে
শস্যের ক্ষেতের দিকে চেয়ে থাকি-অঘ্রানে যে ধান ঝরিয়াছে
তাহার দু'এক গুচ্ছ তুলে নেই, চেয়ে দেখি নির্জন আমোদে
পৃথিবীর রাঙা রোদ–চড়িতেছে আকাক্ষার চিনিচাপা গাছে—
জানি সে আমার কাছে আছে আজো–আজো সে আমার কাছে আছে।

জীবনানন্দ দাশ

৩৩. ঝরনা তোমার স্ফটিক জলের
স্বচ্ছ ধারা,
তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে সূর্য তারা।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪. আমার গোধূলি স্বপ্নে আজ তুমি অযুত বৎসর,
নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার তারা জেগে আরো নিভৃত একাকী।

ফররুখ আহমদ

৩৫. নদী প্রাণের টানে বয়ে যায়, তাই তার কোনো ক্লান্তি নেই। এই বয়ে যাওয়াতেই তার আনন্দ।

–এইচ, এস, মেরিম্যান

৩৬. প্রকৃতির ভাষা সর্বজনীন।

রিচার্ড জেফারিজ

৩৭. শান্ত নদী চাই না, যে নদী ভাঙতেও জানে, যার গতি আছে, সুর আছে, গান আছে সমুদ্রের সাথে, আকাশের সাথে যার চিরদিনের যোগ—আমরা চাই সেই নদী।

—গোলাম মোস্তফা

৩৮. প্রকৃতি যে-দরজা খুলে দিয়েছে, এ ছাড়া আর কোনো দরজা নেই জ্ঞানরাজ্যে পৌঁছুবার; প্রকৃতিতে যে-সত্য খুঁজে পাওয়া যায়, এর বাইরে আর কোনো সত্য নেই।

লুথার বারব্যাঙ্ক

৩৯. প্রকৃতি তার গোপন কথা একদিন বলবেই।

—এমিলি ডিকেন্স

৪০. বাতাস শুধায়, বলো তো কমল,
তব রহস্য কী যে।
কমল কহিল, 'আমার মাঝারে
আমি রহস্য নিজে।'

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪১. ফুল হচ্ছে পৃথিবীর হাসি। এই হাসির উৎকর্ষবিধানের জন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত।

—ইমারসন

৪২. উফুল্লতা আছে কেবল মোরগের; যত তুচ্ছ জিনিসই সে দেখুক না কেন, তার আনন্দ ঘোষণা করবে বিচিত্র আর সপ্রাণ দেহভঙ্গিমায়।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

৪৩. প্রকৃতি সবার কাছে মুক্ত এবং তার কোনো শত্রু নেই।

জেমস হ্যামন্ড

৪৪. প্রকৃতি আমাদের ইশারা করে অনেক কিছু বলতে চায়। কিন্তু প্রকৃতির ইশারা আমরা বুঝি না। বুঝতে পারলে আমরা অনেক উপকৃত হতে পারতাম।

জর্জ হার্বার্ট

৪৫. প্রকৃতি সবার কাছে মুক্ত এবং তার কোনো শত্রু নেই।

–জেমস হ্যামন্ড

৪৬. যে-মানুষ ঝরনার নয়নভোলা মনোহর রূপ দেখে মুগ্ধ হয় না, মুগ্ধ হয়ে অপরূপ বলে ওঠে না, জীবনকে বেশি করে ভালোবাসতে শেখে না, প্রেমিকাকে কাছে পেতে চায় না–সে বোঝে না ঝরনার কুলুকুলু ধ্বনির মর্ম। সে বোঝে না প্রকৃতির প্রকৃত সৌন্দর্য। জীবনের রহস্যও সে উপলব্ধি করতে পারে না।

৪৭. প্রতিটি সামাজিক ব্যবস্থাই প্রকৃতির বিরুদ্ধে যায়, আর প্রতিটি মুহূর্তেই প্রকৃতি তার অধিকার ফিরে পাবার চেষ্টা করছে।

–পল্ ভালেরি

৪৮. প্যাঁচা, ধনাত্মক নামের এই পাখি, শীতকালীন ভাষণের জন্যে পালক মুড়ে আলগা করে রেখে দেয়া এক পৌনঃপুনিক প্রশ্ন।

হ্যাল বোরল্যান্ড

৪৯. বুনোহাঁসেরা উত্তরে আসে মুক্তি আর অভিযানের বাণী নিয়ে। বৃহৎ আর দূরপিপাসু পাখিরও সে বেশি; মর্ম সে ভ্রমণলিপ্সা, অশেষ দিগন্ত আর সুদূর পর্যটনের। নিজেই সে ব্যাকুলতা আর স্বপ্ন, অন্বেষা আর বিস্ময়, শেকলহীন পা আর বাতাসপ্রেমী ডানা।

হ্যাল বোরল্যান্ড

৫০. বৃষ্টি! এর নরম স্থাপত্যবিদের হাতের আছে পাথর কাটার সামর্থ্য, আর আছে ছেনি যা পর্বতকেও দিতে পারে মোহনীয় গড়ন।

–হেনরি ওয়ার্ড বিচার

৫১. ভালো বৃষ্টি, খারাপ যাজকের মতোই, জানে না কখন চলে যেতে হয়।

ইমারসন

৫২. বৃষ্টি তৃণের জন্যে ভালো, আর ভালো প্রাণীর জন্যে যারা তৃণ খায়, আর ভালো প্রাণীর জন্যে যারা ওইসব প্রাণী খায়।

স্যামুয়েল জনসন

৫৩. বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা
আষাঢ় তোমার মালা
তোমার শ্যামল শোভার বুকে–
বিদ্যুতেরই জ্বালা।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৪. বিকেলের ঝড়ে কি হবে? কি হবে?
ঝড়কে রুখেছে কখন কে কবে?
দু'চারটে গাছ দু'একটা ঘর
পড়বে হয়তো, তবু তারপর
নামবে হয়তো, তবু তারপর
নামবে বৃষ্টি অঝোর ধারায়
ক্ষেত ও খামারে পাড়ায় পাড়ায়।

–আবদুর রশীদ খান

৫৫. শীত রাত ঢের দূরে, অস্থি তবু কেঁপে ওঠে শীতে।

জীবনানন্দ দাশ

৫৬. শীতকাল স্বর্গীয় জল আর মানুষের হৃদয়কে করে পাথর।

ভিক্টর হুগো

৫৭. আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে–এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়–হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়;
হয়তো বা হস হবো কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়
সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধভরা জলে ভেসে-ভেসে;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে।

জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;

জীবনানন্দ দাশ

৫৮. বসন্তকে আমি উপভোগ করি ফুলের পরে ফুলে, প্রত্যেকটিকেই মনে হয় আমার জন্যে শেষ উপহার।

আঁদ্রে জিদ

৫৯. শীতের হাওয়ায় লাগলো নাচন
আমলকীর ওই ডালে ডালে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬০. শীতকালে প্রতিটি মাইলই দ্বিগুণ।

জজ হাবার্ট

৬১. ফুল নেয়া ভাল নয় মেয়ে
ফুল নিলে ফুল দিতে হয়,
ফুলের মতন প্রাণ দিতে হয়।

জসীম উদ্দীন

৬২. আয়রে বসন্ত তোর ও
কিরণ মাখা পাখা তুলে।
নিয়ে আয় তোর কোকিল পাখীর
গানের পাতা গানের ফুলে।

–দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৬৩. প্রকৃতির কিছু-কিছু শাসন আছে যা আমাদের প্রত্যেককে মানতে হবে।

বেকন

৬৪. প্রকৃতি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তবুও মানুষ অগ্রগতির দিকে ধাবিত হয়।

রবার্ট ব্রাউনিং

৬৫. রূপে গন্ধে মানি তুমি জগতে অতুল,
পূজায় লাগ’ না কিন্তু, অনার্য গোলাপ
দেমাকে দেবতাসনে কর না আলাপ–
ফুলের নবাব তুমি, নবাবের ফুল।

–প্রমথ চৌধুরী

৬৬. বসন্তকাল একমাত্র মানুষ ব্যতীত অন্য সব জিনিসকেই যৌবন দান করে।

–জন পল রিচার্ড

৬৭. যেখানে ফুল বিলুপ্ত হতে থাকে, মানুষ সেখানে বাস করতে পারে না।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

৬৮. কুসুমের শোভা
কুসুমের অবসানে
মধুরস হয়ে
লুকায় ফুলের প্রাণে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৯. বুড়ো বটগাছ–
দ্বাপর হইতে কলির অবধি আজ
মাঠের সীমায় ঠায় দাঁড়াইয়া শূন্যে নজর তুলি
যেখানে ধরিতে চাহে হেলায় অঙ্গুলি।

বন্দে আলী মিয়া

৭০. আপনি কি মানুষকে বলবেন না যে ক্ষুদ্র এক খণ্ড ভূমিতে ফুলের চাষ করো? দেহের পক্ষে যেমন খাদ্যের আবশ্যক, আত্মার পক্ষেও তো রঙ ও সৌন্দর্যের প্রয়োজন তেমনি।

আগাথ হ্যারিসন

৭১. গোলাপের আকারে আয়তনে, তার সুষমায়, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পর সামঞ্জস্য বিশেষভাবে নির্দেশ করে দিচ্ছে তার সমগ্রের মধ্যে পরিব্যাপ্ত এককে, সেইজন্য গোলাপ আমাদের কাছে কেবল একটি তথ্যমাত্র নয়, সে সুন্দর।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭২. যতদিন বেঁচে আছি আকাশ চলিয়া গেছে কোথায় আকাশে
অপরাজিতার মতো নীল হয়ে আরো নীল–আরো নীল হয়ে
আমি যে দেখিতে চাই,–সে আকাশ পাখনায় নিঙড়ায়ে লয়ে

কোথায় ভোরে বক মাছরাঙা উড়ে যায় আশ্বিনের মাসে,
আমি যে দেখিতে চাই,–আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে,

জীবনানন্দ দাশ

৭৩. ঈশ্বরকে খোঁজার সবচেয়ে ভালো জায়গা হচ্ছে বাগানের মধ্যে তাঁকে খোঁজা। তুমি সেখানে তার জন্য মাটি খুঁড়ে তাঁকে খুঁজতে পার।

জর্জ বার্নার্ড শ

৭৪. বসন্তের হাওয়া সবে আরণ্য মাতায়
নৃত্য উঠে পাতায় পাতায়
এই নৃত্যের সুন্দরকে অর্ঘ্য দেয় তার,
"ধন্য তুমি" বলে বার বার।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৫. বেড়াল বেশ অভিজাত প্রাণী, আর বিচিত্র সব অসুখেও তারা ভোগে। কিন্তু এমন কোনো বেড়ালের দেখা আমি পাইনি যে নিদ্রাহীনতায় ভুগছে।

যোসেফ উড ক্রাচ

৭৬. বেড়ালেরা মানুষেরই মতো স্তাবক।

–ওয়াল্টার স্যাভেজ ল্যাওর

৭৭, এমন কোনো বিশ্বাস নেই যা ভেঙে পড়ে না একমাত্র বিশ্বস্ত কুকুরেরটা ছাড়া।

কনরাড জেড লরেঞ্জ

৭৮. রজনী শাওন ঘন, ঘন দেয়া গরজন
রিমি ঝিমি শব্দে বরিষে,
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে,
নিদ্রা যাই মনের হরিষে।

জ্ঞানদাস

৭৯. বর্ষা ঋতুটা মোটের উপরে শহরে মনুষ্যসমাজের পক্ষে তেমন সুখকর নয়– ওটা আরণ্য প্রকৃতির বিশেষ উপযোগী।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮০. খেলোয়াড়, অভিনেত্রী এবং নর্তকীর জীবনে মাত্র একটি ঋতুই আছে। তার নাম বসন্ত ঋতু।

শংকর

৮১. একি গরজত তোর, আজি এলোকেশ,
হাসির ফলকে নাচে তরিত চপলা,
গুরু গুরু তোপধ্বনি যেন রণবেশ,
আকাশ পাতাল ভয়ে হয়েছে উতলা।

সিরাজউদ্দিন চৌধুরী

৮২. কুকুরের সেরা বন্ধু তার নিরক্ষরতা।

অগডেন ন্যাশ

৮৩. প্রাণীরা আমাদের ভাইবন্ধু কিছু নয়; ওদের জাত আলাদা, আমরা কেবল জীবন আর সময়ের জালে ওদের আটকে ফেলেছি।

হেনরি বেস্টন

৮৪. শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি
উজল সকল বন।
মল্লিকা মালতী বিকশিত তিথি
মাতাল ভ্রমরাগণ।

দ্বিজ চণ্ডীদাস

৮৫. সকল কাজল করুণ নয়ন অধরে মধুর হাসি,
মলিন বসনা সন্ধ্যা দাঁড়ায় গগন কিনারে আসি।

–বেগম সুফিয়া কামাল

৮৬. ধান কাটা হয়ে গেছে কবে যেন–ক্ষেতে মাঠে পড়ে আছে খড়
পাতা কুটো ভাঙা ডিম–সাপের খোলস নীড় শীত।
এইসব উত্রায়ে ঐখানে মাঠের ভিতর
ঘুমাতেছে কয়েকটি পরিচিত লোক আজকেমন নিবিড়।

জীবনানন্দ দাশ

৮৭. হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো :
চারিদিকে চিরদিন রাত্রির নিধান;
বালির উপরে জ্যোৎস্না–দেবদারু ছায়া ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মতো : দ্বারকার; দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত্যু ম্লান।
শরীরে ঘুমের ঘ্রাণ আমাদের–ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন;
মনে আছে? শুধাল সে–শুধালাম আমি শুধু 'বনলতা সেন?'

–জীবনানন্দ দাশ

৮৮. সমুদ্রের বিশেষ মহিমা এই যে, মানুষের কাজ সে করিয়া দেয়, কিন্তু দাসত্বের চিহ্ন সে গলায় পরে না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৯. হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে চির-বিরহী
হে অতৃপ্ত! রহি রহি
কোন বেদনায়
উদ্বেলিয়া ওঠ তুমি কানায় কানায়?

কাজী নজরুল ইসলাম

৯০. আমিও তোমার মতো নিঃসন্তান হয়েছি এখন।
তীর নেই, শস্য নেই, পল্লী কুটির, কানন।
শুধু ঢেউ, চাঞ্চল্য, ফুলে ওঠা দীর্ঘশ্বাস,
আর সকল দিগন্ত জুড়ে ক্ষমাহীন ক্ষুধার বিস্তার।

বুদ্ধদেব বসু

৯১. কুকুরের মধ্যে সংহতির চেয়ে প্রেমের ভাগটা বেশি। আমাদের প্রতি ওরা খুবই সৎ। কিন্তু নিজেদের প্রতি একদমই সৎ নয়।

ক্লারেন্স ডে

৯২. জন্তু-জানোয়াররা বড়োই নিবেদিত বন্ধু–কখনো প্রশ্ন করে না, সমালোচনাও করে না।

জর্জ এলিয়ট

৯৩. জীবজন্তুদের সৃজনশীলতায় আমরা পরিয়ে দিয়েছি শেকল, তা ছাড়া আমাদের এসব দূরসম্পর্কীয় ভাইবোনদের পালক আর পশমও বড় নৃশংসভাবে আমরা ব্যবহার করেছি। ওরা যদি কোনো ধর্ম বানাতে পারত তা হলে নিঃসন্দেহে শয়তানের চেহারা হত মানুষের মতো।

উইলিয়াম র‍্যালফ ইঙ্গ

৯৪. শরতের রংটি প্রাণের রং। অর্থাৎ তাহা কাঁচা, বড়ো নরম। রৌদ্রটি কচি সোনা, সবুজটি কচি, নীলটি তাজা।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৫. মেঘ যদি না থাকত, তবে আমরা সূর্যকে এমনভাবে উপভোগ করতে পারতাম না।

জন রে

৯৬. অনেকের ধারণা–আরে দূর! সরকারি বাড়ি–গাছ লাগিয়ে কী হবে...দুদিন বাদে যেতেই হবে...। আর একটু ভাবুন, দুদিন বাদে কবরে যেতে হবে–তবে লাভ কী বিরাট বাড়ি করে, ক্ষণস্থায়ী দেহটাকে ঘিরে রাখা সিল্কের পোশাকে! এ-মনোভাব দুর্বলের, সুন্দর মানুষের নয়।

–এন. এম. হাসানুজ্জামান

৯৭. কুলায় কাঁপিছে কাতর কপোত,
দাদুরী ডাকিছে সঘনে
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৮. জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি,
দুটি যদি জোটে তবে অর্ধেকে
ফুল কিনে নিও হে অনুরাগী।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৯৯. মানুষ বা পশুর মতো ফুলের চেহারায়ও রয়েছে ভাবের অভিব্যক্তি। কতকগুলোকে দেখে মনে হয় যেন হাসছে, কতকগুলোর রয়েছে বিষণ্ন মুখভাব, কতকগুলো যেন চিন্তাক্লিষ্ট এবং সংশয়ী, এ ছাড়া প্রশস্ত আনন, সূর্যমুখী আর হালিহকের মতো অন্যগুলো অনাড়ম্বর, সরল এবং ঋজু।

–হেনরি ওয়ার্ড বিশার

১০০. আমার আসবে যবে জীবনের সন্ধ্যা,
দিবসের আলো যবে ক্রমে হবে ঘোর,
কানেতে পশিবে নাকো পৃথিবীর শোর,
মোর পাশে ফুটো তুমি, হে রজনীগন্ধা।

–প্রমথ চৌধুরী

১০১. প্রকৃতি বিধাতার অমূল্য দান।

টমাস

১০২. জন্মান্তরে শতবার সে নির্জন তীরে
গোপনে হৃদয় মোর আসিত বাহিরে–
আরবার সেই তীরে সে সন্ধ্যাবেলায়
হবে নাকি দেখা-শুনা তোমায় আমায়?

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৩. দূর দেশে তোরে বহুদিন ছিনু ভুলে পদ্মা মোর।
আবার শাওনে তোর কূলে কূলে
ভাঙনে লেগেছে জোর
নেমেছে বর্ষা ঘোর।

–হুমায়ুন কবীর

১০৪. এখানে সূর্য ছাড়ায় অকৃপণ
দু'হাতে তীব্র সোনার মতন মদ,
যে সোনার মদ পান করে ধানক্ষেত
দিকে দিকে তার গড়ে তোলে জনপদ।
ভারতী। তোমার লাবণ্য দেহ ঢাকে
রৌদ্র সোনায় পরায় সোনার হার,
সূর্য তোমার শুকায় সবুজ চুল
প্রেয়সী, তোমার কতো না অহংকার।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

১০৫. ঝর্ণা! ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত চন্দ্রিকা! চন্দন বর্ণা
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে
গিরি-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে
তনু তরী যৌবন, তাপসী অপর্ণা!

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১০৬. শীতের হাওয়া ছুঁয়ে গেল ফুলের বনে,
শিউলি বকুল উদাস হল ক্ষণে ক্ষণে,
ধূলি-ওড়া পথের পারে,
বনের পাতা শীতের ঝড়ে
যায় ভেসে ক্ষীণ মলিন হেসে আপন মনে।

–সুকান্ত ভট্টাচার্য

১০৭. নিশি অবসান, ওই পুরাতন
বর্ষা হয় গত।
আমি আজি ধূলিতলে এ জীর্ণ জীবন।
করিলাম নত।
বন্ধু হও, শত্রু হও, যেখানে যে কেহ রও
ক্ষমা করো আজিকার মতো
পুরাতন বয়সের সাথে
পুরাতন অপরাধ যত।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৮. পদ্মা! বাংলাদেশের আদুরী সলীল-কন্যা পদ্মা। আমি তোমায় ভালবাসি। অনন্তযৌবনা চিরকৌতুকময়ী এ কোন্ দুরন্ত মেয়ে তুমি! বিচিত্র তোমার রূপ, অদ্ভুত তোমার প্রকৃতি! কখনো শান্ত, কখনো চঞ্চল, কখনো লাস্যময়ী, কখনো অশ্রুময়ী, কখনো সবল, কখনো অভিমানিনী, কখনো বা কল্যাণময়ী, কখনো বা ভয়ংকরী। ঋতুচক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় তোমার মন, বদলে যায় তোমার রূপ।

–গোলাম মোস্তফা

১০৯. যে প্রকৃতির কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, তার চলার পথ শান্তিপূর্ণ হয়।

–জন কেবল

১১০. যন্ত্রণাকাতর মানুষকে প্রকৃতি আনন্দ দান করে।

হুড

১১১. আদর গরগর
বাদর দরদর
এ তনু ডরডর
কাঁপছে থরথর।
নয়ন ঢলঢল
কাজল কালোজল
ঝরে লো ঝরঝর।

কাজী নজরুল ইসলাম

১১২. আবার বসন্ত রাত্রি আমাদের দুয়ারে দিল হানা,
উন্মনা ছিলাম আমি তবু সে আমারে ভুলিল না।

–বেগম সুফিয়া কামাল

১১৩. যে বাগান ভালোবাসে, সে গৃহের সজীবতাকেও ভালোবাসে।

কুপার

১১৪. ঘাসের বুকের থেকে কবে আমি পেয়েছি যে আমার শরীর–
সবুজ ঘাসের থেকে; তাই রোদ ভালো লাগে–তাই নীলাকাশ
মৃদু ভিজে সকরুণ মনে হয়–পথে-পথে তাই এই ঘাস
জলের মতন স্নিগ্ধ মনে হয়–মউমাছিদের যেন নীড়
এই ঘাস–যত দূর যাই আমি আরো যত দূর পৃথিবীর
নরম পায়ের তলে যেন কতো কুমারীর বুকের নিঃশ্বাস
কথা কয়–তাহাদের শান্ত হাত খেলা করে তাদের খোঁপায় এলো ফাঁস
খুলে যায়–ধূসর শাড়ির গন্ধে আসে তারা অনেক নিবিড়।

–জীবনানন্দ দাশ

১১৫. সন্ধ্যা হয়–চারিদিকে শান্ত নীরবতা,
খড় মুখে নিয়ে এক শালিখ যেতেছে উড়ে চুপে;
গোরুর গাড়িটি যায় মেঠো পথ বেয়ে ধীরে-ধীরে;
আঙিনা ভরিয়া আছে সোনালি খড়ের ঘন স্তূপে;

–পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে;
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দু'জনার মনে;
আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে।

জীবনানন্দ দাশ

১১৬. বৃক্ষের ছায়া কত সাধকের জীবন সার্থক করেছে, বৃক্ষের শোভা কত শিল্পী ও কবির জীবনে প্রেরণা যোগাচ্ছে। গাছপালার যদি ইচ্ছামতো চলাফেরার শক্তি থাকত, তবে তারা এদেশ থেকে হিজরত করে যেখানে তাদের প্রতি যত্ন নেওয়া হয়, সেখানে চলে যেত।

–কাশতকার

১১৭. মৃত্যুর পর আমার শবদেহ যেন মাটিতে পুঁতে রাখা হয় যাতে ওটা পচে সারে পরিণত হয়ে সেখানকার গাছগুলোর উপকারে আসে।

স্যার জন রাসেরো

১১৮. কৃষ্ণ বসন পরিহিতা ওগো এলায়িত বেণী সন্ধ্যা,
মলয় পবন-সঙ্গিনী ওগো হৃদয়-অলকনন্দা– মায়ার যষ্টি করে,
আঁখি-আবরণী 'পরে,
ছুঁয়ে দাও আসি সুপ্তি জড়ানো, ফুটিছে রজনীগন্ধা,
ক্লান্ত দেহের শান্তিদায়িনী, চিত্ততোষণী সন্ধ্যা।

জসীম উদ্দীন

১১৯. কালোমেঘ আকাশে তারাদের ডেকে
মনে ভাবে, জিত হল তার
মেঘ কোথা মিলে যায় চিহ্ন নাহি রেখে,
তারাগুলি রহে নির্বিকার।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২০. মালার ফুল বাসি হলেও মর্যাদা কমে না।

–মার্ক টোয়েন

১২১. আবার আসিল বরষা
অশ্রু-সলিল সরসা।

ঘনাইয়া এল কাজল-মায়া
তরু-পল্লব-পরশা।

–গোলাম মোস্তফা

১২২. আমাকে জীবিত অপবাদ দিও না এবং মরণের পর কবরে ফুল দিও না।

–কার্ল স্যান্ডবার্গ

১২৩. শিশুদের হাতে গাছের চারা লাগানো একটি খুশির কাজ। শিশুর কচি হাতের পবিত্র পরশে যে-গাছের জন্ম হল, সেই গাছই হয়তো পঞ্চাশ বছর পরে বৃদ্ধ পিতামাতাকে স্মরণ করিয়ে দেয় অতীতের মধুর পরিবেশের কথা। বৃদ্ধ পিতামাতার হাত দিয়ে ফলের গাছ লাগিয়ে রাখা সন্তানের লাভ। ফটোগ্রাফ মলিন হয়, কিন্তু স্মৃতির ভার নিয়ে গাছ দাঁড়িয়ে থাকে বহুঁকাল।

–হামিদউদ্দিন আহমদ

১২৪. পরিশ্রমী কৃষক এমন সব বৃক্ষও রোপণ করে থাকে, যার ফল সে নিজে কোনোদিন দেখতে পারে না।

সিসেরো

১২৫. আরক্ত সন্ধ্যার মুখে টেনে দিল রাত্রির নেকাব
মৃত্যুঘন অন্ধকার। এখন যায় না দেখা তার
তারুণ্যের স্বর্ণ বিভা, চিবুক নিটোল শুভ্রতার
মর্মরে খোদিত মুখ। প্রশ্ন আর পায় না জওয়াব।

ফররুখ আহমদ

১২৬. সাঁঝের আঁধার ঘিরল যখন শাল-পিয়ালের বন,
তারই আভাস দিল আমায় হঠাৎ সমীরণ।
কুটির ছেড়ে বাইরে এসে দেখি,
আকাশ কোণে তারার লেখালেখি
শুরু হয়ে গেছে বহুক্ষণ।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

১২৭. ধীরে সুমেরুর সুরে আসে সন্ধ্যারানী
সুনীল দুকুলে ঢাকি ফুলতনুখানি।
তরল গুণ্ঠন আড়ে

মুখশশী উঁকি মারে,
কম্পিত কষ্টুলী-ধীরে হৃদয়ের বাণী।

–অক্ষয়কুমার বড়াল

১২৮. এসো শীতকে ভালোবাসি, কেননা প্রতিভাবানদের এটিই বসন্তকাল।

–পিয়েত্রো আরেতিনো

১২৯. এল ফেব্রুয়ারি, অনুরাগের পয়লা চিরকুট হাতে এক কিশোরী, হাওয়ায় ওড়া চুলে লাল বাঁধন, ঠোঁটে স্থির হয়ে আছে চুমু, মুখের হাসিটির পেছনে লুকোনো খেয়ালি খিটিমিটির ঘোর।

হ্যাল বোরল্যান্ড

১৩০. মার্চ এলোমেলো চুলের এক গেছোমেয়ে, মুখে ঠাট্টার হাসি, চপ্পলে মাখামাখি কাদা, আর কন্ঠস্বরে খুশির আমেজ।

হ্যাল বোরল্যান্ড

১৩১. অক্টোবর হল ঝরা পাতা, আরও স্পষ্টভাবে দেখা ছড়িয়ে পড়া দিগন্তও এটি। এ হল আর একবার দেখতে পাওয়া দূরের পাহাড়, তার মাথার ওপর আরও একবার তারাপুঞ্জের ঝলমল করে ওঠা।

–হ্যাল বোরল্যান্ড

১৩২. কি ফুল ফোঁটাবে তুমি হে বৈশাখ তোমার শাখায়
সে কথা তুমিই জানো, হয়তো যা তুমিও জানো না
তোমার প্রথম দিনে। বিধাতার মৌন অনুরোধ
পারে না হেলিতে, তাই ঘুরে ঘুরে আসে বারে বারে
প্রত্যেক চৈত্রের শেষে।

–অজিতকৃষ্ণ বসু

১৩৩. প্রকৃতির ভালোবাসাই একমাত্র ভালোবাসা, যা মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতারিত করে না।

বালজাক

১৩৪. সকাল থেকেই বৃষ্টির পালা শুরু,
আকাশ হারানো আঁধার জড়ানো দিন।
আজকেই, যেন শ্রাবণ করেছে পণ,
শোধ করে দেবে বৈশাখী সব ঋণ।

–বুদ্ধদেব বসু

১৩৫. সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সর্বপ্রথমে একটি বাগান স্থাপন করেন। আর বস্তুতপক্ষে বাগানই হচ্ছে মানবিক আনন্দের সবচেয়ে পবিত্র উৎস।

বেকন

১৩৬. সমস্ত নদীই সমুদ্রবক্ষে পতিত হয়, কিন্তু তবু সমুদ্র পূর্ণ হয় না।

–ডব্লিউ. ই. হেনলি

১৩৭. ফুলের আয়ু কত স্বল্প, কিন্তু সেই স্বল্প জীবনপরিধিই কত মহিমাময়।

–টমাস উইলসন

১৩৮. ঝম্ ঝম্ ঝম্ নামে বরষা
ধরণী উচ্ছসি জাগে শ্যাম সরসা!
উচ্ছলিত ভরা নদী জাগে কলোলে
তীরে বন মল্লিকা কেতকী দোলে।

–শাহাদাৎ হোসেন।

১৩৯. প্রকৃতি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরেরই সাকার মূর্তি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে তার নিরাবয়ব রূপ প্রকৃতি।

বি. সি. রায়

১৪০. ঐ দেখ গো আজকে আবার পাগলি জেগেছে,
ছাইমাখা তার মাথার জটায় আকাশ ঢেকেছে;
মলিন হাতে ছুঁয়েছে সে ছুঁয়েছে সব ঠাঁই,
পাগলি মেয়ের জ্বালায় পরিচ্ছন্ন কিছুই নাই।

–সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১৪১. শয়ন শিয়রে ভোরের পাখির রবে
তন্দ্রা টুটিল যবে।
দেখিলাম আমি খোলা বাতায়নে
তুমি আনমনা কুসুম চয়নে
অন্তর মোর ভরে গেল সৌরভে।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

১৪২. আমি চারটি দেয়াল এবং একটি ছাদের অত্যাচারে ক্লান্ত। আমি সবুজ ঘাসে পা ডুবিয়ে বুক ভরে নিশ্বাস নিতে চাই।

–জন ম্যাসফিল্ড

১৪৩. ধরা তব আদরিণী মেয়ে
তাহারে দেখিতে তুমি আস মেঘ বেয়ে
হেসে ওঠে তৃণে শস্যে দুলালী তোমার,
কালো চোখ বেয়ে ঝরে হিমকণা আনন্দাশ্রুভরা
জলধারা হয়ে নামো, দাও কত রঙিন যৌতুক।

কাজী নজরুল ইসলাম

১৪৪. প্রকৃতি বিদ্রোহ করে কিন্তু তাতে মানুষের জয়যাত্রা ব্যহত হয় না বরং নব উদ্যমে এগিয়ে চলে।

–জেমস বি. কেনিয়ন

২৪. আদেশ-উপদেশ

বাণী চিরন্তন – সম্পাদনা : ভবেশ রায় / মিলন নাথ ২৪. আদেশ-উপদেশ

আদেশ-উপদেশ

১. কেউ আদেশ করবে আর কেউ মেনে নেবে এইটাই নিয়ম। কিন্তু যারা আদেশ করবে তাদেরও আবার কারও আদেশ মেনে চলতে হবে।

–মালো

২. বিয়ে করার জন্যে বা যুদ্ধে যাবার জন্যে কাউকে উপদেশ দিও না।

–স্পেনীয় প্রবাদ

৩. যে উপদেশই দাও তা যেন খুব ছোট হয়।

–হোরেস

৪. উপদেশ দেওয়া অত্যন্ত সহজ–কিন্তু উপদেশ পালন করা খুব শক্ত কাজ।

–ভবেশ রায়

৫. হযরত ইব্রাহিম আদহাম (রা.)-এর কতগুলো স্মরণীয় উপদেশ–

(ক) অতিভোজী কখনোই ইবাদতে শান্তি পাবে না।

(খ) যে অত্যধিক ন্দ্রিা যায় তার আয়ু কমে যায়।

(গ) যে-ব্যক্তি কেবল মানুষেরই মন জোগায় সে আল্লাহতা'আলার মন জোগাতে সমর্থ হবে না।

(ঘ) যে অধিক কথা বলবে, তার থেকে মিথ্যা ও পরনিন্দা নিশ্চয়ই বের হবে। ৬. যখন কোনো লোক তোমার কাছে উপদেশের জন্য আসে বস্তুত সে তোমার কাছ থেকে তার প্রশংসাই শুনতে চায়।

–চেস্টারফিল্ড

৭. প্রাচুর্যের মাঝে থাকাকালে দুখিদের প্রতি উপদেশ দেয়া খুবই সহজ।

–এসকাইলাস

৮. কারো না মনবগণ
বৃথা ক্ষয় এ জীবন
সংসার সমরাঙ্গণ মাঝে;

সঙ্কল্প করেছ যাহা,
সাধন করহ তাহা
রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।

–হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৯. মানুষ এত সহজে কোনো জিনিসই বিলিয়ে দেয় না, যত সহজে সে উপদেশ বিলিয়ে দিয়ে থাকে।

–রো চে ফুঁকো

১০. সৎ উপদেশকে টাকার মূল্যে পরিমাপ করা যায় না।

ইরাসমুস

১১. অনেকেই উপদেশ পায়; কিন্তু জ্ঞানী যারা তারাই তা লক্ষ করে তার দ্বারা লাভবান হয়।

সাইরাস

১২. অন্যকে উপদেশ দিতে
পাণ্ডিত্যের কমতি কারও নাই।
স্বয়ং আচরি ধর্ম শিক্ষা দেন
শুধু মহাত্মাই।

–চাণক্য পণ্ডিত

১৩. সংযত হও, কিন্তু নির্ভীক হও, সরল হও, কিন্তু বোকা হয়ো না। বিনয়ী হও, তাই বলে দুর্বল-হৃদয় হয়ো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

১৪. অযাচিত উপদেশ দিতে নেই।

জার্মান প্রবাদ

১৫. ভাবুকরা উপদেশ দিতে পারে, কাজ করতে পারে না।

মার্থা গ্রীন

১৬. যাহা তুমি স্বয়ং কর না বা করিতে পার না, তাহা অন্যকে উপদেশ দিও না।

–হযরত আলি (রা.)

১৭. ধৈর্য, সততা, ভদ্রতা, নম্রতা ও উদারতা জ্ঞানীর লক্ষণ, যে কথা বললে জ্ঞানের কথা বলবে, কারও দোষ দেখলে প্রচার করবে না, দান করবে কিন্তু গঞ্জনা দেবে না, সচ্ছল অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে, যথাসম্ভব কিছু প্রার্থনা করবে না, অভাবীকে কটাক্ষ করে না, সৎ কাজে অলসতা করে না, বিপদে আল্লাহকে ভোলে না, নিজ ধনে অন্যের মঙ্গল খোঁজে, অন্তর ও বাইরে একরূপ, অন্যের জানমাল রক্ষার জন্য নিজের জানমাল বিসর্জন দেয়, কৃপা করেও কৃতজ্ঞ থাকে।

–লোকমান হেকিম

১৮. সিংহকে যদি শৃগাল উপদেশ প্রদান করে তবে বুঝতে হবে শৃগালই বুদ্ধিমান।

–উইলিয়াম ব্লেক

১৯. মিষ্টিভাবে আদেশপ্রদানের মধ্যেও প্রবল শক্তি নিহিত থাকে।

জর্জ হার্বার্ট

২০. যদি তুমি জজ হতে চাও তবে তদন্ত করো, আর যদি প্রশাসক হতে চাও তবে আদেশ করো।

সেনেকা

২১. যারা আমার নামে কোনো মিথ্যা মত বা উপদেশ চালিয়ে দেয়, তারা আমার উম্মত নয়, তারা হবে দোজখের অধিবাসী।

–আল-হাদিস

২২. আজ্ঞাবহতা এককভাবেই আদেশ করবার অধিকার দিয়ে থাকে। ইমারসন

২৩. ঠাট্টা করিও না, করিলে সম্মান নষ্ট হইবে। মিথ্যা বলিও না, বলিলে ইমানের জ্যোতি নষ্ট হইবে। নিরাশ হইও না, হইলে হকের উপর থাকিতে পারিবে না। আলস্য করিও না, করিলে কর্তব্যকর্মে ত্রুটি হইবে।

–আল-হাদিস

২৪. যে শুধু উপদেশ দেয় সে উপদেশ মেনে চলে না।

–সেনেকা

২৫. হও ধরমেতে ধীর
হও করমেতে বীর,
হও উন্নত শির নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান
হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান হবে জয়।

অতুলপ্রসাদ সেন

২৬. যে তোমার উপদেশ শুনিতে চাহে তাকে ছাড়া আর কাহাকেও উপদেশ দিও না।

–হযরত আলি (রা.)

২৭. ভীরুকে সাহস দাও, দুর্বৃত্তকে এড়িয়ে চলো, জ্ঞানীর সঙ্গে কাজ করো।

–হুইটম্যান

২৮. যে-ব্যক্তি অন্যকে সৎকর্মের উপদেশ দেয় আর নিজে সৎকর্ম করে না, সে ব্যক্তি মশালবাহী অন্ধের ন্যায়–অন্যে তার দ্বারা পথ দেখে কিন্তু নিজে দেখতে পায় না।

–প্লেটো

২৯. একটি সৎ উপদেশ দান, এক লাখ টাকা দানের চেয়েও শ্রেয়।

–বি. সি. রায়

৩০. একটি ভাল উপদেশ, একটি জীবনকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

–বি. সি. রায়

৩১. উপদেশ কদাচিৎ সমাদর পেয়ে থাকে, যাদের উপদেশ খুব প্রয়োজন তারাও তা অপছন্দ করে থাকে।

–জনসন

৩২. অসৎ লোকের সৎ উপদেশও লোকে শোনে না।

বি. সি. রায়

৩৩. জনতার মাঝে কখনো উপদেশ দিও না।

–আরবি প্রবাদ

৩৪. প্রকৃতি যে আদেশ করে সে আদেশ মানতে সবাই বাধ্য।

উইলিয়াম ক্লার্ক

৩৫. শুধু সে-ই নিশ্চিত শাসন করতে পারে যে আনন্দের সঙ্গে আজ্ঞা পালন করতে শিখেছে।

–টমাস এ. কেমপিস

৩৬. যাকে উপদেশ দেয়া যায় তাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়।

–মোসফুলার

৩৭. মিষ্টিভাবে আদেশপ্রদানের মধ্যেও প্রবল শক্তি নিহিত থাকে।

জর্জ হার্বাট

৩৮. অমি সেই আদেশ পালন করব, যে-আদেশপালনে আমার আদর্শের সংঘাত নেই।

হেনরি টেলর

৩৯. অন্যায় আদেশ পালন কোরো না। কাউকে অন্যায় আদেশ দিয়ো না।

–ডোরান

৪০. পরামর্শ বুদ্ধিকে পরিপক্ব করে।

ড্রাইডেন

৪১. ভালো কথা মন্দ লোকে বললেও তা গ্রহণ করবে।

সক্রেটিস

৪২. সঙ্কটে পতিত হলে সঙ্কট অতিক্রমকারীদের পরামর্শ গ্রহণ করো।

নিকোলাস মুলার

৪৩. তর্কের বেলায় গৃহিণীর যুক্তিকে অকাট্য বলে কাজের বেলায় নিজের যুক্তিতে চলাই সৎ পরামর্শ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৪. তুমি নিজেকে যতটা ভালো পরামর্শ দিতে পার, অন্য কেউ ততটা পারে না।

আর্থার হেল্প

৪৫. অন্যের সদুপদেশ যে গ্রহণ করে না এবং বই কম পড়ে–সে ভুল করে।

রউক্স

৪৬. ভাবুকরা উপদেশ দিতে পারে, কাজ করতে পারে না।

মার্থা গ্রীন

৪৭. এক মাথার সুপরামর্শ হাজার লোকের উপকার সাধন করতে পারে।

–জন ওয়েবস্টার

৪৮. লৌহদণ্ড যেমন পাথরের গায়ে বিদ্ধ হয় না, তেমনি কালো অন্তরে সদুপদেশ ক্রিয়া করে না।

–শেখ সাদি

৪৯. ভালো করে না দেখে কিছু পান করবে না, ভালো করে না পড়ে কিছুতে সই দেবে না।

–স্পেনীয় প্রবাদ

৫০. সৎ পরামর্শের চেয়ে কোনো উপহার অধিক মূল্যবান নয়।

ইমরাসন

২৫. খেলাধুলা ও শরীরচর্চা

খেলাধুলা ও শরীরচর্চা

১. জাতির চরিত্র গঠন করতে হলে আমাদের বয়ঃকনিষ্ঠদের মধ্যে খেলাধুলা বৃদ্ধি করার উপর জোর দিতে হবে তা হলেই তারা সত্যিকার উপযুক্ত নাগরিক হতে পারবে।

–জওহরলাল নেহরু

২. যে-খেলায় জয়-পরাজয় নেই, তা আদৌ খেলা নয়। গ্রান্ডল্যান্ড রাইস ৩. খেলাধুলা হচ্ছে একটি দর্শন।

–বার্ট্রান্ড রাসেল

৪. যে-শিশু খেলাধুলা করে না; সে শিশু বড় হবার যোগ্যতা অর্জন করে না।

–মার্গারেট প্রিস্টন

৫. কৃতিত্বপূর্ণ জীবন গড়ার একমাত্র মাধ্যম হল খেলাধুলা। কেননা, এটা পরাজয়ের আনন্দ, জয়ে গৌরব এবং সর্বদা নিয়মানুবর্তিতা ও সুশৃঙ্খল হতে শিক্ষা দেয়।

–এ. কে. ফজলুল হক

৬. মনের জন্য যেমন গান, দেহের জন্য তেমন ব্যায়ামের প্রয়োজন।

প্লেটো

৭. আমি বিশ্বাস করি সুস্থ আত্মা শারীরিক উন্নতির সহায়ক, আর সুস্থ দেহ মনকে উন্নত ও দৃঢ় করে এবং জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করে।

–প্লেটো

৮. শারীরিক শিক্ষা হচ্ছে এমন একটি শিক্ষাপন্থ যার মধ্যে আছে বাস্তব অভিজ্ঞতাসঞ্জাত সেই চঞ্চল ভঙ্গীয় (মটর অ্যাকটিভিটিস) ক্রিয়াকলাপ যার প্রধান বিষয়বস্তু হবে আচরণ-পদ্ধতি।

–কিল পেট্রিক

৯. সুখলাভের প্রকৃত পন্থা হইল অপরকে সুখী করা। দুনিয়াকে যেমন পাইয়াছ তাহার চেয়ে একটু শ্রেয়স্কর রাখিয়া যাইতে চেষ্টা করো, যেন তোমার মৃত্যুর পালা যখন আসিবে তখন সানন্দে মৃত্যুবরণ করিতে পার, এই অনুভূতি লইয়া যে তুমি অন্তত তোমার জীবন নষ্ট কর নাই; বরং সাধ্যমতো উহার সদ্ব্যবহার করিয়াছ। এইভাবে সুখে আঁচিতে ও সুখে মরিতে প্রস্তুত থাকো। সর্বদা তোমার 'স্কাউট প্রতিশ্রুতি' আঁকাড়াইয়া থাকো–বাল্যকাল চলিয়া গেলেও ঈশ্বর তোমার এই কার্যে সহায় হউন।

লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল

১০. ব্যায়াম সম্বন্ধে ইহাও মনে রাখা কর্তব্য যে, তাহা নিয়মিত অথচ স্বেচ্ছমতো স্বাস্থ্যকর অথচ অন্যদিকে কার্যকর হয়।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১১. আমাদের বেছে নেয়ার জন্য খেলার দুটি আনন্দ রয়েছে; এদের একটি হল জয়ের, অপরটি হল পরাজয়ের।

বায়রন

১২. আপনারা লেখাপড়ার সাথে খেলাধুলা করবেন, তাতে জ্ঞান ও স্বাস্থ্য উভয় লাভ করা যাবে। জ্ঞান দেয় চিন্তার সমাধান, আর স্বাস্থ্য দেয় আহ্লাদ।

বিধানচন্দ্র রায়

১৩. অলিম্পিক প্রতিযোগিতা আমাদের একথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা বিভিন্ন জাতি কৃষ্টি ও শ্রেণীযুক্ত হলেও আমরা নির্বিশেষে একই দলভুক্ত আর দলটি হল যে আমরা সবাই মানুষ।

এ. কে. ফজলুল হক

১৪. যখন কোনো বড় ক্রীড়া-লেখক খেলার ফলাফল লিখতে আসেন, তুমি জিতেছ কি হেরেছ তা তিনি লক্ষ করেন না; তিনি লক্ষ করেন, তুমি কেমনভাবে খেলাটি খেলেছ।

–গ্রান্ডল্যান্ড রাইস

১৫. খুশিতে উচ্ছল
তুমি ফুটবল
পুরোপুরি আধুনিক
ময়দানে ফুটবল
ছুরি কাঁচি ব্লেড ক্ষুর
চলে আজ অবিরল।
খেলা আর খেলা নয়
খেলা আজ যুদ্ধ,
সকলে সৈনিক
দর্শকসুদ্ধ।
ইট ছোড়ো ঝাঁকে ঝাঁকে
প্রয়োজনে আধলা
মাঠ জুড়ে এনে দাও
রক্তের বাদলা।

মনিরুল কাগজী

১৬. সাহিত্য সৌন্দর্যের মনোভাব সৃষ্টি করে, আর দর্শন সৃষ্টি করে মৃত্যুভয় এবং খেলাধুলা সুঠাম স্বাস্থ্যের আনন্দ আনয়ন করে এবং এটাই স্বর্গের চাবিকাঠি।

বিধানচন্দ্র রায়

১৭. শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে দৈহিক শক্তি যখন কার্যক্ষম, তেজস্বী এবং দৃঢ় হয়, তখন শিক্ষিত বুদ্ধিবৃত্তি, উচ্চনৈতিক আদর্শ, নিয়ন্ত্রিত চেতনাই ব্যক্তি এমনকি রাষ্ট্রের সম্পদ হয়ে ওঠে। কাজেই, শারীরিক উৎকর্ষের সঙ্গে নৈতিক চেতনা, দৈহিক সুস্থতা, কার্যক্ষমতা এবং বুদ্ধিবৃত্তি ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত।

–ডসলার

১৮. মানুষের শরীর একটি দুর্গবিশেষ। একে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হলে শরীরচর্চার মাধ্যমে অবশ্যই সদৃঢ় করতে হবে।

–ইকবাল

১৯. শরীরচর্চা ও খেলাধুলাতে জীবনের প্রথম থেকেই উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন যাতে এর সুফল সারাজীবন ধরে ভোগ করা যায়।

–পোপ দ্বিতীয় পায়াস

২০. খেলাধুলা না করলে নিছক বিদ্যা অনুশীলনে যৌবনের উদ্যম, শক্তি ও কর্মক্ষমতার অপচয় ঘটবে।

ব্যারন পিয়ারে দ্যা কুবার্তা

২১. যে-খেলায় হারজিতের ব্যবস্থা নেই, সে-খেলা একেবারেই নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

জর্জ চ্যাম্পম্যান

২২. খেলাধুলাও এক বিশেষ ধরনের যুদ্ধ। কিন্তু নির্মল, পবিত্র এবং আনন্দদায়ক যুদ্ধ।

বি. সিরায়

২৩. ভগবানকে পেতে হলে ব্যায়াম করুন ও ব্রহ্মচর্য পালন করুন। খেলাধুলা করে জয়ী হবার সগ্রামে অভ্যস্ত হোন আর পরাজয়বরণ করে নতুন উদ্যমে এগিয়ে আসুন–তা হলেই মন ভগবানের সন্ধান লাভ করবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

২৪. তুমি বায়ুভুক সবে উৎসুক
বায়ুভরা তনু যদি বা কখনো
অজানা খেয়ালে ঢুকে যায় জালে
কারো বুকে ঝড় তীব্র মুখর
সারা মাঠ জুড়ে গোল গোল করে
কি যে উল্লাস তবু বিশ্বাস
নাহি রয় থির আকুল অধীর
এই বুঝি হায় উল্টা ঘটায়
নহ অপরূপা বসন ভূষণে
রাশি রাশি টাকা তোমার তোষণে। ...
গোল খেয়ে কেহ থর থর দেহ
কভু অচেতন ভীরু ক্রন্দন
কতনা অভাগা দিলে পেয়ে দাগা

বোবা বিস্ময় নির্বাক হয়ে
ওগো ফুটবল ফেলে আঁখি জল।

–মোঃ নুরুল ইসলাম

২৫. আজকের পৃথিবী চায় যেন প্রতিটি নাগরিক সৈনিক হয় এবং খেলাধুলাই তোমার জন্য সেই সুবিধা অনুযায়ী মানসিকতার সৃষ্টি করে যাতে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে জীবন গড়ে ওঠে।

–মাও সে-তুং

২৬. সংগ্রামী জীবনে মানুষকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলবার জন্য খেলাধুলার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য।

–বিধানচন্দ্র রায়

২৭. মানবসভ্যতার ইতিহাসে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এক যুগান্তরকারী অধ্যায়ের স্রষ্টা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকুক।

মিসেল ব্রেয়াল

২৮. অলিম্পিক বিজয়মাল্য লাভ করিয়া অলিম্পিক বিজয়ী যে কেবলমাত্র নিজেকে গৌরবান্বিত করে তাহা নহে, নিজের মাতৃভূমিকে মহিমান্বিত করে।

–এন্ডোকিডেশ

২৯. বিজয় মহান, কিন্তু বিজয়ের জন্য সংগ্রাম মহত্তর।

ব্যারন পিয়ারে দ্যা কুবার্তা

৩০. বিজয়ে মহানুভবতা, পরাজয়ে দৃঢ়তা।

ব্যারন পিয়ারে দ্যা কুবার্তা

৩১. মনের জন্য যেমন গান. দেহের জন্য তেমনি ব্যায়ামের প্রয়োজন।

প্লেটো

৩২. প্রতিদিন ভোরে উঠে একঘন্টা শরীরচর্চা করলে নিশ্চিতভাবে নীরোগ থাকা যায় এবং দীর্ঘায়ু লাভ করা যায়।

লিন্ডসে

৩৩. হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে অলিম্পিকের আলোকবর্তিকা এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে।
–সিগফ্রিড এন্ডস্টম

২৬. শরীর ও স্বাস্থ্য

বাণী চিরন্তন – সম্পাদনা : ভবেশ রায় / মিলন নাথ ২৬. শরীর ও স্বাস্থ্য

শরীর ও স্বাস্থ্য

১. শরীরের নাম মহাশয়
যা সওয়াবে তা-ই সয়।

খনার বচন

২. দেহকে শক্তিশালী করে তোলো, তবেই সে মনের নির্দেশ মেনে চলবে।

–জন লক

৩. শরীর ও মনের অতি নিকট সম্পর্ক। তাই মন ভাল না থাকিলে শরীর ভাল থাকে না, আবার শরীর অসুস্থ হইলে মন কখনো আনন্দিত থাকিতে পারে না।

–খোদেজা খাতুন

৪. সুস্থ দেহ হতে সুস্থ মন।

–জুভেনাল

৫. শরীরী জীবের পক্ষে শারীরিক সুস্থতা অপেক্ষা সুখকর বিষয় আর কিছুই নেই।

অক্ষয়কুমার দত্ত

৬. স্বাস্থ্যের চেয়ে মূল্যবান কোনো সামগ্রী মানুষের হয় না। মানুষ উদ্যম ও চেষ্টার বলে নিজেই নিজেকে স্বাস্থ্যময়, প্রফুল্ল রাখতে পারে।

স্যার অলিভার নজ

৭. রোগ ঘোড়ার পিঠে চড়ে আসে, কিন্তু যায় নিজের পায়ে ভর করে।

–ডব্লিউ. সি. হ্যাজলিট

৮. ধৈর্য হচ্ছে যে-কোনো রোগমুক্তির অন্যতম পদক্ষেপ।

প্যাট্রিক হেনি

৯. সর্বলোকের ঘাড়েই মাথা আছে, কিন্তু মস্তিষ্ক নেই।

জুভেনাল

১০. আমার পায়ের যত্ন অবশ্যই নেওয়া উচিত, কারণ তার উপরেই আমি দাঁড়াই।

–কিপলিং

১১. লস্য, লোম, চশমা যেথা পাইত আদর
ঘুসি, লাথি, সিকনি, আতর
স্থান পেত সমভাবে যেথা,
যে নাকেতে কাঁদিতাম সেলাম করিয়া যেথা সেথা
তুলি যাহা করিতাম বাদ প্রতিবাদ
কুঁচকাইয়া চুলকাতাম দাদ,
ফুলাইয়া করিতাম মান
ডিন ফুল সমনলে, ছিল যাহা খড়গ সমান।

–বনফুল

১২. যদি পৃথিবীতে কোনো জিনিস পবিত্র হয়ে থাকে তা হলে মানুষের দেহই সবচেয়ে পবিত্র।

হুইটম্যান

১৩. যতদিন পর্যন্ত মানুষ মৃত্যুর অধীন ও বেঁচে থাকতে আগ্রহী ততদিন একজন চিকিৎসককে নিয়ে উপহাস করা যেতে পারে, কিন্তু তাকে যথেষ্ট পরিমাণে টাকাও দেয়া হবে।

লা ব্রুয়ের

১৪. আলো চাই প্রাণ চাই
চাই মুক্ত বায়ু
চাই স্বাস্থ্য চাই বল
আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু।

–এম. নাথ

১৫. পোশাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন এবং উষ্ণ রাখো, স্বল্প আহার এবং প্রচুর পানি পান করো, তা হলেই দীর্ঘজীবন লাভ করবে।

জন ফ্লোরিও

১৬. যদি জীবনকে সুন্দর করতে চাও, তবে স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যেসগুলোকে নিষ্ঠার সাথে পালন করো।

মার্গারেট ফুলার

১৭. স্মরণ করে দেখুন, রোগীদের প্রতি কুঞ্চনের পর কতজন চিকিৎসক মারা গেছে।

–মার্কার্স অরেলিয়াস

১৮. আদম ও ইভের অনেক সুবিধে ছিল এবং তাদের সব সুবিধের বড়টি ছিল যে তাঁদের দাঁত গজানোর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি।

–এম. এল. ক্লিমেন্ট

১৯. তিনি সবচেয়ে ভাল ডাক্তার যিনি প্রায় সব ওষুধের অকার্যকারিতা সম্বন্ধে ভালো করে জানেন।

–ফ্রাংকলিন

২০. বিপদ কালেতে মোরা হাত জোড় করি,
বিপদ কাটিলে পুনঃ নিজ মূর্তি ধরি।
অসময়ে চিকিৎসককে বন্ধু বটে কই,
সুসময়ে দেখা হলে মুখ ফিরে লই।

জসীম উদ্দীন

২১. খোদা আরোগ্য লাভ করান আর ডাক্তার তার দর্শনি নেন।

ফ্রাংকলিন

২২. চোখ পেটের চেয়ে বড়।

স্কট

২৩. পাকা চুল বার্ধক্যের চিহ্ন হতে পারে, কিন্তু এটা জ্ঞান বা পাণ্ডিত্যের চিহ্ন নয়।

–গ্রীক প্রবাদ

২৪. আমাদের দেশের মানুষের দেহের চিকিৎসার চাইতে আত্মার চিকিৎসাই আগে হওয়া দরকার।

–লুমুন

২৫. চক্ষু শরীরের প্রদীপবিশেষ–চোখের দৃষ্টিকে পবিত্র করতে পারলে সমগ্র শরীরের পবিত্রতা অর্জন করা সহজ।

–হযরত ঈসা (আ.)

২৬. স্ফীত উদর থেকে কখনো সুন্দর কল্পনার জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

–সেন্ট নিরোম

২৭. যারা সবসময় নিজেকে অসুস্থ ভাবে তারা আজীবন অসুস্থই থাকে। জুভেনাল ২৮. সব ওষুধের বড় হল বিশ্রাম ও উপবাস।

–ফ্রাংকলিন

২৯. অতিরিক্ত খাবার যেমন অতিরিক্ত রোগের সৃষ্টি করে তেমনি অত্যধিক ওষুধ নতুন নতুন রোগের সৃষ্টি করে।

–বেন জনসন

৩০. চুক্ষুদ্বয় নিজেদের বিশ্বাস করে, আর কর্ণদ্বয় অন্য লোককে বিশ্বাস করে।

জার্মান প্রবাদ

৩১. সুস্থ আত্মা শারীরিক উন্নতির সহায়ক আর সুস্থ দেহ মনকে উন্নত ও দৃঢ় করে এবং জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করে।

প্লেটো

৩২. চিকিৎসকদের কাছ থেকে দূরে থাকুন। তাদের কাজই হচ্ছে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা, অনুমান করা আর ভান করা, তারা প্রকৃতির হাতেই ছেড়ে দেয় যেন সে সময়মতো সারিয়ে তোলে কিন্তু সাফল্যের সম্মানটি নেয় নিজে।

–অ্যান্থনি বার্জেস

৩৩. চোখকে দেহের আলো বলা যায়।

উইলিয়াম পেন

৩৪. চক্ষু যদি না দেখত তবে হৃদয় দুঃখ বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হত না।

কার্ভেন্টিস

৩৫. অনেক, অনেকক্ষণ ধরে তোমার চুলের গন্ধ
টেনে নিতে দাও আমার নিঃশ্বাসের সঙ্গে;
আমার সমস্ত মুখ ডুবিয়ে রাখতে দাও তার গভীরতায়,
ঝরনার জলে তৃষ্ণার্তের মতো।

–বুদ্ধদেব বসু

৩৬. মেয়েদের চুল আর ছেলেদের দাড়ি দু'য়েরই সমান প্রসাধন প্রয়োজন, সমান সময়সাপেক্ষ। তফাত শুধু এই যে, প্রথমটির যত্ন বৃদ্ধিতে, দ্বিতীয়টির বিনাশে। চুল রোজ বাঁধতে হয়, দাড়ি রোজ কামাতে হয়।

যাযাবর

৩৭. শিশুদের ও বৃদ্ধদের মাথায় প্রায়ই চুল নেই। দোলনা ও কবরের মধ্যে শুধু চুল কাটা আর দাড়ি কাটায় পার্থক্য রয়েছে।

–স্যামুয়েল হোফেন স্টেন

৩৮. দাড়ি কখনোই মানুষের বুদ্ধির সত্যিকারের মাপকাঠি বা মান ছিল না।

ফুলার

৩৯. পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বড় ডাক্তারদের নাম হচ্ছে—ডা. কম খাওয়া, ডা. কম কথা বলা এবং ডা. আনন্দ।

—জোনাথন সুইট

৪০. প্রকৃতি, সময় আর ধৈর্য—এই তিনটিই হল সবচেয়ে বড় ডাক্তার।

—এইচ. জি. ভন

৪১. যারা খাবার টেবিলে বেশিক্ষণ সময় নেয়, বুঝতে হবে তাদের দাঁতের অবস্থা ভালো না।

—টমাস মফেট

৪২. তবু জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়
একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়।

কাজী নজরুল ইসলাম

৪৩. খাদ্যের মতো কামও শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অপরিহার্য, সুতরাং ধর্মের এবং অর্থের মতো এটাও মানুষের পক্ষে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

বাৎসায়ন

৪৪. অজ্ঞানের মুখই তাকে ধ্বংস করে, ওষ্ঠধরই তার গলায় ফাঁস।

হযরত সোলায়মান (আ.)

৪৫. যে-ব্যক্তি রোগ পুষে রাখতে চায়, তার চিকিত্সা নেই। যে-ব্যক্তি চিকিৎসকের কাছে রোগ গোপন করে তার আরোগ্য নেই।

—হযরত আলি (রা.)

৪৬. স্বাস্থ্যের প্রতি অসাবধানতার দরুন অকালে বৃদ্ধ হবার মতো লজ্জাকর ব্যাপার আর কিছু নেই।

সক্রেটিস

৪৭. স্বাস্থ্যরক্ষার প্রথম কথাই হচ্ছে সুখী থাকা।

ফ্রান্সিস বেকন

৪৮. ডাক্তারদের ভুল এই যে, তাঁরা শরীরকে সারাতে যান মনকে বাদ দিয়ে। অথচ মন এবং শরীর একই—আলাদাভাবে তাদের চিকিৎসা করা উচিত নয়।

প্লেটো

৪৯. গগনমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইলে পূর্ণচন্দ্রের সুধাময় কিরণ প্রকাশ পায় না। সেইরূপ শরীর অসুস্থ হইলে শারীরিক ও মানসিক কোনোপ্রকার সুখ আস্বাদনে সমর্থ হওয়া যায় না।

—অক্ষয়কুমার দত্ত

৫০. যে সংসারে ভালো থাকতে চায় সে কখনো স্বাস্থ্যকে অবজ্ঞা করে না।

—জি. ডব্লিউ. কারটিস

৫১. যত প্রকার সম্পত্তি আছে স্বাস্থ্যই তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় সম্পত্তি, একজন মলিন মুচি একজন রুগ্ণ রাজা অপেক্ষা ভালো।

—বিসস্টাফ

৫২. সচ্ছলতা ও স্বাস্থ্য এই দুইটি মহাদানের মূল্য প্রায় লোকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

—আল-হাদিস

৫৩. স্বাস্থ্যবান দেহ আত্মার থাকার জন্য পরিপাটি অতিথিশালাস্বরূপ, আর রণ দেহ আত্মার থাকার জন্য কারাগারস্বরূপ।

—বেকন

৫৪. সর্বপ্রথমে সুখ নির্ভর করে শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষায়। জর্জ উইলিয়াম কারটিন ৫৫. ভালো স্বাস্থ্যের চেয়ে সম্পদ বেশি মূল্যবান নয়।

স্কট

৫৬. আমি আমার প্রচুর অর্থ দিয়ে সবকিছু কিনতে পেরেছি, কিন্তু স্বাস্থ্য কিনতে পারিনি।

—এডওয়ার্ড ডায়ার

৫৭. স্বাস্থ্য অপেক্ষা উত্তম কোনো সম্পদ নেই। আর স্বাবলম্বন অপেক্ষা উত্তম কোনো নিয়ামত নেই।

লোকমান হাকিম

৫৮. কোনো অজীর্ণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিই জীবন সম্বন্ধে কোনো সুস্থ ধারণা বহন করতে পারে না।

–উইলিয়াম ওসলায়

৫৯. দীর্ঘস্থায়ী রোগ মানুষকে উদ্ভ্রান্ত করে তোলে।

স্যামুয়েল জনসন

৬০. ডাক্তার রোগ দমন করে আর প্রকৃতি ভালো করে দেয়।

–অ্যারিস্টটল

৬১. ডাক্তাররা এমনই এক ধরনের মানুষ যারা এমনই সব ওষুধপত্রের নির্দেশ দেন যে-সম্বন্ধে তারা খুব অল্পই জানেন আর এমন সব রোগ আরোগ্যের ওষুধ দেন যে-রোগ সম্বন্ধে আরও কম জানেন; এবং এমন লোকদের সেই রোগের ওষুধ দেন যাদের সম্বন্ধে তাঁরা একেবারে কিছুই জানেন না।

ভলতেয়ার

৬২. অন্যের মুখ বন্ধ করানোর আগে নিজের মুখ বন্ধ করো।

–সেনেকা

৬৩. যদি তুমি স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিতে, তবে ব্যাধি তোমাকে বিরক্ত করত না।

সক্রেটিস

৬৪. আমার মতে মানুষের প্রাপ্ত জিনিসের মধ্যে স্বাস্থ্যই সর্বোৎকৃষ্ট জিনিস। নির্মল মনের অধিকারী হতে পারলে নির্মল স্বাস্থ্যেরও অধিকারী হওয়া যায়।

ইপিকারমাস।

৬৫. এই তিনটিকে সকাজে ব্যবহার করুন–চক্ষু, জিহ্বা এবং হাত।

মওলানা ভাসানী

৬৬. সকল প্রকার যন্ত্রণার মহৌষধ হচ্ছে আনন্দ এবং ঘুম।

ক্রিস্টি রসেটি

২৭. আলো-আঁধার

আলো-আঁধার

১. ঈশ্বরের ছায়া হচ্ছে আলো।

–প্লেটো

২. প্রত্যেকটি আলোর পেছনেই ছায়া আছে।

–এইচ. জি. ভন

৩. আলোর পেছনে ছায়া থাকে।

–লংফেলো

৪. এমনকি চুলের একটা নিজস্ব ছায়া আছে।

–ডব্লিউ. এস. ন্যাপস লে

৫. অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে

মানে না বাহুর আক্রমণ; একটি আলো-শিখা সুমুখে ধরিলে নীরবে করে সে পলায়ন।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬. আলো কখনো লুকানো যায় না, তা অন্ধকার বিচূর্ণ করে উদ্ভাসিত হবেই।

–টমাস উইলিয়াম পার্সন

৭. আলোকে অন্ধকার লুকিয়ে রাখতে পারে না।

ইয়ঙ্গার

৮. আলোতে আলো সুস্পষ্ট নয়, কিন্তু অন্ধকারে সে চিরউজ্জ্বল।

এডমণ্ড বার্ক

৯. আলোকে যতদূর সম্ভব ঊর্ধ্বে তুলে ধরো।

থিওডোর রুজভেল্ট

১০. একটি কাঠি পোড়ানোর আলোও তারাকে লুকিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু তারা আবার দেখা যাবে।

–ভলতেয়ার

১১. আলো তার পদচিহ্ন
আকাশে না রাখে,
চলে যেতে জানে তাই
চিরদিন থাকে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২. আলো থেকে কাউকে বঞ্চিত কোরো না, কারণ অন্ধকারের জ্বালা বড় দুঃসহ।

–রজার ‘ব।

১৩. অন্ধকারকে ভয় কোরো না, কবরের ভয়াবহ অন্ধকারের কথা চিন্তা করো।

বায়রন

১৪. আলো আমার আলো–এটাই মানুষের প্রার্থনা হওয়া উচিত।

–এলেইন

১৫. দিনে আমরা সে পরিশ্রম করি, ক্লান্ত হই, রাতের বুকে আশ্রয় বিশ্রাম ও সম্ভোগের সুখে তার সবটুকু প্রায় ধুয়ে-মুছে যায়।

অজ্ঞাত

১৬. মানুষ সারাজীবন আলো আলো করে কেবল ক্রন্দনই করে, কিন্তু আসল আলোর সন্ধান সবাই পায় না, কেউ কেউ পায়।

লাওয়েল

১৭. আলোই সত্য, সত্যই আলো।

মিশেল কোয়াস্ত

১৮. অন্ধকার থেকে যে বেরিয়ে আসতে পারে, সে-ই আলোকের সন্ধান পায়।

মৈত্রেয়ী দেবী

১৯. আলো আমার আলো–এটাই মানুষের প্রার্থনা হওয়া উচিত।

এলেইন

২০. কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে
ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদ,
কোরোসিন শিখা বলে, এসো মোর দাদা

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১. রাত্রিবেলায় কুৎসিত মেয়ে বলতে কিছু নেই।

–ওভিদ

২২. লণ্ঠনের আলো যতই উজ্জ্বলতা এবং প্রখরতা দান করুক না কেন, মোমের আলোর মতো স্নিগ্ধতা দিতে পারে না।

–টমাস বেডিং ফিল্ড

২৩. আলো বলে, “অন্ধকার তুই বড় কালো।”
অন্ধকার বলে, “ভাই তাই তুমি আলো।”

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪. জেনে শুনে ছুটি মোরা আলেয়ার পিছে।
সে আলো নিভিলে তাই কান্নাকাটি মিছে।

–প্রমথ চৌধুরী

২৫. মোমবাতি নিজে যতটুকু আলো পায় তারচেয়ে বেশি বিলিয়ে দেয়।

–এইচ. জি. ভন

২৬. সূর্যের আলো যখন প্রখর হয় তখন চাঁদকে দেখা যায় না।

–জন রে

২৭. আলোর জগৎটাই বর্তমানকালের মানুষের একমাত্র গন্তব্যস্থান হওয়া উচিত।

–উইলিয়াম পিট

২৮. আলো ও বাতাস ছাড়া কুয়াশা কখনো দূরীভূত হয় না।

ভেনোম

২৯. চোখ বন্ধ করলেই তুমি অন্ধকার দেখবে, কাজেই তুমি চোখ খোলা রাখো।

–উইলিয়াম মরিস

৩০. সূর্যাস্তকে পূজা করার চেয়ে সূর্যোদয়কে পূজা করা অধিক বাঞ্ছনীয়।

–ডেভিড গোরিক

৩১. সকালের আলো দেখে সারাদিনের পূর্বাভাস দেয়া যায়। রেজাউর রহমান ৩২. আলো ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি আর আঁধার হল পাপের ছায়া।

বি. সি. রায়

২৮. কাজ ও অবসর

বাণী চিরন্তন – সম্পাদনা : ভবেশ রায় / মিলন নাথ ২৮. কাজ ও অবসর

কাজ ও অবসর

১. সৎ কাজে তোমরা একে অন্যের প্রতিযোগিতা কর।

–আল-কোরআন

২. তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির পাছে পাছে যায়, তাহার আত্মীয়স্বজন, ধনদৌলত ও কর্ম। উহাদের দুইটি অর্থাৎ আত্মীয়স্বজন ও ধনদৌলত ফিরিয়া আসে এবং একটি অর্থাৎ শুধু কর্মই সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

–আল-হাদিস

৩. জীবনভর কাজ করে গেলাম বলে গৌরব করা উচিত নয়, কটা কাজ সুন্দর ও সুচারুভাবে নির্বাহ করলাম তার উপরই কৃতিত্বের দাবি করা উচিত।

রিচার্ড হাডসন

৪. এক মুহূর্ত বিশ্রাম নাও আবার দীর্ঘ এক মাইল দৌড়াও।

–বেনহাম

৫. যুক্তি দ্বারা হয়তো কোনো মানুষেরা মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে কেউ কোনোদিন সুখী হতে পারে না।

জনসন

৬. পরিশ্রম এবং বিশ্রাম যমজ ভাই।

–এরিখ সেগাল

৭. যারা কাজ করতে চায় না, তারা কাজ করার পথও খুঁজে পায় না।

অ্যালবার্ট হার্বার্ট

৮. মানুষের কল্যাণের জন্য কৃত প্রতিটি কাজ সম্মানজনক। উইলিয়াম ওয়াটসন ৯. সারা দিনের কাজের শেষে করণীয় বিষয়গুলো হল :

(ক) আজ নতুন কী কাজটি করলেন। (খ) আজ নতুন কী শিখলেন। (গ) আজ কাকে সাহায্য করলেন। (ঘ) আজকের দিনের জন্য বিশেষ মূল্যবান কী কাজটি করলেন।

হারবার্ট ক্যাশন

১০. মানুষ সাতটি লক্ষ্য সামনে রেখে কাজে উৎসাহ লাভ করে, সেগুলো হল :

(ক) লাভের লক্ষ্য। (খ) প্রতিযোগিতার লক্ষ্য (গ) খ্যাতির লক্ষ্য। (ঘ) দেশসেবার লক্ষ্য (ঙ) কর্মে যোগ্যতা প্রদর্শনের লক্ষ্য (চ) স্ত্রী ও সাংসারিক লক্ষ্য (ছ) বিশেষ চরিত্রাধিকারীদের লক্ষ্য

হারবার্ট ক্যাশন

১১. আমাদের জীবন একটি মুহূর্ত আর একটি মুহূর্তেরও কম, কিন্তু এই তুচ্ছ প্রকৃতিরও আছে দীর্ঘতর প্রকাশভঙ্গির তামাশা।

–সেনেকা

১২. আমি পরিশ্রম দিতে জানি, আমার ভয় নেই। আমি জানি, কোন শ্রমিক কোটিপতি হয়েছিল। আমি জানি, পার্সেল বাঁধিয়ে ছেলেটা কী করে ধনী হল। জানি তাদের কথা যারা মাঠের রাখাল থেকে দার্শনিক হল, পঙ্গু হয়েও সম্রাট হল, পদাতিক থেকে সম্রাট হল।

–হারবার্ট ক্যাশন

১৩. পৃথিবীতে অপরকে দিয়ে কাজ করানোর একটিমাত্র উপায় আছে। তা হল, কাজটি সম্পর্কে অপরের আগ্রহ জাগিয়ে তোলা, যাতে সে নিজেই কাজটি করতে চায়।

–ডেল কার্নেগি

১৪. সদিচ্ছা নিয়ে যারা কাজে নামেন তাদের কাছে কেনো কাজই অসম্ভব বলে মনে হয় না।

–জন. হে উড

১৫. ঘুম পরিশ্রমী মানুষকে সৌন্দর্য প্রদান করে।

–টমাস ডেক্কার

১৬. বিশ্রমকে পরিশ্রমের মিষ্টি চাটনি বলা যায়।

–প্লুটার্ক

১৭. যে পরিশ্রম করে, বিশ্রাম তারই জন্য আরামদায়ক।

–বাটলার

১৮. কর্মহীন বার্ধক্য সবচেয়ে বেদনাদায়ক।

–ফিল

১৮. কর্মদক্ষতাই সর্বপেক্ষা বড়গুণ।

দাওয়ানি

২০. আমি শয্যাশায়ী অবস্থাতেও কিছু-না-কিছু কাজ করে যাব।

–ডরোথিয়া ডিকস

২১. চেষ্টা ও কর্মের উপর মানুষের ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে।

–বায়রন

২২. কর্মনিষ্ঠা মানুষকে সুপরিচিত করে।

মিস্তি

২৩. একটা কাজ করতে গিয়ে যে দশটা কাজ জুড়ে দেয়, সে আসলে কাজ করার পদ্ধতি জানে না।

ডব্লিউ. জি. উইলস

২৪. মানসিক প্রস্তুতি না নিয়ে কাজে নামলে সে-কাজ কখনো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যাবে না।

ইয়ং

২৫. যে-কাজ করে তৃপ্তি পাওয়া যায়, সে-কাজে আলস্য আসে না।

কুপার

২৬. এই পৃথিবীতে কম বোঝা এবং বেশি কাজ করা ভালো।

স্যামুয়েন্স

২৭. চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কর্ম হয় না।

স্বামী বিবেকানন্দ

২৮. প্রচারণায় যে বিশ্বাসী নয়, নিঃসন্দেহে সে কাজে বিশ্বাসী।

পিথাগোরাস

২৯. দুনিয়ার সকল চমৎকার ভাবপ্রবণতার চাইতে একটিমাত্র সুন্দর কাজের ওজন বেশি।

জেমস্ রাসেল লেভেল

৩০. কাজের মধ্য দিয়ে সঙ্গী সৃষ্টি হয়।

–গ্যেটে

৩১. তোমার কর্মই তোমাকে মহিমান্বিত করবে।

লুইস মরিস ৩২. কাজে যে নিষ্ঠ, ব্যবহারে যে মার্জিত জীবনে তার উন্নতি হবেই। শিলার ৩৩. কর্মবিমুখ ও কল্পনাবিলাসী লোকেরা সংসারে দুঃখ পায় বেশি।

টমাস ফুলার

৩৪. সেই কাজকেই ভালো বলা উচিত যার পরিণতি ভালো।

–এ. ডব্লিউ. হেয়ার

৩৫. পরিকল্পনাবিহীন কাজে সাফল্য অনিশ্চিত।

ইমারসন

৩৬. যার করার কিছুই নেই, তারই ব্যস্ততার ভান বেশি।

এলিস ফ্রিম্যান

৩৭. কর্মহীন জীবন হতাশার কাফন জড়ানো একটি জীবন্ত লাশ।

–ডেল কার্নেগি

৩৮. নেশার সঙ্গে পেশা কৃচিৎ মেলে। না মেলাই ভালো। নিত্য কর্মে নতুনত্বের স্বাদ নেই।

আবদুর রহমান শাদাব

৩৯. কাজ জীবনকে দেয় উপভোগ্যতা।

–আমিয়েল

৪০. কর্ম দুই রকমের হয়–এক অভাবের থেকে হয়, আর প্রাচুর্য থেকে হয়। অর্থাৎ প্রয়োজন থেকে হয় বা আনন্দ থেকে হয়। প্রয়োজন থেকে, অভাব থেকে আমরা যে কর্ম করি, সেই কর্মই আমাদের বন্ধন, আনন্দে যা করি সে তো বন্ধন নয়, বস্তুত সেই কর্মই মুক্তি।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪১. উদ্দেশ্যহীন কাজে শ্রেষ্ঠ ক্ষমতার বিকাশ হয় না। লক্ষ্য স্থির হলে লক্ষ্যভেদের কৌশল আয়ত্ত করতে করতে সুপ্ত শক্তি জেগে ওঠে। আব্দুর রহমান শাদাব

৪২. কাজ না থাকলে মানুষের জীবন নিরানন্দ ও অর্থহীন হয়ে উঠত।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪৩. মানুষ যতই কর্ম করছে ততই সে আপনার ভিতরকার অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলছে, ততই সে আপনার সুদূরবর্তী অনাগতকে এগিয়ে নিয়ে আসছে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৪. কাজ না করিয়া অনেকে সময় নষ্ট করে সন্দেহ নাই, কিন্তু কাজ করিয়া যাহারা সময় নষ্ট করে তাহারা কাজ নষ্ট করে, সময়ও নষ্ট করে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৫. একজন সত্যিকারের কর্মী ব্যক্তিকে যদি সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়, তা হলে দেখা যাবে, সে তার মুখে একটা মাছ নিয়ে উঠে এসেছে।

আরবদেশীয় প্রবাদ

৪৬. কাজ না করার চেয়ে কাজ করে ক্ষতি স্বীকার করাও ভালো।

–এলটিয়াস

৪৭. পরিশ্রমী মানুষের সুখ সবচেয়ে বেশি মাধুর্যমণ্ডিত।

ওল্ড টেস্টামেন্ট

৪৮. দিন ছোট, কিন্তু মানুষের কর্ম ছোট নয়।

স্যামুয়েল রাওল্যাণ্ড

৪৯. যার জীবনে শ্রমের যন্ত্রণা নেই, তার কিছু আশা করা উচিত নয়।

কার্ভেন্টিস

৫০. আগে কাজ করো, তারপর বিশ্রাম নাও।

রাসকিন

৫১. ভালো কাজের চারটি অভ্যেস? (ক) জরুরি কাজের ফাঁইল ছাড়া অন্যসব ফাঁইল টেবিল থেকে সরিয়ে ফেলুন (খ) গুরুত্ব অনুযায়ী কাজে হাত দিন (গ) সমস্যা এলেই সমাধান করে ফেলুন, সাথে সাথে যদি সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ থাকে, সিদ্ধান্ত কখনো ফেলে রাখবেন না। (ঘ) সংগঠনের ক্ষমতা থাকতে হবে, কাজ করিয়ে নেয়া ও তার দেখাশোনা করতে হবে।

—ডেল কার্নেগি

৫২. সাধ্যমতো ভালো কাজ করুন। নিজের মতো কাজ করে যান। সমালোচনার পাথর আপনাকে আঘাত দিতে পারবে না। সমালোচকরাই মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে।

–ডেল কার্নেগি

৫৩. দক্ষতা অর্জনের পথ হল : (ক) অপরের অভিজ্ঞতা স্মরণ করুন (খ) নিজের উদ্দেশ্য সামনে রাখুন (গ) সাফল্যের জন্য মনকে তৈরি করুন (ঘ) যতটা সম্ভব অভ্যেস করুন।

—ডেল কার্নেগি

৫৪. যে কাজগুলো করা সবসময় সহজ হয় না–

ক্ষমা চেয়ে নেয়া
চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া
পুনঃ আরম্ভ করা
ভেবেচিন্তে সব কাজ করা
নিজের ত্রুটি মেনে নেয়া
সুবিবেচক হওয়া
নিঃস্বার্থ হওয়া
ভুল করেও লাভবান হওয়া
উপদেশ নেয়া
ক্ষমা নেয়া ও ক্ষমা করে দেয়া

ভদ্রতা বজায় রাখা
প্রাপ্য নিন্দা মাথায় তুলে নেয়া।

হারবার্ট ক্যাশন

৫৫. আমরা যত কাজ করি তারচেয়ে আরও বেশি করে কাজ আমরা করতে পারি এবং আমরা যত বেশি কাজে ব্যস্ত থাকব, অবসর বিনোদনের সময় আমাদের তত বেশি বেড়ে যাবে।

–হেজেল্টা

৫৬. মস্তিস্ক আমাদের সত্তরবছরে ঘড়ি। জীবন-দেবতা তাতে দম দিয়ে আটকে দেন, ডালা আর চাবিটা তুলে দেন পুনরুত্থানের দেবতার হাতে।

ওলিভার ওয়েন্ডেল হোমস

৫৭. অলস লোকেরা অবসরের আনন্দ পায় না।

–এমিলি ডিকেনসন

৫৮. যে কোনো কাজ করে না–শুধু যে সে-ই অলস তাই নয়, যে ছোটো কাজে আটকে আছে এবং বৃহত্তর ও মহত্তর কাজে যাকে ব্যবহার করা যেত সেও অলস।

–সক্রেটিস

৫৯. অলস হয়ো না;
দুঃখ কোরো না;
তোমারই হবে আলো
রহিবে সবার ঊর্ধ্বে;
হও যদি মুমেনিন।

–আল-কোরআন

৬০. উদ্যোগী হয়ে কোনো কাজ না করলে সে-কাজের সুফল পাওয়া যায় না।

–মার্ক টোয়েন

৬১. বিশ্রাম করলেই আমি অকর্মণ্য হয়ে পড়ি।

–মুসোলিনি

৬২. মহৎ কাজে ব্রতী যারা, তাঁদের আত্মত্যাগী হতে হয়।

ফ্রেডারিক ভন

৬৩. যে শ্রমকে ভালোবাসে, শ্রমের সাধনা সে-ই করতে পারে।

–জে. জি. হল্যান্ড

৬৪. যে-কোনো শ্রমেরই মূল্য আছে।

–লুকাজ

৬৫. শ্রমিকদের উপর ঐ পরিমাণ কাজের দায়িত্ব চাপাবে, যা তারা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে এবং তাদের শক্তি অনুসারে কাজ করতে দেবে, যাতে তাদের ঐরূপ কাজ করতে না হয়–যা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে।

–আল-হাদিস

৬৬. ভিক্ষা করার চেয়ে যে-কোনো সামান্য পেশাও শ্রেয়।

–হযরত ওমর ফারুক (রা.)

৬৭. যে জাতির মানুষ শ্রমশীল, যাহারা জ্ঞান-সাধনায় আনন্দ অনুভব করে, তাহারাই জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। কর্তব্যজ্ঞানহীন নীতিজ্ঞানশূন্য আলসে মানুষের স্থান জগতে সকলের নীচে থাকে। তাহারা জগতে অবজ্ঞার ভার, অসম্মানের অগৌরব নিয়ে বেঁচে থাকে। জগতের ধনসম্পদ জয় করতে হলে, জীবনের কল্যাণ লাভ করতে হলে পরিশ্রম ও সাধনা চাই।

–ডা. লুৎফর রহমান

৬৮. মজুরের ঘাম শুকাইবার পূর্বে তাহার মজুরি দিয়া দাও।

–আল-হাদিস

৬৯. শ্রম বিনা শ্রী হয় না।

উপনিষদ

৭০. কেউ কেউ পরিশ্রম দ্বারা ভাগ্যকে এমনভাবে ঘোরাতে পারে যা অন্যের নিকট অলৌকিক মনে হবে।

–টি. এইচ. বেইলি

৭১. ওরে বি. এ. এম. এ. পাশ করে
নোকরী যদি নাহি মিলে।
ভাবনা কেন কিসের ভয়
মিশে যাওনা চাষার দলে

মুকুন্দচন্দ্র দাস

৭২. চাকরি বাঙালিকে কায়িকশ্রমে বিমুখ, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনুৎসাহী ও দুঃসাহসিকতায় পশ্চাৎপদ করেছে–এ অভিযোগ অতি পুরাতন ও বহুশ্রুত। সবচেয়ে শোকাবহ এই যে, নিশ্চিত আয়ের নিরাপদ ছত্রচ্ছায়ার মোহ দিয়ে চাকরি তাকে করেছে রিক্ততেজ, হতোদ্যম, ঐক্যহীন ও বাক্যসার।

যাযাবর

৭৩. কর্মিষ্ঠ লোকের দোষ এই, অন্য লোকের কর্মপটুতার উপরে তাহাদের বড়ো একটা বিশ্বাস থাকে না। তাহাদের ভয় হয়, যে কাজ তাহারা নিজে না করিবে সেই কাজ অন্যে করিলেই পাছে সমস্ত নষ্ট করিয়া দেয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৪. কাজকে ভালোবাসলে কাজের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাওয়া যায়। –মার্শাল ৭৫. খুব ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাজ করাকেই খোদাতা'আলা ভালোবাসেন।

–আল-হাদিস

৭৬. এ ধরণী কর্মক্ষেত্র। কর্মের বর্ম পরি'
তোমায় এগুতে হবে, বিধাতায় স্মরি'
আপনার লক্ষ্য পানে! ওরে অন্ধ নর
জীবন ব্যয়িত কর কর্মে নিরন্তর।

সদরউদ্দিন

৭৭. তুমি কোথাও কোনো ভালো কাজ করো, উপকার করো, তবেই লোকে তোমার বদনাম করিবে। আমগাছে ফল ধরে বলিয়াই লোকে ঢিল মারে। ফজলি আম গাছে আরও বেশি মারে। শেওড়া গাছে কেউ ঢিল মারে না।

–শেরে বাংলা

৭৮. হাতের কাছে যা পাও, তা-ই করো। বসে থাকার চাইতে ভোঁতা কাজও ভালো।

–চার্লস কিংসলে

৭৯. কাজের মধ্যেই মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে।

–টমাস ফুলার

৮০. বিনা কষ্টে ও শ্রমে কেনা যায় এমন কিছুই নেই সত্যিকার দামি।

এডিসন

৮১. কর্ম থেকে কর্তৃত্বকে যতই দূরে পাঠানো যাবে, কর্ম ততই মজুরির বোঝা হয়ে মানুষকে চেপে মারবে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮২. কর্ম মানবজীবনের অনিবার্য পরিবেশ, মানবকল্যাণের প্রকৃত উৎস।

টলস্টয়

৮৩. কর্মই বিরক্তি, পাপ ও দারিদ্র–এ তিনটি অমঙ্গল দূরীভূত করে।

–ভলতেয়ার

৮৪. আমি আমার কর্তব্য করতে করতে ক্লান্ত, সেজন্য আমি সুখী এবং বিধাতাকে ধন্যবাদ জানাই।

–জোসেফ হুফার

৮৫. হে মানুষ! হে মানুষ!
কঠোর কর্তবব্রত বয়ে নিতে জীবনে তোমার
কখনো কোরো না অস্বীকার
কেননা এ পথে আছে বেহেশতের আস্বাদ অক্ষয়
এ পথে স্রষ্টার চির সান্নিধ্য নৈকট্য মধুময়।

ইকবাল

৮৬. যা-কিছু করা হয় ভালোবাসার প্রেরণায়, সেসব ঘটে শুভ আর অশুভের বাইরে।

–নিৎসে

৮৭. মহৎ কর্ম তখনই সক্ষম যখন তা গোপন।

–পাস্কাল

৮৮. ভালো জেনে লাভ নেই, যদি ভালো কর্মকে অবহেলা করা হয়।

–পাবলিলিয়াস সাইরাস

৮৯. যা তোমার কর্মে আছে সেইটুকু তোমার অস্তিত্ব। তোমার কর্ম তোমার সত্তা, অন্য কোনো সত্তা তোমার নেই।

–যা এক্সপারি

৯০. বুড়োরা যা বলে তুমি তা করতে পার না, নিজে যা পার সেটি খুঁজে বের করো। বুড়োর কর্ম বুড়োদের, নতুন কর্ম নতুনদের।

–থরু

৯১. বিধাতার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজ হচ্ছে মানুষ হিসেবে মানুষের জন্য কিছু

বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন

৯২. কাজে যে নিষ্ঠ, ব্যবহারে যে মার্জিত–জীবনে উন্নতি তার হবেই।

–শিলার

৯৩. কর্মঠ লোক রাজা হবে, কিন্তু অলস চিরদিনই প্রজা থাকবে।

হযরত সোলায়মান (আ.)

৯৪. তোমার বন্ধুজনকে দাও সময়, দয়িতাকে দাও অবসর, মনকে দাও আরাম, আর কে বিশ্রাম–যাতে তোমার অভ্যস্ত কর্মগুলো আরও ভালোভাবে সম্পাদন করতে পার।

–ফাত্রদাসা

৯৫. অবকাশকে বুদ্ধিমত্তার সাথে ভরিয়ে তুলতে পারাই হচ্ছে সভ্যতার শেষ অবদান।

বার্ট্রান্ড রাসেল

৯৬. অবসরময় জীবন আর অলসতাময় জীবন দুটো পৃথক জিনিস।

–বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন

৯৭. আমাদের কর্ম নিশ্চিত করে আমাদের, যতটা না আমরা নিশ্চিত করি আমাদের কর্ম।

–জর্জ এলিয়ট

৯৮. নিজেদের মহৎ কর্ম নিয়ে মানুষ ঘোষণা করে তাদের অহং, যদিও ওগুলোর বেশিরভাগই কোনো পরম নকশার নয়, আপতনের ফল।

লা রাশফুকো

৯৯. বলা এক ব্যাপার, করা আরেক। আমাদের বোঝা উচিত শ্লোক আর ব্রাহ্মণের মধ্যে পার্থক্য কোথায়।

–মতেইন

১০০. কাজের মধ্যে মধ্যে অবকাশ মেলে, কিন্তু পুরো অবকাশের মধ্যে অবকাশ বড় দুর্লভ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০১. অবসর হচ্ছে এমন একটা সময় যে-সময়ে প্রয়োজনীয় কিছু করে রাখা যায়।

টমাস হুড

১০২. শক্তিসম্পন্ন ও কার্যে সক্ষম হইয়াও যে নিজের জন্য পরিশ্রম বা অপরের কোনো কার্য সম্পাদন করে না, আল্লাহ্ তাহার উপর প্রসন্ন নহেন।

–আল-হাদিস

১০৩. একজন অলস মানুষ স্বভাবতই একজন খারাপ মানুষ।

–এস. টি. কোলরিজ

১০৪. নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, অলসতা আর রোষ,
কার্যে বৃথা কাল ব্যয়–এই ছয় দোষ
অবশ্যই পরিত্যাগ করিবে সে জন,
এভাবে লভিতে লক্ষ্মী আছে যার মন।

–তারাকুমার

১০৫. নির্দয় হবে না; কিন্তু কর্তব্যের বেলা নির্মম হতে হবে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৬. সর্বদা তা-ই করো, যা করতে তুমি ভয় পাও।

ইমারসন

১০৭. কর্মব্যস্ত লোকের জীবনে স্বপ্ন বলে কিছু থাকে না।

ডব্লিউ. বি. রাটস

১০৮. যাদের কাজেকর্মে কোনো উৎসাহ নেই, তাদের সুন্দর স্বাস্থ্য সমাজ ও সংসারের কোনো কাজে আসে না।

–এডমন্ড বার্ক

১০৯. কর্তব্য কী? যা একজন অন্যের নিকট আশা করে।

–অস্কার ওয়াইল্ড

১১০. জনসাধারণের কর্তব্য করার সময় ব্যক্তিগত কোনো প্রয়োজনীয়তায় পথরোধ করে দাঁড়াবে না।

ইউলিসেস এস. গ্রান্ট

১১১. কর্তব্য মনে করে অপরাধমুক্ত হও, ভয় দ্বারা নয়।

ডেমোক্রিটাস

১১২. নিদ্রায় দেখি এক মধুর স্বপন
কি সুন্দর মেলিনু আঁখি চমকিনু পুনঃ দেখি
কঠোর কর্তব্য ব্রত জীবন যাপন।

–এলেন এস. হুপার

১১৩. কর্মসাধনা পুণ্য মানুষকে বড় করে, শুধু প্রার্থনার আঁখি জলে নহে। খোদা শুধু আঁখিজলে ভোলেন না।

–ডা. লুৎফর রহমান

১১৪. একটিমাত্র কাজ দিয়ে কাউকে ভালো বা খারাপ বলা যায় না।

–টমাস ফুলার

১১৫. কিছু করার জন্য তোমার হাত যা-ই খুঁজে পাক না কেন, তা করো নিজের বলে।

–বাইবেল

১১৬. আমি আমার ভাগ্যকে বিশ্বাস করি, কর্মকে বিশ্বাস করি। মানুষকে শুধু মানুষ হিসেবে বিবেচনা কোরো না, তার কর্ম দ্বারা বিচার করো।

স্যার টমাস ব্রাউনি

১১৭. কর্মদক্ষতাই মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় বন্ধু।

–দাওয়ানি

১১৮. কর্মফল প্রত্যেককেই ভোগ করতে হবে।

স্যামুয়েল দানিয়েল

১১৯. দুনিয়ার কাজে এমনভাবে মশগুল হও যেন তুমি চিরকালই বাঁচিয়া থাকিবে এবং আখেরাতের জন্য এমনভাবে কাজ করিয়া যাও যেন আগামীকালই তোমার মৃত্যু হইবে।

–আল-হাদিস

১২০. অলসতার প্রতি আত্মসমর্পণ করার অর্থ নিজের অধিকার হতে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হওয়া।

–হযরত আলি (রা.)

১২১. একটি কর্তব্য শেষ করার পুরস্কারই হল কর্তব্য সম্পন্ন করার জন্য শক্তি অর্জন

–জর্জ এস. হুপার

১২২. কর্ম ও উপাসনার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নাই–এই কথা যাহারা বলে তাহারা মানব-সমাজকে অধঃপতিত করে। কর্মকে উপাসনার মতো শুদ্ধ করিবার জন্য যে জীবন ব্যাপিয়া মানুষের ভিতর বাহিরে সংগ্রাম চলিবে, তাহাই মনুষ্যত্ব ও ধর্ম।

–ডা. লুৎফর রহমান

১২৩. অনেকক্ষেত্রে মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। এরজন্য তার ভাগ্য দায়ী নয়, দায়ী তার কর্মফল।

–কার্লাইল

১২৪. কর্মী যে, সে কাজ করেই তৃপ্ত হয়; কাজ করে সে কতটুকু লাভবান হল সেটা তার কাছে বড় নয়।

–জেমস টমসন

১২৫. আমরা আমাদের কর্মকে যতটা নির্ধারণ করি, আমাদের কর্মও ঠিক ততটাই আমাদের নির্ধারণ করে।

জর্জ ইলিয়ন

১২৬. স্বর্গের সুখ বা পার্থিব কোনো পুরস্কারের আশায় তুমি কার্য করিও না। যাহা কর্তব্য, ন্যায্য, তাহা তুমি অবশ্যই সম্পাদন করিবে, কেননা যাহা তোমার পক্ষে 'কর্তব্য' ও 'সঙ্গত' তাহা না করাই তোমার অধর্ম।

–ইবনে রুশদ

১২৭. ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক
শত দিকে শত দুঃখ আসুক, আসুক
এ সংসার কর্মশালা
জ্বলন্ত কালান্ত জ্বালা
পুড়িতে হইবে খাদ থাকে যতটুক।

–গোবিন্দ দাস

১২৮. যেমন চিবিয়ে না খেলে খাদ্যটাকে খাদ্য বলেই মনে হয় না, তেমনি হুড়মুড় করে কাজ করাকে কর্তব্য বলে উপলব্ধি করা যায় না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৯. একটা দিনের খাটুনি হচ্ছে একদিনের খাটুনি, বেশিও না, কমও না। আর যে মানুষটি এই খাটুনি খাটে তার দরকার একটা দিনের খাদ্য, একটা রাতের বিশ্রাম এবং যথোচিত অবকাশ–সে চিত্রকরই হোক বা হলধরই হোক।

–জর্জ বার্নার্ড শ

১৩০. কর্মফল ত্যাজি যুক্ত বৈরাগ্য সাধন।
নৈষ্ঠকী শান্তি সে, নহে সংসার বন্ধন।।।
ফল্গু বৈরাগ্য যে কামকারী ফল।
ফলকার্যে নিবন্ধন তাই সে দুর্বল।।
বাহ্যে সর্বকার্য করে অন্তরে সন্ন্যাস
সর্বকার্যে সুষ্ঠু করি সুখেতে নিবাস।।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

১৩১. প্রয়োজন থেকে, অভাব থেকে আমরা যে কর্ম করি সেই কর্মই আমাদের বন্ধন, আনন্দ থেকে যা করি সে তো বন্ধন নয়–বস্তুত সেই কর্মই মুক্তি।.....কর্মের মুক্তি আনন্দের মধ্যে এবং আনন্দের মুক্তি কর্মে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩২. কোথাকার জন্মভূমি কোথাকার দেশ? কল্যাণ কর্মীর পৃথী, খোদার নির্দেশ।

–আল-হাদিস

১৩৩. তাহারাই সকর্মী, যাহারা স্বীয় ক্রোধকে দমন করতে পারে এবং অপরকে ক্ষমা করতে পারে, যখন ক্ষমা করা বিধেয়।

–আল-কোরআন

১৩৪. মানুষের আয়ু কম, কাজ বেশি। বুদ্ধিমান লোক জরুরি কাজেই তার জীবন ব্যয় করে।

প্লেটো

১৩৫. সত্যের জন্য সংগ্রাম করা, দুঃস্থের সেবা করা–দুটিই সর্বোৎকৃষ্ট কাজ।

টেনিসন

১৩৬. তুমি যে কাজই কর না–লজ্জা নাই। লজ্জা হয় অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করায়, ভিক্ষা করায় কিংবা মূর্খ হয়ে থাকায়।

–ডাঃ লুৎফর রহমান

১৩৭. যার ঘুম নেই, তার মতো দুখি কেউ নেই।

অস্কার হ্যারল্ড

১৩৮. যার রাত্রে ঘুম হয় না, সে নিঃসন্দেহে সুন্দরী নয়।

–ক্রিস্টিনা রসেটি

১৩৯. ঘুম হচ্ছে মৃত্যুর সহোদর ভাই।

ফ্রামিস কারলিন

১৪০. পরিশ্রমী লোকের নিকট সবচেয়ে সুখপ্রদ জিনিস হচ্ছে ঘুম।

–জন বুলিয়ানা

১৪১. চাকুরিতে যশ, মান ও অর্থ আছে সত্য, কিন্তু অপমান ও লাঞ্ছনাও কম নয়।

–শেখ সাদি

১৪২. হর্স পাওয়ার দিয়ে ইঞ্জিনের দাম বাড়ে, সিলিন্ডার দিয়ে মোটরগাড়ির। হীরার মূল্য দ্যুতিতে, চাপরাশীর তার তকমায়। সাবালক বাঙালির দাম নিরূপিত হয় চাকরির ওজনে। তার পক্ষে পদবির চাইতে পদের বিবরণটা গুরুতর। সাব-ইনস্পেক্টরের চাইতে ইন্সস্পেক্টর, ডিরেক্টরের চাইতে ডিরেকটর জেনারেল। শুধু শব্দে নয়, অর্থেও। যাযাবর

১৪৩. যে ছুটি নিয়মিত, তাকে ভোগ করা, আর বাধা পশুকে শিকার করা একই কথা। ওতে ছুটির রস ফিকে হয়ে যায়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৪. বিধাতা যেন আমাকে কাজের মধ্যেই ছুটি প্রদান করেন।

–জন গে

১৪৫. অলস মস্তিস্ক শয়তানের কারখানা।

অজ্ঞাত

১৪৬. স্নেহান্ধ হয়ে দায়িত্বকে এড়ানো অবিবেচকের কাজ।

–পল রিচটার

১৪৭. যে-ভূমি কাহারও নহে, তাহার মালিক ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা তাহা আবাদ করিয়া দখল করে।

–আল-হাদিস

১৪৮. উত্তম উপার্জন হল শ্রমিকের উপার্জন, যদি সে মালিকের কল্যাণকামনার সাথে কাজ করে।

–আল-হাদিস

১৪৯. পরিশ্রম তা যে-ধরনের হোক, তার একটা মূল্য আছে।

–টমাস মিডলটন

১৫০. যে-জীবনে পরিশ্রম নেই, সে-জীবন যেন একটা গুরুতর অপরাধ এবং যে পরিশ্রম করায় আনন্দ নেই তা পশুত্ব।

–রাসকিন

১৫১. বিনা পরিশ্রমে যা অর্জন করা যায়, তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

ইমারসন

১৫২. যে পরিশ্রমী সে অন্যের সহানুভূতির প্রত্যাশী নয়।

–এডমন্ড বার্ক

১৫৩. পরিশ্রম হেদকে স্বাস্থ্যবান, মনকে স্বচ্ছ, হৃদয়কে পূর্ণ রাখে এবং আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন করে।

–সি. সিমসন

১৫৪. বিধাতা প্রত্যক পাখিরই খাদ্যের সংস্থান করেন; কিন্তু খাদ্যদ্রব্যাদি পাখির বাসায় পৌঁছে দেন না।

–জে. জি. হল্যান্ড

১৫৫. ঘুমন্ত সিংহের মুখে কখনো হরিণ প্রবেশ করে না। তাকে ছুটে গিয়ে শিকার করতে হয়।

বি. সি. রায়

১৫৬. অতিমাত্রায় বিশ্রাম আপনা থেকেই বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে।

–হোমার

১৫৭. কোনো কাজ না করে সারাদিন শুয়ে-বসে সময় কাটানোকে বিশ্রাম বলে না।

–টমাস লাভ পিকক

১৫৮. আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে, ফুল বিবর্ণ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু মনীষীরা তাঁদের মহৎ কর্মের জন্য মানুষের হৃদয়ে অম্লান হয়ে থাকবেন।

–আলফ্রেড অস্টিন

১৫৯. অতীতে করা একটি মহৎ কাজের স্মৃতি আজীবন তৃপ্তিদান করে।

রবার্ট বার্টন

১৬০. শ্রমিকের শ্রম মানব সভ্যতার জনক। শ্রমকে তাই ভালবাসে শ্রমিক। আজকের দিনে যে ভয় তাদের সে ভয় শ্রমের নয়, সে ভয় তাদের নতুন "স্লেভ-ট্রেড" এর। যার ইভল্মশানে জন্ম নিয়েছে ধনিকের নতুন শোষণ। শ্বেতাঙ্গ ধনিক ও তাদের অনুচরেরা আজ আস্ত মানুষ চুরি করে বেচে না, আজ তারা কেনাবেচা করে তাদের শ্রম, চুরি করে তাদের মেহনত।

খন্দকার মোঃ ইলিয়াস

১৬১. ঈশ্বরের বিশ্বাসের পরেই আসে শ্রমে বিশ্বাস।

–ব্রোভো

১৬২. ব্যক্তি হিসেবে শ্রমিকদের কাজ বা চিন্তাধারা বিশেষ কিছু নয়, শ্রেণী হিসেবে শ্রমিকদের যে ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে তার উপর তাদের বিশিষ্টতা নির্ভর করছে।

–কার্ল মার্কস

১৬৩. বিনা পরিশ্রমে অর্জিত সম্পদ দুঃখজনক পরিণতি ডেকে আনে।

মহিউদ্দিন

১৬৪. শ্রম ব্যতীত কিছুই লাভ করা সম্ভব নয়।

–মঈনুদ্দিন চিশতি (রহ.)

১৬৫. সকার্য উহাই, যার বিনিময়ে মানুষের নিকট কোনোকিছুর প্রত্যাশা করা হয়

–বাইবেল।

১৬৬. যে-জীবন সকার্যে ব্যয়িত নয়, সে-জীবন বিধাতার পছন্দ নয়।

–মার্গারেট জে. প্রিসটন

১৬৭. মানুষের সর্বোকৃষ্ট বন্ধু হল তার হাতের দশটি আঙুল।

রবার্ট কলিয়ার

১৬৮. যার জীবনে শ্রমের যন্ত্রণা নেই, তার কিছু প্রত্যাশা করা উচিত নয়।

–কাভেন্টিস

১৬৯. বিরাম কাজেরই অঙ্গ একসাথে গাঁথা,

নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭০. আলস্য সংক্রামক।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭১. পরিশ্রমের পরে যেটুকু বিশ্রাম পাওয়া যায় সেটুকুই পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ।

–জন রে

১৭২. যে পরিশ্রম করে, বিশ্রাম তারই জন্য আরামদায়ক।

বাটলার

১৭৩. যে-ব্যক্তি নিজের জন্য কিংবা পরের জন্য পরিশ্রম করিতে পরামুখ, সে খোদার পুরস্কার হইতে বঞ্চিত।

–আল-হাদিস

১৭৪. অতিরিক্ত পরিশ্রম জীবনে প্রতিষ্ঠা দেয় ঠিকই, কিন্তু আয়ুকে খর্ব করে।

–কট গ্রেভ

১৭৫. সব ধনসম্পদের মূল উৎপত্তি হয়েছে প্ররিশ্রম থেকে।

–জন লক

১৭৬. জ্ঞানীদের পরিশ্রমের কথা স্মরণ রাখতে হবে এবং তোমাদেরও তাঁদের মতো পরিশ্রম করতে হবে।

–চার্লস কিংসলে

১৭৭. জীবনে কাজ করতে হলে সহিষ্ণুতা চাই, খোদার উপর বিশ্বাস করে সহিষ্ণু হয়ে পরিশ্রম করো, দুঃখের মেঘ তোমার মাথার উপর হতে সরে যাবে।

–ডা. লুৎফর রহমান

১৭৮. যেখানে পরিশ্রম নেই, সেখানে সাফল্যও নেই।

উইলিয়াম ল্যাংলেড

১৭৯. শরীরের পরিশ্রম অপেক্ষা মাথার পরিশ্রমের মূল্য বেশি। হাত-পাগুলি মাথার আদেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। বুদ্ধিহীন মাথার আদেশ পালন করতে গিয়ে হাত-পাগুলির পদে পদে দুঃখ আর বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়।

–ডা. লুৎফর রহমান

১৮০. পরিশ্রমী মানুষের মুখ সবচেয়ে মিষ্টি।

–বাইবেল

১৮১. আমাদের একথা কখনোই ভুললে চলবে না যে, ভূমিকর্ষণই হচ্ছে মানুষের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শ্রম।

ডানিয়েল ওয়েবস্টার

১৮২. প্রাণিজগতে সবচেয়ে সম্মানিত হল মৌমাছি, সে পরিশ্রম করে শুধু এজন্য নয়, কারণ সে অন্যের জন্য পরিশ্রম করে–সেইজন্য।

–সেন্ট ক্রাইশোসটম

১৮৩. ক্ষুধিত ও কর্মহীন ব্যক্তিরা ঈশ্বরের একমাত্র নির্দেশ মানিতে পারে যে, কর্মের বিনিময়ে খাদ্য পাওয়ার প্রতিশ্রুতি। ঈশ্বর মানুষকে শ্রম করিয়া খাদ্যসংগ্রহের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যে কর্ম ব্যতীত আহার করে, সে চোর।

মহাত্মা গান্ধী

১৮৪. অবসর বিনোদন উন্নত ধরনের আনন্দ সম্ভোগ নয়, বরঞ্চ উপযুক্ত সময় ও স্থান-বিশেষে এটা প্রার্থনার সমতুল্য।

–এম, আই. প্রাইম

১৮৫. আমাদের অলসতাই আমাদেরকে যুগ যুগ ধরে অপরের দাস করে রাখে।

–হেনরি ফোর্ড

১৮৬. অলসদের পক্ষে পিপীলিকার জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কঠোর পরিশ্রম করে এরা জীবিকা সংগ্রহ করে এবং দুর্দিনের জন্য সঞ্চয়ও করে রাখে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে।

হযরত সোলায়মান (আ.)

১৮৭. অলসতা হল ভিক্ষাবৃত্তির চাবি ও অনিষ্টের মূলস্বরূপ।

সুরজিওন

১৮৮. উন্নতি বলতে বর্তমান কাজ এবং ভবিষ্যতের দৃঢ় প্রত্যয় বোঝায়।

–ইমারসন

১৮৯. হাজারো সমালোচকের মধ্যে যে সুষ্ঠুভাবে কাজ করে যায়, সে-ই যথার্থ কর্মী।

–এ. ডব্লিউ. হ্যারি

১৯০. যাহার জীবন দীর্ঘ ও সকল কর্মই পুণ্যময় হয়, সে-ই সর্বাপেক্ষা ভালো এবং যাহার জীবন দীর্ঘ এবং যাহার কর্ম অসৎ সে-ই সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি।

–আল-হাদিস

১৯১. যে-কার্যে তোমার হৃদয় অটলতা ও সমতা লাভ করে, তাহাই সকার্য এবং মনুষ্য হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াও যে-কার্যে তুমি সংশয়ে নিপতিত হও, তাহাই অসকার্য।

–আল-হাদিস

১৯২. যে নিজের বা পরের জন্য কাজ করে না, সে আল্লাহর কোনো পুরস্কার পাবে

–আল-হাদিস

১৯৩. এ জগতে শুভ কাজের অন্তরায় অনেক। শুভের পশ্চাতে অশুভ, আলোরে পশ্চাতে অন্ধকারের ন্যায় প্রতিনিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে।

–মোজাম্মেল হক

১৯৪. কর্ম-উজ্জ্বল দিনগুলো প্রকৃতপক্ষে সোনালি দিন।

–মিলটন

১৯৫. নহে সমাপ্ত কর্ম তোমার,
অবসর কোথা বিশ্রামের?
উজ্জ্বল হয়ে ফুটে নাই আজও
সুবিমল জ্যোতি তৌহিদের।

–আল্লামা ইকবাল

১৯৬. ধর্ম রাগে রাগিয়া যদি
মানুষ কর্ম করে,
উদার প্রাণে বাধিতে পারে
নিখিল প্রেম ডোরে,
কীর্তি তাহার বিশ্বজোড়া
হবে না কভু লয়,
কোথায় লাগে দেবতা সখা?
কিসে করো ভয়।

–শেখ ফজলল করিম

১৯৭. এ জগতে যারা বড় হয়েছেন, যাদের নাম করে মানুষ ধন্য হয়–যাঁরা সংসারকে বহু কল্যাণসম্পদ দিয়ে গিয়েছেন, তাঁরা জীবনে অনবরত কাজ করেছেন।

–ডা. লুৎফর রহমান

১৯৮. তুমি যেদিন এ-পৃথিবীতে জন্মেছিলে তখন সবাই হেসেছিল, আর তুমি কেঁদেছিলে। তোমার কাজের দ্বারা এমন করো যাতে তুমি জগৎ হতে চলে যাওয়ার সময় কেউ হাসতে না পারে।

–ভক্ত কবির

১৯৯. কোনো বিষয়ে সাফল্যের চাচিকাঠি হল কাজ। কাজই বহন করে আনে তার সাফল্য।

হিটলার

২০০. বহু কিছু করার সংক্ষিপ্ত পথ হচ্ছে তৎক্ষণাৎ একটি কাজ শুরু করে দেওয়া।

–এস, স্কাইলস

২০১. পাপ, তাপ, শোক, দুঃখ, অভাব, দীনতা,
নর হয়ে নরে ঘৃণা, মোহ, অজ্ঞানতা,
জড়তা, ভীরুতা, হিংসা, নীচতা, মাৎসর্য
বদলিবে বিনাশিবে এই তব কার্য।

–ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

২০২. শরীর তো যাবেই, কুঁড়েমিতে কেন যায়? মরচে পড়ে পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে মরা ভাল। মরে গেলেও হাড়ে হাড়ে ভেলকি খেলবে, তার ভাবনা কি?

–স্বামী বিবেকানন্দ

২০৩. কঠিন পরিশ্রমে মানুষ কখনো মরে না।

–অজ্ঞাত

২০৪. করো নয়তো মরো।

বার্নস

২০৫. প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজের চিন্তা করাই বড় জিনিস।

ডেমোক্রিটাস

২০৬. দেখি এই চরাচরে
যে যেমন কর্ম করে।

তেমন সে ফল তার পায়।
যে চাষা আলস্য ভরে
বীজ না বপন করে
পক্ক শস্য পাবে সে কোথায়?
যদি তুমি ওহে ধীর
ব্যথিতের অশ্রুনীর
নিজ করে না কর মোচন,
তব অশ্রু নিরখিয়া
দুঃখী হবে কার হিয়া
কে করিবে তাহা নিবারণ।

–কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

২০৭. যে কাজ করে না, তার খাওয়া অন্যায়।

–সেন্ট পল

২০৮. অনেক কাজ একসঙ্গে করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল, এক একটা কাজ এক একবার করা।

সিসিলি

২০৯. যে রূপ করিবে কাজ কার্যেতে দেখাও
বৃথা গর্বে কেন তাহা বলিয়া বেড়াও?
পার করিতে যদি কর যাহা গান,
কোথা পাইবে লজ্জা রাখিবার স্থান?

–কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

২১০. যদি কাজ নিতে হয়, কত কাজ আছে
একা কি পারিব করিতে।
কাঁদে শিশির বিন্দু জগতের তৃষ্ণা হরিতে
কোন্ অকূল সাগরে জীবন সঁপিব
একেলা জীর্ণ তরীতে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১১. যে-কোনো কাজ করার সময় এই মনে করে তা ভালোভাবে শেষ করো যে, এটাই হয়তো তোমার জীবনের শেষ কাজ।

–জায়েজ

২১২. মানুষের শ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছে ভালো কাজ করা।

–সোফোক্লেস

২১৩. যে-কাজ আরম্ভ করিয়াছ তাহা শেষ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করো, ক্লান্তি আসিলেও দ্বিগুণ উদ্যমে আবার চেষ্টা করো, এইরূপে ভাগ্যলক্ষ্মী তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইবে।

–মনুসংহীতা

২১৪. কাজের মতো সৎ সঙ্গী আর নেই। এই সঙ্গীই তোমার জীবনে প্রতিষ্ঠা আনতে সবচেয়ে সাহায্য করবে।

–উইলিয়াম ফুলউড

২১৫. বিনে মাইনের কাজ কাজও নয়, ছুটিও নয়, বারো আনা ফাঁকি।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১৬. টাকা নিয়ে যারা কাজ করে তারা সেই টাকার পরিমাণেই কাজ করে।..... কাজেই তাদের ছুটি নেই।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১৭, তরুণদের দেবার মতো আমার তিনটি উপদেশ আছে–সে হচ্ছে, কাজ, কাজ আর কাজ করা।

–বিসমার্ক

২১৮. কাজ কর্মীর স্বভাবের প্রতিচ্ছবি।

স্যামুয়েল বাটলার

২১৯. জনসাধারণের জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান কাজগুলো নিঃসন্তান ও অবিবাহিত লোকদের কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি এসেছে।

বেকন

২২০. তুমি যে-কাজে নিযুক্ত হবে সে-কাজ মন দিয়ে ভালো করে করবে। কাজ যত সামান্যই হোক না কেন, সৎ, পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান লোক সেই কাজের দ্বারাই উন্নতি লাভ করবে। কোনো কাজেই নিজের আত্মসম্মান ছোট হয়েছে মনে করা মহা অপরাধ।

বুকার টি, ওয়াশিংটন

২২১. ভগবান অতি উত্তমরূপে আপনাকে লুকিয়ে রেখেছেন, তাই তাঁর কাজ সর্বোত্তম। এইরূপ যিনি আপনাকে লুকিয়ে রাখতে পারেন, তিনিই সবচেয়ে বেশি কাজ করতে পারেন। নিজেকে জয় করো, তা হলেই সমুদয় তোমার পদতলে আসবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

২২২. গরম থাকতে লোহার উপর ঘা মারো—কুঁড়েমির কাজ নয়। ঈর্ষা, অহমিকাভাব গঙ্গাজলে জন্মের মতো বিসর্জন দাও। মহাশক্তিতে কার্যক্ষেত্রে অবতরণ করো ও মহাবলে কাজে লেগে যাও। কাজ, কাজ, কাজ—এই হল মূলমন্ত্র।

—স্বামী বিবেকানন্দ

২২৩. যে বেশি ঘুমায়, ভাগ্য তাকে দূর থেকে বিদ্রূপ করে।

—জন ভ্যান্স

২২৪. সুন্দর ঘুম সবরকমের যন্ত্রনার মহৌষধ।

—শেলি

২২৫. সমস্ত বছরটাই যদি ছুটির দিন হত তা হলে খেলাধুলার কাজটাই কঠিন কাজের ব্যাপার হয়ে দেখ দিত।

—শেক্সপীয়ার

২২৬. অবসরটা হল একটি সুন্দর পোশাকের মতো এবং সবসময় পরিধান করার জন্য নয়।

—অজ্ঞাত

২২৭. একটি মেশিনের দ্বারা ৫০টি সাধারণ লোকের কাজ করা যেতে পারে। কিন্তু কোনো মেশিনের সাহায্যে একটি অসাধারণ লোকের কাজ করা যেতে পারে না।

অ্যালবার্ট হার্বার্ট

২২৮. আল্লাহর চোখে ছোটবড় সবাই সমান। তিনি লোকের পদমর্যাদা দেখে বিচার করেন না, তাদের কাজ দেখে বিচার করেন।

–হযরত আলি (রা.)

২২৯. স্বাস্থ্য আর আনন্দ একজন আরেকজনের পরম বন্ধু।

–এডিসন

২৩০. তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারো মাস।
রোদ্রে জলে আছেন সবার সাথে
ধুলা তাহার লেগেছে দুই হাতে
তারি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয়রে ধুলার পারে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩১. তোমার হাতকে খারাপ কাজে ব্যবহার না করে অন্যকে সাহায্যের কাজে ব্যবহার করো, তোমার ঠোঁটকে অন্যের কুৎসা রটনার কাজে ব্যবহার না করে প্রার্থনার কাজে ব্যবহার করো।

–অলিভার গোল্ডস্মিথ

২৩২. তুমি শার্টের প্রথম বোতামটি লাগাতে যদি ভুল কর তবে সঠিকভাবে বোতাম লাগানো আর সম্ভব হবে না।

–জন এ শো

২৩৩. নিজের হাত ও পায়ের ওপর যে ভরসা করে, সে কোনোদিন ঠকে না।

জন রে

২৩৪. কাজ-পাগল লোক কাজের মধ্যে যত আনন্দ পায় তত আর কিছুতেই পায়

বেকন

২৩৫. যথেষ্ট নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও পরিশ্রম থাকা সত্ত্বেও আমি আমার জীবনটাকে সুন্দরভাবে সাজাতে পারলাম না।

–অলিভার গোল্ডস্মিথ

২৩৬. আমাকে বুঝতে দাও আমার ভেতরে ক্ষমতা কতখানি, তা হলেই পায়ে জোর ফিরে পাব।

–জন ম্যান্সফিল্ড

২৩৭. সবশ্রেণীর মানুষের জন্য কাজ করতে পারাটাই যথার্থ পারা।

এডমন্ড স্পেনসার

২৩৮. যার বশ্যতার মধ্যে তোমার স্বার্থ নিহিত তার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ো না।

অ্যারিস্টটল

২৩৯. আত্মত্যাগের মনোভাব যাদের নেই মহৎ কাজ তারা করতে পারবে না।

–ফ্রেডারিক ভন

২৪০. দেহের বার্ধক্য তাকে দূর থেকে কুর্নিশ করে যার মনের বার্ধক্য আসেনি।

জর্জ গ্রানভিল

২৪১. কর্মফল খোঁড়া হলেও সে একদিন আসবেই।

ড্যানিয়েল ডিফো

২৪২. সুকর্মের সুগন্ধ স্থায়ী, তাই সহজেই হারিয়ে যায় না।

–বেসিল

২৪৩. তুমি কোনোকিছু শেষ করতে চাইলে তার শুরুটা যথার্থভাবে করতে হবে।

এমিল

২৪৪. সামান্য বিশ্রাম নাও, এবং মাইলের পর মাইল অতিক্রম করো।

ডব্লিউ জি. বেনহাম

২৪৫. বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনো অস্বাভাবিক কিছু করার উদ্যোগ নেন না।

–মেসিংগার রেনে গ্যাডো

২৪৬. অলসতা হল মনের নিদ্রা।

বাল ভেনারগাস

২৪৭. একজন মহৎ ব্যক্তির কাজ হল ঈশ্বরেরই মহৎ কাজ।

পোপ

২৪৮. মহৎ কাজ কখনো হারিয়ে যায় না।

ব্যাসিল

২৪৯. আমাদের প্রথমে অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। পরে অভ্যাসই আমাদেরকে গড়ে তুলবে।

ড্রাইডেন

২৫০. ভালো কাজ করা হল মানুষের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

–সোফোক্লেস

২৫১. কল্পনায় বড় না হয়ে কাজে বড় হও।

–শেক্সপীয়ার

২৫২. যে যা বলে বলুক, তুমি তোমার নিজের পথে চলো।

দান্তে

২৫৩. চন্দ্র কহে বিশ্বে আলো দিয়াছি ছড়ায়ে,
কলঙ্ক যা আছে তাহা আছে মোর গায়ে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫৪. কে লইবে মোর কার্য, কহে সন্ধ্যা রবি–
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।

মাটির প্রদীপ ছিল; সে কহিল, স্বামী;
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫৫. আজকের কাজ কালকের জন্য রেখে দিও না। কালকের কাজ আরও গুরুতর হয়ে দেখা দিতে পারে।

সক্রেটিস

২৫৬. কোনো কাজ আরম্ভ করলে শেষ করতে দেরি হয় না।

ক্যানিং

২৫৭. পরিশ্রম তা সে যে-ধরনেরই হোক না কেন, তার একটা মূল্য আছে।

–টমাস মিডলটন

২৫৮. বিনা পরিশ্রমে যা অর্জন করা যায়, তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ইমারসন

২৫৯. হে বৎস! এই দুনিয়ায় প্রথম যে পদক্ষেপ নেওয়া হয় তার উপরেই আমাদের পরবর্তী দিনগুলো নির্ভর করে।

–ভলতেয়ার

২৬০. সামান্য বিষ মুহূর্তে মানুষের জীবনাবসান ঘটাতে পারে। অথচ বেঁচে থাকার জন্য জীবনব্যাপী মানুষকে কী সংগ্রামই না করতে হয়!

–হেনরি হ্যারিসন

২৬১. আত্মাকে পরিপুষ্ট করার ক্ষমতা যার আছে, সে-ই যথার্থ অবসর ভোগ করে।

স্যামুয়েল স্মালই

২৬২. অবসরকে বুদ্ধিমত্তার সাথে ভরিয়ে তুলতে পারাই হচ্ছে সভ্যতার শেষ অবদান।

বার্ট্রান্ড রাসেল

২৬৩. অবসর হচ্ছে মূল্যবান কিছু চিন্তা করার উৎকৃষ্ট সময়।

ক্রিস্টোফার

২৬৪. কর্মব্যস্ত সমাজে অবসর দান বা গ্রহণ প্রচলিত রীতি। কিন্তু যার নির্দিষ্ট কাজ নেই তার কর্ম-সমাপ্তির প্রশ্ন ওঠে না। দায় থাকলে দায়িত্বপালনের সমস্যা, দায়মুক্ত হলে কিংকর্তব্য হয় চিন্তার বিষয়।

আবদুর রহমান শাদাব

২৬৫. অবসর মানে যথাকর্তব্য সমাপনের পর মনোভার মুক্তি।

–আবদুর রহমান শাদাব

২৬৬. বিকৃত ক্ষুধার তাড়নায় ছুটোছুটি করার পর আত্মস্থ হওয়া কর্মক্লান্ত মানুষের নন্দিত অবসর।

আবদুর রহমান শাদাব

২৬৭. কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যে অবসরের জন্যে একটু ঠাঁই করে রাখা ভালো। কারণ, মানুষ না দিলেও, সময় হলে প্রকৃতি অবসর দেবেই।

আবদুর রহমান শাদাব

২৬৮. ছুটিকে যারা উপভোগ করতে পারে না, তাদের ছুটি ভোগ না করাই উচিত।

–হ্যারি হগম্যান

২৬৯. সাপ্তাহিক ছুটি মানুষের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। অবসর না মিললে গতি বাড়ে। পরিশ্রমের পর বিশ্রাম একান্ত জরুরি।

–হুইটিয়ার

২৭০. দীর্ঘদিনের ছুটি মানুষকে অলস ও কর্মবিমুখ করে তোলে।

বুদ্ধদেব গুহ

২৭১. আমি বড় ব্যস্ত, দুশ্চিন্তা করবার মতো সময় নেই।

উইনস্টন চার্চিল

২৭২. দুশ্চিন্তা দূর করার এক নম্বর উপায় হল–ব্যস্ত থাকুন।

–ডেল কার্নেগি

২৭৩. অবসর হচ্ছে মূল্যবান কিছু করার উৎকৃষ্ট সময়।

ক্রিস্টোফার

২৭৪. উদ্বিগ্ন চিত্তের মানুষেরা কাজের চেয়ে অসলংগ চিন্তাই বেশি করে।

জে. এন. ব্যারি

২৭৫. তুমি অন্য কিছু চিন্তা না করে শুধুমাত্র তোমার কর্তব্যসমূহ যথাযথভাবে পালন করে যাও, পুরস্কৃত হবেই।

নরমান ডগলাস

২৭৬. সকালে চিন্তা করো, দুপুরে কাজ করো, সন্ধ্যায় খাও এবং রাত্রে ঘুমাও।

উইলিয়াম ব্লেক

২৭৭. প্রয়োজনীয় কিছু চিন্তা করার জন্য অবসরই হচ্ছে উপযুক্ত মুহূর্ত।

স্যামুয়েল স্কাইল

২৭৮. বিশ্বাস হইতেছে আত্মার খাদ্য। বিশ্বাস হইতে চিন্তা এবং চিন্তা হইতে কার্যের উৎপত্তি। প্রত্যেক মানবের কার্যই তাহার বিশ্বাসের অনুরূপ হইবে।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী

২৭৯. এমন মানুষ পৃথিবীতে কেউ জন্মায়নি, যার কাজ তার সঙ্গে সঙ্গে জন্মায়নি।

–জেমস রাসেল লোওয়েল

২৮০. আমরা খাঁটি হতে পারি যদি আমাদের কর্ম হয় খাঁটি, বিনয়ী হতে পারি যদি আমাদের কর্ম হয় বিনয়ী, সাহসী হতে পারি যদি আমাদের কর্ম হয় সাহসী।

–অ্যারিস্টটল

২৮১. আলস্য আর অকর্মণ্য জীবন এক কথা নয়, কিন্তু যাহাকে অকর্মণ্য জীবন বল তাহারই অপর অর্থ আত্মদ্রোহ, সমাজদ্রোহ ও বিশ্বদ্রোহ। অতএব যে অলস, সে ত্রিবিধ অপরাধেই সর্বপ্রকার দণ্ডার্হ ও নিগ্রহভাজন।

–কালীপ্রসন্ন ঘোষ

২৮২. হাতে মুখে কাজে যেন থাকে এক যোগ
সহসা না হয় যেন কটুভাষী রোগ
মন দিয়া লেখাপড়া করিও যতনে
তৎপর থাকিও মাতা-পিতার বচনে
আদরে তুমিও তব প্রিয় বন্ধু জনে
লিখিত বচনগুলি রেখ সদা মনে।

–আরজ আলী মাতুব্বর

২৮৩. আমরা যত কাজ করি তার চেয়ে আরো বেশি করে কাজ আমরা করতে পারি, এবং কাজে যত বেশি ব্যস্ত আমরা থাকবো, অবসর বিনোদনের সময় আমাদের তত বেশি বেড়ে যাবে।

–হেজেল্ট

২৮৪. সকাজে তোমরা একে অন্যের প্রতিযোগিতা কর।

–আল-কোরআন

২৮৫. কাজ যত সামান্যই হোক না কেন, পরিশ্রমী আর বুদ্ধিমান লোক তা দিয়ে জীবনে উন্নতি লাভ করবে।

বুকার ওয়াশিংটন

২৯. শক্তি ও সংগ্রাম

বাণী চিরন্তন – সম্পাদনা : ভবেশ রায় / মিলন নাথ ২৯. শক্তি ও সংগ্রাম

শক্তি ও সংগ্রাম

১. মানুষের জীবনে বাধাবিঘ্ন আসবেই, তাতে যে দমে যায় সে কখনো জীবনে উন্নতি করতে পারে না।

–নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

২. পৃথিবী শক্তির পদানত।

–ইমারসন

৩. শক্তি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ আলোর ছটা।

–ড্রেটন

৪. শক্তির দুটো অংশ আছে–এক অংশ ব্যক্ত, আর এক অংশ অব্যক্ত...। এক অংশ প্রয়োগ, আরেক অংশ সম্বরণ। শক্তির এই সামঞ্জস্য যদি নষ্ট কর তা হলে সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, সে ক্ষোভ মঙ্গলকর নয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫. সংগ্রাম করা, ব্যর্থ হওয়া–আবার সংগ্রাম করা, আবার ব্যর্থ হওয়া, আবার সংগ্রাম করা, বিজয় অবধি এটাই হচ্ছে জনগণের যুক্তি, তারা কখনো এই শক্তি লংঘন করবেন না।

মাও-সে-তুং

৬. আমরা যখন কর্তব্যকর্মে অবহেলা দেখাই, কোনো দায়িত্বকে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করি না,তখনই অকৃতকার্যকতা আসে।

–ডেল কার্নেগি

৭. অকৃতকার্যতায় ভেঙে পড়লে চলবে না। একবারে না পারিলে দেখ শতবার। অকৃতকার্যতার পরেই আসবে কৃতকার্যতা।

অজ্ঞতা

৮. আমরা যখন আমাদের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভুলে গিয়ে বিপথগামী হই, তখনই প্রকৃত অকৃতকার্যতা আসে।

জ্যাকুলিন মিলার

৯. উদ্যমের অভাবেই সবসময় অকৃতকার্যতা দেখা দিয়ে থাকে, পুঁজির অভাবে নয়।

ডানিয়েল ওয়েস্টার

১০. লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে-কোনো ত্যাগ স্বীকারে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ঘরে ঘরে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধের দুর্গ, আমাদের দাবি ন্যায়সঙ্গত। তাই সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত। জয় বাংলা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১১. বাংলাদেশের শতকোটি মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্যে আমাদের আজকের এই সংগ্রাম। অধিকার বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। বুলেট, বন্দুক, বেয়োনেট দয়ে বাংলাদেশের মানুষকে আর স্তব্ধ করা যাবে না। জনতা আজ ঐক্যবদ্ধ।

বঙ্গবন্ধু

১২. জীবিকার জন্য কোনোরূপ চেষ্টা সাধনা না করে নিশ্চেষ্ট বসে থাকার নাম কোনো অবস্থাতেই আওয়াক্কুল হতে পারে না। কেননা, জীবিকার জন্য চেষ্টা-তদবির ছেড়ে দেয়া বড় রকমের গুনাহ্।

ইমাম গাজ্জালী (রহ.)

১৩. বিপদ উপেক্ষা করলে বেড়ে যায় আরও।

–এডমন্ড বার্ক

১৪. ক্ষমতামদমত্ত জালেমের জুলুমবাজির প্রতিবাদে সত্য কথা ও সত্যের প্রচারই সর্বোৎকৃষ্ঠ জেহাদ।

–আল-হাদিস

১৫. ভিক্ষা না করে নিজের প্ররিশ্রম দ্বারা যারা জীবিকার ব্যবস্থা করে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন থাকেন।

–আল-হাদিস

১৬. সুন্দর জীবন কোনো ভাগ্যের লিখন নয়। কাজ আর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে হয়। ভালোভাবে বাঁচতে হলে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

কালিনিন

১৭. সংগ্রামী জীবনই যথার্থ জীবন।

সি. সি. কল্টন

১৮. ভিক্ষা না করে একখানি রশি নিয়ে পিঠে করে এক বোঝা কাঠ এনে বিক্রি করা অনেক ভালো।

–আল-হাদিস

১৯. আমার পরাজয় বোঝায় না যে বিজয় অসম্ভব। এভারেস্ট চূড়ায় চড়তে গিয়ে মার খেয়েছেন অনেকেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এভারেস্ট বিজিত হয়েছিল।

চে গুয়েভারা

২০. নিজেকে জয় করাই সব জয় করার মতো বিজয়।

প্লেটো

২১. যারা বিশ্বাস করে যে, তারা জয় করতে পারে, তারাই জয় করতে পারে।

ড্রাইডেন

২২. যুবকরাই যুদ্ধের যোগ্য। লড়াই করা, নিজের জীবনের মায়া না করা ওদের স্বভাব। নিজে ছোট বা দুর্বল। পরাজয়ের বিপদ তার ভাগ্যেও ঘটতে পারে একথা সে মোটেই বিশ্বাস করে না।

–ডা. লুৎফর রহমান ২৩. যে-ব্যক্তি জীবনে শক্তির স্বাদ পায়নি, তার জীবন বৃথা।

সক্রেটিস

২৪. একটি সরল জীবন্ত যুবক সমাজের দরকার হইয়াছে। গণ্ডিছাড়া স্বাধীন শিক্ষালাভের জন্য উৎসুক কম্যোৎসাহে চিরনবীন যুবক সম্প্রদায় চাই। তাহারাই এদেশকে নূতন করিয়া গড়িবে, নূতন মহিমায় মহিমান্বিত করিয়া তুলিবে।

–আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

২৫. দুঃখকষ্টে ভয়, এমনকি মৃত্যুভয়ও তরুণকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে না, বরং তরুণবয়সে বিপদের মোহ হৃদয়কে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে।

হুমায়ূন কবীর

২৬. বিজয় মহান, কিন্তু বিজয়ের জন্য সংগ্রাম মহত্তর।

দ্য কুবার্তা

২৭. ভীরুরা ভয়ে পিছিয়ে পড়ে, সাহসীরা ভয়কে মাড়িয়ে এগিয়ে যায়।

–বদরুদ্দীন উমর

২৮. সৌভাগ্য প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রতীক্ষা করে, কিন্তু যে পরিশ্রম করে একমাত্র তার সঙ্গেই দেখা করে।

–সিনেকা

২৯. আমরা সবাই অবিরত জীবনের সাথে যুদ্ধ করে বাঁচি।

গ্রাহাম গ্রীন

৩০. দুর্বলেরা ভাগ্য বিশ্বাস করে, সবলেরা ভাগ্য ছিনিয়ে আনে।

আগাস্টিন

৩১. যে ভাগ্য বিশ্বাস করে সে ভাগ্য গড়তে জানে না।

মেরি বেকার

৩২. সমস্যার মধ্যে বোকা এবং ভীরুরাই তলিয়ে যায়। সাহসী এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সমস্যার মোকাবেলা করে।

–বিল জোনস

৩৩. সমস্যা যত জটিল হোক না কেন, চেষ্টা এবং পথ জানা থাকলে সমাধান সহজেই হয়।

–ডিকেন্স

৩৪. আপনি যদি প্রতিভাবান হোন তো আপনার কাজ হবে লোকের অবজ্ঞাকে অবজ্ঞা করে সামনে এগিয়ে চলা–আর প্রতিভাবান না হলে কাজ ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

বার্ট্রান্ড রাসেল

৩৫. সাহসী ও বুদ্ধিমানের সঙ্গে দেখা করার জন্য সৌভাগ্য ব্যাকুল হয়ে থাকে।

–লিও ওয়ালেস

৩৬. আজ সংগ্রাম নিজেকে চেনার
মানবতা নিয়ে বেচা ও কেনার
হাটের ভিড়ে,

সময় এসেছে সকল দেনার
সকল হিসাব মেটাতে ফিরে।

ফররুখ আহমদ

৩৭. নাই, নাই ভয়, হবে হবে জয় খুলে যাবে এই দ্বার–
জানি, জানি তোর বন্ধন ডোর ছিঁড়ে যায় বারে-বার।
ক্ষণে ক্ষণে তুই হারায়ে আপনা
সুপ্তি নিশীথ করিস যাপনা—
বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে বিশ্বের অধিকার।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৮. যে সাহসের দ্বারা পূর্ণ সে বিশ্বাসের দ্বারাও পূর্ণ।

সিসেরো

৩৯. লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টাতেই গৌরব নিহিত, লক্ষ্যে পৌঁছানোতে নহে।।

মহাত্মা গান্ধী

৪০. ভায়েরা আমার, প্রস্তুত হও–এবারের সংগ্রাম মুক্তির সঙগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

৪১. রক্ত যখন আমরা দিতে শিখেছি তখন আর আমাদের কেউ ঠেকাতে পারবে না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

৪২. কোনো অবস্থাতেই তোমরা কাফেরদের আনুগত্য স্বীকার করিও না, বরং কোরআনের বিধান সম্মুখে লইয়া উহাদের সঙ্গে সর্বাত্মক জেহাদে অবতীর্ণ হও।

–আল-কোরআন

৪৩. নিশ্চয়ই নিজের মনের বিরুদ্ধে জেহাদ করাই শ্রেষ্ঠ জেহাদ।

–আল-কোরআন

৪৪. সম্মান, শৌর্য, জনপ্রিয়তা, ভালোবাসা অনেক সময় এমন দুর্বল লোকের নিকট আসে, যে তা ধরে রাখতে পারে না।

মিল্টন ৪৫. একমাত্র নির্ভীকতার ধর্ম সকলকে শিক্ষা দিতে হইবে। ভয়ই অধঃপতন ও পাপের কারণ। ভয় হইতেই আসে দুঃখ, অশুভ ও মৃত্যু।

স্বামী বিবেকানন্দ

৪৬. প্রতিবাদ, তর্ক ইত্যাদি করলে কখনো জয়লাভ হতে পারে, কিন্তু সে-জয়লাভের কোনো মূল্য থাকবে না, কারণ প্রতিপক্ষের হৃদয় তাতে পাওয়া যায় না।

ফ্রাংকলিন

৪৭. দুনিয়ার বুকে আমরা দেখি যে, কোনো বিদ্রোহীকে দুনিয়ার কোনো সরকারই প্রশ্রয় দেয় না। তদ্রুপ খোদ্যদ্রোহীদের জন্যও সৃষ্টির সকল কল্যাণের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। তাদের কোনো প্রচারেই ফললাভ হয় না।

–আবুল কালাম আজাদ

৪৮. নিজের অধিকার আদায় করে নিতে হয়।

মওলানা ভাসানী

৪৯. বিদ্রেহী হইলে মানুষ বিরক্ত হয়–বিরদ্ধে কথা শুনিলে উগ্র হওয়া মানুষের স্বভাব, ইহা সত্য, কিন্তু বিদ্রোহ ও সমালোচনা ব্যতীত মানবসমাজ বা জগতের কোনো কল্যাণ হয় না।

–ডা. লুৎফর রহমান

৫০. বিপদকে ভয় করা মানেই পৌরুষকে খর্ব করা।

বালগঙ্গাধর তিলক

৫১. জীবন যতক্ষণ আছে বিপদ ততক্ষণ থাকবেই।

–ইমারসন

৫২. রক্ত যখন দিয়েছি, আরও দেব, তবু দেশকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ্।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

৫৩. বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে,
আমি যাই তারি দিন-পঞ্জিকা লিখে,
এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ,
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ;
স্বপ্ন-চূড়ার থেকে নেমে এসো সব–
শুনেছ? শুনছ উদ্দাম কলরব?
নয়া ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট,
রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

৫৪. বাঁচিয়া থাকার জন্য লাঙল নিয়া মাটির সাথে মানুষের যে-সংগ্রাম ইহাই বৃহত্তম সংগ্রাম।

–কাশতকার

৫৫. বিপ্লবের কোনো পদ্ধতি অথবা দর্শন রাতারাতি জন্ম বা স্বীকৃতি লাভ করে না। আত্মপ্রকাশের সময় থেকেই তা কঠিন পরীক্ষা, প্রতিকূলতা, উপহাস ও সংস্কারের সম্মুখীন হয়। সমাজের পুরনো কর্মীরা নতুন কোনো পদ্ধতির প্রতি সর্বদাই বিদ্বেষ পোষণ করেন, কেননা চিরাচরিত পদ্ধতিতে সংগ্রাম পরিচালনা করেই তারা কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন।

মার্টিন লুথার কিং

৫৬. বাধা-বিপত্তি আর বিপদকে আপন ভেবে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না। কারণ আপনার চরিত্র মজবুত করে গড়ে তোলার জন্য এগুলো হচ্ছে প্রয়োজনীয় লোহার কড়িবর্গা।

–চেস্টারটন

৫৭. কবি, তুমি প্রাণ খুলে শুধু সামাজিক বিপ্লবের গান শুরু করে দাও। যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন, সমাজ, সংস্কার–সবকিছু ভেঙ্গেচুরে ধ্বংস হয়ে যাক।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫৮. আমি বেদুইন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ,
আমি বজ্র, আমি ঈশান বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুঙ্কার।

কাজী নজরুল ইসলাম

৫৯. বিশ্বে যারা নিঃস্ব তাদের
চির নিদ্রা হতে জাগিয়ে দাও
শোষক ধনীর প্রাসাদ প্রাচীর
জয়হুংকারে টলিয়ে দাও।

ইকবাল

৬০. সামান্য কয়েকজন লোভী
অনেক অভাবীর বিরুদ্ধে–
আর স্বাস্থ্যবানদের বিরুদ্ধে
ক্ষয়ে-যাওয়ার দল।
সূর্যালোকের পথে যাদের যাত্রা
তাদের বিরুদ্ধে তাই সাপেরা।
অতীতে অবশ্যই এই সাপেরা জিতেছে বহুবার।
কিন্তু এখন সেই সময়,
সচেতন মানুষ! এখন ভুল করো না–
বিশ্বাস করো না সেই সব সাপেদের
জমকালো চামড়ায় যারা নিজেদের ঢেকে রাখে,
বিপদে পড়লে যারা ডাকে
তাদের চেয়ে কম চটকদার বিষাক্ত অনুচরদের।
এতটুকু লজ্জা হয় না তাদের ধর্মঘট ভাঙতে যে
ধর্মঘট বেআব্রু ক্ষুধার চূড়ান্ত চিহ্ন।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

৬১. আনো তোমার হাতুড়ি, ভাঙ ঐ উৎপীড়কের প্রাসাদ–ধুলায় লুটাও অর্থপিশাচ বলদর্পীর শির। ছোড়ো হাতুড়ি, চালাও লাঙল, উচ্চে তুলে ধরো তোমার বুকের রক্তমাখা লালে লাল-ঝাণ্ডা। যারা তোমাদের পায়ের তলায় এনেছে, তাদের তোমরা পায়ের তলায় আনো। সকল অহঙ্কার তাদের চোখের জলে ডুবাও। নামিয়ে নিয়ে এসো ঝুঁটি ধরে ঐ অর্থপিশাচ যক্ষগুলোকে। তোমার পিতৃপুরুষের রক্ত-মাংস-অস্থি দিয়ে ঐ যক্ষের দেউল গড়া, তোমাদের গৃহলক্ষ্মীর চোখের জল আর দুধের ছেলের হৃৎপিণ্ড নিংড়ে ঐ লাবণ্য, ঐ কান্তি।

কাজী নজরুল ইসলাম

৬২. যে বিপদে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্ তাকে উত্তমরূপে পুরস্কৃত করেন।

–আল-কোরআন

৬৩. ভীরুলোক বিপদ আসার আগেই ভয় পেয়ে থাকে, কাপুরুষেরা বিপদের সময় এবং সাহসী লোক বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে ভয় পায়।

জীন পল রিচটার

৬৪. শক্তির প্রয়োগ সুষ্ঠু সংহত হওয়া চাই।

কর্নেলি

৬৫. স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে শিখার যে প্রভেদ, উত্তেজনার সঙ্গে শক্তির সেই প্রভেদ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৬. আমাদের আয়ত্তের বাইরে বিধাতা অনেক কিছুই রাখেন আমাদের শক্তি পরীক্ষার জন্য।

আফরাবেন

৬৭. সংগ্রাম করে যে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়, যুদ্ধবিজয়ী সৈনিকের চেয়ে তার মর্যাদা কোনো অংশে কম নয়।

হুইটম্যান

৬৮. আজ তোমাদের মুক্তিসভায় তোমদের সম্মুখে,
শপথ নিলাম আমরা হাজার মুখে :
যতদিন আছে আমাদের প্রাণ, আমাদের সম্মান,
আমরা রুখব গৃহযুদ্ধের কালো রক্তের বান।
অনেক রক্ত দিয়েছি আমরা, বুঝি আরো দিতে হবে
এগিয়ে চলার প্রত্যেক উৎসবে।
তবু আজকে ভরসা, যেহেতু তোমরা রয়েছ পাশে,
তোমরা রয়েছ এদেশের নিঃশ্বাসে।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

৬৯. রক্তের শোধ রক্তে শুধবো মাগো
রক্তের শোধ সমস্ত সগ্রাম
সহস্র যুবা সূর্য সোনালি আজ
স্মরণে তাদের উদাত্ত বহু জাগো।

আনছার আলী

৭০. যতকাল বেঁচে আছি ততকাল যেন কোনো অন্যায় না করি, জীবনে যে মহত্ব মনুষ্যত্বের পরিচয় দেব, সেই স্মৃতিটুকু মৃত্যুকালে আমাদের প্রাণে যথার্থ আনন্দ আনবে। যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ পাপ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব। যথাসাধ্য মানুষের দুঃখ-কষ্ট মোচন করতে চেষ্টা করব। তারপর মৃত্যুর দ্বারা আমাদের মুক্তি হবে। এ জগতে অনন্ত কোটি মানুষ এসেছিল, কোথায় তারা? কত যুবক-যুবতী এ জগতে কত হাসি হেসেছে, কোথায় সেসব হাসি? কেন মিছে এই স্বপ্ন ভস্মের জন্য এত পাপ, এত মারামারি

ডা. লুৎফর রহমান

৭১. পাথরের মতো কঠিন ও হীরার মতো দামি হও।
তার দ্বারাই ইহলোক পরলোক আলোকিত হয়
যে জন কর্মী ও কৃচ্ছসাধক হয়
জীবনের সম্মান দৃঢ়তাতেই নিহিত–
দুর্বলতাই তো তুচ্ছতা ও অপরিপক্কতা।

ইকবাল

৭২. এই পৃথিবীতে সাহসের বড় পরীক্ষাই হল দৃঢ় মনে পরাজয়বরণ করা।

আর. জি. ইন্দার সোল

৭৩. ক্ষমতার আসন মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় পরীক্ষাক্ষেত্র।

–হযরত আলি (রা.)

৭৪. পৃথিবীতে উন্নতির পথে কেবল যে বিদ্যা বা বুদ্ধিই সহায়তা করে তা নয়, তার জন্য একটি বড় প্রয়োজন হচ্ছে সাহসের। সাহস মানুষকে দেয় সফলতার পথে এগিয়ে। বাধা-বিপদ, ঝড়, ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণি, সবকিছুকে জয় করে সার্থকতার দিকে পৌঁছাবার সোপান হচ্ছে সাহস। এ-পৃথিবীতে যে ভীরু, যে দুর্বল, সে অসহায়। প্রকৃতিদেবী ভালোবাসেন সাহসীকে, সাহসী তাই সর্বত্র পায় সফলতার জয়মাল্য। দুর্বলের জন্য শুধু জমা রয়েছে ঘৃণা আর ব্যর্থতা।

স্যার ওয়াল্টার স্কট

৭৫. ক্ষমতা না থাকলে শত্রুর সম্মুখীন হয়ো না।

–হযরত আলি (রা.)

৭৬. এদশে কৃষক আছে, এদেশে মজুর আছে জানি,
এদেশে বিপ্লবী আছে, জনরাজ্যে মুক্তির সন্ধানী।

দাসত্বের ধুলো ঝেড়ে তারা আজ আহ্বান পাঠাক,
ঘোষণা করুক তারা এ মাটিতে আসন্ন বৈশাখ।
তাই এ অবরুদ্ধ স্বপ্নহীন নিবিড় বাতাসে,
শব্দ হয় মনে হয়, রাত্রিশেষে ওরা যেন আসে।
ওরা আসে কান পেতে আমি তার পদধ্বনি শুনি।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

৭৭. সতেচনতা আমাদের সবাইকে কাপুরুষ বানিয়ে দিয়েছে।

শেক্সপীয়ার

৭৮. রাজা রাজত্বের জন্য সংগ্রাম করেন, আর একটি সাধারণ মানুষ বেঁচে থাকার জন্য, এক মুঠো ভাতের জন্য সংগ্রাম করে।

ম্যাকিউস

৭৯. মুক্ত মানুষের জীবন একটা চিরন্তন সংগ্রাম।

মুহম্মদ আকরাম খান

৮০. এ আগুন নির্ভীক
দাউ দাউ জ্বলবে
 এ জীবন চায় আজ সংগ্রাম
দাসত্ব শৃঙ্খল ছিঁড়তে।

আহমদ মনসুর

৮১. গোলাপ জল দিয়ে না ধুয়ে কখনো সগ্রাম করা যায় না।

বুলওয়ার লিটন

৮২. শক্তিমানের শক্তির অধিকারের চেয়ে বড় অধিকার নাই। বিধাতা যে অধিকারের দাতা–শক্তিমানও সেই অধিকারে দণ্ডদাতা রাজা। সিংহ যে অধিকারে পশুরাজ–মানুষও সেই অধিকারে মানুষের ভাগ্যবিধাতা–প্রভু।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

৮৩. দৈন্য যদি আসে আসুক লজ্জা কিবা আছে?
মাথা উঁচু রাখিস।
সুখের সাথী মুখের পানে যদিও নাহি চাহে,
ধৈর্য ধরে থাকিস।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

৮৪. মুক্ত করো ভয়
আপনা মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৫. অস্ত্র হচ্ছে যুদ্ধের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কিন্তু নির্ধারক উপাদান নয়, নির্ধারক উপাদান হচ্ছে মানুষ, বস্তু নয়। সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি অপরিহার্যরূপেই মানুষের দ্বারা পরিচালিত হয়।

–মাও-সে-তুং

৮৬. আত্মসমর্পণ কখনো কখনো আত্মহননের পর্যায়ে চলে যেতে পারে।

লিউড বেকন

৮৭. ওহে দয়াময় কর আশীর্বাদ।
ঘুচে যাক কলহ বিবাদ
কোটি কোটি ভাই এক প্রাণ,
বরি দম্ভে করি আত্মবলিদান,
সাধি যেন সবে জাতীয় কল্যাণ,
হেন শক্তি আজি কর দান।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী

৮৮. আমরা চলি পশ্চাতে ফেলি পচা অতীত
গিরিগুহা ছাড়ি খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত
সৃজীব জগৎ বিচিত্রতর বীর্যবান,
তাজা জীবন্ত সে নবসৃষ্টি শ্রম-মহান
চলমান বেগে প্রাণ উচ্ছল।

কাজী নজরুল ইসলাম

৮৯. যে যুদ্ধ করে ও পালিয়ে যায়, সে অন্যদিকে যুদ্ধ করার জন্য বেঁচে থাকে। কিন্তু যে যুদ্ধে হত হয় সে আর কখনোই যুদ্ধ করতে পারে না।

অলিভার গোল্ডস্মিথ

৯০. আবু বকর ওসমান ওমর আলী হায়দার
দাঁড়ি এ যে তরণীর, নাই ওরে নাই ডর।
কাণ্ডারী এ তরণীর পাকা মাঝিমাল্লা
দাঁড়ী মুখে সারী গান 'লা শরীক আল্লাহ্'।

কাজী নজরুল ইসলাম

৯১. জীবনসংগ্রামে ঘাত-প্রতিঘাত থাকবেই, তাই বলে মুষড়ে পড়াটা ভীরু, কাপুরুষতার লক্ষণ।

–বেকন

৯২. গতিই জীবন। গতির অভাব মৃত্যু। যুবশক্তি নিরন্তর গতিশীল। সেই যুবশক্তি জীবনের ভুয়োদর্শন দ্বারা পরিচালিত হলে পৃথিবীতে অসাধ্য সাধন করতে পারে।

–ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

৯৩. অসত্যের আস্ফালন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু সত্য চিরকালের। বাংলাদেশের মানুষ একদিন সেই সত্যের জয়ধ্বনি করবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

৯৪. হে নাবিক, আজ কোন্ সমুদ্রে
এল মহাঝড়,
তারি অদৃশ্য আঘাতে অবশ
মরু-প্রান্তর।
এই ভুবনের পথে চলবার
শেষ সম্বল
ফুরিয়েছে, তাই আজ নিরুক্ত
প্রাণ চঞ্চল।
আজ জীবনেতে নেই অবসাদ,
কেবল ধ্বংস; কেবল বিবাদ
এই জীবনের একী মহা উৎকর্ষ?
পথে যেতে যেতে পায়ে পায়ে সংঘর্ষ?

সুকান্ত ভট্টচার্য

৯৫. কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট,
রক্ত জমাট
শিকল পুজোর পাষাণ বেদী।

কাজী নজরুল ইসলাম

৯৬. রাজ্যের মধ্যে কখনো কখনো বিদ্রোহ দেখা দেওয়াটা ওষুধের মতো কাজ করে, এবং যে-কোনো সরকারকে স্বাস্থ্যবান রাখার জন্য এটি প্রয়োজনীয়।

জেফারসন

৯৭. বিপদ হল কঠোর শিক্ষাদাতা, অন্যের বিপদ দেখে বিপদ থেকে সাবধান হয়ে তোমার বিপদ যেন কারও শিক্ষার বিষয় না হয়।

শেখ সাদি

৯৮. যে-ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হয় নাই সে প্রকৃত সহিষ্ণু হইতে পারে না, যেমন বহুদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা ব্যতীত কেহ সুচিকিৎসক হইতে পারে না।

—আল-হাদিস

৯৯. পৃথিবীর বহু পরাক্রান্ত জাতি ও সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেও শুধুমাত্র দৈহিক শক্তিকে অবহেলা করার দরুন পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

রুডিয়ার্ড কিপলিং

১০০. রক্তে আমার লেগেছে আবার
সর্বনাশের নেশা
রুধীর-নদীর পার হতে ঐ
ডাকে বিপ্লব-হ্রেসা।

কাজী নজরুল ইসলাম

১০১. বিপদ ভয়কে ডেকে আনে ঠিকই, কিন্তু ভয়ই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিপদকে ডেকে আনে।

রিচার্ড বাক্সটার

১০২. বীরত্বের নির্যাস হল আত্মবিশ্বাস।

ইমারসন

১০৩. ভয় অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ

১০৪. শত্রুকে যদি একবার ভয় কর তবে বন্ধুকে অন্তত দশবার ভয় করো, কারণ বন্ধু যদি কোনো সময় শত্রু হয়, তখন তার কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে না।

ইবনুল ফুরাত

১০৫. যে পেষণকারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে না সে নিজেকে ক্ষুদ্র কীটে রূপান্তরিত করে।

ইমানুয়েল কান্ট

১০৬. বিদ্রোহ? আগুন বিজলি মৃত্যু আন্ধি আমার নাম,
আছে পাছে শমন আমার হত্যালীলার নাই বিরাম,
জীবনের ওই বদনখানি মোর সম্মুখে হয় জরদ।
ক্রোধের আমার কুঞ্চনে নিখিল ভয়ে হয় সরদ।

কাজী আকরাম হোসেন

১০৭. বিল্লব মানে আমূল পরিবর্তন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১০৮. মানুষ তখনই বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যখন সে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

ডানিং

১০৯. বিপ্লব তৈরি হয় না, বিপ্লব ঘটে।

ওয়েনডেল ফিলিপস

১১০. যুদ্ধের মাঠে ভীতুর উপস্থিতি গণনার বাইরে।

ই. এম. রুট

১১১. মুমিনগণ, তোমারা সংগ্রামে ধৈর্য ধারণ করো, অন্যকে ধৈর্য ধারণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করো ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করো। আল্লাহর ভয় অন্তরে স্থান দাও। অবশ্যই তোমরা জয়যুক্ত হবে।

–আল-কোরআন

১১২. যুদ্ধের সময় শত্রুকে ছোট করে না দেখাই বুদ্ধিমানের কাজ। এ ছাড়া তার পন্থা ও মনের ভাব জানাও একান্ত আবশ্যক। তা জানা থাকলে আগেই তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সময় থাকতে তাকে যথোচিতভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করা যায়।

এলিডেল হান্ট

১১৩. পৃথিবীতে যে শক্তিমান কেবলমাত্র তারই পৃথিবী ভোগ করার অধিকার রয়েছে। দুনিয়াতে দুর্বলের কোনো স্থান নেই।

ইকবাল

১১৪. সংসার সমরাঙ্গনে যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে
ভয়ে ভীত হয়ো না মানব।
কর যুদ্ধ বীর্যবান যায় যাবে যাক প্রাণ,
মহিমাই জগতে দুর্লভ।

–হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১১৫. আমাদের এখন আবশ্যক শক্তিসঞ্চার। আমরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। সেইজন্যই আমাদের মধ্যে এই সকল গুপ্তবিদ্যা, ভুতুড়ে কাণ্ড সব আসিয়াছে। উহাদের মধ্যে অনেক মহান সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু ঐগুলিতে আমাদিগকে প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

–স্বামী বিবেকানন্দ

১১৬. আমের মাঝখানটাতে থাকে আঁটি, সেটা মিষ্টিও নয়, নরমও নয়, খাদ্যও নয়, কিন্তু ঐ শক্তটাই সমস্ত আমের আশ্রয়, ওইটাতেই সে আকার পায়। –রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৭. চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চলরে চলরে চল
চল্ চল্ চল্।

ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল।

কাজী নজরুল ইসলাম

১১৮. যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিই সবচেয়ে কার্যকরভাবে শান্তিরক্ষার উপায়।

জর্জ ওয়াশিংটন

১১৯. জীবনের মালিক তুমি—দুঃখ-বেদনা ও অভাবকে বাধা না মনে করে সেগুলিকে বরং আশীর্বাদরূপে ধরে নাও। কিছুই তোমার গতিকে রোধ করতে পারবে না। যেমন করে তোক তুমি বড় হবেই। বুক ভেঙে গেছে, ভয় নাই। ভাঙা বুক নিয়ে খোদা ভরসা করে দাঁড়াও।

—ডা. লুৎফর রহমান

১২০. পর্বতের উচ্চশৃঙ্গ আর খরস্রোতা নদী
তুচ্ছ তোমাদের কাছে,
ভুলিয়াং পর্বতমালা ঐ আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে,
ঐ আবার নামছে, ঢালু হয়ে চলে গেছে
অনন্ত ঢেউয়ের মতো।
চারদিকে সবুজ ঘাসে ঢাকা ভুমেং পর্বতের পাদদেশ
স্বর্ণালু নদীর ঢেউ আছড়ে পড়েছে
কঠিন পাহাড়ের গায়ে।

মাও সে-তুং

১২১. পাপের সহিত সংগ্রাম করিতে না পারিলে পুণ্যের বল বাড়ে না।

শিবনাথ শাস্ত্রী

১২২. ওঠো সম্মুখে এবার এগিয়ে চলো
কাঁদুনে গ্যাস ও বোমার আঘাত
যতই যাতনা দিক
মৃত্যুর মত চাবুক চলিতে দাও
কোথা প্রদীপ্ত বিজয় বলতো ত্যাগের মূল্য বিনা?

শত বয়সের আর দাসত্ব নয়
আর নয় একটিও দিন একটি ঘন্টা নয়।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

১২৩. আমরা যদি পুঞ্জীভূত অন্যায় ও উৎপীড়নের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই তবে সেজন্য আমাদের মূল্য দিতেই হবে। আমাদের তা সাধন করতে পরিশ্রম, কষ্ট ও ত্যাগ, এমনকি যদি প্রয়োজন হয় নিজের ও অন্যের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হবে।

–ফ্রেডারিক ডগলাস

১২৪. কী করে চূর্ণ হবে আমার বিশ্বাস?
বুলেটে ওড়াবে?
অর্থহীন বৃথাই খরচ হবে গুলি।
হৃদয়ের অন্তস্তলে
অভেদ্য বর্মে ঢাকা বিশ্বাস আমার
এ বর্মভেদী বুলেট
এখনো তৈরি হয়নি
তৈরি হয়নি আজো।

–তাপৎসারোব (বুলগেরিয়ান কবি)

১২৫. কমরেড আজ নবযুগ আনবে না?
কুয়াশা কঠিন বাসর যে সম্মুখে।
লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা–
দলের টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১২৬. তোমার বীভৎস হাত দুটো ক্ষতের ওপর চাপা
যতক্ষণ না রক্ত বার হয়
দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে
দারুণ যন্ত্রণা দিয়ে সহ্য করো,
এখন আশা বলতে শুধুমাত্র
একটা কর্কশ চিৎকার
দাঁত আর নখ দিয়ে
ছিনিয়ে নিতে হবে জয়
আমরা কিছুই ক্ষমা করব না।

–নাজিম হিকমত

১২৭. আমি দেখেছি কর্মরত স্বেদসিক্ত খনি-শ্রমিক
এবং দেখেছি কেমন ফুটে উঠেছে
কোদালের হাতে কাঠে শক্ত হাতের পূর্ণছাপ।

–পাবলো নেরুদা

১২৮. বিদ্রোহ মানে কাউকে না মানা নয়, বিদ্রোহ মানে যেটা বুঝি না সেটাকে মাথা উঁচু করে 'বুঝি না' বলা। যে লোক তার নিজের জন্য নিজের কাছে লজ্জিত নয়, সে ক্রমে উচ্চ হতে উচ্চতর স্বর্গের পথে উঠে চলবে। আর যাকে পদে পদে ফাঁকি অর। মিথ্যার জন্য কুন্ঠিত হয়ে চলতে হয় সে ক্রমেই নীচের দিকে নামতে থাকে, এটাই তো নরক যন্ত্রণা।

কাজী নজরুল ইসলাম

১২৯. পরাধীন দেশের বড় অভিশাপ এই যে, মুক্তিসংগ্রামে বিদেশীদের অপেক্ষা দেশের লোকের সঙ্গেই মানুষকে বেশি লড়াই করিতে হয়। এই লড়াইয়ের প্রয়োজন যেদিন শেষ হয়, শৃখল আপনি খসিয়া পড়ে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৩০. ভাই আমার : এই লড়াই চলবে
আমাদের লড়াই চলবে দেশময়,
তৃণ প্রান্তর অথবা সোনার খনি
কারখানা ও কৃষি-খামারে
সড়কে চৌরাস্তায় চলবে লড়াই।

–পাবলো নেরুদা।

১৩১. দিনগুলি মেঘাচ্ছন্ন
মৃত্যুর খবর দিচ্ছে দিনগুলি
দুশমনেরা নিষ্ঠুর
হৃদয়হীন শয়তান
লড়াইতে প্রাণ দিচ্ছে আমাদের লোকগুলো
অথচ বাঁচবার কথা তাদেরই।

নামিজ হিকমত

১৩২. পৃথিবীতে বিপ্লবের কারণ বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপক হয়ে থাকে; কিন্তু এরা একটা জায়গায় ঘনীভূত হয়ে ওঠে। সমস্ত শরীরের রক্ত দূষিত হয়ে উঠলে এক একটা দুর্বল জায়গায় ফোড়া হয়ে লাল হয়ে ওঠে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৩. সংগ্রাম করে বাঁচাটাই সত্যিকার বাঁচা।

উইনস্টন চার্চিল

১৩৪. জীবনের সবচাইতে মূল্যবান জিনিস হচ্ছে সংগ্রাম। সাধনার সাফল্যে পৌঁছানোর চাইতেও প্রয়োজনীয়।

–ফ্রিৎস ল্যাং

১৩৫. ভয়ের কারণটাকে ভয় করা ভালো।
যতক্ষণ তাহা অনাগত,
ভয়ের কারণ যদি ঘাড়ে এসে পড়ে
নাশো তারে নির্ভীকের মতো।

চাণক্য পণ্ডিত

১৩৬. প্রতাপশালী লোককে সবাই ভয় পায়, কিন্তু শ্রদ্ধা করে না।

এজন রে

১৩৭. প্রতিবাদ যে করতে জানে না, প্রতিকার তার আশা করা উচিত নয়।

জন অ্যাডামস

১৩৮. আমি অবিনশ্বর! আমাদের একজন যায়, একশত জন আসে। আমাদের এক বিন্দু রক্ত ভূতলে পড়লে এক লক্ষ বিদ্রোহী নাগশিশু বসুমতী বিদীর্ণ করে উঠে আসে।

কাজী নজরুল ইসলাম

১৩৯. নও কারবালা বুকেতে অশ্রু ঝড়েছে ক্রন্দসীর
অসহায় জাতি ছিড়িবারে চায় জুলুমের জিঞ্জির।

আজিজুল হাকিম

১৪০. শোষকশ্রেণীর মুখের উপর সত্য ও ন্যায়ের কথা বলাটাই বিপ্লব।

রবার্ট হিথ

১৪১. মশা মেরে ঐ গরজে কামান–বিপ্লব মারিয়াছি
আমাদের ডান হাতে হাতকড়া বাম হাতে মারি মাছি।

কাজী নজরুল ইসলাম

১৪২. ভীতুরা নিষ্ঠুর হয় কিন্তু সাহসীরা ক্ষমা করতে ও অন্যকে রক্ষা করতে জানে।

–জন গে

১৪৩. বাধা পেলে নিজেকে চিনতে পারে, চিনতে পারলেই আর ঠেকানো যায় না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৪. মহৎ কাজ করে যশ অর্জন করতে হলে প্রথম থেকেই সংগ্রাম করতে হবে।

–হোমার

১৪৫. ভালোই করেছো তোমরা এমনি করে
আমাদের ভয় দেখিয়ে নেহাৎ
বন্ধুর কাজ করেছে।
তোমরা ভয় না দেখালে
আমাদের ভয় ভাঙতো কেমন করে?
ভালোই করেছো তোমরা এমনি করে
আগুন জ্বালিয়ে ভালোই করেছে।
তোমরা আগুন না দিলে
আমরা রাগে ও ঘৃণায়
জ্বলে উঠতাম কখনো এমন করে?
ভালোই করেছো তোমরা এমনি করে
আমাদের মেরে পথ দেখিয়েছে।
তোমরা যদি না মারতে
আমরা এমন সহজে
মৃত্যুকে পার হতাম কেমন করে?

–আবুল হোসেন

১৪৬. মনের চাঞ্চল্য ও ধৈর্যশূন্যতা মানুষের অনিষ্টের মূল। বছরের পর বছর চলে যাক–পল্লীর শান্ত শীতল গৃহের বারান্দায় বসে তুমি তোমার পবিত্র নিরীহ জীবন, তোমার কার্য, তোমার জ্ঞানানুশীলনের সাধনা দিয়ে কাটিয়ে দাও। কি ব্যবসা ক্ষেত্রে, কি শারীরিক পরিশ্রমে, পাঠকার্যে কখনো ধৈর্য হারিও না। যেতে দাও বছরের পর বছর। তোমার জন্য গৌরব অপেক্ষা করছে।

–ডা. লুৎফর রহমান

১৪৭. সাহস অসুবিধার হ্রাস ঘটায়।

–ডেমোক্রিটাস

১৪৮. সাহসী ব্যক্তিরা জয় করতে জানে, ক্ষমা করতে জানে, ভালোবাসতে জানে এবং আনন্দ দিতে জানে।

ম্যারিডন

১৪৯. পৃথিবীর অধিকারে বঞ্চিত যে ভিক্ষুকের দল–
জীবনের বন্যাবেগে তাহাদের করো বিচঞ্চল।
অসত্য অন্যায় যত ডুবে যাক, সত্যের প্রাসাদ
পিয়ে লভ অমৃতের স্বাদ।
অজস্র মৃত্যুরে লঙ্ঘি; হে নবীন, চলো অনায়াসে
মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন-উল্লাসে।।

আব্দুল কাদির

১৫০. দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার।
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।
তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান।
যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার।

কাজী নজরুল ইসলাম

১৫২. যুদ্ধের সম্মুখীন হবার মতো সাহস যাদের আছে তাদের বরাতেই মহত্ত্বের চিহ্ন আঁকা হয়।

মুসোলিনি

১৫৩. আমরা চলি সম্মুখ পানে
কে আমাদের বাধবে রইল যারা পিছুর টানে,
কাদবে তারা কাঁদবে। ছিঁড়ব বাধা রক্তপায়ে,
চলব ছুটে রৌদ্রে ছায়ে,
জড়িয়ে ওরা আপন পায়ে
কেবল ফাঁদ ফাঁদবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৪. যে ক্ষমতাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না তার ক্ষমতা অর্থহীন।

হ্যারি উইলসন

১৫৫. একজনমাত্র সাহসী ব্যক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমতুল্য।

এন্ড্রু জ্যাকসন

১৫৬. সাহসীরা অন্যকে বিপদ থেকে রক্ষা করে আনন্দ পায়।

জন গে

১৫৭. সাহসীরা ক্ষমা করে এবং অন্যকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে বেশি আনন্দ পায়।

স্যালভিলি

১৫৮. কন্টকময় অরণ্য পার হতে কাটা পায়ে ফুটবেই
কিন্তু অরণ্য তো পার হতে হবেই।

টফিল

১৫৯. উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ, যে করিবে দান,
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬০. মিথ্যাকে মিথ্যা বললে, অত্যাচারীকে অত্যাচারী বললে যদি নির্যাতন ভোগ করতে হয়, তাতে তোমার আসল নির্যাতন ঐ অন্তরের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। প্রাণের আত্মপ্রসাদ যখন বিপুল হয়ে ওঠে, নির্যাতনের আগুন ঐ আনন্দের এক ফুতে নিভে যায়।

কাজী নজরুল ইসলাম

১৬১. আমি একজন লুপ্তগর্ব রাজার তনয়
এত অন্যায় সহ্য করব কোনোমতে নয়–
তাই আমি যেতে চাই সেখানেই যেখানে পীড়ন
যেখানে ঝলসে উঠবে আমার অসির কিরণ।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

১৬২. দুর্বার তরঙ্গ এক বয়ে গেল তীব্র বেগে,
বলে গেল? আমি আছি যে মুহূর্তে আমি গতিমান;
যখনি হারায় গতি সে মুহূর্তে আমি আর নাই।

ইকবাল

১৬৩. শুনিতেছি আমি শোন ঐ দূরে তূর্যনাদ
ঘোষিছে নবীন ঊষার উদয় সুসংবাদ।
ওরে ত্বরা কর। ছুটে চল আগে আরো আগে।

কাজী নজরুল ইসলাম

১৬৪. কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ
উদ্যাম বিহনে কার পুরে মনোরথ।
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

১৬৫. যে-হাতে সন্ধির সফেদ পতাকা রয়েছে তা বড়ই পবিত্র হাত। কিন্তু পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার তারই রয়েছে যার হাতে রক্তলোলুপ তরবারি রয়েছে। এটাই হচ্ছে সব জাতীয় জীবনের উৎস, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সূত্র। মানবীয় হিংস্র ও কঠোরতার প্রতিকার এবং নিপীড়িতের আত্মরক্ষার একমাত্র ঢাল। মওলানা আবুল কালাম আজাদ

১৬৬. আমাদের ক্ষমতা আশাতীতভাবে আমাদের সাহায্য করে।

উইলিয়াম জেমস

১৬৭. নাহি ভয় নাহি ভয় আর–
পশুর পাশব-বল অজ্ঞানের শত অত্যাচার
অক্ষমের বক্ষ-হানা রুধিরক্ত ভীমখড়গ-ভার
দুঃখ-দুস্থ দুর্বলের হৃদি-রক্তপান
আজি তার চির অবসান।

–বেনজীর আহমদ

১৬৮. ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা না যেন যাচি
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয় তুমি আছ, আমি আছি।
উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান দুর্গম পথ মাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব,
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি ছিন্ন পালের কাছি।
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ, আমি আছি।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬৯. আগুনকে যে ভয় করে সে আগুনকে ব্যবহার করতে পারে না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭০. আত্মবিশ্বাসহীন পাখায় ভর করে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করা যায় না।

শেক্সপীয়ার

১৭১. আদর্শের লড়াইয়ে মানুষ কখনো পিছপা হতে পারে না। আর আদর্শের লড়াইই প্রকৃত লড়াই।

–এডমন্ড বার্ক

১৭২. আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকলে কোনো কাজেই কৃতিত্ব দেখানো যায় না।

থিওডোর মুর

১৭৩. আত্মবিশ্বাসই বীরত্বের মূলমন্ত্র।

ইমারসন

১৭৪. তুমি সবকিছু করিতে পার, অনন্ত শক্তিকে বিকশিত করিতে যথোচিত যত্নবান হও না বলিয়াই বিফল হও। যখনই কোনো ব্যক্তি বা জাতি আত্মবিশ্বাস হারায়, তখনই তাহার বিনাশ।

–স্বামী বিবেকানন্দ

১৭৫. অভিযান সেনা আমরা ছুটি দলে দলে
বনে নদীতটে গিরি সংকটে জলে-স্থলে
পতিত করিয়া শুষ্ক বৃদ্ধ অটবীরে
বাঁধ বাধি দুস্তর খরস্রোতা নীরে?

কাজী নজরুল ইসলাম

১৭৬. জীবনের সর্ব গ্লানি সকল জড়তা দৈন্য বাধা
বিচূর্ণিত করি
আবির্ভূত হও তুমি যত কিছু ক্লেদ বিঘ্ন
বাধা দূরে অপসরি।

রাধারানী দেবী

১৭৭. নিজের সঙ্গে যতক্ষণ না যুদ্ধ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মোপলব্ধি ঘটে না।

জন গে

১৭৮. যে তার সুন্দর আকাঙ্ক্ষাগুলোকে চরিতার্থ করতে পারে সে-ই প্রকৃতপক্ষে সাহসী।

স্যামুয়েল রজার

১৭৯. জীবনকে গড়তে হলে ঝুঁকি নিতেই হবে।

উইলিয়াম ওয়াকার

১৮০. ধৈর্যই মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশি সফলতা আনতে পারে।

–টেরেস

১৮১. যারা অধিকারের কথা বলে এবং অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে তারা সকলের নিকটই সহজবোধ্য।

–হেনরিক ইবসেন

১৮২. জীবনে যেমন উন্নতি আছে, তেমনি ভোগান্তিও থাকবে।

লিওনার্ড রাইট

১৮৩. যে সংগ্রাম করে সে পরাজিত হলেও মন খারাপ করে ন।

–রাবর্ট ফ্রস্ট

১৮৪. যার আত্মবিশ্বাস আছে, সে একদিন জয়ী ও কৃতকার্য হবেই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৫. হয় অবিশ্রাম চলো এবং জীবনচর্চা করো, নয় বিশ্রাম করো এবং বিলুপ্ত হও, পৃথিবীর এইরূপ নিয়ম।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৬. আলস্য ঝেড়ে ফ্যালো। উঠে দাঁড়াও। মন স্থির করে দৌড় দাও। তুমি অবশ্যই তোমার গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে।

—ডেল কার্নেগি

১৮৭. আলস্য আমাদের পিছিয়ে দেয়। আলস্যের পায়ে কুড়াল মারো।

প্লেটো

১৮৮. লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টাতেই গৌরব নিহিত, লক্ষ্যে পৌঁছানোতে নয়।

মহাত্মা গান্ধী

১৮৯. চতুর এবং বুদ্ধিমানেরাই চিরকাল জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়। সফল হয়। বোকারা কুয়োর মধ্যে পড়ে থেকে কেবলই হা-হুঁতাশ করে। চাঁচায়। অভিযোগ জানায়। কিন্তু তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পায় না।

–আলবার্তো মোরাভিয়া

১৯০. ফুলিঙ্গের সঙ্গে শিখার যে প্রভেদ উত্তেজনার সঙ্গে শক্তির সেই প্রভেদ। চকমকি ঠুকিয়া যে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে, তাহাতে ঘরের অন্ধকার দূর হয় না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯১. উত্তেজনা শক্তিকে ক্ষয় করে।

–আফরা বেন

১৯২. শক্তিকে সুলভ করিয়া তুলিবার চেষ্টায় মানুষ উত্তেজনার আশ্রয় অবলম্বন করে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৩. দুর্বলের পক্ষে সবলের অনুকরণ ভয়াবহ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৪. যারা ভীরু, কাপুরুষ–তারা কখনেই অগ্রসর হতে পারে না।

স্টমাস হার্ডি

১৯৫. অপর ব্যক্তির কোলে-পিঠে চড়িয়া অগ্রসর হওয়ার কোনো মাহাত্ম নাই– কারণ চলিবার শক্তি লাভই যথার্থ লাভ, অগ্রসর হওয়া মাত্র লাভ নহে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৬. সাধনার কোনো কোনো ব্যাপারে যদি প্রথমবারে ব্যর্থমনোরথ হও,পরাশ্রুখ হয়ো না–বারে বারে আঘাত করো, দুয়ার ভেঙে যাবে। তাড়াতাড়ি না করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হও, ধরে থাকো, ক্রমশ তোমার শক্তি ও সুবিধা বাড়তে থাকবে।

–ডা. লুৎফর রহমান

১৯৭. অধিকারলাভের যে মর্যাদা আছে সেই মর্যদা রক্ষা করিতে হইলে অধিকার প্রয়োগকে সংযত করিতে হয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৮. যে মরিতে জানে, সুখের অধিকার তাহারই। জয় করা, ভোগ করা তাহাকেই সাজে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৯. দূরত্ব অতিক্রিম করার মতো সাহস ও শক্তি না থাকলে সে দূরত্বকে দূরত্বই মনে হবে।

অজ্ঞাত

২০০. অলসরাই অপারগতার কথা বলে। সবল যারা তারা ছিনিয়ে জয় করে আনে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

২০১. পারব না এটা একটা খোঁড়া যুক্তি। কেন পারব না এটা পুরুষকার যুক্তি।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০২. যারা মূর্খ, যারা কোনকালেই কিছু করবে না, তারাই শুধু বলে অসম্ভব। এ জগতে মানুষের কাছে অসম্ভব বলে কিছুই নেই, কিছু থাকতেও পারে না। পৃথিবীর কোথাও অসম্ভব নেই, আছে শুধু যারা মূর্খ, যারা অলস তাদের অভিধানে।

নেপোলিয়াম বোনাপার্ট

২০৩. ভীরু ও দ্বিধাগ্রস্তের কাছে সব কিছুই অসম্ভব বলে মনে হয়।

স্কট

২০৪. সব অসম্ভব একদিন সম্ভব হয়ে দেখা দেয়।

গ্যালিলিও

২০৫. প্রত্যেক মহৎ কাজের সূচনাতেই অসম্ভব এসে পথরোধ করে। যারা দক্ষ ও অধ্যবসায়ী, তাদের কাছে খুব কম জিনিসই অসম্ভব বলে মনে হয়।

স্যামুয়েল জনসন

২০৬. যাহারা মানুষকে দুর্গম পথে ডাকেন, মানুষ তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করে, কেননা মানুষকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন। তাঁহারা মানুষকে দীনাত্মা বলিয়া অবজ্ঞা করেন না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০৭. জনপ্রিয়তা বাড়ানোর চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে এই সত্যের মধ্যে যে, জীবনকে একটি শর্তেই ধরতে হবে, সেটা এই যে, শেষ পর্যন্ত তার জন্য লড়াই করতে হবে।

ডিকেন্স

২০৮. যে-কোনো মহৎ কাজ সম্পন্ন করার পূর্বে তোমাকে প্রথমে সংগ্রাম করতে হবে।

–জে. জি. হল্যাণ্ড

২০৯. আত্মবিশ্বাসই হলো বীরত্বের নির্যাস।

ইমারসন

২১০. যাহার আত্মবিশ্বাস নাই, তাহার অন্য গুণ যতই থাকুক না কেন, চিরকাল আশ্রয়হীনা লতার ন্যায় শোচনীয় দুর্গতিগ্রস্ত হইয়াই কাল কাটাইবে।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী

২১১. যখনই কোনো ব্যক্তি বা জাতি আত্মবিশ্বাস হারায় তখনই তাহার বিনাশ।

–ইসমাইল হোসেন সিরাজী

২১২. নিজের শক্তি-সামর্থ্যের ওপর যার বিশ্বাস নেই, সে ব্যর্থ হবেই।

রিজিয়া রহমান

২১৩. শক্তির চেয়ে আত্মবিশ্বাস বড়ো।

শংকর

২১৪. আত্মবিশ্বাসের কোনোই বিকল্প নেই জীবনে। আত্মবিশ্বাস কোনোদিন বালি বা দলাদলির উপর গড়ে ওঠে না।

বুদ্ধদেব গুহ

২১৫. যে পালায়, সে আবার লড়বে।

অরতুলিয়ান

২১৬. সংগ্রামের ইতিহাস হচ্ছে মূলত প্রতিরোধের ইতিহাস।

জন ম্যাকি

২১৭. গণসংগ্রাম সর্বোৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে দ্রুত পদ্ধতি, যদিও জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষাদান সম্ভবত একটি বেদনাদায়ক ব্যাপার।

–জওহরলাল নেহরু

৩০. যশ ও অপযশ

যশ ও অপযশ

১. যশ হলো মহৎ কাজের সুগন্ধি।

সক্রেটিস

২. যা মানবজাতির সুখ বর্ধন করে, তেমন কর্মের ভিত্তি ছাড়া কোনো সত্যিকার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

চার্লস সামনার

৩. নিজেকে বড় মনে করা অন্যায়। কেননা, বড়ত্ব একমাত্র আল্লাহরই সম্পদ।

ইমাম গাজ্জালি (র.)

৪. প্রশংসা হচ্ছে আদর্শের ছায়া।

–এম. এফ. টুপার

৫. পরের প্রশংসা পেতে হলে, অপরকে প্রশংসা করতে হয়।

বি. সি. রায়

৬. কারও সীমাতিরিক্ত প্রশংসার নাম চাটুকারিতা এবং যতটুক প্রাপ্য তার কম প্রশংসা করার নাম হিংসা। সুতরাং যার যতটুকু প্রাপ্য ততটুকু প্রশংসাই করো, কমবেশি কোরো না।

–হযরত আলি (রা.)

৭. প্রত্যেকেই প্রশংসা চায়।

লিংকন

৮. যশ ধৈর্য ও সাধনার সন্তান।

–মেসফিল্ড

৯. বোকা লোকদের প্রশংসা থেকে তুমি আমাকে সর্বদা দূরে রেখো।

–বেন জনসন

১০. যে নিজের প্রশংসার পঞ্চমুখ, সে মস্ত আহাম্মক।

কুইন্টিলিয়ান

১১. সমস্ত নিকৃষ্ট কর্ম একত্রে করিলেও রসনার একটি নিন্দাবাদের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

–আল-হাদিস

১২. নাম মানুষকে বিখ্যাত করে না, বরং মানুষ বিখ্যাত হলেই তার নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

ডেভিড এভারেট

১৩. আমরা সবাই চালিত হই প্রশংসিত হওয়ার সুপ্ত ইচ্ছায়। আর উত্তম লোক তিনিই যিনি গৌরবময় হওয়ার ইচ্ছায় চালিত হয়েছেন বেশি। এমনকি দর্শনিকেরা পর্যন্ত, তাঁদের সুখ্যাতি পাওয়ার কামনায় লেখা বইগুলোতেও, তুলে ধরেছেন নিজের নিজের নাম।

সিসেরো

১৪. আপন শ্রদ্ধা অর্জনের অধিকতর সুযোগ লাভকারী ব্যক্তি সবচেয়ে সুখী।

স্যামুয়েল জনসন

১৫. গৌরব এলে স্মৃতি পালায়।

ফারাসি প্রবচন

১৬. গৌরবের পথ চলে কবরের দিকে।

টমাস গ্রে

১৭. আত্মমর্যাদা হারালেই লোকের শ্রদ্ধা হারাবে। উদার হও, লোকের হৃদয় জয় করতে পারবে। সত্যবাদী হও, লোকের বিশ্বাস পাবে।

কনফুসিয়াস

১৮. আমি আমার নিজের প্রশংসা নিজে করি না বলে, লোকে আমাকে সম্মান দেয় বেশি।

ক্যালডিরন

১৯. এমনকি বোকা লোকও যতক্ষণ চুপ করে থাকে, জ্ঞানবান বলে মর্যাদা পেয়ে থাকে।

বাইবেল

২০. সুনাম মূল্যবান মলম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বাইবেল

২১. সুন্দর নির্মল ব্যবহার এবং অবিরাম কর্তব্যসাধনে মানুষ মৃত্যুর পরও নিজের স্থায়ী সিংহাসনে ইতিহাসের বুকে সমাসীন থাকে।

জুমুর

২২. একজন মহৎ ব্যক্তি সুনামের জন্য বাঁচতে পারে এবং সুনামের জন্যই মরতে পারে।

–জে পি ল্যাথারপ

২৩. বিখ্যাত লোকদের শুধু প্রশংসাই করবে না, তাদের অনুসরণও করবে। ২৪. প্রশংসা না করতে চাইলে চুপ করে থেকো, কিন্তু অহেতুক কারও নিন্দা কোরো।

-ওয়েলস-এর প্রবাদ

২৫. ক্ষমতা মানুষকে খারাপ করে, চূড়ান্ত ক্ষমতা চূড়ান্তভাবেই খারাপ করে।

আবুল মনসুর আহমদ

২৬. ক্ষমতার মদ অত্যন্ত কড়া, সেলামের মোহ মজ্জার মধ্যে জড়িত হইয়া যায়, এই প্রেস্টিজের অভিমান ধর্মের কাছেও মাথা হেঁট করিতে দেয় না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭. ক্ষমতার নেশার অট্টহাস্য করা দুর্বলতারই লক্ষণ।

ইবনে আবদে রাব্বি

২৮. দশের বাহবায় মহত্ত্বের মোহ সৃষ্টি হয়। জ্ঞানীর কাম্য সত্যানুভূতি।

–আবদুর রহমান শাদাব

২৯. নির্বোধের মুখে বুদ্ধির তারিফ শোনা বুদ্ধিমানের দুর্বলতা।

–আবদুর রহমান শাদাব

৩০. সন্তানদের দ্বারা অমরত্ব লাভের বাসনা কত-না মানুষের মনে বদ্ধমূল, অথচ তাঁরা সবাই দেখেছেন যে, নিজের প্রপিতামহের নামটুকু জানা মানুষের সংখ্যা কত নগণ্য।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

৩১. যে-নাম শুধু বালি দিয়ে লেখা হয়, সে নামের স্থিতি নেই।

–পুটাস

৩২. সব সাফল্যই আপেক্ষিক এবং কালের সীমায় আবদ্ধ। শিয়রে মৃত্যু নিয়ে যে মানুষ দিন গুনছে, চিরস্থায়িত্ব তার কাছে এক মনোরম স্বপ্ন। আবদুর রহমান

শাদাব

৩৩. অমরত্বের জন্য মানুষ মৃত্যুকেও বরণ করে। কিন্তু তাতে লাভ হয় জীবিতের। যার দৈহিক অস্তিত্ব আছে, ভালো মন্দ তাকেই স্পর্শ করে।

আবদুর রহমান শাদাব

৩৪. সবাই না হলেও কেউ কেউ অমর হতে পারে। বিশাল সুকীর্তি কখনো বিফলে যায় না।

সত্যেন সেন

৩৫. আমরা যে মূর্তি গড়িতেছি, চবি আঁকিতেছি, কবিতা লিখিতেছি, পাথরের মূর্তি গড়িতেছি, দেশ-বিদেশে চিরকাল ধরিয়া অবিশ্রাম এই যে একটা চেষ্টা চলিতেছে, ইহা আর কিছুই নয়, মানুষের হৃদয়ে মানুষ অমরতা প্রার্থনা করিতেছে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬. মানুষের অর্থোপার্জন, প্রতিপত্তি, যশোলিসমস্তই আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য।

মোঃ বরকতুল্লাহ

৩৭. অবজ্ঞার নিয়ামত ক্ষণস্থায়ী, আর কৃতজ্ঞতার নিয়ামত চিরস্থায়ী।

লোকমান হাকিম

৩৮. যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে।
পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে,
আড়ালে ঢাকিছ যারে,
তোমার মঙ্গল ঢাকি, গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৯. নাম আর কিছুই নয়, কেবল একটা শব্দ। যা দিয়ে বোঝা যায় বহুর মধ্যে একজন আর একজনকে আহ্বান করছে। তবে অনেক লোকের অভ্যাসে বাধে একথাও সত্যি। তারা এই শব্দটিকে নানারূপে অলংকৃত করে শুনতে চায়। দেখেন না রাজারা তাদের নামের আগে পিছে কতগুলি নিরর্থক বাক্য নিয়ে কতগুলি শ্রী জুড়ে তবে অপরকে উচ্চারণ করতে দেয়। নইলে তাদের মর্যাদা নষ্ট হয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪০. পরছিদ্র অন্বেষণকারীর সঙ্গ ত্যাগ করো, সে তোমার দোষ সকলের কাছে প্রকাশ করিবে।

–হযরত আলি (রা.)

৪১. নিন্দা! তারে আর নাহি ডরি–
নিন্দারে করিব ধ্বংস রোধ করি।
নিস্তব্ধ করিয়া দিব মুখরা নগরী।

স্পর্ধিত রসনা তার দৃঢ় বলে চাপি
মোর পদপীঠ তলে।

–শৈলজানন্দ

৪২. প্রশংসা করতে না চাইলে চুপ করে থোকো, কিন্তু নিন্দে কোরো না।

লর্ড জ্যাকি

৪৩. মানুষের জীবনের গভীরতম নীতি হল প্রশংসার জন্য চেষ্টা।

–উইলিয়াম জেমস

৪৪. অন্যের সুকর্মের প্রশংসা যে করে না, সে নিঃসন্দেহে অহংকারী।

উইলিয়াম ওয়াটসন

৪৫. যে সর্বক্ষণ অন্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকে, মনে রাখবে সে সুযোগের সন্ধানী।

সিনেকা

৪৬. কোনো প্রশংসাকে প্রত্যাখ্যান করার অর্থ দুইবার প্রশংসা পাবার আকাঙ্ক্ষা।

লা রশফুকো

৪৭. বধিরতম লোকও প্রশংসা শুনতে পায়।

–ওয়ান্টার স্যাভেজ ল্যান্ডব

৪৮. সুন্দর রুচির অধিকারী ব্যক্তিরা নির্বোধ প্রশংসার চাইতে বরং নির্বোধ সমালোচনা বেশি পছন্দ করেন।

-জোসেফ রুক্স

৪৯. মোটের ওপর প্রশংসা আমাদের জন্যে সবচেয়ে ভালো খাদ্য।

সিডনি স্মিথ

৫০. মানুষের প্রশংসা যাকে দুর্বল করে, সে ভালো কাজ করতে পারে না।

–ডেভিড হিউম

৫১. কিছুসংখ্যক লোক আছে যারা নিজের প্রশংসা শুনে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, কিন্তু সে সেই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য কি না তা চিন্তা করে দেখে না।

বাটলার

৫২. আমি যত বেশি মানুষের সঙ্গে মিশছি, তত বেশি কুকুরের প্রশংসা করতে শুরু করেছি।

–ভাবরো

৫৩. মিথ্যা প্রশংসা করার চেয়ে নিন্দা করা অনেক ভালো।

–স্টেডখ্যান

৫৪. খুব কম লোকই তাদের চাকরের প্রশংসা পেয়ে থাকে।

–মোন্টেগন

৫৫. অনুকরণ করে কোনো মানুষ কখনোই বড় হতে পরে না। স্যামুয়েল জনসস

৫৬. ধনে এবং মানে বড় হলেই মানুষ অন্তরের দিক দিয়ে বড় হয় না।

স্মিথ

৫৭. যে প্রশংসা ভালোবাসে সে প্রলোভন ভালোবাসে।

টমাস উইলসন

৫৮. নিন্দার চাইতে প্রশংসা অধিকরত অবাঞ্ছিত।

নিৎসে

৫৯. যার প্রাপ্য নয় তাকে প্রশংসা করা একটি বড়ো প্রহসন।

বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন

৬০. যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি মারা না যাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত ঈর্ষাহীন প্রশংসা প্রত্যাশা করবেন না।

চার্লস কালের কন্টন

৬১. প্রশংসা ভালো লোককে করে উন্নততর, আর খারাপ লোককে করে আরও খারাপ।

টমাস ফুলার

৬২. তুমি যত বড় নও, যদি কোনো ব্যক্তি তোমাকে তার চাইতে বড় বলে তবে তার সংস্পর্শ হতে দূরে সরে থাকবে।

–হযরত আলি (রা.)

৬৩. শ্রম ব্যতীত স্থায়ী এবং সত্যিকারের যশ পাওয়া যায় না এবং যশই মনুষ্যসমাজকে সত্যিকারের সুখের দিকে নিয়ে যায়।

চালর্স সামনার

৬৪. মানবজাতির মধ্যে বেঁচে থাকা, একটা নামে বেঁচে থাকার চেয়ে অনেক বেশি।

–ভ্যাচেল লিন্ডস

৬৫. বিরাট সুনাম হল বিরাট হুল্লোড়। হুল্লোড় যত বেশি, সুনাম তত মোটা। পাহাড়েরও পতন হয়, কিন্তু হুল্লোড় থেকে যায়, পৌঁছায় পরের প্রজন্মে।

–প্রথম নেপোলিয়ন

৬৬. এমন কে আছে সুনামের স্বার্থে নিজেকে অন্তত একবার বলি দেননি।

–নিৎসে

৬৭. আমাদের নিজেদের ভেতরে, সত্তার ভেতের যা আছে আমরা তাতে সন্তুষ্ট নই, তাই থাকতে চাই অন্য মানুষের কাল্পনিক ধারণায়, তাই হতে চাই উজ্জ্বল চরিত্রের।

–পাসকেল

৬৮. যেখানে সম্মান নেই, সেখানে দুঃখও নেই।

জর্জ হার্বার্ট

৬৯. যে নিজের সম্মান উদ্ধার করতে পারে না, এ পৃথিবীতে সে সম্মান পায় না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭০. মানুষের কল্যাণের জন্য করা প্রতিটি কাজই সম্মানজনক।

উইলিয়াম ওয়াটসন

৭১. যখন মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে তখন তার সম্মান বিনষ্ট হয়, তখন তার মৃত্যু

হুইটার

৭২. সম্ভ্রম যাওয়ার পরে পুরুষমানুষের বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৭৩. সুখ্যতি হচ্ছে মনের জীবন এবং শ্বাস-প্রশ্বাস হচ্ছে দেহের জীবন।

–গ্রেসিয়ান

৭৪. ভালোমানুষ হওয়াই খ্যাতি অর্জনের সংক্ষিপ্ত উপায়।

হেরাক্লিটাস

৭৫. মানুষের বড় সম্পদ তার সুনাম।

শেক্সপীয়ার

৭৬. সুমান অর্জন করাটা যত কঠিন নষ্ট করাটা তত সহজ।

ইউরিপিডিস

৭৭. সৎস্বভাব ও পরিত্রমনা ব্যক্তি স্বীয় সুনামের ক্ষেত্রে মাতৃজাতির চেয়েও অধিক লজ্জিত হয়ে গড়ে।

হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা.)

৭৮. যে-লোক প্রশংসা ভালোবাসে না সে পরিপূর্ণ মানুষ নয়।

হেনরি ওয়ার্ড বিচার

৭৯. যাহারা এ পৃথিবীতে
হয়ে গেছেন চিরধন্য
নিজের জন্য ভাবেননিকো
ভেবেছিলেন পরের জন্য।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৮০. স্বর্ণ ও হীরকের মতো প্রশংসা এর মূল্য পায় কেবল তখন, যখন তার অভাব দেখা দেয়।

স্যামুয়েল জনসন ৮১. শত্রুর কাছ থেকে পাওয়া প্রশংসাই যথার্থ।

টমাস ফুলার

৮২. সাধারণত আমরা প্রশংসা পাবার জন্যে প্রশংসা করি।

–লা রশফুকো

৮৩. সবসময় চমৎকারভাবে প্রশংসা করা মধ্যমানের ব্যক্তির বড় লক্ষণ।

ভভেনারগস

৮৪. সুনাম মূল্যবান মলম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বাইবেল

৮৫. প্রত্যেক মানুষের কাছে তার সুনামই হল বড় ঐশ্বর্য। যে আমাদের টাকাকড়ি কেড়ে নেয়, সে আমাদের কিছুই নিতে পারে না। কারণ টাকার নিজের কোনো মূল্য নেই–আজ যে তোমার, কাল সে আমার। আবার পরশু দিন আরেক জনের হবে। কিন্তু যে আমার সুনাম কেড়ে নেয় সে আমর যথাসর্বস্বই কেড়ে নেয়। তাতে সে ধনী হয় না বটে, কিন্তু আমাকে একেবারে নিঃস্ব করে দেয়।

শেক্সপীয়ার

৮৬. সুদৃঢ় কেল্লা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু কোনো প্রসিদ্ধ নাম ধ্বংস হয়ে যায় না।

–পার্ক বেনজমিন

৮৭. আমাকে কি মনে রাখা হবে মৃত্যুর পরে? কখনো তেমনই ভাবি, আশা করি। কিন্তু এমনও ভাবি হয়তো কেউ মৃত্যুর আগে আমাকে খুঁজেই পাবে না।

স্যামুয়েল বাটলার

৮৮. পুরুষ নিজের দুর্বলতা অক্ষমতার চাইতে বরং অপরাধকেই প্রকাশিত হতে দেয়।

–লর্ড চেস্টারটন

৮৯. নিজেকে পেছনে ফেলে না এসে আমি কখনোই অভ্যর্থনার দিকে ছুটিনি।

ফ্রাঙ্ক মুর

৯০. সুনাম অর্জনের দুটো পথ; সৎ লোকদের প্রশংসা পাওয়া কিংবা বদমাশদের আক্রমণের লক্ষ্য হওয়া।

–চার্লস কালের কোন্টন

৯১. কলঙ্ক বহন করিয়া বাচিয়া থাকা হইতে সুনাম লইয়া মরা অনেক শ্রেয়।

সম্রাট বাবর

৯২. তুমি যদি উচ্চ সম্মান লাভ করতে চাও, তবে অধীনস্থ ব্যক্তিকে নিজের মতো দেখতে অভ্যাস করো। তাকে সামান্য মনে না করে সম্মান করবে।

শেখ সাদি

৯৩. হীন ব্যক্তিকে সম্মান করা ও সম্মানীয় ব্যক্তির অপমান করা একই প্রকার দোষ।

–হযরত আলি (রা.)

৯৪. সবার কাছে যে-নাম প্রসিদ্ধি লাভ করে, সে-নাম খুব বড় বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

ভলতেয়ার

৯৫. যারা সত্যিকারভাবে দেখতে জানে না তারাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয় বেশি।

–এনডিউ ল্যাংগ

৯৬. যত প্রকারের স্বর আছে তার মধ্যে প্রশংসার স্বরই সবচেয়ে মধুর।

–জেনে ফোন

৯৭. যা অনেককে তুষ্ট করে তার মধ্যে নিশ্চিত ভালো কিছু আছে, একে ব্যাখ্যা করা গেলেও তার দ্বারা আনন্দিত হওয়া যায়।

বালতাসার গ্রাসিয়াঁ

৯৮. যে-ভোজপাত্রের চারপাশে বেশি লোক ভিড় করে সেটি আমাকে কৌতূহলী করতে পারে না।

জুলিয়ান গ্রীন

৯৯. জনপ্রিয়তা? তিন আনার সুখ্যাতি।

ভিক্টর হুগো

১০০. যার কোনো শত্রু নেই,তার মতো অসুখীও নেই পৃথিবীতে।

–পাবলিলিয়াস সাইরাস

১০১. সর্বাপেক্ষা শ্রুতিকটু হল নিজ কর্ণে শত্রুর প্রশংসা শ্রবণ করা এবং সর্বাপেক্ষা শ্রুতিমধুর হল পরের মুখে নিজের প্রশংসা শোনা।

–বি. সি. রায়

১০২. কাউকে তোষামোদ করা খুব সোজা; কিন্তু কাউকে সত্যিকারের প্রশংসা করা খুবই কঠিন।

–জন পিটার

১০৩. তুমি যদি আশা কর যে মানুষ তোমার সম্বন্ধে ভালো বলুক এবং প্রশংসা করুক, তা হলে নিজে কখনো তোমার নিজের সম্বন্ধে ভালো বোলো না বা প্রশংসা কোরো না।

পাসকেল

১০৪. নিন্দা না থাকিলে পৃথিবীতে জীবনের গৌরব কি থাকিত? একটা ভালো কাজে হাত দিলাম, তাহার নিন্দা কেহ করে না, সে ভালো কাজের দাম কী!...শিকার কিছুমাত্র সুখের হইত না, যদি মৃগ যেখানে-সেখানে থাকিত এবং ব্যাধকে দেখিয়া পালাইয়া না যাইত!.. মানুষের চরিত্রে, বিশেষত তাহার দোষগুলি ঝোঁপঝাড়ের মধ্যেই থাকে এবং পায়ের শব্দ শুনিলেই দৌড় মারিতে চায়, এজন্যই নিন্দায় এত সুখ!... তুমি তোমার যে অংশটা দেখাইতে চাও না, আমি সেইটাকেই তাড়াইয়া ধরিয়াছি!.. যাহা লুকায় তাহাকে বাহির করা, যাথা পালায় তাহাকে বাঁধা, ইহার জন্য মানুষ কী না করে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৫. আজ হয়তো এটি আগুন–কাল হয়ে যাবে ছাই।

আরবি প্রবাদ

১০৬. একিলিস বেঁচে আছে স্রেফ হোমারের দয়ায়। লেখায় সমস্ত শিল্পকৌশল মুছে ফেলা হোক পৃথিবী থেকে, হয়তো একই সঙ্গে মুছে যাবে তাঁর গৌরবও।

–শাতোব্রিয়ী

১০৭. যে না জেনে সম্মান দেখায় তার সম্মানে গর্ববোধ করার কিছু নেই।

স্যামুয়েল জনসন

১০৮. পরনিন্দা বড় পাপ। কিন্তু অত্যাচারিত ও নির্যাতিত ব্যক্তি অত্যাচারীর অত্যাচার সম্বন্ধে লোকের নিকট কিংবা বিচারকের নিকট নিন্দা করলে, বিচারক নরপতি বা নেতার অবিচার, অত্যাচার বা উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধে লোকমুখে নিন্দা করলে, ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার কার্যকারীর নিন্দা করলে পরনিন্দা হয় না!

–আল-হাদিস

১০৯. যাহারা সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছে তাহাদের দোষকীর্তন করিও না।

–আল-হাদিস

১১০. একজন মহৎ ব্যক্তিত্বই নামের জন্য বাঁচতে চায় এবং নামের জন্য মরতে চায়।

জি. পি. ল্যাথরপ

১১১. জীবনের গৌরবময় একটি ঘন্টা, নামহীন দীর্ঘ সময়ের চেয়ে শ্রেয়।

স্কট

১১২. যদি তুমি কখনো অপমানিত বোধ কর, তবুও অন্যকে সেটা বুঝতে দেবে না।

১১৩. অন্যকে অপমান করাটা কালো মুদ্রার মতো। এর দ্বারা আমরা কারও বা নিজের কোনো উপকার করতে পারি না।

সিনেকা

১১৪. যে অনেক বন্ধু পোষে, যে-কারও সঙ্গে দেখা হোক সবারই যে পিঠ চাপড়ায়, বুঝতে হবে তার কোনো বন্ধু নেই।

অ্যারিস্টটল

১১৫. অনেকের সঙ্গে যে মেশে, বহু অপছন্দের জিনিস মেনে নেয়ার জন্যে তাকে প্রস্তুত থাকতে হয়।

–জেমস বসওয়েল

১১৬. আমাদের সংস্কৃতিতে তাকেই সকলে পছন্দের লোক মনে করে, যর মধ্যে আছে জনপ্রিয় হওয়ার স্বভাব আর যৌন আবেদনের মিশ্রণ।

–এরিক ফ্রম

১১৭. অপমান হচ্ছে এমন এক ধরনের মুদ্রা যা দিয়ে কাউকে সাহায্য করা যায় না, নিজের জীবনেই যা প্রযোজ্য।

টিমন

১১৮. আপনারে বড় বলে বড় সে নয়,
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

১১৯. আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে চেয়ো না বড় কিছু
আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে করো না নিজেরে নিচু।

কাজী নজরুল ইসলাম

১২০. তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ
তাই এক জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২১. বোকার গলায় ঘন্টা বাঁধার দরকার হয় না।

–ডেনিশ প্রবাদ

১২২. বোকার চুল কখনো পাকে না।

–ইংরেজি প্রবাদ

১২৩. এমন অনেকেই আছেন প্রতিবেশীরা কী ভাববে এই ভেবে যারা ভয় পান আত্মহত্যা করতে।

সিরিল কনোলি

১২৪. কোনো কাজ যদি আপনাকে পরিচিত না করে, সে-কাজ কখনো করবেন না।

ইমারসন

১২৫. জীবন এক প্রজন্মের, সুনাম চিরস্থায়ী।

জাপানি প্রবাদ

১২৬. মৃত্যু ছোট একটি শব্দ। কিন্তু মৃত্যুকে জয় করতে হলে এমন কিছু কাজ করে যেতে হবে, যাতে মানুষ মরেও অমর হয়ে থাকে।

–আর. এইচ. বারহাম

১২৭. আমি যা তার জন্যে আমি ঘৃণিত হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু আমি যা নই, তার জন্যে শ্রদ্ধাভাজন হতে চাই নে।

আদ্রে জিদ

১২৮. খ্যাতিকে ধরে রাখতে জানলে তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবেই।

টমাস স্পার্ট

১২৯. খ্যাতি হচ্ছে ঘূর্ণায়মান চাকতির উপর রক্ষিত গোলাকার বস্তুর মতো।

টমাস ফুলার

১৩০. পরিচিত অনেকেই হতে পারে, কিন্তু সুপরিচিত হতে অতিরিক্ত গুণের প্রয়োজন।

টমাস বুকম্যান

১৩১. প্রায়শই যোগ্যতা ছাড়াই খ্যাতি পাওয়া যায়, আর কোনো ত্রুটি ছাড়াই তা হারায়।

ইংরেজি প্রবাদ

১৩২. আমাদের নিজেদের জীবন ও অস্তিত্ব নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট নই; আমরা চাই অন্যদের কল্পনায় বাস করতে, আর তাই আমরা সাফল্য অর্জন করি।

–পাসকেল

১৩৩. কখনো সুখ্যাতি অর্জন না করার চাইতে তা হারানো অনেক বেশি লজ্জাজনক।

ইয়াদার

১৩৪. তুমি যদি তোমার নিজের খ্যাতিকে উচ্চমূল্য দাও, তবে সদ্গুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সাথে মেশো। কারণ মন্দ সাহচর্যের চাইতে একাকীত্ব অনেক শ্রেয়।

জর্জ ওয়াশিংটন

১৩৫. প্রচুর ধনসম্পদের চাইতে বরং যশ বেশি পছন্দ হওয়া উচিত। বাইবেল ১৩৬. নিজেকে অন্যের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। –ডেল কার্নেগি ১৩৭. স্মৃতি হবার আশায় মানুষ বেঁচে থাকে।

আন্তোনিও পোরচিয়া

১৩৮. অর্থ ও যশ মানুষের জীবনে সব নয়। স

–স্কট

১৩৯. আত্মবিশ্বাস, আত্মজ্ঞান, আত্মনিয়ন্ত্রণ–শুধুমাত্র এই তিনটিতেই মানুষ রাজকীয় সম্মানের অধিকারী হতে পারে।

টেনিসন

১৪০. পৃথিবীতে দুটো কাজ খুবই শক্ত–একটা হচ্ছে নিজের জন্য খ্যাতি অর্জন করা, অপরটি হচ্ছে সেটা আগাগোড়া ধরে রাখা।

রবার্ট সুম্যান

১৪১. কেউ যদি জনপ্রিয় হতে চায়, তবে তাকে দুটি কাজ করতে হবে। একটি হচ্ছে সুনামের উচ্চ মূল্যায়নের জন্য যাবতীয় জনকল্যাণের কাজ করা এবং সদ্গুণান্বিত ব্যক্তিদের সাথে মেশা।

জর্জ ওয়াশিংটন

১৪২. আজ যে রাজা, আগামীকাল হয়তো তাকে সিংহাসন ত্যাগ করতে হবে, কিন্তু আজকের কর্মই তাকে মৃত্যুঞ্জয় করে রাখতে পারে।

ফিলিপ সিডনি

১৪৩. বুদ্ধি বা অর্থবলে নয়, কর্মের দ্বারাই মানুষ অমর হতে পারে।

সৈয়দ সব্যসাচী

১৪৪. জ্ঞান জীবনকে পূর্ণতা দান করে, সুখ জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী করে এবং সুকর্ম মানুষকে অমর করে।

এস. টি. কোলরিজ

১৪৫. মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল তার সুনাম।

শেক্সপীয়ার

১৪৬. যশকে বীরত্বপূর্ণ কর্মের সৌরভ বলা যেতে পারে।

সক্রেটিস

১৪৭. সম্পদ অস্থায়ী, কিন্তু সুনাম দীর্ঘস্থায়ী।

–এস. গিলবার্ট

১৪৮. সুকীর্তি কখনো হারিয়ে যায় না।

–বেসিল

১৪৯. সদাচার দ্বারা সর্বপ্রকার পাপের ক্ষয় হইলেই অন্তঃকরণ বিমল হইয়া থাকে।

–স্বামী দয়ানন্দ অবধূত

১৫০. একজন আহত ব্যক্তি তার যন্ত্রণা যত সহজে ভুলে যায়, একজন অপমানিত ব্যক্তি তত সহজে অপমান ভোলে না।

জর্জ লিললো

৩১. আচার-ব্যবহার

আচার-ব্যবহার

১. শ্রদ্ধা করার মধ্যে কোনো লজ্জা নেই।

ইউরিপিডিস

২. শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যা আচরণ করেন, সাধারণ লোকেরা তা-ই অনুসরণ করে।

শ্রীশ্রীগীতা

৩. আচারকে শক্ত করে তুললে বিচারকে ঢিলে করতে হয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪. অন্যের যেরূপ ব্যবহারে নিজে বিরক্ত হও, অন্যের প্রতি ভুলেও সেরূপ ব্যবহার করতে নেই।

কনফুসিয়াস

৫. তুমি নিজের জন্য যা ভালোবাস, সকলের জন্যও তা ভালোবাস। তোমার উপর কেউ অত্যাচার করে এটা যেমন তুমি চাও না, তেমনি অন্যের উপরও অত্যাচার কোরো না। অন্যের মধ্যে যা খারাপ বলে তুমি মনে কর নিজের মধ্যেও তা খারাপ বলে মনে করতে শেখো। তুমি যা জান তা-ই বলো। যা জান না তা বোলো না।

–হযরত আলি (রা.)

৬. একমাত্র সৎ ব্যক্তিরাই অন্যকে কঠোরভাবে তিরস্কার করতে পারে।

–জর্জ ম্যারাডিল

৭. পৃথিবীতে শত্রুমিত্র কেহ কারো নয়,
ব্যবহারে শত্রুমিত্র সবাকার হয়।

চাণক্য পণ্ডিত

৮. নির্দয় ব্যবহার সহনশীল লোকেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়।

জেমস হুইটকম্ব

৯. লোকে যদি তোমাকে অভদ্র বলে তবে তোমার শিক্ষা, আভিজাত্য ও অর্থের কোনো মূল্যই রইল না।

জি. জে. নার্থান

১০. আমাদের চরিত্র হচ্ছে আমাদের আচার-ব্যবহারের ফল।

–অ্যারিস্টটল

১১. মানুষের প্রতি প্রেম, দেশের আর্তপীড়িতের প্রতি মায়া, অত্যাচারিত পিষ্ট মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা যার নাই, তিনি ভদ্রলোক নন।

–ডা. লুৎফর রহমান

১২. যিনি সর্বদা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে অভিবাদন ও সম্মান করেন, তাঁর আয়ু, বর্ণ, সুখ এবং বল এই চারটি সম্পদ বর্ধিত হয়।

ত্রিপিটক

১৩. সকলের প্রতি হও শিষ্টাচারী। বহুর মাঝে হও মিশুক, কতকের সাথে হও ঘনিষ্ঠ, সুহৃদ হও শুধু একজনের, শত্রু হয়ো না কারও।

ফ্রাংকলিন

১৪. কাজে যে দক্ষ এবং ব্যবহারে যে মার্জিত–উন্নতি তার হবেই। শিলার ১৫. আভিজাত্য পোশাকে নয়, গাড়িবাড়ি বা অর্থের অহংকারে নয়। হোরেস ১৬. যাহার যোগ্যতা যত অল্প তাহার আড়ম্বর তত বেশি।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭. আমাদের চরিত্র হচ্ছে আমাদের আচার-আচরণেই ফল। অ্যারিস্টটল ১৮. আন্তরিক বিশ্বস্ততাই প্রতিভাসম্পন্ন মানবচরিত্রের ভিত্তিভূমি। ইমারসন ১৯. অন্যের সদাশয়তার সুযোগ গ্রহণ কোরো না, এর চেয়ে বড় অন্যায় আর নেই।

–এম. এল. এলিন

২০. নীতিবোধ কিংবা আরও স্পষ্ট করে বললে চারিত্রিক মূল্যবোধ সমাজ সংগঠনের প্রধান শক্তি।

–মোহাম্মদ মোর্তজা

২১. তোমার যা আছে তা দিয়েই অন্যকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্ট করো।

রাসকিন

২২. একজন বিপদে পতিত লোককে লাথি মারা অনেকের স্বভাব।

–স্টেপাইন কলিন্স ফস্টার

২৩. যদি তুমি কথা বলতে ভালোবাস তবে নিম্নস্বরে কথা বলো। শেক্সপীয়ার ২৪. যে ব্যবহার জানে না, তার গৌরব করার কিছু থাকে না।

–ডেমো ন্যাক্স

২৫. কোনো মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হলে তোমাদের সহৃদয় ব্যবহার মধুর মতোই আকর্ষণীয় মিষ্ট কাজ করবে।

লিঙ্কন

২৬. কোনো মানুষকে নিজের মতে আনতে গেলে গায়ের জোর ফলালেই হবে না, কেননা মানুষ সহজে পরিবর্তিত হতে চায় না। বরং বন্ধুত্ব এবং সুব্যবহার দ্বারা এটা সম্ভব হতে পারে।

—ডেল কার্নেগি

২৭. সদাচরণ মানুষকে মানুষের পর্যায়ে নিয়ে যায়।

–ডিফো

২৮. যার আচরণে পদে পদে দুর্ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, তার সংস্পর্শ ত্যাগ করো

বি. প্যাটারসন

২৯. নির্দয় ব্যবহার সহনশীল লোকেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। জেমস হুইটকম্ব

৩০. ভালো ব্যবহারের বিনিময়ে ভালো ব্যবহার–এর নাম ভালো ব্যবহার নয়। মন্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভালো ব্যবহার–এই হলো ভালো ব্যবহার।

–আল-হাদিস

৩১. সুন্দর অভ্যাসগুলি মানুষকে ভদ্র করে তোলে।

–জোসেফ সুলিভ্যান

৩২. কৌতুক মনের মধ্যে হঠাৎ আঘাত করিয়া আমাদের সাধারণ অনুভব ক্রিয়া জাগ্রত করিয়া দেয়। এইজন্য অনেক রসিক লোক হঠাৎ শরীরে একটা আঘাত করাকে পরিহাস জ্ঞান করেন। অনেকে গালিকে ঠাট্টার স্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন; বাসরঘরে কর্ণমর্দন এবং অন্যান্য পীড়ন নৈপুণ্যকে বঙ্গসীমন্তিনীগণ এক শ্রেণীর হাস্যরস বলিয়া স্থির করিযাছেন, হঠাৎ উকট বোমার আওয়াজ করা আমাদের দেশে উৎসবের অঙ্গ এবং বধিরকরা খোলকরতালের দ্বারা চিত্তকে ধূমপীড়িত মৌচাকের মৌমাছির মতো একান্ত উদ্ভ্রান্ত করিয়া ভক্তিরসের অবতারণা করা হয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৩. কথা বলারও একটা আর্ট আছে, সেটা আয়ত্ত না করলে কথা বলে অন্যকে : আনন্দ দেওয়া যায় না।

–মিচেল ক্রস

৩৪. শক্ত কথায় তুলার ন্যায় নরম অন্তরও পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়।

ইমাম গাজ্জালি (র.)

৩৫. মিষ্টি মধুর কথা বলে যতটা আনন্দ পাওয়া যায়, অন্য কিছুতে ততটা আনন্দ পাওয়া যায় না।

টমাস ফুলার

৩৬. একজন মানুষ তখনই চমৎকার ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারে, যখন সে অনর্থক কথা এবং অপকর্মকে পরিত্যাগ করতে পারে।

–এডিসন

৩৭. এমন কৌতুক করা উচিত নয় যা নির্মম।

উইলয়াম ক্যামডেন

৩৮. অতিরিক্ত কৌতূহল মানুষকে ক্রমশ হিংসুটে করে তোলে।

মলিয়ার

৩৯. আমাদের মনে রাখা উচিত অতিরিক্ত কৌতূহল মানুষকে স্বর্গচ্যুত করেছে।

আফরাবেন

৪০. আচারকে শক্ত করে তুলতে বিচারকে ঢিলে করতেই হয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪১. বিনয়ী মূর্খ অহংকারী বিদ্বান অপেক্ষা মহত্তর।

–জাহাবি

৪২. অহমিকাবোধ আমাদেরকে অনেক মূল্যবান সাহচর্য থেকে বঞ্চিত করে।

–আর. এইচ. নিওয়েল

৪৩. যে ব্যবহার জানে না, তার গর্ব করার কিছুই নেই।

-ডেমোন্যাক্স

৪৪. মানুষের পরিচয় ব্যবহারে, মানুষ আত্মীয় হয়ে ওঠে ঘনিষ্ঠতায়।

–প্রবোধকুমার সান্যাল

৪৫. যাহার মধ্যে বিনয় ও দয়া নাই, সে সকল ভালো গুণাবলি হইতে বঞ্চিত।

–আল-হাদিস

৪৬. প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকার অর্থ নিজের অস্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা।

–জন ব্রাইট

৪৭. সুন্দর নির্মল ব্যবহার মৃত্যুর পরেও মানুষকে স্মৃতিতে স্থায়ী করে রাখে।

–জর্জ মুর

৪৮. টাকা থাকিলেই বড়োমানুষি করা যায়, টাকা না থাকিলেও ধার করিয়া নবাবি করা চলে। কিন্তু ভদ্র হইতে গেলে আলস্য অবহেলা বিসর্জন করিতে হয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৯. ভদ্রলোক বড় সে-ই, যে সত্যের উপাসক-যে মানুষকে সমাদর করে–চরিত্র ও মহত্ব যার গৌরব।

–শেখ সাদি

৫০. ভদ্রতা উন্নত চরিত্রের লক্ষণ, আর শিষ্টতা উৎকৃষ্ট ইবাদতের লক্ষণ।

–হযরত আলি (রা.)

৫১. আচরণ দ্বারা একজন মানুষের বংশের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রবাদ

৫২. যে নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে অন্যায় করতে পারে না।

—ডেল কার্নেগি

৫৩. জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিজের আচরণ সম্বন্ধে সদাসতর্ক থাকেন।

ডেলিলে

৫৪. শুধু সেই নিশ্চিন্তে শাসন করতে পারে যে আনন্দের সঙ্গে আজ্ঞাপালন করতে শিখেছে।

–কেমপিস

৫৫. মানুষেতে কিবা চায়, কেন করে হায় হায়।
কি তার অভাব?
কেবা জানে কেবা বলে: এইমাত্র বলা চলে
এই তার স্বভাব।

–প্রমথ চৌধুরী

৫৬. কোনো সমাজ যখন অধঃপাতে যায়, তখন সেই সমাজে যে দুই-একটি ভাল লোক নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকার করে, তাহাদের মনের কথা বিচার করিবার সময় অধঃপতিত জন নিজের মনের প্রতিবিম্ব ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না। কৃতজ্ঞতা জিনিসটার অধঃপতিত সমাজে কোনো স্থান নাই।

কাজী ইমদাদুল হক

৫৭. আদব-কায়দাই মানুষকে তৈরি করে।

–ডানিয়েল ডিফো

৫৮. আমাদের কেউ লজ্জা দিতে পারে না, আমরা নিজেরই আমাদের লজ্জা দিয়ে থাকি।

–জেজি. হল্যান্ড

৫৯. অন্যের সম্পর্কে আগ্রহ না দেখালে তারা আপনার প্রতি আগ্রহ দেখাবে কেন?

–ডেল কার্নেগি

৬০. এক ফোঁটা মধুতে যত মৌমাছি আসে, এক গ্যালন বিষে তা আসে না।

আব্রাহাম লিংকন

৬১. অপরের সাথে দ্রুত ও সহজে কথা বলার পথ হল (ক) জীবনে যা শিখেছেন তা-ই শোনান; (খ) নিজের অতীত থেকে কাহিনী সংগ্রহ করুন; (গ) নিজের বিষয় সম্পর্কে আগ্রহী থাকা চাই; (ঘ) বক্তব্য বিষয়ে শ্রোতাদের সাথে একাত্ম হোন।

–ডেল কার্নেগি

৬২. নিজেকে সাহসী ভাবুন, তা হলেই সাহস ফিরে পাবেন। আরও সোজা করে বলতে গেলে আপনি এ-অভিনয় চালিয়ে যান–তা হলেই ভীতি দূর হবে। আর আপনিও সত্যিকার সাহসী হয়ে উঠবেন।

–ডেভিড জেমস

৬৩. নিজের ভেতর থেকে পালিয়ে যাওয়ার অর্থ প্রতিবেশীর ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়া, নয়তো তার গলার দিকে ঝাঁপ দিয়ে যাওয়া।

ইরিফ হফার

৬৪. যে বিপর্যয়ে ধরা পড়ে তার তুলনায় যে এর থেকে পালিয়ে যায় সে করে বুদ্ধিমানের কাজ।

–হোমার

৬৫. সুন্দর আনন্দের চেয়ে সুন্দর দেহাকৃতি উত্তম, সুন্দর দেহাকৃতির চেয়ে উত্তম সুন্দর স্বভাব। এটা সকল চারুকলার মধ্যে সবচেয়ে চারু।

–ইমারসন

৬৬. ভালো বক্তার প্রথম কাজই হল প্রথমেই এমন কিছু বলা যা শ্রোতার মনে তৎক্ষাৎ আলোড়ন সৃষ্টি করে। অধিকাংশ বক্তাই অসফল হন। কারণ তাঁরা বেশির ভাগ গতানুগতিক পদ্ধতিতে

মান্ধাতার আমলের বাচনভঙ্গিতে বলে চলেন যা কিনা শ্রোতাদের মন জয় করার পক্ষে একেবারেই অচল।

–ডেল কার্নেগি

৬৭. যে-লোক অন্য লোকের প্রতি আগ্রহশীল না হয়, তাদের জীবনে সবচেয়ে বেশি দুঃখ আসে। তারাই অন্যকে সবচেয়ে বেশি ব্যথা দেয়।

–আলফ্রেড অ্যাডলার

৬৮. যার লজ্জা নেই, তাকে লজ্জা দেওয়া মানে নিজেই লজ্জা পাওয়া।

স্যামুয়েল দানিয়েল

৬৯. একজন মহান ব্যক্তির মহত্ব বোঝা যায় ছোট ব্যক্তিদের সাথে তাঁর ব্যবহার দেখে।

–ডেল কার্নেগি

৭০. নিজের গর্ব ও ঔদ্ধত্যকে নত করে অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা কম দ্রতা নয়।

–ডা. লুৎফর রহমান

৭১. বিনয়ের চেয়ে শক্তিশালী আর কিছু নেই; সত্যিকার শক্তিমত্তার চেয়ে বড় কোনো বিনয়ও নেই।

ব্যালফ ডব্লিউ, সকম্যান

৭২. যদি কেউ পুরোপুরি ঘুঘুর উপাদানে পড়ে ওঠে, সরীসৃপের কোনো অংশ যদি না থাকে তার স্বভাবে, জীবনযাপনে সে হয়ে উঠবে কিম্ভূত; তার সেরা কাজগুলোকে প্রায়ই সে করে ফেলবে খাটো।

–জোসেফ এডিসন

৭৩. আমার জনপ্রিয়তা, আমার সুখ নির্ভর করবে আমি কেমন করে লোকের সঙ্গে ব্যবহার করব তার উপর।

—ডেল কার্নেগি

৭৪. মানুষ প্রচলিত প্রথাকে বেশি পছন্দ করে, কারণ সমস্ত প্রথা তাদেরই তৈরি।

জর্জ বার্নার্ড শ

৭৫. সাধরণত সৌন্দর্যবোধ থেকে ভালোবাসার উৎপত্তি হয় আর পরিচ্ছন্নতাই তা রক্ষা করে।

–এডিসন

৭৬. হাতমোজা-পরা বেড়াল ইঁদুর ধরতে পারে না।

–ইংরেজি প্রবাদ

৭৭. বিনয়ী আর ম্র যারা তারা বহুদূর যায়।

–সেভাচেস

৭৮. ব্যবহার করো সুভাষণ, সৌজন্য আর বিনয়, খরগোশও হতে পারবে হাতির মাহুত।

–শেখ সাদি

৭৯. দয়া, মায়া, করুণা সহজে লোহার ফটক দিয়ে প্রবেশ করে না।

ই. এ. রবিনসন

৮০. তার অন্য কোনো গুণ নেই, যার দয়া সহানুভূতি নেই। রোনাল্ড ডিফি

৮১. যারা জমিনে আছে, তাদের উপর দয়া করো, যিনি আকাশে আছেন, তিনি তোমার উপর দয়া করবেন।

তারবানি

৮২. ঐক্য, বিশ্বাস, ধৈর্য ও সহনশীলতা আদর্শ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য।

শেরে বাংলা

৮৩. ব্যক্তিবিশেষের একটি আচরণ দেখেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না, তার অন্যান্য আচরণ সম্পর্কেও খোঁজখবর নিও।

–হযরত আলি (রা.)

৮৪. ইংরাজের শ্মশ্রু, ইংরাজের কেশ,
ইংরাজি আহার-প্রিয় ব্রান্ডিজল,
আনিয়াছ সখে। ইংরাজের বেশ,
কিন্তু ইংরাজের কই বীর্য বল?

কই ইংরাজের তীক্ষ্ণ তরবার?
কই ইংরাজের দুর্জয় কামান?
কই ইংরাজের সাহস অপার?
সিংহ চর্মে তুমি মেষ অল্পপ্রাণ।

নবীনচন্দ্র সেন

৮৫. তার আচরণই প্রমাণ করে যে, সে সংগীতময় পরিবেশে মানুষ হয়নি।

স্যার জন হেরিংটন

৮৬. সব মানুষই আদর্শবান নয়; কিছু-কিছু লোকের মধ্যে আদর্শের ভান রয়েছে।

জন. এফ. ভন

৮৭. যাহার মধ্যে বিনয় ও দয়া নাই, সে সকল ভালো গুণাবলি থেকে বঞ্চিত।

–আল-হাদিস

৮৮. দয়া একটি সোনার শিকল যা দ্বারা সমাজ একত্রিতভাবে বাঁধা আছে।

গ্যেটে

৮৯. মানুষের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে যে খোদার সঙ্গে প্রেম করতে যায়, তার বুদ্ধি খুব কম। অন্যায় ও পাপে জীবনকে কলঙ্কিত কর কোনো ক্ষতি নেই, আল্লাহকে ডাকলেই সকল পাপ ধুয়ে যাবে–এটা যে মিথ্যা একথা সকলেই বিশ্বাস করে।

–ডা. লুৎফর রহমান

৯০. ব্যবহারটা এমনই একটা আরশি যাতে প্রত্যেকটি প্রতিবিম্বের প্রতিফলন হয়ে থাকে।

–গ্যেটে

৯১. বিনয় হল সেই গুণটি যা সৃষ্টি হয়েছে মহতের অতি-উচ্চাশা আটকাতে আর সাধারণ লোকের ব্যর্থতাকে সান্ত্বনা দিতে।

লা রশফুকো

৯২. বিনয় হল আত্মার নির্জীবতা আর আলস্য, যেমন উচ্চাশা হল তার তেজ আর তীব্রতা।

লা রশফুকো

৯৩. পরিবেশ অর উপযুক্ত প্রকরণই কোনো কাজকে দেয় তার চরিত্র—তা সে ভালোই হোক বা মন্দই হোক।

পুটার্ক

৯৪. শেষ পর্যন্ত বিনয় হল এই বিশ্বাসটা—গতকালের চাইতে তুমি আগামীকাল আরও ভালো মানুষ হবে।

—মুরে কেম্পটন

৯৫. মধুর ব্যবহার লাভ করতে হলে মাধুর্যময় ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসতে হয়।

উইলিয়াম উইনটার

৯৬. ধনীর সঙ্গে আত্মমর্যাদা বজায় রেখে ব্যবহার করবে আর দরিদ্রের সাথে আত্মমর্যাদা ভুলে ব্যবহার করবে। তোমার স্বাভাবিক ব্যবহার ও বিনয় অকৃত্রিম হতে হবে।

হযরত আবদুল কাদির জিলানি (রা.)

৯৭. ভদ্রলোক মানে সদাশয় ব্যক্তি। যিনি দয়ালু, যিনি নিজের উন্নাতির সঙ্গে সঙ্গে পরের সুখ ও মঙ্গলকামনা করেন, তিনিই প্রকৃত ভদ্রলোক।

—শেখ সাদি

৯৮. লজ্জা পরিত্যাগ করো, নচেৎ অনেক কিছুই তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে।

সিডনি স্মিথ

৯৯. সকল উত্তম আচরণের মূলে রয়েছে আত্মসম্মান। উত্তম আচরণ হচ্ছে নিয়মানুবর্তীতা, শুভেচ্ছা এবং অপরের অধিকার, স্বাচ্ছন্দ্য ও অনুভূতির প্রতি সম্মানের অভিব্যক্তি।

এডওয়ার্ড মার্টিনা

১০০. জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

স্বামী বিবেকানন্দ

১০১. আকারে মানুষ হলে মানুষ সে নয়,
স্বভাব যহার সৎ মানুষ সে হয়।

জুনায়েদ বোগদাদি

১০২. স্বভাব কারো রয় না ঢাকা।
যতই কেহ রাখুক ঢেকে
সবার কাছে ব্যক্ত হবে
ফুটবে গোপন পর্দা থেকে।

অজ্ঞাত; অনুবাদ : মওলানা নূরুদ্দিন

১০৩. কারও স্বভাব চরিত্র জানতে হলে কোনো ব্যাপারে তার পরামর্শ চাও।

প্লেটো

১০৪. সৎ হতে হবে, নতুবা সৎলোকের অনুকরণ করতে হবে।

ডেমোক্রিটাস

১০৫. যে আদর্শ অন্যের অদর্শের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, তাহা আদর্শই নহে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৬. আজীবন যে অন্যের দয়া কুড়িয়ে বেড়ায়, সে কাউকে দয়া করতে পারে না।

–জোসিয়া কুইন্স

১০৭. তারই মহৎ হৃদয় যার বিনয় টিকে থাকে স্বচ্ছন্দে।

–সেনেকা

১০৮. দয়া ইমানের চিহ্ন, যাহার দয়া নাই তাহার ইমানও নাই।

–আল-হাদিস

১০৯. পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা দয়ার পাত্র সেই ব্যক্তি, যার নিজের দোষ সংশোধন করবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু করে না।

–হযরত আলি (রা.)

১১০. আজীবন ভালোবাসা যার স্থির রয়।
স্বার্থ ত্যাগী, শুদ্ধমনা যিনি ধরাতলে
মহৎ বলিয়া তারে জানিবে সকলে।

চাণক্য পণ্ডিত

১১১. মহত্ত্বের লক্ষণ এই—নিজের ক্ষতিসাধন করিয়াও, সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াও আশ্রিত যে, দুর্বল যে, তাহাকে রক্ষা করিবে।

—ইসমাইল হোসেন সিরাজী

১১২. মানুষ সেবার ন্যায় ধর্ম নেই।

—ডা. লুৎফর রহমান

১১৩. আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় সেই ব্যক্তি যার স্বভাব সবচেয়ে উত্তম। মানুষ যা লাভ করেছে, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে সুন্দর স্বভাব। সবচেয়ে উত্তম মুসলমান হল সে ব্যক্তি, যে চরিত্রের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ।

—আল-হাদিস

১১৪. শক্তি নিয়ে মানুষের নিত্য পাড়াপাড়ি,
ধন নিয়ে মানুষের নিত্য কাড়াকাড়ি,
মন নিয়ে মানুষের নিত্য আড়াআড়ি,
প্রেম নিয়ে মানুষের নিত্য বাড়াবাড়ি।
ছুটিয়া চলেছে দিন বড় তাড়াতাড়ি
ফুরাতে সেই দিন সব ছাড়াছাড়ি।

—প্রমথ চৌধুরী

১১৫. বিনয়ীরা সবচাইতে একনিষ্ঠ একথাটা সবসময়ে ঠিক নয়, যে-কারণে তারা বিনয়ী ঠিক সে-কারণে তারা সেইসব জরুরি কাজ করতে পারে না যেগুলোতে অন্যরা আঘাত পেতে পারে।

—ওয়াল্টার স্যাভেজ ল্যান্ডর

১১৬. বিনয় হল সেই রেশমি সুতো যাতে গাঁথা আছে সব গুণের মুক্তোমালা।

—জোশেফ হল

১১৭. নত হই, ছোটো নাহি হই কোনোমতে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৮. নৈতিকতার জন্য যদি তুমি কাজ করতে চাও তবে তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে।

ই. ওয়াই. মুলিঙ্গ

১১৯. চলো আমরা মোমবাতির মত বাঁচি
নিজেকে দান করে কিন্তু
সকলকে আলো দিয়ে।

ইকবাল।

১২০. অমানুষিকতার চেয়ে বড় লজ্জা আর কিছুই নেই।

–স্পেনসার

১২১. যে ব্যবহার জানে না, তার গর্ব করার কিছুই নেই।

-ডেমো ন্যাক্স

১২২. জিহ্বা যদিও আকারে মাত্র তিন ইঞ্চি লম্বা তবুও এটা ছয় ফুট লম্বা লোককে হত্যা করতে পারে।

জাপানি প্রবাদ

১২৩. সদাচার মানুষকে মানুষের পর্যায়ে নিয়ে যায়।

ডিফো

১২৪. আমার বাচনভঙ্গি সুন্দর, কন্ঠস্বর শ্রুতিমধুর বলেই ভুলে যেও না, আমার কথার মধ্যে যুক্তি আছে কি না চিন্তা করে দ্যাখো।

রবার্ট হেনরিক

১২৫. সবসময়েই অত্যন্ত আগ্রহের সাথে সবার সাথে হাত মেলাবে না।

নর্থ চেস্টারফিল্ড

১২৬. কথা বলার স্বাধীনতা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম জিনিস।

এসি. সি. কল্টন

১২৭. কোনো কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ফুলের সৌরভের মতো।

–চার্লস এফ. স্কলার

১২৮. সদাচার দ্বারা সমাজে প্রিয় হওয়া যায়।

–অ্যানন

১২৯. মানুষ তখনই পশুতে পরিণত হয়, যখন তার লজ্জা বলতে কিছু থাকে না।

সুইনবার্ন

১৩০. তুমি যদি কথা বলতে ভালোবাস এবং কথা দিয়ে অন্যকে জয় করতে চাও তবে আস্তে কথা বলো।

–বেন জনসন

১৩১. মনের অলসতা চরিত্র নষ্ট করিবার কারণ।

মানকুমারী বসু

১৩২. সদাচার সমাজে শান্তি আনয়ন করে।

–কলিন্স

৩২. বাণী বিচিত্রা

বাণী বিচিত্রা

১. এক ঘন্টা যদি গরিব লোকের দুঃখ মোচনের জন্য ব্যয় করা হয়, তা ছ'মাস মসজিদে বসে ইবাদত করার সমান।

–আল-হাদিস

২. কাম মানুষের চিরকালের শত্রু, একে কিছুতেই তুচ্ছ করা যায় না–এটা আগুনের মতো তাপ দেয়, এটা জ্ঞানকে চাপিয়ে রাখে।

শ্রীশ্রীগীতা

৩. মরণের সময়ে যিনি আমাকেই ভাবিতে ভাবিতে দেহত্যাগ করেন, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন সন্দেহ নেই।

শ্রীশ্রীগীতা

৪. নিজেকে কখনো বৃদ্ধ মনে করবেন না, তা হলেই দেহমন সদা সতেজ ও সক্রিয় থাকবে এবং দীর্ঘায়ু হতে পারবেন।

–নাসিরউদ্দীন

৫. সোবেহ, শামকি হাওয়া
লাখো রোপেয়া কি দাওয়া।

–হাকিম আজাল খান

৬. যে-ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি দেয় যে, সে মানুষের কাছে কিছুই চাইবে না, আমি তাকে স্বর্গের প্রতিশ্রুতি দেই।

শ্রীশ্রীগীতা

৭. অতীতকে ছোট করে দেখা যেমন উচিত নয়, তেমনি অতীতকে অতিরিক্ত মূল্য দেয়া ক্ষতিকর। অতীত নিয়ে বড়াই সেফ শিশুসুলভ মানসিকতা। আবুল ফজল

৮. অনাবশ্যক ব্যাপারে কখনো লিপ্ত হবে না।

স্বামী দয়ানন্দ অবধূত

৯. অলস, অভিমানী, উদ্যোগশূন্য, অপবাদভীত ও দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তি কিছুতেই অর্থলাভে কৃতকার্য হয় না।

রামায়ণ

১০. মানুষ ম্যাজিসিয়ান হতে পারে, আজগুবী অলৌকিক শক্তির অধিকারী হতে পারে।

কবীর চৌধুরী

১১. মানুষ অশান্তি চায় না, আবার মানুষই অশান্তির কারণ।

–আবু জাফর শামসুদ্দীন

১২. এই দুনিয়াটা সাপের মতো, ধরতে খুব নরম, কিন্তু এর কামড় বড় মারাত্মক।

–হযরত আলি (রা.)

১৩. অজ্ঞ লোক পাথরের মতো, এ থেকে কোনো পানি নির্গত হয় না।

–হযরত আলি (রা.)

১৪. আইনের চেয়ে অধিকার অনেক শ্রেয়।

স্যার লিউস মরিস

১৫. সর্বদা আত্মার উন্নতির জন্য চেষ্টা করবে।

–স্বামী দয়ানন্দ অবদূত

১৬. যে নিজেকে জানে, সে আল্লাহকে জানে।

–হযরত আলি (রা)

১৭. বোকা লোক ঘনঘন মত বদলায়।

–হযরত আলি (রা.)

১৮. মূর্খের জ্ঞান শোনার চেয়ে খারাপ জ্ঞানীর ভর্ৎসনা অনেক ভালো।

বাইবেল

১৯. ভালো গাছে মন্দ ফল ধরতে পারে না এবং মন্দ গাছে ভালো ফল ধরতে পারে না।

বাইবেল

২০. যে-ব্যক্তি স্বহস্তে আয় করে, হাতেম তাই-এর দান তাকে খাটো করতে পারে না।

–শেখ সাদি

২১. মানুষের ইচ্ছাপূরণ হয় না বলেই পৃথিবীতে এতো উত্তেজনা।

–শংকর

২২. জীবনে হোক আর জীবনাবসানেই হোক, একজন উত্তম ব্যক্তির মন্দ কিছুই ঘটতে পারে না।

–সক্রেটিস

২৩. উদ্যোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকেই পায় না, সরস্বতাঁকেও পায়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪. যে ব্যক্তি মনেপ্রাণে চেষ্টা করে, তার উন্নতি হবেই।

–সৈয়দ সব্যসাচী

২৫. যে সমস্যাজড়িত, কখনো তার উপদেশ গ্রহণ কোরো না।

ঈশপ

২৬. পরামর্শ বুদ্ধিকে পরিপক্ক করে।

ড্রাইডেন

২৭. উপকার করার ইচ্ছাটাই সব নয়, উপকার করার পন্থাটাও জানা দরকার।

–প্রমথনাথ বিশী

২৮. আমাদের দেশে সাধারণত বিদ্বান পণ্ডিতরা রসিক হন না, আবার রসিকেরা বিদ্বান হন না। যারা জীবন উপভোগ করতে পারেন, রসিকতা তাদেরই। তাই তো পশ্চিমের পণ্ডিতেরা রসিক। আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা হাসতেও দ্বিধা করেন।

নিমাই ভট্টাচার্য

২৯. বিশ্বব্যাপী মহিমা মাত্র এক ঘন্টার অধঃপতন দ্বারা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

–হযরত আলি **(**রা**.)**

৩০. তিন কারণে জীবন দুঃখময় হয়, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, ঈর্ষা ও চরিত্রহীনতা।

–হযরত আলি **(**রা**.)**

৩১. একগুঁয়েমি ভালো কাজেই ভালো, মন্দ কাজে নয়। **–**শিবনাথ শাস্ত্রী ৩২. ওষুধ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নতুন রোগের সৃষ্টি করে।

ভার্জিল

৩৩. যে কথা কম বলে তাকে বোঝা মুশকিল।

জন সিমসন

৩৪. যারা সবসময় পান করে তারা স্বাদ গ্রহণ করে না, আর যারা সর্বদা কথা বলে তারা চিন্তা করে না।

–প্রাইসর

৩৫. আমি কথা বলি কম, কিন্তু অন্যের সাথে পরামর্শ না করে সিদ্ধান্ত নিই না।

উইলিয়াম সাউন্ড

৩৬. ভালো কথা মন্দলোকে বললেও তা গ্রহণ করবে।

সক্রেটিস

৩৭. যে নিজের দেশ ছেড়ে কোথাও যায় না, সে কুসংস্কারে পূর্ণ থাকে।**–**গোডেনি

৩৮. শরীরে শরীর রাখলে যখন আর বাজে না জলতরঙ্গ, তখনই পরকীয়া প্রেমের অমোঘ আকর্ষণে গৃহবধূ বারবিলাসিনী হয়ে যায়।

–সিগমন্ড ফ্রয়েড

৩৯. দশজন শুভাকাঙ্ক্ষী যতখানি ভালো করতে পারে, একজন শত্রু তার চেয়েও বেশি ক্ষতিসাধন করতে পারে।

–ফেডারিক রেনল্ড

৪০. সকল প্রকার যন্ত্রণার মহৌষধ হচ্ছে আনন্দময় ঘুম। ক্রিস্টিনা

রসেটি

৪১. সাধারণ লোকের চাহিদাও অতি সাধারণ।

ভার্লি

৪২. জ্ঞান মানুষকে দ্বিতীয়বার চক্ষুদান করে।

সমরেশ দেবনাথ

৪৩. গাছের কচিপাতা যেভাবে বিকশিত হয়, কাব্যকেও সেভাবে পল্লবিত হতে দাও।

জন কীটস

৪৪. প্রণাম করার পা কোথায়?

–অরুণ মিত্র

৪৫. আমার মনে হয় নিঃসঙ্গতারও যদি কোন নাম ধরে ডাকা যায়, তাহলে সবাই একসঙ্গে সাড়া দেবে।

–অরুণ মিত্র

৪৬. যে-প্রেম প্রতিদিন নতুন করে সৃষ্টি না করা হয়, সেই প্রেম দিনে দিনে অভ্যাসে পরিণত হয়ে একদিন দাসত্বের রূপ নেয়।

খলিল জিবরান

৪৭. হিংসা যেমন মানুষকে বড় করে তেমনি আবার ধ্বংসও করে।

সমরেশ দেবনাথ

৪৮. বিনষ্ট কোরো না এবং অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা কোরো না–এটা প্রকৃতির আইন।

–জন গ্লান্ট

৪৯. ভালো ভোজন বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ ও নরম করে।

–ডোরান

৫০. ডিনারে যতো উপাদেয় খাদ্যদ্রব্যই থাকুক না কেন, সঙ্গী ভালো না হলে তা সুস্বাদু মনে হবে না।

জেমস হুইটকম্ব

৫১. পরিমাপ করে খাদ্য খাও, কিন্তু পরিমাপ করে পানি পান কোরো না।

অলটন

৫২. যাহার যোগ্যতা যত অল্প, তাহার আড়ম্বর তত বেশি। –রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর৫৩. এমন কেউ নেই, যে কিছু হারায়নি, জীবনভর শুধু পেয়ে গেছে। জন ক্লার্ক ৫৪. নিরাশ হয়ো না, তাতে আয়ু কমে যায়।

অ্যারিস্টটল

৫৫. আমার জিহ্বা যদিও আত্মা নয়, তবু তার ইচ্ছা আছে।

শেক্সপীয়ার

৫৬. ইতিহাস এমন একটি বিষয় যা কখনো ঘটেনি এবং এমন লোকের দ্বারা লিখিত যে কখনো সেখানে ছিলো না।

যাযাবর

৫৭. জয়ী হবে যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ইমান রাখতে পার।

–আল-কোরআন

৫৮. বিধাতা যখন উজ্জ্বল প্রভাত দেন, তখন তা সবার জন্য দেন।

–জেফারসন কেভিস

৫৯. মানবচিন্তার অগ্রগতিই আমার কাছে ঈশ্বরের একমাত্র অবতীর্ণ বাণী।

ফ্রাংক হ্যারিস

৬০. ভেবে উত্তর দাও, নতুবা পরে লজ্জিত হবে।

অ্যারিস্টটল

৬১. আত্মকেন্দ্রিক লোক দ্বারা সমাজের কোনো উন্নতি হয় না।

জর্জ ব্লো

৬২. যার জীবনে পতন নেই, তার উত্থানও নেই।

কার্ল স্যান্ডবার্গ

৬৩. ভাবুকরা উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু কাজ করতে পারেন না।

মার্থা গ্রীন

৬৪. ভালো করে না দেখে কিছু পান করবে না, ভালো করে না পড়ে কিছুতে সই দেবে না।

স্পেনীয় প্রবাদ

৬৫. পরের উপকার করা ভালো, কিন্তু নিজেকে পথে বসিয়ে নয়।

ইয়ং

৬৬. মেঘ যদি না থাকত তবে আমরা রৌদ্রকে উপভোগ করতে পারতাম না।

জন রে

৬৭. যে ঋণী সে কৃতজ্ঞ নহে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৮. একজন ঐতিহাসিককে এমন ভূতের সঙ্গে তুলনা করা চলে, যে নাকি অতীতের কথা বলে।

হফম্যান

৬৯. অতিরিক্ত ধনলিপ্সা বয়সকে অস্বীকার করার মতো পাপ।

ব্রান ক্র্যাফট

৭০. বুদ্ধিহীনের সুখ্যাতি ও সম্পদ ভয়ংকর সম্পদ বিশেষ।

–ডেমোক্রিটাস

৭১. নম্রতা ও ভদ্রতা গুণ দুটো মানুষের জীবনের পুরাতন ঐশ্বর্য।

–জে. এস. মিল

৭২. ওষুধ প্রয়োগ যথাযথ না হলে তা নতুন রোগের বিকাশ ঘটায়।

হিপোক্র্যাটস

৭৩. পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মিষ্টি কথাও তেতো মনে হয় এবং তেতো কথাও মিষ্টি লাগে।

–শেখ সাদি

৭৪. সত্য কথা খুব স্পষ্ট করে বলো–অসাধুরা ভয় পাবে।

–বেন জনসন

৭৫. তোমার পাশে দেয়াল আছে, কথা সাবধানে বলো।

শেখ সাদি

৭৬. কথা তো সবাই বলে, কিন্তু সবার কথা কি হৃদয়ে মিশে যায়?

উইলিয়াম উইন্টার

৭৭. একের কথার উপর আরেক মানে চাপিয়ে পৃথিবীতে মারামারি খুনোখুনি হয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৮. কথা কমাইয়া দাও, কাজ আপনিই ঠিক হইবে।

–লাওৎ সে

৭৯. শক্ত কথায় তুলার ন্যায় নরম অন্তরও পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়।

ইমাম গাজ্জালি (র.)

৮০. প্রত্যেক কথা ধৈর্য ধরে শোনা একটা ভালো অভ্যেস।

লুসি লারকম

৮১. সমুদ্রকে নিয়ে কবিতা লেখো, কিন্তু সমুদ্রের বিশাল ঢেউয়ের কাছে আত্মসমর্পণ কোরো না।

–জর্জ স্যান্ড

৮২. কবিতার বিশেষত্ব হচ্ছে তার গতিশীলতা। সে শেষ হয়েও শেষ হয় না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৩. আমি শয্যাশায়ী অবস্থাতেও কিছু-না-কিছু কাজ করে যাব।

ডরোথিয়া

৮৪. কাজের মধ্যে ফাঁকি দেবেন না, তা হলে নিজেই একদিন ফাঁকিতে পড়ে যাবেন।

—ডেল কার্নেগি।

৮৫. মৌমাছিকে আমরা এজন্য পছন্দ করি যে, তারা অপরের জন্য কাজ করে।

জাহেজ

৮৬. স্থবির বটবৃক্ষেরও একটি ভূমিকা আছে।

সিনেকো

৮৭. পরিশ্রমী মানুষের সুখ সবচেয়ে বেশি মাধুর্যমণ্ডিত।

–ওল্ড টেস্টামেন্ট

৮৮. আগে কাজ করো তারপর বিশ্রাম নাও।

–রাসকিন

৮৯. কর্মই বিরক্ত, পাপ ও দরিদ্রতা–এ তিনটি অমঙ্গল দূরীভূত করে।

ভলতেয়ার

৯০. কাজের মধ্য দিয়ে সঙ্গী সৃষ্টি হয়।

–গ্যেটে

৯১. কর্মবিমুখ লোকেরাই অতিরিক্ত কল্পনাবিলাসী হয়ে থাকে।

যোসেফ বিলিংস

৯২. গোলাপের যে কারণে কাটা....স্ত্রীলোকেরও সেই কারণে তীক্ষ্ণ কথায় মর্মচ্ছেদ করার অভ্যাস।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৩. পুরুষের তুলনায় মেয়েরা অনেক বেশি নিষ্ঠুর এবং নির্মম।

বি. সি. রায়

৯৪. করুণা করা ভালো, কিন্তু করুণা যেন কাউকে অলস করে না তোলে।

ডব্লিউ. এস. গিলবার্ট

৯৫. প্রতিটি মানুষের মধ্যে একটি কান্নার সমুদ্র রয়েছে। উইলিয়াম লিওনার্দ ৯৬. প্রমাণ মানে না যে যুক্তি সেই তো কু-যুক্তি।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৭. মহিলাদের কৌতূহল সাধারণত কিছু-কিছু জায়গাতেই সীমাবদ্ধ থাকে।

জন পোল

৯৮. অজানাকে জানার জন্য মানুষের কৌতূহল এবং কৌতূহল থেকেই বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু।

ইমারসন

৯৯. কৃপণ যতই ধনী হোক লাঞ্ছিত হবে, দানশীল যতই গরিব হোক বাঞ্ছিত হবে।

অ্যারিস্টটল

১০০. ঈর্ষা, ক্রোধ আর ভয় জীবনের পরম শত্রু।

–স্কট

১০১. অন্যকে বারবার ক্ষমা করো, কিন্তু নিজেকে একবারও না।

সাইরাস

১০২. এমন কোনো রাজা নেই, যার ক্ষমতার লোভ নেই।

স্যার উইলিয়াম জোন্স

১০৩. ক্ষমতা সবচেয়ে বড় মদের নেশার মতো। যাকে একবার পেয়ে বসে তাকে জীবনে শেষ করে দেয়।

বি. সি. রায়

১০৪. জাতীয় সংবাদপত্র জাতির কন্ঠস্বর–সে কন্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেওয়া মানে জাতিকে বোকা বানিয়ে দেওয়া।

আবুল ফজল

১০৫. পৃথিবীতে দুটি কাজ খুব কঠিন। একটি হচ্ছে নিজের জন্য খ্যাতি অর্জন করা এবং অন্যটি হচ্ছে সেটাকে ধরে রাখা।

রবার্ট সুম্যান

১০৬. গণতন্ত্র মাথা গোনে, মস্তক অর্থাৎ ঘিলুর খোঁজ নেয় না।

অজ্ঞাত

১০৭. নিজের কথা গোপন রাখার অর্থই হচ্ছে নিজেকে নিরাপদে রাখা।

–জন ম্যাকি

১০৮. ধর্মীয় গোঁড়ামি সবচেয়ে মারাত্মক।

আবুল ফজল

১০৯. গ্রাম হচ্ছে মুরগির ছানা, যাদের শহর তৃপ্তির সাথে ভক্ষণ করে।

জর্জ হার্বার্ট

১১০. ঘুমন্ত বিড়ালের মতো হাঁটার চেয়ে বসে থাকা অনেক ভালো।

জন টেলর

১১১. শত্রুতা শ্রেয়ঃ কিন্তু ঘৃণা ভয়ংকর।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১২. আমাদের চরিত্র হচ্ছে আমাদের আচার-আচরণের ফল। অ্যা

রিস্টটল

১১৩. সাধারণ লোকের অসাধারণ চাহিদা চরম কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

জন ওয়েবস্টার

১১৪. মানুষের কিছু চিরন্তন চাহিদা রয়েছে, যাকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

সিনেকা

১১৫. শিশু ও মূর্খরা সবকিছু চায়, কারণ গুণাগুণ বিচারের বুদ্ধি তাদের নেই।

সাভাইস

১১৬. চিঠি হচ্ছে লেখার অক্ষরে এঁকে যাওয়া।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৭. সারাদিন মানুষ যা চিন্তা করে, তাই হল সে।

ইমরাসন

১১৮. বড় বড় চিন্তাগুলো হৃদয় থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে।

ভাউভেনারগাস

১১৯. দুশ্চিন্তা দূর করার এক নম্বর উপায় হল ব্যস্ত থাকুন।

–ডেল কার্নেগি

১২০. যারা সব জীবনের একটা সুন্দর অর্থ খোঁজেন তারা সবসময়ই সৎ চিন্তা করেন।

–স্কট

১২১. সকালে চিন্তা করো, দুপুরে কাজ করো, সন্ধ্যায় খাও এবং রাতে ঘুমাও।

উইলিয়াম ব্রেক

১২২. যিনি সৎচিন্তা করেন, তিনি স্বর্গে বাস করেন।

টমাস ব্যান্ডলক

১২৩. যত চিন্তা করতে থাকবে, ততই চিন্তা বাড়তে থাকবে।

বি. সি. রায়

১২৪. প্রভুরা এক চোখ দিয়ে যা দেখে, ভৃত্যরা দশ চোখ দিয়েও তা দেখে না।

–জর্জ হার্বার্ট

১২৫. পৃথিবী তরুণ-তরুণীদের জন্য।

বার্ট্রান্ড রাসেল

১২৬. দুশ্চিন্তা ছাড়া সুচিন্তার অবকাশ নেই।

–অজ্ঞাত

১২৭. সামাজিক নিরাপত্তার অভাব মানুষকে চোর বানায়।

–জন ফ্রেবল

১২৮. বৃহৎ ও ক্ষুদ্র দু'জনেই দুজনের প্রয়োজনে আসবে।

লা কন্টেইন

১২৯. জগতে এমন কোনো রাজশক্তি নেই, যা সমবেত জনগণের অপ্রতিহত বেগ রোধ করতে পারে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

১৩০. যারা বিশ্বাস করে যে তারা জয় করতে পারে, তারাই জয় করতে পারে।

ড্রাইডেন

১৩১. ছোট ছেলেকে বুকে তুলে নিলেই বুঝতে পারা যায় যে, জাত নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩২. আনন্দের মধ্যেই জীবনের অবস্থান, বিষাদ মানুষকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

-বেয়ার্ড টেলর

১৩৩. জীবনকে সহজভাবে নিতে জানলে জীবন কখনো দুঃষহ হয়ে ওঠে না।

লুইস ক্যারল

১৩৪. জীবন হচ্ছে মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

–কোলরিজ

১৩৫. টাকার প্রশ্নে সবাই এক ধর্মাবলম্বী।

ভলতেয়ার

১৩৬. মানুষ ঠকানো ব্যবসা সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যবসা।

আবুল ফজল

১৩৭. নির্বোধকেই দু’বার ঠকানো যেতে পারে।

ড্রাইডেন

১৩৮. ডিম না ভেঙে কখনো ডিমের ওমলেট বানানো যায় না।

বোরেনস পিইরি

১৩৯. মানুষের জীবনে ত্যাগ থাকা ভালো, কিন্তু তা যেন অর্থবহ হয়।

–মিল্টন

১৪০. দয়া একটি সোনার শিকল যা দ্বারা সমাজ একত্রিতভাবে বাধা আছে।

গ্যেটে

১৪১. যে নারী স্বামীর সাধন পথের সহায়ক না হয়ে অন্তরায় হয়েছেন, তিনি তাঁর নারী জীবনকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

–ডা. লুৎফর রহমান

১৪২. যে সবচেয়ে বেশি দেয়, সেই সবচেয়ে বেশি পেয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

১৪৩. দাসত্ব যদি অন্যায় না হয়, তবে পৃথিবীতে অন্যায় বলে কিছু নেই।

আব্রাহাম লিংকন

১৪৪. একজন বদমায়েশ দেশপ্রেমকে তার শেষ আশ্রয় হিসেবে প্রয়োগ করে।

জনসন

১৪৫. কলুষময় দৃষ্টির অধিকারী হওয়ার চেয়ে অন্ধ হওয়া ভালো।

একিং স্টং

১৪৬. সমাজই ধনী-গরিব সৃষ্টি করে, ঈশ্বর নয়।

কার্ল মার্কস

১৪৭. মানবতাই মানুষের একমাত্র ধর্ম হওয়া উচিত।

বার্ট্রান্ড রাসেল

১৪৮. চিত্তকে মিথ্যার বিরুদ্ধে স্বাধীন করে রাখাই ধর্ম।

–ডা. লুৎফর রহমান

১৪৯. এ যুগে কাউকেও জোর করে বেহেশতে পাঠাবার বা নিয়ে যাবার অধিকার কারো নেই।

আবুল ফজল

১৫০. যখন অবসর পাও, সাধনা করো আর তোমার প্রভুর প্রতি অনুরক্ত হও।

–আল-কোরআন

১৫১. সময় বেশি লাগলেও ধৈর্যের সাথে কাজ করো, তা হলেই প্রতিষ্ঠা পাবে।

–ডব্লিউ. এস. ল্যান্ডার

১৫২. যাকে মান্য করা যায় তার কাছে নত হও।

–টেনিসন

১৫৩. সৃষ্টি মুহূর্তে ঈশ্বর একটি গোলাপ, একটি লিলি, একটি ঘুঘু, একটি সাপ, একটি আপেল ও একমুঠো কাদা সংগ্রহ করেছিলেন–এদের সংমিশ্রিত করার পর তাকিয়ে দেখলেন যোগফল হয়েছে নারী।

–ওমর খৈয়াম

১৫৪. মদ, মেয়ে, তাস–এই তিনে সর্বনাশ।

অজ্ঞাত

১৫৫. নারীর যদি কোনো গৌরব থাকে সে তার প্রেম!

জরাসন্ধ

১৫৬. সব মানুষের সমৃদ্ধি তার হাতের মুঠোয়। যে পারে সে সব পারে।

যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫৭. কোনো সুসভ্য মানুষ আনন্দকে বয়কট করে না।

অস্কার ওয়াইল্ড

১৫৮. যুদ্ধ করার চেয়ে সন্ধি করার বিদ্যাটা ঢের বেশি দুরূহ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৯. অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে প্রতিটি বিদ্যালয়ে যৌনবিজ্ঞানও পাঠ্যবিষয় হওয়া উচিত।

–হ্যারল্ড রবিন্স

১৬০. শত্রু সবসময় দরোজার শেষে দাঁড়িয়ে থাকে।

ভার্জিল

১৬১. একজন লোভী মানুষকে আমরা সবাই ঘৃণা করি।

জন রে

১৬২. বন্ধু অপেক্ষা শত্রুকে পাহারা দেওয়া সহজ।

–অলক নেয়ল

১৬৩. অন্যকে শান্তির পথ দেখাইয়া দিতে পারিলে তাহাতে লাভ আছে।

–স্বামী দয়ানন্দ অবধূত

১৬৪. যার শুরু খারাপ, তার শেষও খারাপ।

–ইউরিপিডিস

১৬৫. শূন্য ভিক্ষাপাত্রের মতো ভারী জিনিস আর কিছুই নেই।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬৬. অসৎ মানুষের বদান্যতার কোনো মূল্য নেই।

পি.জে. বেইলি

১৬৭. সত্য বলার স্বাধীনতা পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর ও মূল্যবান জিনিস।

ফ্রান্সিস বেকন

১৬৮. অন্যের দোষ দেখার পূর্বে নিজের দোষ সংশোধন করা কর্তব্য।

–স্বামী দয়ানন্দ অবধূত

১৬৯. একজন জ্ঞানী ব্যক্তি অনেক বেশি সুযোগের সন্ধান পেতে পারেন।

–জন ফ্লোরিও

১৭০. কলহপ্রিয়তা একধরনের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

টমাস হুড

১৭১. টাকা সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।

–আর্থার হুগ

১৭২. মেয়েদের কাছে পৃথিবী হলো তার স্বামী, পরিবার, গৃহ ও সন্তান।

হিটলার

১৭৩. পুরুষমানুষ কাজ করে, চিন্তা করে, আর মেয়েরা সবকিছু অনুভব করে।

এক্রিস্টিনা রসেটি

১৭৪. প্রয়োজনের তাগিদ ধৈর্য ধরতে জানে না।

–চালর্স ডালমন

১৭৫. বিয়ে হওয়ার এক বছর পর ছেলেদের বয়স সাত বছর বেড়ে যায়।

বেকন

১৭৬. বিশ্বাস যেখানে আছে, সেখানে কৌশল খাটানো উচিত নয়।

হুইটিয়ার

১৭৭. সবার সঙ্গে যে তাল মিলিয়ে কথা বলে যে ব্যক্তিত্বহীন।

মার্ক টোয়েন

১৭৮. যার যে বই পড়তে ভালো লাগে, তা-ই তার পড়া উচিত।

স্যামুয়েল জনসন

১৭৯. গোলাপ যেমন একটি বিশেষ জাতের ফুল, বন্ধু ও তেমনি একটি বিশেষ জাতের মানুষ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮০. সমস্ত জীবনের জন্য একজন প্রকৃত বন্ধুই যথেষ্ট।

হেনরি অ্যাডামস

১৮১. কোনো প্রাণীকেই নীচ প্রকৃতির বলা চলে না। নীচতা হল কেবলমাত্র মানুষেরই বৈশিষ্ট্য।

–জিম করবেট

১৮২. পৃথিবীতে ধর্ম অনেকগুলো, কিন্তু নৈতিকতা একটিই।

রাসকিন

১৮৩. নীরবতা মঙ্গল না করলেও ক্ষতি করে না।

–জর্জ রিচার্ড

১৮৪. পতিতারা হল আমাদের ঘরবাড়ি ও মা-বোনদের পবিত্রতার রক্ষাকবচ।

লিকি

১৮৫. ন্যায়বিচারের মতো এমন প্রকৃত মহৎ ও ঈশ্বরতুল্য সদগুণ আর নেই।

–এডিসন

১৮৬. টেবিলে বসে শেখাও ছেলে
বৌকে শেখাও বিছানায় ফেলে।

চীনা প্রবাদ

১৮৭. ভাগ্য নিয়ে অজস্র কথার ফুলঝুড়ি ফোঁটানোর কোনো অর্থ হয় না। সে তো আমার হাতের মুঠোর মধ্যে, আমিই আমার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

১৮৮. নতুন প্রেমে নতুন মধু।
আগাগোড়া কেবল মধু।
পুরাতন অম্লমধুর একটু ঝাঁঝালো।

বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৯. বোকারা দুর্ভাগ্যের মাধ্যমেই জ্ঞান লাভ করে।

ডেমোক্রিটাস

১৯০. যে যত জ্ঞানী হয়, তার দুঃখ তত বেশি বৃদ্ধি পায়।

–মিল্টন

১৯১. নিজেকে বড় ভাবাও যেমন দোষের, তেমনি ছোট ভাবাও দোষের। নিজের সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা থাকা উচিত।

কার্ভেন্টিস

১৯২. চোখ বন্ধ করলেই তুমি অন্ধকার দেখবে, কাজেই তুমি চোখ খোলা রাখো।

উইলিয়াম মরিস

১৯৩. নারীহাস্যে পৃথিবীতে যত প্রকার অনর্থপাত করে, তার মধ্যে বুদ্ধিমানের বুদ্ধিভ্রমও একটি।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৪. অন্যের উপর নির্ভর করা একধরনের রোগ, এর ফলে জীবনে উন্নতি করা যায়।

মনিটা ফ্রিজ

১৯৫. শ্রম বিনা শ্রী হয় না।

উপনিষদ

১৯৬. যে-ব্যক্তির বেশভূষরে মধ্যে শৃঙ্খলা নেই, সে মানসিকভাবে অসুস্থ।

–বেন জনসন

১৯৭. নির্বোধও অত্যাচারের প্রতিবাদ করে।

ইনবার্ন

১৯৮. পৃথিবী হচ্ছে একটি চমৎকার গ্রন্থ, কিন্তু যে পাঠ করতে জানে না, তার কাছে এর কোনো মূল্য নেই।

–গেলভ্যানি

১৯৯. একজন প্রতারক আর একজন প্রতারককে ক্ষমতায় তার অর্ধেক মনে করে।

টমাস হার্ডি

২০০. ফুল হচ্ছে বিধাতার হাসি।

ইমারসন

২০১. ভালো বই পড়িবার সময় মনে থাকে না বই পড়িতেছি।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০২. কতকগুলো বই সৃষ্টি হয় আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য নয়, বরং তাদের উদ্দেশ্য হল, আমাদের এই কথা জানানো যে, বইগুলোর স্রষ্টারা কিছু জানতেন।

গ্যেটে

২০৩. হয় বাঁচো, না হয় মরে যাও-হয় ডুবে যাও, না হয় সাঁতার কাটো। জর্জ পল ২০৪. বিচ্ছেদ হঠাৎ করে হওয়াই শ্রেয়।

–ডিজরেইলি

২০৫. বিজয় মহান, কিন্তু বিজয়ের জন্য সংগ্রাম মহত্তর।

দ্য কুবার্তা

২০৬. বিপন্নকে উদ্ধার করো, যদি সে অসঙ্কর্মে বিপন্ন না হয়ে থাকে। প্লেটো ২০৭. ধ্বংসের মধ্যেও মহৎ বিশ্বাস অমলিন থাকে।

টমাস কেম্পিস

২০৮. যে ন্যায়ের পক্ষে, সে সত্যের পক্ষে।

রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন

২০৯. নারীরা দিনের অনেকটা সময় পরনিন্দা পরচর্চায় ব্যয় করে থাকে।

–সিমেন্স

২১০. তুমি যতক্ষণ পরচর্চা করবে ততক্ষণ একটি গোলাপ ফুল গাছের পাশে দাঁড়াও কেন?

অজ্ঞাত

২১১. পাখি আকাশে উড়লেও সে ভুলে যায় না মাটির সঙ্গে তার যোগাযোগ রয়েছে।

জন স্কেলটন

২১২. শৈশবে লজ্জা, যৌবনে ভারসাম্য এবং বার্ধক্যে ব্যয়সংকোচ ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন।

সক্রেটিস

২১৩. সে-দেশ কখনো নিজেকে সভ্য বলে প্রকাশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তার বেশির ভাগ অর্থ চুইংগামের পরিবর্তে বইক্রয়ের জন্য ব্যয় হবে।

ভলতেয়ার

২১৪. সবুজ ঘাস গজিয়ে ওঠার মধ্যে আসন্ন বসন্তের আভাস পাওয়া যায়।

অ্যালেন পো

২১৫. ওরা পুরুষ। মনের খবর ওরা কিছুই রাখে না। –দেহটা নিয়েই মেতে থাকে। ওদের ফাঁকি দেওয়া নারীর পক্ষে খুবই সহজ। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

২১৬. নায়ক ও ভিলেনের মধ্যে তফাত খুব সামান্য। নায়ক ভাবে প্রত্যেক স্ত্রীলোকই মহিলা আর ভিলেনের ধারণা প্রত্যেক মহিলাই মেয়েমানুষ।

শংকর

২১৭. নিজের বুদ্ধির ফাঁদে পড়ে যে যন্ত্রণা পায় সে সত্যিই নির্বোধ।

টমাস

২১৮. যদি ভালো স্ত্রী পাও তা হলে তোমার নিজের লাভ, কারণ তখন তুমি সুখী হতে পারবে। কিন্তু যদি খারাপ স্ত্রী পাও তা হলে দেশের লাভ, কারণ তখন তুমি দার্শনিক হতে পারবে।

–অজ্ঞাত

২১৯. মা, বোন, স্ত্রী অথবা কন্যা–যে-রূপেই হোক না কেন, নারীর প্রেম পুরুষের প্রেম অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র।

ডি. এইচ. লরেন্স

২২০. যারা বিনামূল্যে বই পেয়েও পড়ে না তারা অরুচিশীল।

অজিত বসু

২২১. বুলেট ব্যতীত বিপ্লব হয় না।

–চে গুয়েভারা

২২২. চীনের বিপ্লব বিশ্ববিপ্লবের এক মহান অংশবিশেষ।

–মাও সে-তুং

২২৩. তুমি যখন ভ্রমণে যাবে, তখন জিহ্বা বন্ধ রেখে চক্ষু খুলে যাবে।

টমাস স্টারকি

২২৪. কোনো মতবাদই দাবি করতে পারে না যে একমাত্র তাদের বিচারবুদ্ধি অভ্রান্ত। আমরা সকলেই ভুল করতে পারি এবং প্রায়ই আমাদের পূর্বের অভিমত পাল্টাতে হয়।

মহাত্মা গান্ধী

২২৫. মায়ের মুখের ভাষাকে আমি যেমন শ্রদ্ধা করি তেমনি তার অশ্লীল প্রয়োগকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করি।

টমাস ডিবডিন

২২৬. প্রত্যেক জাতির উচিত সর্বাগ্রে মানবতাবোধকে জাগিয়ে তোলা।

–ডোনাল্ড ইভান্স

২২৭. মা কথাটি ছোট্ট অতি
কিন্তু জান ভাই
ইহার চেয়ে নাম যে মধুর
ত্রিভুবনে নাই।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

২২৮. চেনা পথ আঁকাবাকা ভালো, অচেনা পথ সোজাও ভালো নয়।

সক্রেটিস

২২৯. শীঘ্র যাবে তো ঘুরে যাও।

বি. সি. রায়

২৩০. বিয়ে বলতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সাময়িক বা আজীবন দৈহিক এবং সন্তান-পালনের সম্মতিসূচক সম্পর্ক বোঝায়। –হ্যাভলক এলিস

৩৩. আবহমানকালের বাণী

বাণী চিরন্তন – সম্পাদনা : ভবেশ রায় / মিলন নাথ ৩৩. আবহমানকালের বাণী

আবহমানকালের বাণী

১. অনাবৃষ্টে রাজ্য মজে, পাপে মজে ধর্ম।
কোটালে গৃহস্থ মজে, আলস্যে মজে কর্ম।

২। অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর,
অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।

৩। অজ্ঞানে করে পাপ, জ্ঞান হলে সরে,
সজ্ঞানে করে পাপ, সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।

৪। অনভ্যস্তা বিষং বিদ্যা বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম।
আরোগে তু বিষং বৈদ্যা হ্যজীর্ণে ভোজনং বিষম।

(অনুবাদ ও অনভ্যস্ত বিদ্যা বিষের তুল্য, যুবতী নারী বৃদ্ধের কাছে বিষবৎ, নীরোগ ব্যক্তির পক্ষে বৈদ্য বিষবৎ, কারণ তিনি দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন হলে রোগসৃষ্টি করতে পারেন, এবং ভুক্তদ্রব্য হজম হওয়ার আগে পুনরায় ভোজন করলে বিষবৎ ক্রিয়া করে।)

৫। অকাল গেল, সুকাল গেল, পাকল কাঁঠাল কোষ
আজ বন্ধু ছেড়ে যাও দিয়ে আমার দোষ।

৬. অকাজে বউড়ি দড়,
লাউ কুটতে খরতর।

৭। অকালে খেয়েছে কচু,
মনে রেখো কিছু কিছু।
অকালে না নোয় বাঁশ,
বাঁশ করে ব্ল্যাশ ব্ল্যাশ।

৯। অকেজোর তিন কাজ বড়
ভোজন নিদ্রা ক্রোধ দড়।

১০। অগ্নি ব্যাধি ঋণ,
তিনের রেখো না চিন।

(ব্যাখ্যা ও আগুন নিবিয়ে ফেলা, রোগ সারিয়ে ফেলা ও ঋণ শোধ করে ফেলা কর্তব্য।)।

১১। অঘটির (বা আদেখলের) ঘটি হল,
জল খেতে খেতে প্রাণটা গেল।

১২। অজাযুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘ ডম্বরে।
দাম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

(অনুবাদ : ছাগলের লড়াইয়ে, মুনিদের শ্রাদ্ধে, প্রভাতে মেঘগর্জনে এবং স্বামী-স্ত্রীর কলহে প্রথমে কিছুটা বাড়াবাড়ি হলেও ফল সামান্যই হয়।)

১৩। অতি চালাকের গলায় গড়ি
অতি বোকার পায়ে বেড়ি।

১৪। অজ্ঞানের কালে জানে না,
অমানুষের কালে মানে না।

(ব্যাখ্যা : শিশু বুঝতে পারে না বলেই দোষ করে, কিন্তু মনুষ্যত্বহীন লোক দোষকে দোষ বলে জেনেও তা গ্রাহ্য করে না।)

১৫। অতি প্রণয় যেখানে;
নিত্য যাবে না সেখানে;
যদি যাবে নিত্য
ঘটবে একটা কীর্তি।

১৬। অতি বড় সোদর,
তিন দিন করবে আদর।

১৭। অতি বাড় বেড়ো নাকো ঝড়ে ভেঙে যাবে।
অতি ছোট হয়ো নাকো ছাগলে মুড়াবে।

১৮। অনেক কালের ছিল পাপ,
ছেলে হল সতীনের বাপ।

১৯। অনেক খাবে তো অল্প খাও,
অল্প খাবে তো অনেক খাও।

২০। অল্প দেখে দেবে ঘি,
পাত্র দেখে দেবে ঝি।

২১। অন্ন নাই যার ঘরে,
তার মানে কিবা করে।

২২। অন্ন বিনা চর্ম গড়ি,
তৈল বিনা গায়ে খড়ি।

২৩। অন্নের জ্বালা বড় জ্বালা,
একদিনে লাগে তালা।

২৪। অবাক কল্লে না নাকের নথে,
কাজ কি আমার কানবালাতে।

২৫। অবুঝে বুঝাব কত বুঝ নাহি মানে,
পেঁকিরে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে।

২৬। অবোধারে মারে বোধায়,
বোধারে মারে খোদায়।

২৭। অভদ্রা বরষা কাল, হরিণী চাটে বাঘের গাল,
শোনরে হরিণী তোরে কই, সময় গুণে সবই সই।

২৮। অভাগা চোর যে বাড়ি যায়।
হয় কুকুর ডাকে নয় রাত পোহায়।

২৯। অভাগার ঘোড়া মরে।
ভাগ্যবানের মাগ (স্ত্রী) মরে।

৩০। অভাগিনীর দুটো পুত,
একটা কানা, একটা ভূত।

৩১। অরাধুনির হাতে পড়ে রুই মাছ কাঁদে,
জানি রাঁধুনি মোর কেমন করে রাধে।

৩২। অলক্ষ্মীর নিদ্রা বেশি কাঙালের ক্ষুধা বেশি।

৩৩। অল্প বৃষ্টিতে কাদা হয়,
বেশি বৃষ্টিতে সাদা হয়।

৩৪। অশ্বত্থের ছায়াই ছায়া,
মায়ের মায়াই মায়া।

৩৫। আগে আপন সামাল কর,
শেষে পরকে গিয়ে ধর।

৩৬। আগে না বুঝলে বাছা যৌবনের ভরে,
পশ্চাতে কাঁদিতে হবে নয়নের ঝোরে।

৩৭। আগে ভাল ছিল জেলে জাল দড়া বুনে,
কী কাজ করিল জেলে এঁড়ে গরু কিনে।

৩৮। আগে হাতে দিয়ে খোলা,
এখন হলে মনভোলা।

৩৯। অপদার্থে ধনং রক্ষেৎ দারান রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি।

(অনুবাদ : বোকা লোকেরা আগে নিজের ধনসম্পদ রক্ষায় ও পরে স্ত্রীরক্ষায় সচেষ্ট হয়, কিন্তু বুদ্ধিমানেরা আগে নিজেকে রক্ষা করে, তা হলে ধন ও স্ত্রী দুটো আপনা থেকেই রক্ষা পায়।)

৪০। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

৪১। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

৪২। আনসতীনে নাড়েচড়ে,
বোন সতীনে পুড়িয়ে মারে।

(বোন যদি সতীন হয় তা হলে যন্ত্রণার শেষ থাকে না।)

৪৩। নিম তিত, নিশিন্দে তিত, তিত মাকাল ফল,
তার চেয়ে তিত কন্যে বোন সতীনের ঘর।

৪৪। আপন কোটে পাই, চিড়ে কুটে খাই।

(হাতের নাগালে পেলে শাস্তি দেওয়া সহজ।)

৪৫। আপনার চেয়ে পর ভাল,
পরের চেয়ে জঙ্গল ভাল।

৪৬। আপন বুদ্ধিতে ফকির হই,
পর বুদ্ধিতে বাদশা নই।

৪৭। আপন বেলা চাপন চোপন,
পরের বেলা ঝুরঝুরে মাপন।

৪৮। আপনার মান আপনি রাখ,
কাটা কান চুল দিয়ে ঢাক।

৪৯। আপনার হাত জগন্নাথ,
পরের হাত এঁটো পাত।

৫০। আপনার ছেলেটি খায় এতটি, বেড়ায় যেন ঠাকুরটি,
পরের ছেলেটা খায় এতটা, বেড়ায় যেন বাঁদরটি।

৫১। আপন ধন পরকে দিয়ে,
দৈবকী মরে মাথায় হাত দিয়ে।

৫২। আবর তাঁতি গোবর খায়,
স্ত্রীর বাক্যে মরতে যায়।

৫৩। আম শুকোলে আমসি,
বয়স গেলে কাঁদতে বসি।

৫৪। আমি করি ভাই ভাই,
দাদার কিন্তু মনে নাই।

৫৫। আমি কি নাচতে জানিনে,
মাজার ব্যথায় পারিনে।

৫৬। আর গাব খাব না,
গাবতলা দিয়ে যাব না,
গাব খাব না খাব কি,
গাবের তুল্য আছে কি?

৫৭। আশা আর বাসা,
ছোট করে মরে চাষা।

৫৮। আশার চেয়ে নিরাশা ভাল,
হয়ে গেল তো, হয়ে গেল।

৫৯। আষাঢ়ে না হলে সূত; হা সূত যো সূত,
মোলতে না হলে পুত হা পুত যো পুত।

৬০। আষাঢ়ে পান চাষাড়ে খায়,
গুয়াবনে পান গড়াগড়ি যায়।

৬১। ইঁদুর গর্ত খুঁড়ে মরে,
সাপ এসে দখল করে।

৬২। বাহিরে কোচার পত্তন,
ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন।

৬৩। উই, ইঁদুর, কুজন, ডাল ভাঙে তিনজন,
সুচ, সোহাগা, সুজন, ভাল করে তিনজন।

৬৪। উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট,
উচিত কথায় মানুষ রুষ্ট।

৬৫। উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্যানিন মনোরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।

(অনুবাদ : কেবল সংকল্পের দ্বারা কার্য সিদ্ধ হয় না, কার্যের জন্য চেষ্টা থাকাও দরকার। সিংহ নিদ্রিত থাকলে শিকার কখনো তার মুখে আপনা থেকে প্রবেশ করে না।)

৬৬। উপোস করলে যাবে দিন,
ধার করলে হবে ঋণ।

৬৭। যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।।

(অনুবাদ : যতদিন জীবিত থাকবে, ঋণ করে হলেও ঘি খাবে। কারণ এই দেহ মৃত্যুর পর ভস্মীভূত করে ফেললে আর কখনো ফিরে আসবে না।)

৬৮। ঋণ কর্তা পিতা শত্রুমাতা চ ব্যাভিচারিণী।
ভার্য্য রূপবতী শত্রু পুত্র শত্রুরপণ্ডিতঃ।

(অনুবাদ : ঋণকারী পিতা, কুলটা মাতা, রূপবতী স্ত্রী এবং মূর্খ পুত্র–এরা পরমাত্মীয় হলেও মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু।)

৬৯। এই বেলা নাও ঘর ছেয়ে,
আকাশে দেখ মেঘ চেয়ে।

৭০। এঁটে ধরলে চিচি করে,
ছেড়ে দিলে লম্ফ মারে।

৭১। এক কলসি জল তুলে কাকালে দিলে হাত,
এই মুখে খাবে তুমি বাগদিনীর ভাত।

৭২। এক কাটে ভারে, আর কাটে ধারে।

৭৩। এক কান কাটা শহরের বার দে যায়,
দু'কান কাটা গায়ের ভিতর দে যায়।

৭৪। এককাল ঠেকেছে, তিনকাল গিয়ে,
তবু আবার করবে বিয়ে।

৭৫। এক গাঁয়ের কুকুর, আর গাঁয়ের ঠাকুর।

৭৬। একচোখো মাসি, কারে ভালোবাসি।

৭৭। এক ছেলে যার, বাপের ঠাকুর তার।

৭৮। এক ছেলের মা, ভয়ে কাঁপে গা।

৭৯। এক ঝিকরে মাছ বেঁধে সে-ই বা কেমন বড়শি
এক ডাকেতে সাড়া দেয় না, সে-ই বা কেমন পড়শি।

৮০। এক পয়সা নাই থলিতে
লাফিয়ে বেড়ায় গলিতে।

৮১। এক পাগলে রক্ষা নেই, সাত পাগলের মেলা।

৮২। এক পুতের আশ, নদীর কুলে বাস;
ভাবনা বারো মাস।

৮৩। এক বুড়ির নাসা দোষ,
নাকের উপর হল খোস।

৮৪। এক মায়ের এক পুত,
খায় দায় যত দূত।

৮৫। এক লাউ-এর বিচি
কেউবা করে কচর কচর, কেউবা বলে কচি।

৮৬। একলা ঘরের গিন্নি হব,
চাবিকাঠি ঝুলিয়ে যাব।

৮৭। এক হেঁসেলে তিন রাধুনি,
পুড়ে মরে তার ফেন গালুনি।

৮৮। এক ঘরের একা ভাই (বউ) খেতে বড় সুখ,
মারতে (মরতে)এলে ধরতে নাই, তাই বড় দুখ।

৮৯। এ কী বিধির লীলাখেলা,
কাকের গলায় তুলসীমালা।

৯০। এ কী মোর জ্বালা মেয়ে চামকাটা ডালা,
কানে দুটো ঘুরঘুরে লায় মতির মালা।

৯১। একুশ কেঁড়া গুনে খান,
ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যান।

৯২। একে তো হনুমান,
তায় আবার রামের বাণ।

৯৩। একে গুন্ গুন্ দুয়ে পাঠ,
তিনে গোলমাল, চারে হাট।

৯৪। এত যদি সুখ কপালে,
তবে কেন তোর কথা বগলে।

৯৫। ঔষধার্থে সুরাপান
পান না বাড়ালেই থাকে মান।

৯৬। কইতে কইতে মুখ বাড়ে,
খাইতে খাইতে পেট বাড়ে।

৯৭। কইতে জানলে ঠকি না।
বলতে জানলে উঠি না।

৯৮। পয়সা দিয়ে কিনব দই,
গোয়ালিনী মোর কিসের সই?

৯৯। কড়ি লবে গুনে, পথ চলবে জেনে।

১০০। কতই-বা দেখব আর, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।

১০১। কতই সাধ হায়রে চিতে, ফোকলা দাঁতে মিশি দিতে।

১০২। কত ব্রত করলি যশী,
বাকি ভূমি-একাদশী।

১০৩। কত সাধ যায়রে চিতে
বেগুন গাছে আঁকশি দিতে।

১০৪। কপট প্রেমে লুকোচুরি,
মুখে মধু প্রাণে ছুরি।

১০৫। কপালে নেই ঘি, ঠকঠকালে হবে কী?

১০৬। কপালের লিখন, না যায় খণ্ডন।

১০৭। কর যদি তাড়াতাড়ি,
ভুলের হবে বাড়াবাড়ি।

১০৮। কর্ম না বাধ্যতে বুদ্ধি বুদ্ধ্যা বাধ্যতে
সুবুদ্ধিরপি যদ্রামো হৈমং হরিণমালগাৎ।

(অনুবাদ ও বুদ্ধি কর্মের বশ হয়, কিন্তু কর্ম বুদ্ধির বশ হয় না, যেমন–রামচন্দ্র বুদ্ধিমান হয়েও সোনার হরিণের অনুসরণ করেছিলেন।)।

১০৯। কাঁটা বিনা কমল নাই,
কলঙ্ক বিনা চাঁদ নাই।

১১০। কাকের ডিমও সাদা হয়,
বিদ্বানের ছেলেও গাধা হয়।

১১১। কাকের বাসায় কোকিলের ছা'
জাত স্বভাবে করে রা'।

১১২। কাকের মাংস কাকে খায় না,
জোকের গায়ে জোক বসে না।

১১৩। কাছা দিতে কেঁচা আঁটে না,
কোঁচা দিতে কাছা আঁটে না।

১১৪। কাজ নেই কাজ করে,
ধানেচালে এক করে।

১১৫। কাজে কুঁড়ে ভোজনে দেড়ে,
বচনে মারে তেড়ে ফুড়ে।

১১৬। কাজের বেলা কাজি, কাজ ফুরুলে পাজি।

১১৭। কাজের বেলা ভাগে, খাবার বেলায় আগে।

১১৮। কাজের মধ্যে চাষ, রোগের মধ্যে কাশ।

১১৯। কাজের মধ্যে দুই, ভাত খাই আর শুই।

১২০। কাপড়ের দাগ যায় ধুলে,
মনের দাগ যায় মলে।

১২১। কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামুন মরে।

১২২। কালো কাড়র রুক্ষু মাথা,
লক্ষ্মী বলেন থাকব কোথা!

১২৩। কালা বলে গায় ভালো
কানা বলে নাচে ভালো।

১২৪। কালি কলম পাত, তবে অক্ষরের জাত।

১২৫। কারে কত দেখব আর,
ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।

১২৬। কালে কালে কতই হল,
পুলিপিঠের লেজ গজাল।

১২৭। কী দেব কী দেব খোঁটা।
গয়ায় মরছে বাপ বেটা।

১২৮। কিবা জ্যেষ্ঠ, কি কনিষ্ঠ
যেই বুঝে সেই শ্রেষ্ঠ।

১২৯। চলচ্চিত্তং জলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবন
চলাচলমিদং সর্বং কীর্ত্যিস্য সংজীবতি।

(অনুবাদ ও চিত্ত, বিত্ত, জীবন ও যৌবন সমস্তই চঞ্চল ও অস্থায়ী, কিন্তু যার কীর্তি আছে তিনিই অমর।)

১৩০। কুঁড়েঘরে বাস, খাট পালঙ্কের আশ।

১৩১। কুপুত্র যদ্যাপি, কু-মাতা কখনো নয়।

১৩২। কৃপণের ধন বর্বরে খায়,
কৃপণ করে হায় হায়।

১৩৩। কোনো কালে নাইক গাই,
চালুনি নিয়ে দুইতে যাই।

১৩৪। ক্ষমার বড় গুণ নাই, দানের বড় পুণ্য নাই।

১৩৫। বনানী দহতে! বহ্নেঃ সভা ভবতি মারুতঃ।
সব দীপনাশায় ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবম।

(অনুবাদ ও অগ্নি যখন বন দগ্ধ করে, তখন বায়ু তার সহায় হয়, কিন্তু সেই অগ্নি যখন ক্ষীণ হয়ে প্রদীপের ন্যায় হয়, তখন বায়ু শত্রু হয়ে তাকে নিভিয়ে দেয়।)

১৩৬। খাওয়াবে হাতির ভোগে,
দেখবে বাঘের চোখে।

১৩৭। খাটে খাটায় লাভের গতি
তার অর্ধেক মাথায় ছাতি ঘরে বসে পুছে বাত।
তার কপালে হা-ভাত।

১৩৮। খাব না খাব না অনিচ্ছে,
তিনি রেক চলে এক উচ্ছে।

১৩৯। খাবার আছে চাবার নেই,
দেবার আছে নেবার নেই।

১৪০। খাবার বেলায় মা, ছেলে ধরতে কেউ না।

১৪১। খাবার বেলায় মস্ত,
উলু দেবার বেলায় মুখে ঘা।

১৪২। খায়দায় পাখিটি, বনের দিকে আঁখিটি।

১৪৩। গুরু নিন্দা বনে যায়।
বনের বাঘে ধইর্যা খায়।

১৪৪। খায় না খায় সকালে নায়
হয় না হয় দুবার যায়
তার কড়ি কি বৈদ্যে খায়?

১৪৫। খেতে পায় না পচা পুঁটি
হাতে পরে হীরের আংটি।

১৪৬। খোঁয়াড়ে পড়লে হাতি
চামচিকেতেও মারে লাথি।

১৪৭। গঙ্গার জল গঙ্গায় বলল,
পিতৃ পুরুষ উদ্ধার হল।

১৪৮। আগচ্ছতি যদা লক্ষ্মীনারিকেল ফলাধুবৎ।
নির্গেচ্ছতি যদা লক্ষ্মী গর্জভুক্ত কপিণ্ডবৎ।

(অনুবাদ ও লক্ষ্মী যখন আসেন, তখন নারিকেলের জলের মতো কোথা হতে আসে তা বোঝা যায় না। সেইরূপ সম্পদ যখন চলে যায়, তখন গজকীট কর্তৃক ভক্ষিত অন্তঃসারশূন্য কয়েতবেলের মতো মানুষকে কীভাবে নিঃস্ব করে, তা লক্ষ করা যায় না। 'গজ' শব্দের অর্থ এখানে হাতি নয়, একপ্রকার কীট।)

১৪৯। গতর নেই চোপায় দড়,
মেঙ্গে খায় তার পালি বড়।

১৫০। গব্য থাকলে আগে পাছে,
কী করবে তার শাকেমাছে।

১৫১। গরু, জরু (স্ত্রী), ধান রাখ বিদ্যমান।

১৫২। গা বড়, তার মাঝের পাড়া,
নাক নেই তার নথ নাড়া।

১৫৩। গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন।

১৫৪। গাঙ্গে গাঙ্গে দেখা হয়, বোনে বোনে দেখা নয়।

১৫৫। গাছ থেকে পড়ে গেল জন পাঁচশত,
যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত।

১৫৬। গাছে ওঠে পড়তে, জামিন হয় মরতে।

১৫৭। গাজনের নেই ঠিক-ঠিকানা,
ডেকে বলে ঢাক বাজনা।

১৫৮। গাধা সকল বইতে পারে,
ভাতের কাঠি বইতে নারে।

১৫৯। গিন্নির ওপর গিন্নিপনা
ভাঙা পিড়েয় আলপনা।

১৬০। গুটিপোকা গুট করে, নিজের ফাঁদে নিজে পড়ে।

১৬১। গৃহ স্থির আগে করে,
গৃহিণী স্থির তার পরে।

১৬২। গোঁফ নেইকো কোনো কালে,
দাড়ি রেখেছেন তোবড়া গালে।

১৬৩। ঘটির তলায় দিয়ে আঠা,
যোগেযাগে কাল কাটা।

১৬৪। ঘন দুধের ফোঁটা, বড় মাছের কাঁটা।

১৬৫। ঘরজামায়ের পোড়া মুখ
মরা-বাঁচা সমান সুখ।

১৬৬। ঘরদোর নেই যার, আগুনে কী ভয় তার?

১৬৭। ঘরে নেই ভাত, কেঁচা তিন হাত।

১৬৮। ঘরে থাকতে নানা বিধি,
খেতে দেয় না দারুণ বিধি।

১৬৯। গরে নেই ঘটিবাটি, কোমরে মেলাই চাবিকাঠি।

১৭০। ঘরে বসিয়ে মাইনে দেয়
এমন মনিব কোথায় পায়।

১৭১। ঘরে বাইরে এক মন, তবে হয় কৃষ্ণ ভজন।

১৭২। ঘরের ভাত দিয়ে শুকনি পোষে,
গোয়ালের গরু টেকে বসে।

১৭৩। ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাতা,
তবু যায় না জাতের জাতা।

১৭৪। ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে; তোমার একদিন আছে শেষে।

১৭৫। চক্ষে দেখলে শুনতে চায়,
এমন বোকা আছে কোথায়?

১৭৬। চন্দ্র-সূর্য অস্ত গেল, জোনাকি ধরে বাতি।
মুঘল পাঠান হদ্দ হল ফারসি পড়ে তাঁতি।

১৭৭। আকাশে মেঘের ছায়া,
মিছে কর তার মায়া।

১৭৮। চাল নেই ধুচুনি নাড়া
নাক নেই তার নথ নাড়া।

১৭৯। চালে খড় নেই, ঘরে বাতি,
বিছানা নেই, পোহায় রাতি।

১৮০। চাষার চাষ দেখে চাষ করলে গোয়াল,
ধানের সঙ্গে খোঁজ নেই, বোঝা বোঝা পোয়াল।

১৮১। চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে, যদি না পড়ে ধরা,
যদি পড়ে ধরা, তবে হাতে-পায়ে কড়া।

১৮২। চোর হেঁচড় চোপায় দড়,
আগে দৌড়ায় ঠাকুর ঘর।

১৮৩। চোর-ডাকাতের ভয়, পেটে পুরলে রয়।

১৮৪। ছাঁচের ঘরে থাবি থায়।
সমুদ্র পার হতে চায়।

১৮৫। ঘূদন দড়ি, গোদা বাড়ি
যে আমার আমি তারি।

১৮৬। ছাগলে বলে আলুনি খেলাম
গেরস্ত বলে পরানে মলাম।

১৮৭। ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাটুনি, পুড়ে পুড়ে রাঁধুনি।

১৮৮। ছিল না কথা, দিল গাল,
আজ না হয়, হবে কাল।

১৮৯। ছুঁচোয় যদি আতর মাখে,
তবু কি তার গন্ধ ঢাকে?

১৯০। ছুঁচোর গোলাম চামচিকে,
তার মাইনে চৌদ্দ সিকে।

১৯১। হেঁদো কথা মাথার জটা,
খুলতে গেলেই বিষম ল্যাঠা।

১৯২। ছোট কাঁটাটি ফুটে পায়,
তুলে ফেল নইলে দায়।

১৯৩। ছোট শরাটি ভেঙে গেছে, বড় শরাটি আছে,
নাচ কোদ কেন বউ আমার হাতে আন্দাজ আছে।

১৯৪। জন, জামাই, ভাগনা—তিন নয় আপনা।

১৯৫। জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে—তিন বিধাতা নিয়ে।

১৯৬। জপ তপ কর কি, মরতে জানলে ডর কী?

১৯৭। জল জল বৃষ্টির জল, বল বল বাহুর বল।

১৯৮। জলের শত্রু পানা, আর মানুষের শত্রু কানা।

১৯৯। জামায়ের জন্য মারে হংস,
গুষ্টিসুদ্ধ খায় মাংস।

২০০। জিব পুড়ল আপন দোষে
কী করবে মোর হরিহর দাসে।

২০১। জেলের পরনে তেনা, নিকারির কানে সোনা।

২০২। জোছনাতে ফটিক ফোটে,
চোরের মায়ের বুক ফাটে।

২০৩। জ্বালা দিতে নেই ঠাঁই,
জ্বালা দেয় সতীনের ভাই।

২০৪। ঝাঁটা দিয়ে বিষ (ভূত) ঝাড়ানো
ঝিকে মেরে বউকে শেখানো।

২০৫। ঝি জব্দ কিলে, বউ জব্দ শিলে,
পাড়া-পড়শি জব্দ হয় চোখে আঙুল দিলে।

২০৬। ঝোলে ঝালে অম্বলে
বেগুন সব ঠাঁই চলে।

২০৭। টক টেশো আঁটি সারা
শাসশূন্য আঁশ ভরা
এই আম বিলাবার ধারা।

২০৮। টকের জ্বালায় দেশ ছাড়লাম,
তেঁতুল তলায় বাঁশ গাড়লাম।

২০৯। টাকা তুমি যাচ্ছ কোথা? পিরিতি যথা,
আসিবে কবে? বিচ্ছেদ যবে।

২১০। ঠাকুরকে দেখিয়ে কলা,
নৈবিদ্যি নে’ ছুটে পালা।

২১১। ঠেটা লোকের মুখে আট,
বাইরে থেকে কাটে গাঁট।

২১২। ডাকলে ডাক, বসলে ক্রোশ,
পথ বলে মোর কিসের দোষ?

২১৩. ডুব দিয়ে খাই পানি,
আল্লাহ জানে আর আমি জানি।

২১৪। ঢেঁকিশালে যদি মানিক পাই
তবে কেন পর্বতে যাই।

২১৫। ঢের দেখেছি চুরি করতে,
এমন দেখিনি ধুকড়ি পরতে।

২১৬. তাঁতি রাগে কাপড় ছেড়ে
আপনার ক্ষতি আপনি করে।

২১৭। তাল, তেঁতুল, মাদার,
তিনে দেখায় আঁধার।

২১৮। তাল বাড়ে ঝোপে,
আর খেজুর বাড়ে কোপে।

২১৯। তিন মাথা যার, বুদ্ধি নেবে তার। ২

২০। তুক তাক ছয় মাস, কপালে যা বারো মাস।

২২১। তুফানে যে হাল ধরে না, সেই বা কেমন নেয়ে,
কথা পাড়লে বুঝতে পারে না, সে-ই কেমন মেয়ে।

২২২। মূলে নেই লক্ষ্মীপূজা একেবারে দশভুজা।

২২৩। অবংশো পতিততা রাজা মূর্খ পুত্রশ্চ পণ্ডিতঃ
অধনশ্চ ধনং প্রাপ্য তৃণবন্নন্যতে জগৎ।

(অনুবাদ : নীচ বংশজাত ব্যক্তি যদি রাজা হয়, মূর্খ ব্যক্তির পুত্র যদি পণ্ডিত হয়, দরিদ্র যদি হঠাৎ প্রচুর ধনলাভ করে, তবে তারা জগৎকে তৃণের ন্যায় অগ্রাহ্য করে।)।

২২৪। তেলা মাথায় ঢাল তেল,
রুখু মাথায় ভাঙ বেল।

২২৫। তোমারে বধিবে যে,
গোকুলে বাড়িছে সে।

২২৬। তোর পায় গড় না,
তোর কাজের পায়ে গড়।

২২৭। তোর শিল, তোর নোড়া
তোরই ভাঙি দাঁতের গোড়া।

২২৮। থাকরে কুকুর আমার পাশে,
ভাত দেব সেই পৌষ মাসে।

২২৯। থাকে যদি চুড়ো বাঁশি
মিলবে রাধা হেন কত দাসী।

২৩০। দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা, পূর্বারী তার প্রজা,
পশ্চিমদ্বারীর মুখে ছাই, উত্তরদ্বারীর খাজনা নাই।

২৩১। দয়া আছে মায়া আছে গলা ধরে কাঁদি,
আধ পয়সার আটটি কলা পরান গেলে না দি।

২৩২. দয়া করে দেয় নুন, ভাত মারে তিনগুণ।

২৩৩। দল ভাঙলে যে, কৈ খাবে সে।

২৩৪। দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।

২৩৫। দশে যারে বলে ছি, তারে বাঁচায় কাজ কী?

২৩৬। দশের মুখে জয়, দশের মুখে ক্ষয়।

২৩৭। দাড়িকে মাঝি করা, মরা গাঙ্গে ডুবে মরা।

২৩৮। দাওয়া মারা যতদিন, বাপ খুড়ো ততদিন।

২৩৯। দায়ে বালি, কুড়লে খিল,
ভাল মানুষকে ভাল কথা বজ্জাতকে কিল।

২৪০। দিন গেল আলে ডালে,
রাত হলে চেরাগ জ্বলে।

২৪১। দিন থাকতে বাঁধে আল,
তবে খাবে নানা শাল।

২৪২। দিনে বাতি যার ঘরে, তার ভিটায় ঘুঘু চরে।

২৪৩। দিল্লিকা লাডডু, যো খায় সো পাস্তায়া,
যো নেহি খায় সো ভি পস্তায়া।

২৪৪। দুই সতীনের ঘরকন্না,
ঘরের গিন্নি ভাত পান না।

২৪৫। দুই স্ত্রী যার, বড় দুঃখ তার।

২৪৬। দুধ কলা দাও যত,
সাপের বিষ বাড়ে তত।

২৪৭। ধর্ম হয় না করলেই উপাস,
কোদাল পাড়লেই হয় না চাষ।

২৪৮। ধর্মের কল বাতাসে (আপনি) নড়ে
পাপ করলে ধরা পড়ে।

২৪৯। ধীর জাল ঘন কাটি, তবে বলি দুধ আউটি।

২৫০। ধীরে রাধে ধীরে খায়, তবে খাওয়ার মজা পায়।

২৫১। নখে কাটে কচি কালে, ঝুনো হলে দাঁত না চলে।

২৫২। ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুর্নচ ব্যাধিসম্যে রিপুঃ।
ন চাপত্যসমঃ স্নেহোন চ দৈবাৎ পরং বলম।

(অনুবাদ ও বিদ্যার তুল্য বন্ধু নেই। ব্যাধির ন্যায় শত্রু নেই। অপত্য স্নেহের মতো কোনো স্নেহ হতে পারে না। দৈব বল সকল বলের শ্রেষ্ঠ।)

২৫৩। নদী, নারী, শৃঙ্গধারী–এ তিনে না বিশ্বাস করি।

২৫৪। নয় মণ তেলও,পুড়বে না,
রাধাও নাচবে না।

২৫৫। আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শন।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তূপপা দানং, নবধা কুললক্ষণম্।।

(অনুবাদ ও সদাচার, বিনয়, বিদ্যা, খ্যাতি, তীর্থদর্শন, শাস্ত্রানুমোদিত ধর্মে আসক্তি, ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তি (অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন প্রভৃতি), তপস্যা এবং দান–এই নয়টি সদ্বংশীয় ব্যক্তির লক্ষণ।)।

২৫৬। পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রশ্চ স্থবিরে ভাবে, ন স্ত্রী স্বতন্ত্রমহতি।

(অনুবাদ : নারী বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন থাকবে। স্ত্রীগণের পক্ষে স্বাধীন হওয়া উচিত নয়। এখানে স্বাধীন বলতে যথেচ্ছাচারী বোঝানো হয়েছে।)

২৫৭। না দেওয়ার চাল, আজ না কাল।

২৫৮। না দেখে চলে যায়, পায় পায় হোঁচট খায়।

২৫৯। নাপিতের আসি, ধোপার বাসী।

২৬০। না বুঝে ছিলাম ভালো, অর্ধেক বুঝে পরান গেল।

২৬১। নামে ডাকে গুরুমশাই,
লেজা মুড়োর জ্ঞান নাই।

২৬২। নারীর বল, চোখের জল।

২৬৩। নিতে পারি, খেতে পারি, দিতে পারি নে,
বলতে পারি, কইতে পারি, সইতে পারি নে।

২৬৪। নিত্য চাষার ঝি,
বেগুন ক্ষেত দেখে বলে, এ আবার কী?

২৬৫। মাতলো যস্য গোবিন্দঃ পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সোহভিমন্যঃ রণে শেতে, নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।

(অনুবাদ : যার মামা স্বায়ং শ্রীকৃষ্ণ, পিতা অর্জুন, সেই অভিমন্যুও যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন, সুতরাং নিয়তিকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না।)

২৬৬। নণ পুরুষের তিনগুণ ঝাল,
পরনে গামছা, গায়ে ঠাকুরদাদার শাল।

২৬৭। নীরোগ শরীর যার, বৈদ্যে করবে কী।
পরের ভাতে বেগুন পোড়া, পান্তাভাতে ঘি।

২৬৮। নেকা, বোকা, ঢিলে (ঢলঢল) কাছা,
তিনে প্রত্যয় না করো বাছা।

২৬৯। নেবার বেলা পরিপাটি, দেবার বেলা ফাটাফাটি।

২৭০। লেবু কচলাবে যত, তেতো হবে তত।

২৭১। নেভবার আগে ক্ষণেক তরে,
দীপ জ্বলে ধপ করে।

২৭২। নেশাতে বুক ফাটে, কুকুরে মুখ চাটে।

২৭৩। পড়ল কথা সভার মাঝে,
যার কথা তার গায়ে বাজে।

২৭৪। পড়ক না পড়ক পো, সভার মাঝে নে থো।

২৭৫। পড়েছি তাফালে, যা থাকে কপালে।

২৭৬। পড়েছি মোগলের হাতে,
খানা খেতে হবে সাথে।

২৭৭। পতির পায়ে থাকে মতি,
তবে তারে বলে সতী।

২৭৮। পথে পেলাম কামার, দা গড়ে দে আমার।

২৭৯। লেখনী পুস্তিকা জায়া পরহস্তং গতাগত।
যদি মা পুনরায়তি ভ্রষ্টা চ মর্দিত।

(অনুবাদ : কলম, বই এবং পত্নী একবার হাতছাড়া হলে আর তাদেরকে ফিরে পাওয়ার আশা করা যায় না। যদিবা কখনো ফিরে পাওয়া যায়, তবে তা আগের অবস্থায় থাকে না–এরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে আসে।)।

২৮০। পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্।
কার্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যান,তদ্ধন।

(অনুবাদ : যে-বিদ্যা কার্যকালে মনে পড়ে না ও যে-ধন কার্যকালে পাওয়া যায় না সে বিদ্যা বা ধনের প্রয়োজন নেই।).

২৮১। পরে তসর খায় ঘি, তার আবার ভাবনা কী?

২৮২। পরের কথায় লাথি চাপড়,
নিজের কথায় ভাত কাপড়।

২৮৩। পরের ঘরে খায় আয়,
আঠারো মাসে বছর যায়।

২৮৪। পরের চাল পরের ডাল, নদে করে বিয়ে।

২৮৫। পরের ছেলে (বা বিড়াল) খায়,
আর বনের পানে (পথ পানে) চায়।

২৮৬। পরের জন্য গর্ত খোড়ে, আপনি তাতে পড়ে মরে।

২৮৭। পরের জন্য ফাঁদ পাতে,
আপনি পড়ে মরে তাতে।

২৮৮। পরের দুধে দিয়ে ফুঁ, পুড়িয়ে এলেন আপন মু'।

২৮৯। পরের দেখে তোলে হাই, যা আছে তাও নাই।

২৯০। পরের ধনে পোদ্দারি, লোকে বলে লক্ষ্মীশ্বরী।

২৯১। পরের পিঠে, বড় মিঠে।

২৯২। পরের মাথায় দিয়ে হাত, কিরা করে নির্ঘাত।

২৯৩। পরের লেজে পড়লে পা তুলোপানা ঠেকে,
নিজের লেজে পড়লে পা কেঁক করে ডাকে।

২৯৪। পরের সোনা দিও না কানে,
কেড়ে নেবে হঁচকা টানে।

২৯৫। পরের হাতে ধন, পেতে কতক্ষণ।

২৯৬। পচ পাগলের ঘর,
খোদায় রক্ষা কর।

২৯৭। পাগল কি গাছে ফলে,
আক্কেলেতে পাগল বলে।

২৯৮। পিঠা খায় মিঠার জোরে,
হাত নেড়ে বেড়ায় নানির জোরে।

২৯৯। মার আর ধর আমি পিঠে বেঁধেছি কুলো।
বকো আর ঝকো, আমি কানে দিয়েছি তুলো।

৩০০। পিসি বল, মাসি বল, মার বাড়া নাই,
পিঠে বল, মিঠে বল, ভাতের বাড়া নাই।

৩০১। পুঁটি মাছের প্রাণ, দেখতে দেখতে যান।

৩০২। পুতুল যেমন পুতুল কাঁচে,
যেমন নাচায় তেমনি নাচে।

৩০৩। পুরান বসন ভাতি, অবলাজনের জাতি।

৩০৪। পুরুষের দশ দশা, কখনো হাতি কখনো মশা।

৩০৫। পূর্বে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ,
উত্তরে কলা, দক্ষিণে মেলা।

৩০৬। পেট জ্বলে ভাতের তরে,
সোনার আংটি হাতে পরে।

৩০৭। পেটের বাছা আর বাড়ির গাছা।

৩০৮। পোড়া কপালে সুখ নাই,
বিয়ে বাড়িতে ভাত নাই।

৩০৯। ফকিরে ফকিরে ভাই ভাই,
ফকিরের রাজত্ব সব ঠাঁই।

৩১০। ফাল্গুনে আগুন, চৈতে মাটি,
বাঁশ রেখে বাঁশের ঠাকুরদাকে কাটি।

৩১১। ফুটনির মামা, ভিতরে কপিল উপরে জামা।

৩১২। ফুরাল বাগানের আম, কী খাবিরে হনুমান।

৩১৩। ফুলের নাই গন্ধ, চোখ থাকতে অন্ধ।

৩১৪। ফুলে শোভা ভোমরা
গাই-এর শোভা চামড়া।

৩১৫। বউ-এর রাগ বিড়ালের উপর,
বিড়ালের রাগ বেড়ার উপর।

৩১৬। বউ ভাঙলে সরা, গেল পাড়া পাড়া,
গিন্নি ভাঙলে নাদা, ও কিছু নয় দাদা।

৩১৭। ফেন দিয়ে ভাত খায়; গল্পে মারে দই,
মেটে হুঁকোয় তামাক খায় গুড়গুড়িটা কই?

৩১৮। বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ।

(অনুবাদ : অসামান্য ব্যক্তিগণের মন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বজ্রের মতো কঠোর এবং অবস্থাবিশেষে ফুলের মতো কোমল হয়। সাধারণ মানুষ তাদের স্বরূপ বুঝতে পারে না।)

৩১৯। বড় ঘরের বড় কথা, গরিবের ছেঁড়া কাঁথা,
বড় ঘরের বড় কথা, বললে কাটা যায় মাথা।

৩২০। বড় বড় বানরের বড় বড় পেট,
লংকা ডিঙাতে সব মাথা করে হেঁট।

৩২১। বড়র পিরিতি বালির বাঁধ,
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।

৩২২। বন পোড়ে সবাই দেখে, মন পোড়ে কেউ না দেখে।

৩২৩। বল বুদ্ধি ভরসা, তিন তিরিশে ফরসা।

৩২৪। বসতে জায়গা পেলে, শোবার জায়গা মেলে।

৩২৫। বসে খেলে কুলোয় না,
করে খেলে ফুরোয় না।

৩২৬। বাইরে হাসিখুশি ভেতরে গরল বাঁশি।

৩২৭। বাঘ ভালুকের রাজ্যে থাকি,
মনের কথা মনেই রাখি।

৩২৮। বাঘে মহিষে যুদ্ধ হয়, নল খাগড়ার প্রাণ যায়।

৩২৯। বাছার আমার এত বাড়,
ছ' আনার কাপড়ে ন' আনার পাড়।

৩৩০। বড় গাছের তলায় রাস,
ডাল ভাঙলেই সর্বনাশ।

৩৩১। বাড়িতে পায় না শাক সজিনা,
ডাক দিয়ে বলে ঘি আন না।

৩৩২। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্ধং কৃষি কর্মনি।
দতধং রাজসেবায়াৎ ভিক্ষায়াৎ নৈব নৈব চ।

(অনুবাদ : বাণিজ্যে সবচেয়ে বেশি লাভ হয়। কৃষিকার্যে তার অর্ধেক লাভ হয়। রাজকার্যে [সরকারি চাকরিতে] তার অর্ধেক। ভিক্ষায় কখনো সম্পদ লাভ করা যায় না।)

৩৩৩। বাপকা বেটা সেপাইকা ঘোড়া,
কুচ নেহি তো থোড়া থোড়া।

৩৩৪। বাপের জন্মে নেই কো চাষ,
ধানকে বলে দূর্বাঘাস।

৩৩৫। বামুন গেল ঘর, তো লাঙ্গল তুলে ধর।

৩৩৬। বারো কাঁদি নারিকেল, তের কাঁদি কলা,
আজ আমাদের ছোট রানির উপবাসের পালা।

৩৩৭। বারোটা ঝাড়লুম তেরোটা মল,
তুই না মরে অপযশ হল।

৩৩৮। বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান,
এইবার তোমার আমি বধিব পরান।

৩৩৯। বারো রাজপুত্রের তেরো হাঁড়ি,
কেউ খায় না কারো বাড়ি।

৩৪০। জ্ঞাতিভির্বন্টতে নৈব, চৌরেণাপি ন নীয়তে।
দানেন ন ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনম্।

(অনুবাদ : বিদ্যা শ্রেষ্ঠ রত্ন, কারণ এটা জ্ঞাতিগণ ভাগ করে নিতে পারে না, চোরে চুরি করে নিতে পারে না, অথবা দান করলে [বৃদ্ধি ছাড়া] ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না!)

৩৪১। বিদ্বত্তঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।

(অনুবাদ : বিদ্বান ব্যক্তি রাজা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, যেহেতু রাজা কেবল নিজের দেশে। পূজা পান; কিন্তু বিদ্বান সর্বত্র সমাদর লাভ করেন)।

৩৪২। বিধি যদি বিপরীত, কেবা করে কার হিত।
বিধির লিখন, না যায় খণ্ডন।

৩৪৩। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি, পুকুরের সৃষ্টি।

৩৪৪। বিপদে শিবের গোঁড়া, সম্পদে শিবত নোড়া।

৩৪৫। বিয়ে ফুরোলে বাজনা, কিস্তি ফুরোলে খাজনা।

৩৪৬। পরোক্ষে কার্য-হন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিন।
বর্জয়েৎ তাদৃশং বন্ধুং বিষকুম্ভং পয়োমুখনম্।।

(অনুবাদ : যিনি সামনে প্রিয় বাক্য বলেন, কিন্তু পরোক্ষে ক্ষতি করেন, তিনি বন্ধু হলেও উপরে দুধ দেওয়া ও ভিতরে বিষ-ভরা দুধের কলসির ন্যায়। সুতরাং তাদেরকে সযত্নে বর্জন করবে।)

৩৪৭। বুঝতে নারি সেকরার ঠার, বলে এক করে আর।

৩৪৮। বুদ্ধিগুণে হা-ভাত, বুদ্ধিগুণে খা ভাত।

৩৪৯। বুনলাম ধান হল তিল,

ফলল রুদ্রাক্ষ খেলাম কিল।

৩৫০। বেদে কি জানে কর্পূরের গুণ,
এঁকে এঁকে বলে সৈন্ধব নুন।

৩৫১। বেহায়ার নাহি লাজ, নাহি অপমান,
সুজনকে এক কথা মরণ সমান।

৩৫২। বৈষ্ণব হইতে বড় হয়েছিল সাধ,
তৃণাদপি শুনে মনে লেগে গেছে তাক।

৩৫৩। ভক্তিহীন ভজন, আর লবণহীন ব্যঞ্জন।

৩৫৪। ভগবানের মার দুনিয়ার বার।

৩৫৫। ভাঁড়ে নেই ঘি, ঠকঠকালে হবে কী?

৩৫৬। ভাগাড়ে মড়া পড়ে, শকুনের টাক নড়ে।

৩৫৭। ভাগের ভাগ পেলে, না খেয়েও চিবিয়ে ফেলে।

৩৫৮। ভাগ্যবানের দুটি পুত,
একটি বাঁদর, একটি ভূত।

৩৫৯। ভাঙা ঘরে জোছনার আলো,
যেদিন যায় সেদিন ভালো।

৩৬০। ভাত পায় না কুঁড়ের নাগর,
আমানি খেয়ে পেটটা ডাগর।

৩৬১। ভাত রোচে না রোচে মোয়া
মণ্ডা রোচে না পোয়া পোয়া।

৩৬২। ভাবে ডগমগ তেলাকুচো,
হেসে মল কালো ছুঁচো।

৩৬৩। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ গেল শল্য হল রথী,
চন্দ্র, সূর্য, অস্ত গেল জোনাকির পাছায় বাতি।

৩৬৪। চারৈ; পশ্যন্তি রাজান; শাস্ত্রৈ; পশ্যন্তি পণ্ডিতা;
গাব; পশ্যন্তি ঘ্রাণেন ভুতে পশ্যন্তি বর্বরা।

(অনুবাদ : রাজারা গুপ্তচরের সাহায্যে অপ্রত্যক্ষ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন। পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের সাহায্যে বস্তুর জ্ঞানলাভ করেন। গরু ঘ্রাণের সাহায্যে বুঝতে পারে। কিন্তু মূর্খ। ব্যক্তি শুধু অতীত ব্যাপারে জানে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই।)

৩৬৫। মন চায় বাদশা হতে, খোদা দেয় না মেগে খেতে।

৩৬৬। মনটি শখের বটে, হাতে কিন্তু পয়সা নাই।
জোনাকি পোকার আলো দেখে গ্যাসবাতির শখ মিটাই।

৩৬৭। মরা মালঞ্চে ফুটল ফুল,
টেকো মাথায় উঠল চুল।

৩৬৮। মা ডাকলে খেলাম না,
বাবা ডাকলে গেলাম না,
সাত পুরুষের বেঁকি বলে, পান্তা খা, পান্তা খা।

৩৬৯। মা পায় না কাঁথা সেলাই করবার সুতা,
ব্যাটার পায়ে দ্যাখো চৌদ্দ সিকের জুতা।

৩৭০। মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যে লেষ্ট্রিবৎ।
আত্মবৎ সর্বভূতেষু য; পশ্যতি সে পণ্ডিতঃ।

(অনুবাদ পরস্ত্রীকে মায়ের মতো, পরের জিনিসকে মাটির ঢেলার মতো এবং সমস্ত প্রাণীকে নিজের ন্যায় জ্ঞান করাই প্রকৃত পণ্ডিতের লক্ষণ।)

৩৭১। মায়ের গলায় দিয়ে গড়ি,
বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ি।

৩৭২। মায়ের পোড়ে না, মাসির পোড়ে,
পাড়া-পড়শির ধবলা ওড়ে।

৩৭৩। মুচি হয়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে,
শুচি হয়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যাজে।

৩৭৪। মূর্খ লোকে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে,
ধনবানে কেনে ঘোড়া, বুদ্ধিমানে চড়ে।

৩৭৫। মেগে এনে বিলিয়ে খায়, হাতে হাতে স্বর্গ পায়।

৩৭৬। মেজে ঘষে হল ক্ষয়
মালা তবু ধনো নয়।

৩৭৭। যখন আদর জুটে, ফুটকলাই নিয়ে ফুটে,
যখন আদর টুটে, উঁকি দিয়ে কুটে।।

৩৭৮। যখন বিধি মাপায়।
তখন উপরি উপরি চাপায়।

৩৭৯। যখন যার কপাল খোলে,
শুকনো ডাঙায় ডিঙি চলে।

৩৮০। যখন যার পড়তা হয়,
ধুলো মুঠা ধরে সোনা মুঠা হয়।

৩৮১। সকল পথ দৌড়াদৌড়ি, খেয়া ঘাটে গড়াগড়ি।

৩৮২। মাতা যস্য গৃহে পাস্তি, ভার্যা চ ব্যাভিচারিণী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্।

(অনুবাদ **:** যার গৃহে মা নেই, স্ত্রী দুশ্চরিত্রা, তার পক্ষে বনগমন করা কর্তব্য। কারণ তার পক্ষে গৃহ অরণ্যতুল্য।**)**

৩৮৩। যদি থাকে আগে পিছে, কী করে শাকে মাছে।

৩৮৪। যদি দেখে আঁট আঁটি,
কাঁদিয়া ভিজায় মাটি।

৩৮৫। যদি হয় সুজন, তেঁতুল গাছে ন’জন।

৩৮৬। যদি হয় সোনার ভাগারি, তবু ধরে লোহার কাটারি।

৩৮৭। যদু ধোপা, মধু ধোপা, সব ধোপারই এক চোপা।

৩৮৮। যার দৌলতে চুয়া চন্দন,
তারি পাতে খোলার ব্যঞ্জন।

৩৮৯। যার নুন খাই তার গুণ গাই।

৩৯০। যারে না বামুন বলি, তার গায় নামাবলী।

৩৯১। যেখানে আঁটাআঁটি
সেখানেই লাঠালাঠি।

৩৯২। যেমন সরা তেমনি হাঁড়ি, গড়ে রেখেছে কুমার বাড়ি।

৩৯৩। রাজার রাজ্যপাট, গরিবের শাকভাত।

৩৯৪। রাম লক্ষ্মণ দুটি ভাই, রথে চড়ে স্বর্গে যাই।

৩৯৫। রূপে ঢলঢল গুণে পশরা,
কেঁদে মলো যত কালো ছেচরা।

৩৯৬। লঙ্কার রাবণ ম'ল
বেহুলা কেঁদে রাড়ি হল।

৩৯৭। লাউ শাকের বালি আর অন্তরের কালি।

৩৯৮। লাজের মাথায় পড়ক বাজ
সাঘো গিয়ে আপন কাজ।

৩৯৯। লাভ-লোকসান জেনে,
চাষ করে না বেনে।

৪০০। লিখিব পড়িব মরিব দুঃখে,
মৎস্য মারিব খাইব সুখে।

৪০১। সজনে শাক বলে আমি সকল শাকের হেলা,
আমার খোঁজ করে কেবল টানাটানির বেলা।

৪০২। শঠের মায়া, তালের ছায়া।

৪০৩। শসা বেচুনি বেচে শসা, তার হয়েছে সুখের দশা।

৪০৪। অন্নং জীর্ণং হি প্রশংসেৎ, ভার্যা বিগত যৌবনাম।
রণাৎ প্রত্যাগতং শূরম, শস্যঞ্চ গৃহমাগতম।

(অনুবাদ : অন্ন জীর্ণ হলে তার প্রশংসা করা চলে, ভার্যা যৌবন অতিক্রান্ত হলে প্রশংসনীয়। শস্য গৃহে আসলে তবেই তার মূল্য। কার্য সমাধার পূর্বে প্রশংসার বিশেষ মূল্য নেই।

৪০৫। শাক অম্বল পান্তা–তিন ওষুধের হন্তা।

৪০৬। শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়ে, সেই বাঘে মানুষ মারে।

৪০৭। সখা যার সুদর্শন, তার সঙ্গে কি সাজে রণ?

৪০৮। সঙ্গ দোষে কী না হয়,
ছুঁচো ছুঁলে গন্ধ হয়।

৪০৯। সতী হল কবে? সে মরেছে যবে।

৪১০। সব কাজে যার হুঁশ, তারেই কয় মানুষ।

৪১১। সন্নাসীর অল্প ছিদ্র গায় সর্বজন,
শুভ্রবস্ত্রে মসীবিন্দু দেখায় যেমন।

৪১২। সময়ে সব হয়, বোন ভাগনা ভাই,
ঘরের স্ত্রী আপন নয়, যখন গাঁটে পয়সা নাই।

৪১৩। মিত্রদ্রোহী কৃতঘাশ্চ যশ্চ বিশ্বাসঘাতকঃ।
কে ত্রয়ো নরকং যাস্তি যাবচ্চন্দ্র দিবাকরো।

(অনুবাদ : যে-সকল লোক মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন এবং বিশ্বাসঘাতক, তারা যতদিন পর্যন্ত চন্দ্র সূর্য উঠবে, ততদিন নরকগামী হবে।)

৪১৪। সাত ভাই তাঁত বোনে, আপন কোলে সবাই টানে।

৪১৫। সাত সতীনে নড়ি চড়ি, বেরা আগুনে পুড়ে মরি।

৪১৬। সারাদিন থাকব নায়, কখন দিব খরম পায়?

৪১৭। সারাদিন বড়শি হাতে, সন্ধেবেলা আমড়া ভাতে।

৪১৮। সারাদিন যায় হেসে খেলে,
সন্ধেবেলা বৌ কপাল ডলে।

৪১৯। সুজন-পিরিত সোনা, ভেঙে গড়া যায়।
কুজন-পিরিত কাঁচ ভাঙিলে ফুরায়।

৪২০। সুদিনের বারো ভাই, দুর্দিনের কেউ নাই।

৪২১। সেই মন খসালি, তবে কেন লোক হাসালি।

৪২২। সেই ধানে সেই চাল, গিন্নি বিনে আল থাল।

৪২৩। স্বামী নাই, পুত্র নাই, কপাল ভরা সিঁদুর
চাল নাই, ধান নাই, গোলা ভরা ইঁদুর।

৪২৪। স্বামীর মা শাশুড়ি, তারে বর মানি
কোথা হতে এলেন আমার খুড় শাশ ঠাকুরানি।

৪২৫। হক কথা বলব, বন্ধু বিগড়ায় বিগড়াবে,
পেট ভরে খাব, লক্ষ্মী ছাড়ে ছাড়বে।

৪২৬। হয় না হয় বিয়ে, ঢাক বাজাও গিয়ে।

৪২৭। হাতি চড়ে ভিক্ষা মাঙি,
ইচ্ছেয় না দাও ঘড় ভাঙি।

৪২৮। হাতে কড়ি পায় বল, তবে যাই নীলাচল।

৪২৯। হাল যদি ধরে ঠেসে, যায় কি তরী তুফানে ভেসে?

৪৩০। হেলায় কার্য নষ্ট বুদ্ধি নষ্ট নির্ধনে,
যাচনে মান নষ্ট, ভোজন নষ্ট দুই বিনে।

৪৩১। হরি বাচান প্রাণ, বৈদ্যের বাড়ে মান।

৩৪. চিরন্তন বাণী

চিরন্তন বাণী

[লজ্জা, মান, ভয়–তিন থাকতে নয়]

গৌরবের–জীবে দয়া, গুরুজনে শ্রদ্ধা, ঈশ্বরপ্রীতি।

সম্মানের–ন্যায়পরায়ণতা, নিরহঙ্কারিতা, উপেক্ষা।

প্রশংসার–পরোপকারিতা, সদাচার, সদালাপ।

আনন্দের–সৌন্দর্য, সারল্য, স্বাধীনতা।

আদরের–জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য।

ঘৃণার–পরনিন্দা, বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা।

চঞ্চল–ধন, জীবন, যৌবন।

অবশ্যম্ভাবী–রোগ, শোক, মৃত্যু।

পরিহার্য–কাম, ক্রোধ, ভোল।

দাতব্য–মিষ্টবাক্য, ক্ষমা, সদ্ব্যবহার।

রক্ষণীয়–সত্য, মৈত্রী, আত্মসংযম।

বর্জনীয় –আলস্য, চাপল্য, রঙ্গরস।

সন্দেহের–তোষামোদ, কপটতা, অযাচিত বন্ধুত্ব।

কামনার–স্বাস্থ্য, চিত্ত-প্রসন্নতা, সৎস্বভাব।

সহবাসের–সাধু, সদ্গ্রন্থ, সচ্চিন্তা।

দুর্লভ—মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষা মহাপুরুষ-সংস্রব।

প্রার্থনীয়—ভক্তি, প্রেম, শান্তি।

৩৫. শিশু চিরন্তনী

বাণী চিরন্তন – সম্পাদনা : ভবেশ রায় / মিলন নাথ ৩৫. শিশু চিরন্তনী

শিশু চিরন্তনী

সমালোচনার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে
সে কেবল নিন্দা করতে শেখে।
শত্রুতার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে
সে কেবল হানাহানি করতে শেখে।
বিদ্রূপের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে
সে কেবল লাজুক হতে শেখে।
কলঙ্কের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে
সে কেবল অপরাধবোধ শেখে।
ধৈর্যের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে
সে সহিষ্ণুতা শেখে।
উদ্দীপনার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে
সে আত্মবিশ্বাসী হতে শেখে।
প্রশংসার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে
সে মূল্যায়ন করতে শেখে।
নিরপেক্ষতার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে
সে ন্যায়পরায়ণতা শেখে।
নিরাপত্তার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে
সে বিশ্বাসী হতে শেখে।
অনুমোদনের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে
শিশু নিজেকে ভালোবাসতে শেখে।
স্বীকৃতি আর বন্ধুত্বের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে
সে শিশু পৃথিবীতে ভালোবাসা খুঁজে পেতে শেখে।

৩৬. কথা চিরন্তন

কথা চিরন্তন

উপাসনা করো প্রেমের মাধ্যমে
নত হও সংযমের সাথে
সাধনা করো একাগ্রচিত্তে
কামনা করো ভক্তিসহকারে
দান করো মুক্তহস্তে
পান করো ধীরে ধীরে
আহার করো পরিমিতভাবে
ব্যয় করো আয় বুঝে
চিন্তা করো গভীরভাবে
বিশ্বাস করো মনেপ্রাণে
অপেক্ষা করো ধৈর্যের সাথে
শ্রবণ করো মন দিয়ে
সংকল্প করো দৃঢ়চিত্তে
তর্ক করো যুক্তির সাথে
কথা বলো সংক্ষেপে
কাজ করো নীরবে
পথ চলো সাবধানে
সেবা করো যত্নের সাথে
সাহায্য করো গাম্ভীর্যের সাথে
খেলা করো অবসরে
বাস করো সুজনের সাথে
ভালোবাসো প্রাণ খুলে
বন্ধুত্ব করো যাচাই করে

দুর্বৃত্তকে এড়িয়ে চলো
জ্ঞানীর সঙ্গে কাজ করো
নিজের কাজ নিজেই করো।

৩৭. সত্য বাণী

বাণী চিরন্তন – সম্পাদনা : ভবেশ রায় / মিলন নাথ ৩৭. সত্য বাণী

সত্য বাণী

ঠাট্টা করিও না—করিলে সম্মান নষ্ট হইবে।

মিথ্যা বলিও না—বলিলে ইমানের জ্যোতি নষ্ট হইবে।

নিরাশ হইও না—হইলে হকের উপর থাকিতে পারিবে না।

কুসংগে থাকিও না—থাকিলে নিন্দিত হইবে।

পাপ করিও না—করিলে আল্লাহর ক্রোধে পড়িবে।

কৃপণতা করিও না—করিলে মর্যাদা নষ্ট হইবে।

লোভলালসা করিও না—করিলে উচ্চশির থাকিবে না।

চোগলখোরি করিও না—করিলে জাহান্নামি হইবে।

এমন উপদেশ দিও না—যাহা নিজে কর না।

সালাম করিতে কার্পণ্য করিও না—করিলে কৃপণ বলিয়া গণ্য হইবে।

এমন ওয়াদা করিও না—যাহা পূরণ করিতে পারিবে না।

নামাজ ছাড়িও না—ছাড়িলে আল্লাহর জিম্মায় থাকিবে না।

অহংকার করিও না—করিলে ধ্বংস হইবে।

সীমালংঘন করিও না—করিলে আল্লাহ্ ভালোবাসিবেন না।

স্বামীর অবাধ্য চলিও না—চলিলে বেহেশত পাইবে না।

আলস্য করিও না—করিলে কর্তব্যকর্মে ত্রুটি হইবে।

হিংসা করিও না—করিলে আত্মপীড়ন হইবে।

এই তিন জিনেসের দেরি করিবে না—নামাজ, জানাজার দাফন ও বালেগা মেয়ের বিবাহ।

এই তিন জিনিসকে জায়েজ মতে ব্যবহার করিবে—চক্ষু, জবান ও হাত।

৩৮. সত্য চিরন্তন

বাণী চিরন্তন – সম্পাদনা : ভবেশ রায় / মিলন নাথ ৩৮. সত্য চিরন্তন

সত্য চিরন্তন

প্রশ্রয় দিলে মাথায় ওঠে

সমাদর করলে খোসামোদ ভাবে

সদুপদেশ দিলে ঘুরে বসে

উপকার করলে অস্বীকার করে

বিশ্বাস করলে ক্ষতি করে

সুখের কথায় হিংসা করে

দুঃখের কথায় সুযোগ খোঁজে

ভালোবাসলে আঘাত করে

স্বার্থ ফুরালে কেটে পড়ে।

৩৯. বচন-প্রবচন

বচন-প্রবচন

১. সত্যের নিত্য রূপ সর্বত্র এক। সূর্য সর্বত্রই সূর্য।

২. প্রতিভা মানুষকে আকর্ষণ করার এক অন্তহীন রহস্য।

৩. পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর সর্বজনবোধ্য ভাষার নাম হাসি।

৪. হাসি মানুষের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ও অলংকার হতে পারে।

৫. সময় সবসময় কথা বলে না। কখনো কখনো ভয়ঙ্কর নীরবতা পালন করে থাকে।

৬. সময়ের বাণী সবাই শুনতে পায় না। তাই কেউ এগিয়ে যায় কেউ পিছিয়ে পড়ে।

৭. চরম এবং পরম কোনো অবস্থাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না- শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থাই দীর্ঘায়ু লাভ করে।

৮. মানুষ আজ তার নিজেরই তৈরি প্রতাঁকের কাছে জিম্মি হয়ে আছে।

৯. মানুষ শুধু মানুষ চিনতে ভুল করে না। কখনো কখনো নিজের সম্পর্কেও ভুল ধারণা পোষণ করে।

১০. শক্তি ও সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের একটা সহজাত আকর্ষণ রয়েছে। সে-আকর্ষণ অনেককে বিপথগামীও করে।

১১. মানুষ যখন স্বার্থে অন্ধ হয়ে যায় তখনই ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয় এবং বিবেকের চেয়ে বুদ্ধির, সত্যের চেয়ে মিথ্যার মূল্য দেয় বেশি।

১২. দু-ধরনের মানুষকে নিয়ে মানুষের মধ্যে দলগত বিভেদ ও বিতর্ক চলতে পারে। এক, সুচতুর স্বার্থপর দ্বৈত চরিত্রের লোক; দুই, ক্ষণজন্মা প্রতিভাধর ব্যক্তি।

১৩. সংকীর্ণচিত্ত মানুষ উদারতার আনন্দ কাকে বলে জানে না। স্বার্থপরতা মানুষের দৃষ্টিকে উদার আকাশ থেকে ফিরিয়ে আনে, গৃহকোণে বন্দিত্ব স্বাধীনতাকে দূরে সরিয়ে দেয়। একমাত্র বীরেরাই স্বাধীনতার মহিমা বোঝে, স্বাধীনতার ব্যাখ্যা দিতে পারে এবং স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে।

১৪. শত্রুকে শত্রুতা করার সুযোগ তো সৃষ্টি করে দেয় মানুষ নিজেই।

১৫. মানুষের ভুল সিদ্ধান্ত গোটা সভ্যতাকেই কলঙ্কিত করতে পারে, পারে নিন্দার ঝড় বইয়ে দিতে, মানবতার চূড়ান্ত সর্বনাশ করতে।

১৬. কর্মের ক্ষেত্রে দ্বিধাই মানুষকে ক্রমাগত পিছিয়ে দেয়। দ্বিধা শুধু দ্বিখণ্ডিত করে, অস্তিত্বের বিনাশও ঘটায়।

১৭. সৃষ্টিশীল মানুষের স্বপ্ন থাকে, আর বৈষয়িক মানুষের নির্দিষ্ট গন্তব্য।

১৮. মানবজন্মের আদিতে মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল শয়তান। কিন্তু সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশপর্বে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও শত্রুতা করছে মানুষ।

১৯. মানুষের জন্য উত্তরাধিকার কখনো আশীর্বাদ, কখনো-বা অভিশাপ হিসেবে আসে। উত্তরাধিকারকে পুরোপুরি অতিক্রম করতে পারে খুব কম লোকেই।

২০. সব শয়তানই ভালো মানুষের ভান করে।

২১. স্বার্থন্বেষী মানুষমাত্রই সুযোগসন্ধানী। আর সুযোগসন্ধানীদের মধ্যেই জন্ম নেয় পৃথিবীর ছোট-বড় সব ষড়যন্ত্রকারী।

২২. আত্মমর্যাদাশীল কোনো মানুষই স্বার্থোদ্ধারের জন্যে ছোট হতে পারে না, স্বার্থান্ধ মানুষই পারে আত্মমর্যাদাকে যে-কোনো মূল্যে বিকিয়ে দিতে।

২৩. জীবনাচরণ ও উচ্চারণের মধ্যে বিরোধ পরিলক্ষিত হয় না এমন মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে খুবই কম।

২৪. মানুষ তার সময় ও নিজের শ্রেষ্ঠ পরিচয় রাখতে পারে শিল্পকর্ম ও মুদ্রিত বাক্যাবলিতে।

২৫. আধিপত্যকামিতাই মানবসমাজের সব অসন্তোষ ও বিরোধের উৎস।

২৬. সমাজ এখন প্রতিভার চেয়ে প্রশংসাপত্রের মূল্য দেয় বেশি। তাই সাধনার চেয়ে সুপারিশলাভের দিকেই সকলের ঝোঁক।

২৭. সচ্চরিত্র ও চরিত্রহীন হওয়ার সুবিধে-অসুবিধে এই যে, সৎচরিত্র ব্যক্তি যতটা চরিত্রবান তার চেয়েও বেশি তিনি খ্যাতি পেয়ে থাকেন, আর চরিত্রহীন লোক যতটা চরিত্রহীন তার চেয়ে বেশি দুশ্চরিত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

২৮. টাকা এবং যৌনতা এমন এক ক্ষমতা যা সব মানুষকেই স্পর্শ করে।

২৯. সুখের সব চেয়ে বড় সম্পদ শরীর। একমাত্র সুস্থ শরীরই পারে টাকা এবং যৌনতাকে ভোগ করতে।

৩০. বিত্তহীন ও বিত্তবানদের জীবনে দুটি শব্দের প্রভাব বরাবরই বাড়তে থাকে—শব্দ দুটি হচ্ছে অভাব এবং আতঙ্ক।

৩১. জনতা ও ক্ষমতার কাছে এলেই মানুষের আসল রূপ বেরিয়ে যায়, তখনই বোঝা যায় সে কত সৎ, শক্তিধর ও নিরপেক্ষ।

৩২. জনগণ-নন্দিত একজন সাহসী নেতার কন্ঠস্বর সহস্র বুলেটের চেয়ে শক্তিশালী।

৩৩. রাজনৈতিক নেতৃত্বের উত্থান-পতন বরবরই নাটকীয়। সময়ের নায়ক কে হবে, কে প্রস্থান করবে ইতিহাসের মঞ্চ থেকে, কেউ বলতে পারে না।

৪০. বচন-প্রবচন

বাণী চিরন্তন – সম্পাদনা : ভবেশ রায় / মিলন নাথ ৪০. বচন-প্রবচন

বচন-প্রবচন

১. সত্যের নিত্য রূপ সর্বত্র এক। সূর্য সর্বত্রই সূর্য।

২. প্রতিভা মানুষকে আকর্ষণ করার এক অন্তহীন রহস্য।

৩. পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর সর্বজনবোধ্য ভাষার নাম হাসি।

৪. হাসি মানুষের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ও অলংকার হতে পারে।

৫. সময় সবসময় কথা বলে না। কখনো কখনো ভয়ঙ্কর নীরবতা পালন করে থাকে।

৬. সময়ের বাণী সবাই শুনতে পায় না। তাই কেউ এগিয়ে যায় কেউ পিছিয়ে পড়ে।

৭. চরম এবং পরম কোনো অবস্থাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না–শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থাই দীর্ঘায়ু লাভ করে।

৮. মানুষ আজ তার নিজেরই তৈরি প্রতাঁকের কাছে জিম্মি হয়ে আছে।

৯. মানুষ শুধু মানুষ চিনতে ভুল করে না। কখনো কখনো নিজের সম্পর্কেও ভুল ধারণা পোষণ করে।

১০. শক্তি ও সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের একটা সহজাত আকর্ষণ রয়েছে। সে-আকর্ষণ অনেককে বিপথগামীও করে।

১১. মানুষ যখন স্বার্থে অন্ধ হয়ে যায় তখনই ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয় এবং বিবেকের চেয়ে বুদ্ধির, সত্যের চেয়ে মিথ্যার মূল্য দেয় বেশি।

১২. দু-ধরনের মানুষকে নিয়ে মানুষের মধ্যে দলগত বিভেদ ও বিতর্ক চলতে পারে। এক, সুচতুর স্বার্থপর দ্বৈত চরিত্রের লোক; দুই, ক্ষণজন্মা প্রতিভাধর ব্যক্তি।

১৩. সংকীর্ণচিত্ত মানুষ উদারতার আনন্দ কাকে বলে জানে না। স্বার্থপরতা মানুষের দৃষ্টিকে উদার আকাশ থেকে ফিরিয়ে আনে, গৃহকোণে বন্দিত্ব স্বাধীনতাকে দূরে সরিয়ে দেয়। একমাত্র বীরেরাই স্বাধীনতার মহিমা বোঝে, স্বাধীনতার ব্যাখ্যা দিতে পারে এবং স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে।

১৪. শত্রুকে শত্রুতা করার সুযোগ তো সৃষ্টি করে দেয় মানুষ নিজেই।

১৫. মানুষের ভুল সিদ্ধান্ত গোটা সভ্যতাকেই কলঙ্কিত করতে পারে, পারে নিন্দার ঝড় বইয়ে দিতে, মানবতার চূড়ান্ত সর্বনাশ করতে।

৩৪. নির্বাচনপ্রার্থী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, নির্বাচনপ্রার্থীরা জনগণকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন আর নির্বাচিতরা নিজেদের।

৩৫. সময়ের নায়কেরা, কখনো কখনো সমরনায়কেরাও, এমন অকস্মাৎ হারিয়ে যান যে, বিস্ময় প্রকাশ করার অবকাশ থাকে না– ভাগ্য এমন নির্মম!

৩৬. সময়ের দাবিতে রাজনীতিতে মৃতরা যেভাবে জীবিত হয়ে ওঠেন, জীবিতদের সাহায্য করেন, জীবিতদের মৃতে রূপান্তরিত করেন—অন্যকিছুতে তা সম্ভব নয়।

৩৭. সমকালীন রাজনীতি গণতন্ত্রের স্লোগানে মুখর হলেও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াচ্ছে না—এটাই আমাদের জাতীয় রাজনীতির সবচাইতে বড় দুর্বলতা।

৩৮. ব্যক্তিস্বার্থপ্রবণ সব উচ্চাভিলাষী নেতাই জাতীয় স্বার্থের জন্যে কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ করে।

৩৯. যে-ব্যক্তির প্রতিষ্ঠার পেছনের চাটুকারিতা ও কূটকৌশল প্রধানভাবে ক্রিয়াশীল এবং মিথ্যা ও দুর্নীতি যার নিত্যকর্মের অন্যতম প্রধান শক্তি, কোনো শুভ শক্তির উচিত নয় তার সহযোগিতা করা।

৪০. যে-রাজনীতি গণতন্ত্রের বিকাশ ও সংস্কৃতিচর্চায় উৎসাহী নয়, কেবলই ক্ষমতামুখী—সে-রাজনীতিকে চরদখলের রাজনীতি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

৪১. সংবাদ মাধ্যমগুলোর বরাতে কে কখন বিশ্ববাসীর পরিচিতি ও প্রিয়তম মানুষে পরিণত হবে, কেউ বলতে পারে না।

৪২. আলো যেমন ব্যক্তি ও বস্তুর ছায়া ফেলে, স্বৈরতাও তেমনি সর্বনাশের পথ তৈরি করে।

৪৩. বিজীয়কে সকলেই অভিনন্দন জানায়, বর্ণচোরা শত্রুরাও।

৪৪. মৃত্যুই মহৎ শিল্পার ঋণ পরিশোধের সুযোগ করে দিতে পারে।

৪৫. যে আনন্দের সাধনা করে সে কখনো আক্ষেপ করে না।

৪৬. কান্নার এক নাম পরাজয়, আর এক নাম আনন্দ।